শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

(৩য় খণ্ড)



শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস

শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

(৩য় খণ্ড)

শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস
শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ—
শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ
শিবপুর, হাওড়া।

প্রথম প্রকাশ ঃ—
ওঙ্কার পঞ্চমী, ১৪১৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। শ্রীমহামিলন মঠ
৭/৭, পি. ডব্লু. ডি. রোড , কলি—৩৫, ফোন- ২৫৭৭-৫১৭৯।
২। শ্রীরামানন্দ মঠ , চিতেরমার পড়া, দিগসুই ,হুগলী। ফোন- ২৬৮৪-৬৭৯০।
৩। জয়গুরু জুয়েলার্স, বারাসাত রোড,
মসজিদ মোড়, ব্যারাকপুর। ফোন- ২৫৯৪-৬৪০৫ (বাড়ী)।

মুদ্রাকর ঃ—সাঁতরা পাব্‌লিকেশন্‌স্‌
১৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সেবা—৭০ টাকা

।। প্রকাশকের নিবেদন ।।

৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শিবপুর
১১ই আশ্বিন, ১৪১৩

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় লাভের পর হতেই তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা এবং পুস্তকগুলি আমার কাছে হল প্রাণের প্রিয় বস্তু।

তখন থেকেই 'জয়গুরু', 'দেবযান' আর 'পথের আলো' হল নিত্য-পাঠ্য, সঙ্গী।

'জয়গুরু' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো 'লীলাচিন্তা'। খুবই ভাল লাগতো এই কাব্যমালা। কারণ হলো এর যাথার্থ্য। মনে হত যেন ঠাকুরের কথাগুলোই অবিকৃতভাবে পদ্যাকারে সাজানো হয়েছে। পদ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা বর্ণনা অন্য অনেকে করলেও এই 'লীলাচিন্তা'ই মনকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতো।

ভাবতাম, যদি কোনদিন বই আকারে প্রকাশিত হয়। আজ শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় "শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেন। আমরা পেলাম তাঁর লীলাচিন্তনের অপূর্ব্ব অবলম্বন।

আশা এই যে, গুরুপ্রেমীগণ এই গ্রন্থপাঠে সমধিক আনন্দিত ও উপকৃত হবেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করি এই গ্রন্থ প্রতি গৃহে বিরাজিত হয়ে সকলকে শ্রীশ্রীসীতারামলীলারসাস্বাদনে নিমগ্ন করুন।

অলমিতি।

শ্রীগুরুদেবের দাস
অজয়

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

এই 'শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা' এক অনির্ব্বচনীয় বস্তুর বচন দ্বারা সহজ সরল ছন্দোবদ্ধভাবের নিষ্কপট অপূর্ব্ব প্রকাশ।

প্রায়শঃ নিখুঁত প্রকাশ যা আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় নি।

এই লীলাচিন্তনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবনিষ্ঠা এবং কৃপার অনুভব শ্রীজনার্দ্দনের ভিতর ফুটে উঠেছে।

"ভাগ্যবান সেবকেরা, মহানন্দে আত্মহারা
লভি কৃপা এমত সতত,
এ দীন লেখনী নারে, যথাযথ বর্ণিবারে
অনুপম সেই লীলামৃত।।"

শ্রীজনার্দ্দন লিখেছেন,

"কর কৃপা তুমি যারে, সে-ই পারে বুঝিবারে
এ দাসের শুধু পণ্ডশ্রম।

আমরা বলছি পণ্ডশ্রম নয়, সার্থক শ্রম। ভূমিকার প্রয়োজন এবং তার সাধন বা অনুষ্ঠান আবশ্যক। তিনি যেমনি অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, তেমনি তাঁর মায়াও অনির্ব্বচনীয়া।

তাঁর সম্বন্ধে বচন দিয়ে প্রকাশ শুধু লীলাতে—লীলাচিন্তায়। সেইহেতু তাঁর লীলাচিন্তারও ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী।

যোগজ চিন্তায় যেমন ভূমিকার অপরিহার্য্যতা, তেমনি ভাবেও—ভাব যোগেও সেইরূপ ভূমিকা থাকেই।

ভাব মধ্যমা ভূমির কথা। মধ্যমাতে দিব্যভাবসকল প্রকাশিত হতে থাকে। যিনি জ্ঞানচক্ষু, তিনি সেই দিব্যভাবরাশির প্রকাশে দেখতে পান শ্রীভগবানের অনুগ্রহ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।

যারা আমার দিব্যজন্ম ও কর্ম্মসকল তত্ত্বতঃ বুঝতে পারেন, তাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তত্ত্বতঃ বোঝা খুবই কঠিন, কিন্তু ভাব দিয়ে তাঁর দিব্যসেবায় প্রবেশ করা যেতে পারে। অত তত্ত্ব তাদের বুঝতে হয় না।

কিন্তু সে দিব্যভাবরাশিও প্রভুর অধীন। তিনি যাঁকে কৃপার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন তাঁর নিকটই সেই ভাবরাশি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

লেখককে 'এ' একটু বিশেষভাবে জানে। দেখেছি তিনি যথাকালে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী, জপ, ধ্যান প্রভৃতি গুরুদেবকথিত নিয়মাবলী যথাসাধ্য পালন করে আসছেন সারা জীবন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সে কৃপাপাত্র।

শ্রীভগবান বলেছেন," বীর্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ।"

তপস্যানিরত ব্যক্তিই তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এমন কোন তপস্যা নাই যে সেই তপস্যা দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। তিনিই করুণা করে দর্শন দান করেন।

সেই কৃপা—পাত্র বিশেষে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়।

তাঁর কৃপার দান এই অপূর্ব্ব ভাব-ভাষায় তাঁর মঙ্গলময় লীলাচিন্তন।

এই লীলাচিন্তনে কলিতাপতপ্ত জনের তাপশান্তি হবে।

যারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তজন, যারা ঠাকুরের একটি পূর্ণ জীবনীর খোঁজ করেন, তারাও এর ভিতর আনুপূর্ব্বিক প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনদর্শনের ছায়া অবশ্য দর্শন করে ধন্য হবেন।

তিনি অনন্ত, তাঁর কথাও অনন্ত, তাঁর কথা, তাঁর যশোগাথা, ভক্ত জনগণের কর্ণামৃতস্বরূপ।

ভক্তজনের ঘরে ঘরে একদিন এই "লীলাচিন্তা" পঠন-পাঠন, তাঁর দিব্য লীলাচিন্তকগণের সহায়ক হবে বলে নিশ্চিত ধারণা।

তাঁর রাতুল চরণে প্রার্থনা করি, এই লীলাচিন্তা ভব-দাবাগ্নি-দগ্ধ জীবন সুশীতল করুন, তৃপ্ত করুন।

ইতি

হরি ওম্ তৎ সৎ

ত্রিদণ্ডী স্বামী মাধবরামানুজ জীয়র

উৎসর্গ

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

সেই সব শুভানুধ্যায়ীগণের উদ্দেশ্যে—

যাঁরা এই গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ দিয়েছেন,
যাঁরা এর মুদ্রণাদিতে সাহায্য করেছেন,
আর যাঁরা এ গ্রন্থ প্রকাশে আনন্দিত।

শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস
শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগুরুধাম
চ্যাটার্জ্জী পাড়া
ব্যারাকপুর

"তাঁর লীলাকথাগুণে যদি এ পুস্তক
ধর্ম্মলাভে স্বল্পমাত্র হয় সহায়ক,
তা' হলে পাঠক, তোমা পাশে ভিখ মাগি—
একবার ক্ষণমাত্র এ দাসের লাগি
করিও প্রার্থনা সেই প্রভুর চরণে—
পাই যেন ঠাঁই সেথা জনমে মরণে।"

(১ম খণ্ড থেকে)

———

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা (৩য় খণ্ড)

নিবেদন

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

গ্রন্থরচনার সাধ বা সাধ্য কোনটিই ছিল না কোনকালে। তবুও পরমকরুণাময় ভগবান শ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপায় সমাপ্তি পর্ব্ব সম্বলিত শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা (৩য় খণ্ড) প্রকাশিত হল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর দ্বারাই নিষ্পন্ন হল এ কার্য্য—তিনিই একাধারে লেখক ও পাঠক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক। লীলার পুষ্টির জন্য কতিপয় সেবককে লেখক, প্রকাশক ইত্যাদি সাজিয়েছেন মাত্র। ফলে মূক হল মুখর...... এও তাঁর এক অনুপম লীলা।

"কলিযুগে লীলাচিন্তা বড় লঘূপায়"—তাঁর এ কথায় প্রবুদ্ধ তথা প্রলুব্ধ হয়ে এ কার্য্যে হস্তার্পণ। কিন্তু লীলাচিন্তা ব্যাপারটি যে কি ভীষণ লঘু উপায় তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম কার্য্যকালে। চিন্তা দূরে থাক্, লীলাকথা পাঠ বা লেখার ক্ষেত্রেও অবাধ্য মনকে নিয়ে সম্মুখীন হতে হল এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির। অবশেষে তাঁরই প্রেরণায় শুরু হল মিলিয়ে মিলিয়ে লেখা অর্থাৎ অক্ষর গুণে গুণে ছন্দ মেলানো আর অন্ত্য অনুপ্রাসের জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস। টুকরো টুকরো কাগজে দু'চার লাইন করে লিখে রেখে দিই টেবিলের দেরাজে। অফিসে তখন অফুরন্ত অবসর। কিছুদিন পর দেরাজ পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি অসংলগ্ন সেই পংক্তিগুলি খুব খারাপ লাগছে না তো। কাগজগুলো আর ফেলে দেয়া হল না। জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করানো হল মহাজীবনের কয়েকটি পর্ব্ব । বিঠুরে (কানপুরে) জন্মোৎসবে গিয়ে তাঁকে সব নিবেদন করা হল। শুনলেন খানিকটা। 'জয়গুরু' পাক্ষিকে ছাপতে দিতে বললেন। পত্রিকায় প্রথম পর্ব্ব প্রকাশের পর থেকে সম্পূজক গোকুল কিশোরদার মাধ্যমে আসতে লাগলো তাঁর তাড়া। ধারাবাহিকতার স্বার্থে রাত জেগে চললো লীলাচিন্তার কাজ। .....লেখা হল সহস্রাধিক পৃষ্ঠা। কেটে গেল আরো ক'টা বছর। পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রয়াস প্রতিবারই প্রতিহত হল। পরিশেষে তাঁর কৃপার স্পর্শে সব প্রতিবন্ধকতার হল অবসান।

যাঁদের আশ্রয় করে প্রভুর কৃপার ধারা ক্রিয়াশীল হল, তাদের মধ্যে প্রথমেই যে দু'জনের কথা স্মরণপথে উদয় হচ্ছে, তাঁরা হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদরের ভ্রাতুষ্পৌত্র সকলের একান্ত আপনজন—গোপালদা (অধ্যাপক পরাশর চট্টোপাধ্যায়) এবং প্রভুর অনন্য সেবক, সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামিজী (ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ মাধবরামানুজ জীয়র) এঁদের ভালবাসার ঋণ অপরিশোধ্য। সীতারামলোকে প্রভুর সান্নিধ্যে গোপালদার অমর আত্মা সদা শান্তিতে বিরাজিত রহুন এই প্রার্থনা প্রভুর পাদপদ্মে।

এ গ্রন্থের ১ম খণ্ড থেকেই ভূমিকা লেখার জন্য স্বামিজীকে প্রার্থনা জানিয়ে আসছি। আত্মপ্রচারে অনীহ সন্ন্যাসীপ্রবর পার্থিব বিদ্যায় দৈন্যের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছেন বার বার। এবারে যে সম্মত হয়েছেন, তা তাঁর স্নেহসঞ্জাত কৃপারই বহিঃপ্রকাশ। সুস্থদেহে আরো দীর্ঘকাল, প্রভুর জগৎকল্যাণ ব্রতের উত্তরসাধকরূপে, তাঁর ভাবাদর্শ প্রচারে রত রহুন—প্রভুর চরণে এই বিনম্র প্রার্থনা।

নামে, প্রেমে মাতোয়ারা পরম শ্রদ্ধেয় পরাঙ্কুশ স্বামিজী সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দিয়ে এবং সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে এ দাসকে চিরঋণী করেছেন। তাঁর নামের ও প্রেমের ধারা আরো প্রবলভাবে বহু বহু বর্ষকাল অব্যাহত রহুক—এই প্রার্থনা প্রভুর চরণে।

গুরুনিষ্ঠ নামকারী শ্রীমান্ অজয় কুমার ঘোষ স্বেচ্ছায় শুধু D.T.P. করার ও প্রুফ সংশোধনের ভারই গ্রহণ করে নি, উপরন্তু Computer Screen-এ দেখে দেখে সংশোধনাদির কার্য্য সমাধা করেছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। এ যে কী কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এর ভেতর দিয়ে তার যে মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে, সে ভালবাসা অতুলন, অমূল্য। প্রভুর কৃপারই এ যেন এক চাক্ষুষ প্রতিচ্ছবি। নাম ও সেবার প্রভাবে ভরে উঠুক তার সংসার আশ্রম এক অনাবিল আনন্দে।

মেসার্স সাঁতরা পাবলিকেশন-এর সঙ্গে আকস্মিক ভাবেই যোগাযোগ। এই সংস্থার সহৃদয় পরিচালকবৃন্দ ব্যবসায়িক স্বার্থ উপেক্ষা করে সুলভে এ গ্রন্থ মুদ্রণে যে ভাবে সহযোগিতা করেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ভাষাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের মঙ্গল করুন।

গুরুভ্রাতা শ্রীবাসুদেব সোম, শ্রীসন্তু কুমার শী এবং সদা বিনয়াবনত সৃষ্টিধরদা কতভাবে যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছে তার ইয়ত্তা নাই। প্রভুর কৃপার ধারায় এরা স্নাত হোক্ এই প্রার্থনা।

অনেক শুভানুধ্যায়ীর নাম উল্লেখ করা গেল না। তাঁরা যেন এই ত্রুটি মার্জ্জনা করেন। তাঁদের জন্য রইলো অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও শুভ কামনা। তাঁর কৃপায়—

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।

বিশ্বের কল্যাণ হোক্

ধর্ম্মের জয় হোক্
অধর্ম্মের নাশ
সবার প্রাণে সদ্ভাবনার স্ফূরণ হোক্।

জয়গুরু।

সূচীপত্র

পর্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা

পর্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১৭৭	গুরুকৃপা, মৎস্যগন্ধ, বিদ্যা-বিতরণ লীলা, মাছি-উকুন মারার প্রায়শ্চিত্ত, সাহেবের বিয়ে।	২৪৫
১৭৮	শুভ আবির্ভাব মহোৎসব—১৩৮৫।	২৫২
১৭৯	বাসুদেবের বিবাহে, মা আনন্দময়ীর আহ্বানে বৃন্দাবনে, কলিযুগে সত্য সম ধর্ম্ম নাই।	২৫৬
১৮০	বাংলায় প্রচার—যজ্ঞ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—১৩৮৫-৮৬। শ্যামকুঞ্জে বিশ্রাম লীলা।	২৬২
১৮১	নীলাচলে অস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, আনন্দময়ী মার দর্শনে, দৃষ্টি স্থির তো চিত্ত স্থির, গুরুপূর্ণিমা—১৩৮৬।	২৬৮
১৮২	কাশীধামে গঙ্গাতটে, দর্শন দানে অনীহা, কাশী ভাল না পুরী? টিকটিকি বিতাড়ন, স্বাধ্যায় লীলা।	২৭৪
১৮৩	দিল্লী, পুষ্কর প্রভৃতি পরিক্রমান্তে বেট দ্বারকায়, নির্জ্জনতা লাগি ব্যাকুলতা, বিচিত্র কালীপূজা।	২৮০
১৮৪	দ্বারকায় জগদ্ধাত্রীপূজা, ছোট সাপও সাপ, যোগের শেষ, অভ্যাগতের সৎকার, অজ্ঞাতবাসে বিঘ্ন, ক্লান্তিহীন উপদেশ।	২৮৫
১৮৫	হরিদ্বারে গিরিবালা পান্থনিবাসে, বিবিক্ত দেশে কৃপা।	২৯১
১৮৬	জন্মোৎসব—মেহেসনা-পুষ্কর-দিল্লী, পীর সাহেব ও শ্বেতাঙ্গ ভক্তগণে কৃপা, নামকরণ লীলা।	২৯৫
১৮৭	সেবক গুরুর সম্পত্তির রক্ষক মাত্র, মহামন্ত্র রথ, সত্যই ভগবান, বিন্দু সরোবরে, জপই শ্রেষ্ঠ গুরুসেবা।	৩০০
১৮৮	লাদুনা সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচার, উজ্জয়িনী কুম্ভ মেলায় — ১৩৮৬-৮৭, অগ্রহণ আমাদের রীতি।	৩০৫
১৮৯	রাজস্থানে প্রচার—১৩৮৭, বালকানন্দের বিবাহ, দাক্ষিণাত্যে, দেবস্থলীতে আশ্রম গ্রহণ, চামচা পেটাও।	৩১৩
১৯০	গুরুপূর্ণিমা, দধীচি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্য শুরু, নেশা নিরসনে, নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি।	৩২১
১৯১	দধীচি আশ্রমে দুর্গোৎসব, প্রার্থীর অভাব মোচন, কালীপূজা ও বাজী, রণছোড় আশ্রমে মহোৎসব।	৩২৮
১৯২	শ্রীআনন্দময়ী মার সংযম সপ্তাহে, হিন্দুর ভগবান নিজেই আসেন, হৃষীকেশ আশ্রমে শ্রীমায়ের অভ্যর্থনা।	৩৩৪
১৯৩	বাণপুরে নামপ্রতিষ্ঠা, হরিনাম শুধু বৈষ্ণবের জন্য নয়। নীলাচল আশ্রমে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও আকস্মিক অসুস্থতা।	৩৪০

পর্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা
১৯৪	যোগবলে রোগ সংবরণ, ভাগবত পারায়ণ, বোম্বাই পরিক্রমা, গঙ্গাসাগরে বিচিত্র লীলা।	....	৩৪৫
১৯৫	মহামিলন মঠে অন্নসত্র, দিল্লীতে জন্মোৎসব, সবাই শ্রীগুরু-বিগ্রহ, স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত কীর্ত্তনাদি বর্জ্জনীয়।	....	৩৫১
১৯৬	দিল্লী-বৃন্দাবন পরিক্রমা, মূল্যহ্রাসকরণ লীলা, দিব্যজ্ঞান।	....	৩৫৭
১৯৭	দোলে দিল্লী, পঞ্চশীল পার্কে রোগলীলা,জটা ছেদন—১৩৮৮, হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে, চালক গুরু-ভগবান।	....	৩৬৩
১৯৮	হৃষীকেশে ভক্তসমাবেশে, বিদেশীয় ভক্তে কৃপা, দুর্গাপূজায় পুষ্পাঞ্জলি, মহাযোগী হৈড়া খান, প্রেমের ঠাকুর।	....	৩৭১
১৯৯	কন্যাকুমারিকায় রোগলীলা, দীক্ষার্থী দম্পতিকে বিশেষ কৃপা, জপনীয় মন্ত্র, 'সব তুমি' বোধে প্রণাম, গান ও কাশি।	....	৩৭৭
২০০	গো-সেবা ও সমুদ্র দর্শন লীলা, বিষাদ যোগ, কঠোর মৌন, জন্মোৎসব ও ভাষণ।	....	৩৮২
২০১	গঙ্গা বনাম সমুদ্র, দোকানে সওদা, স্বাধ্যায় লীলা, শিবনামামৃতলহরী, শ্রীনাম প্রতিষ্ঠা, ন্যূনতম আহার।	....	৩৮৮
২০২	কন্যাকুমারিকায় মৌনব্রত-১৩৮৮-৮৯, গুরুপূর্ণিমা।	....	৩৯৪
২০৩	শ্রীরঙ্গমে চাতুর্ম্মাস্য শুরু—১৩৮৯, শ্রীচরণের স্ফীতি, মা আনন্দময়ীর মহাপ্রয়াণে, মঠে স্থানাভাব ও সমাধান।	....	৪০০
২০৪	ভক্ত রেড্ডির সেবা, শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতা বৃদ্ধি, চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনয়ন।	....	৪০৬
২০৫	গুরুধামে চিকিৎসা ও বিশ্রাম, বৈদ্যসহ বহুজনে কৃপা, মঠে দর্শনদান ও ব্যাধির বৃদ্ধি, গুরুধাম ত্যাগে উদ্যোগ।	....	৪১১
২০৬	শ্রীরঙ্গমে দুর্গাপূজায় ব্যাধিবৃদ্ধি, 'বৈকুণ্ঠে'বিশ্রাম ও চিকিৎসা, দৈব চিকিৎসা, সঙ্কটজনক অবস্থায় অবারিত দর্শন।	....	৪১৭
২০৭	মহাজন সমাগম, উদ্বেগজনক অবস্থা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, সঙ্গীতে ইঙ্গিত, ব্যাধির কারণ।	....	৪২২
২০৮	লীলা অবসান—১৯ শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ইং ৫/৬-১২-১৯৮২।	....	৪২৭
	পরিশিষ্ট	....	৪৩৪

* * *

"সেবা কর পূজা কর শুন তাঁর লীলা।
লীলাচিন্তা যেই করে যায় তার জ্বালা।।
কলিযুগে লীলাচিন্তা বড় লঘূপায়।
চিন্তয়ে সতত যেই সেই তাঁরে পায়।।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর

(সুধার ধারা, পৃঃ ১৬)

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪১)

(অনন্তশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

।। গুরুধামে অজ্ঞাতবাস—১৩৭৮।। গোস্বামীজীর স্তুতি।।
।। মহাজাতি সদনের সভা।। প্রার্থনার প্রভাব।। শরণাগতি।।
।। প্রভু পাশে ডাঃ নলিনীরঞ্জন।। অপচয়—অপরাধ।।
।। ভজন ও ভোজন।। ছানির অস্ত্র-চিকিৎসা।।

হৃষীকেশ ধাম হতে তেরই অঘ্রাণ
অপরাহ্ণে শুভ যাত্রা চড়ি বাষ্পযান।
আসানসোলেতে নেমে ভোরে পনেরোই
সঙ্গী শিষ্যগণ সহ যান বেলরুই।
দাশরথি মঠ হেথা হয়েছে নির্ম্মাণ
আজি তার প্রতিষ্ঠার পূত অনুষ্ঠান।
সেই সাথে গুরু শুভ অখণ্ড শ্রীনাম
এসেছেন তাই নিজে নামী সীতারাম।
রাণীগঞ্জ সহ ভ্রমি কতিপয় স্থান
পৌঁছিলেন কলিকাতা ষোলই অঘ্রাণ।
এবার অজ্ঞাতবাস চিকিৎসা কারণে
'গুরুধামে' রামেশ্বর দাগার ভবনে।
বৈদ্যগণ অভিমত করিল জ্ঞাপন
বাঁ চোখের ছানি কাটা আশু প্রয়োজন।
এ গৃহের চারিদিকে উন্নত প্রাচীর
সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি দ্বারে প্রহরীর।
সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে
কেহ নাহি প্রবেশিতে পারে কোন ছলে।
বিশ্রামের পক্ষে তাই আদর্শ এ স্থান
নিশ্ছিদ্র বিশ্রাম প্রভু সত্যই কি চান!
বিরাট সংসার যাঁর সারা বিশ্ব জুড়ি।।

কত শত কর্ম্ম তাঁর একান্ত জরুরী।
প্রয়োজনে যে যে জনে করেন আহ্বান
আসে শুধু সেই সব ভক্ত ও সন্তান!
সাধুসন্ত জ্ঞানীগুণী আসে বহু আর
তাঁদের নিমিত্ত সদা অবারিত দ্বার।
আরতি কীর্ত্তন পাঠ প্রার্থনা প্রভৃতি
সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য তাঁর উপস্থিতি।
স্বরচিত কর্ম্মজালে বদ্ধ লীলাময়
বিশ্রামের চেয়ে নিত্য কর্ম্ম বেশী হয়।
গুরুধামে আসিবার স্বল্পকাল পর
দেখা দিল শ্রীঅঙ্গেতে ব্যথা আর জ্বর।
প্রাতে প্রভু শুয়ে সূর্য্য উদয়ের পরে
আপাদমস্তক ঢাকা কম্বলে চাদরে।
জ্বরে অঙ্গ জর্জ্জরিত সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায়
সেবকেরা দিশেহারা চিন্তায় চিন্তায়।
চিকিৎসার নিল ভার লাহিড়ী ডাক্তার
প্রভু পাশে নিত্য আসে তিন চারি বার।
সেবা আর চিকিৎসার সুবিধার তরে
রাত্রিকালে বৈদ্য হেথা অবস্থান করে।
উনিশে অঘ্রাণ করি শ্রীঅঙ্গ পরীক্ষা
বৈদ্য বলে—"আজি ভাল পূর্ব্বের অপেক্ষা।"
বিদায়ের পূর্ব্বে স্পর্শি প্রভুর চরণ
বিশ্রাম গ্রহণ লাগি করে নিবেদন।
দর্শনার্থীদের নিত্য যাতায়াত চলে
বিশ্রাম না ঠিকমত হয় তার ফলে।
পূজ্যপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী
অনুমতি লাগি যান দ্বারদেশে থামি।
নিবেদিত হল বার্ত্তা সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে
প্রভু ক'ন—"আনয়ন কর্ সসম্মানে।"
পুত্রসহ গোস্বামীজী আসিয়া অচিরে
প্রভুর চরণধূলি তুলি লয় শিরে।
ভক্তিভরে দৃঢ়স্বরে কহে অতঃপর—

"কত নদ নদী গুহা সাগর ভূধর
কত রবি শশী কত পুণ্য তীর্থস্থান
তব শুদ্ধ দেহে নিত্য করে অবস্থান।
রয়েছেন নাম মাঝে সকল সময়
দেহ তব হয়ে গেছে তাই নামময়।
যদি গৌর দিয়ে থাকে কোন অনুভব।
কহিলাম যত কিছু সত্য সেই সব।
হে লীলাবিগ্রহধারী পতিতপাবন
আমাদের পরমায়ু করিয়া গ্রহণ
আরো শতাধিক বর্ষ সুস্থ কলেবরে
করুন বিরাজ এই ধরণীর 'পরে।"
এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে কৌশলে তখন
করিলেন অন্য কথা প্রভু উত্থাপন—
"অষ্টসখী সমন্বিত যুগল মূরতি
নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়েছে সম্প্রতি।
মধ্যভাগে রহিবেন শ্রীরাধাগোবিন্দ
সন্নিকটে সেবারতা যত সখীবৃন্দ।
কোন্ বা সখীর 'পরে কি সেবার ভার
রবে কার করে কোন্ সেবার সম্ভার?
কত ছোট হবে সখী যুগলের চেয়ে
পরিমাপ আদি বলে দাও এ বিষয়ে।"
গোস্বামীজী বলে —"পরে হবে এ সকল
আগে চাই আপনার সর্ব্বতঃ কুশল।
আপনি উইল ফোর্স করিলে প্রয়োগ
পালাতে পাবে না পথ এ সকল রোগ।"

মহাজাতি সদনের সভার বিষয়
সুযোগ বুঝিয়া তোলে গোস্বামী-তনয়—
"বন্ধু-সুন্দরের শতবার্ষিকী সভাতে
গোলমাল হয়েছিল শুনেছি সে রাতে।"
শয্যা 'পরে উঠে বসে প্রভু এইবার
কহেন অতীত কথা অতি চমৎকার—

''তেরশ' পঁচিশ সালে উত্তম-আশ্রমে
বৈশাখের অপরাহ্ণে সভা ওঠে জমে।
আশ্রমের পূজ্যপাদ ধ্রুবানন্দ গিরি
ভাষণ প্রদান লাগি করে পীড়াপীড়ি।
'এ'র প্রতি স্বামিজীর স্নেহ সীমাহীন
দিতে হল তাই শেষে ভাষণ সেদিন।
বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল সাধু আধুনিক
ত্যাগ হতে ভোগে যারা আসক্ত অধিক।
সভায় উঠিল কালবৈশাখীর ঝড়
ভর্ৎসনা কটূক্তি হল বর্ষিত বিস্তর।
সভান্তে সস্নেহে কহে গিরি মহারাজ
ঠিকই তুই বলেছিস্ সভাস্থলে আজ।....
দেখেছি সে এক সভা অতীতে যৌবনে
দেখিনু আরেক সভা বার্ধক্যে এক্ষণে।
নাম জপে নাম গানে করি রুচি দান
বন্ধুবাবা সবাকার করুন কল্যাণ।''
বিনোদ বলিল—''কেন হল গোলযোগ?
আপনাকে বলারই তো দেয়নি সুযোগ।
প্রভু কন—''বহুক্ষণ ধরি সভাস্থলে
ভাষণ দিবার কথা 'এ'কে নাহি বলে।
অসন্তুষ্ট শিষ্যগণ করে উস্-খুস্
কর্ম্মকর্ত্তাদের হল অবশেষে হুঁস।
শিষ্য সদানন্দ 'এ'র আদেশে তখন
প্রণামান্তে শুরু করে তেজস্বী ভাষণ—
...দেখিনু প্রচারপত্রে 'চ্যালেঞ্জ' কথাটি
প্রশ্ন জাগে এ চ্যালেঞ্জ কতটুকু খাঁটি।
প্রতিপক্ষ ধর্ম্মদ্বেষী—তাদের অলক্ষ্যে
মহাজাতি সদনের রুদ্ধদ্বার কক্ষে
নিরাপদ স্থানে বসি চ্যালেঞ্জ জ্ঞাপন,
এ কি নয় অর্থহীন ভীরু আস্ফালন!
আদর্শে উদ্বুদ্ধ বীর নির্ভীক পরাণে
তুচ্ছ করি দ্বিধা বাধা ধায় লক্ষ্য পানে

মৃত্যুমুখে শঙ্কাহীন দীপ্ত অচঞ্চল,
চ্যালেঞ্জ জানানো সাজে তারই কেবল।
বন্ধুবাবা হয়ত বা সঙ্গত কারণে
মানেন নি বর্ণাশ্রম যুগ প্রয়োজনে।.....
মুহূর্ত্তের মধ্যে ওঠে বিক্ষোভের ঝড়
গোলমাল শুরু হয় সভার ভিতর।
শিষ্য সদানন্দ 'এ'র নির্দ্দেশে তখন
ভাষণ থামিয়ে করে আসন গ্রহণ।
নামের মাহাত্ম্য বলি দু-চার কথায়
স্বল্প পরে সভা হতে নিল 'এ' বিদায়।
ব্যবস্থাপনায় ছিল ত্রুটি গুরুতর
প্রয়োজন হতে স্থান স্বল্প পরিসর।
তিলধারণের ঠাঁই না ছিল ভিতরে
শত শত নরনারী পথের উপরে।
গোলযোগ হতে পারে না ছিল অজানা
অনেকেই যেতে তাই করেছিল মানা।
বন্ধুবাবা স্মরণেতে সভা আয়োজন
যোগদান করেছিনু শুধু সে কারণ।"
অবশেষে গোস্বামীজী করে নিবেদন—
দেহ তব সুস্থ নয় করুন শয়ন।
আমাদের স্বার্থে কাম্য তব নিরাময়
আপনার জয় হলে আমাদেরই জয়।"
অতঃপর বিদায়ের নিয়ে অনুমতি
বার বার শ্রীচরণে জানায় প্রণতি।

একুশে অঘ্রাণ প্রাতে সঙ্গীশিষ্যগণ
নিত্যকার মত এল পূজিতে চরণ।
জ্বর নাই প্রভু তাই সুস্থ আজি বেশ
কৃপা করি সঙ্গীগণে দেন উপদেশ—
"এই যে প্রার্থনা তোরা দীর্ঘকাল ধরে
করিস্ সবাই নিত্য তিনবার করে,
ঠিক মত হৃদ্গত হবে এটি যবে

কিছু আর করিবার তখন না র'বে।
তপোবলে সন্তদলে যেথা পঁহুছায়
সেই অতি শুভ গতি প্রাপ্তি প্রার্থনায়।
এ যুগে কোথায় পাবি সাধনে শকতি
শরণাগতিই তাই আমাদের গতি।
'আমি তব আমি তব' বলিতে বলিতে
চলিতে অভ্যাস কর্ এ ঘোর কলিতে।
শরণাগতের ভার বহেন ঈশ্বর
শরণাগতিতে লক্ষ্যে পৌঁছাবি সত্বর।
শরণাগতির কথা তাই বারে বারে
প্রার্থনায় বলা হয় শ্রদ্ধা সহকারে।"

পরদিন প্রাতে এল নলিনীরঞ্জন
যেমন বিখ্যাত বৈদ্য তেমন সজ্জন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভক্ত বৈদ্যবর
প্রভু দেন আলিঙ্গন ধরি বক্ষোপর।
প্রভুর ব্যাধির কথা করিয়া শ্রবণ
সেবকগণেরে বৈদ্য কহেন তখন—
"কারো যদি থাকে কোন মহামূল্য ধন
সযতনে সঙ্গোপনে রাখে সর্ব্বক্ষণ।
ইনিও তেমনি এক অমূল্য রতন
গোপনে যতনে এঁকে রাখা প্রয়োজন।
তা' না হলে ভক্তবেশী স্বার্থান্বেষী জন
হতে পারে বারে বারে পীড়ার কারণ।
এই যে শ্রীঅঙ্গ এবে ব্যাধিতে বিকল
সে মোদের অবহেলা অযত্নের ফল।"
সঙ্গীরা কহিল—"বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়
বাবা নাহি দেন কান মোদের কথায়।
ইনি নন সাধারণ—স্বতঃই স্বাধীন
বাঁধা-ধরা নিয়মের ঊর্দ্ধে চিরদিন।"
ভক্তবর কহে—"তা না করি অস্বীকার
তবুও করিতে হবে চেষ্টা বার বার।"

প্রভুরে উদ্দেশ্য করি কহে অতঃপর—
"পূর্ব্ববঙ্গে যুদ্ধ শুরু হ'ল ঘোরতর।
তব উপস্থিতি এই সঙ্কট সময়ে
অভয় বারতা বয়ে আনিছে হৃদয়ে।
আমাদের আয়ু নিয়ে সুস্থ কলেবরে
থাকুন মোদের মাঝে দীর্ঘ কাল ধরে।"
প্রভু কন—"কোন কিছু নয় আকস্মিক
আগে থেকে সব কিছু হয়ে আছে ঠিক।
উত্তর কাশীর কাছে গঙ্গা-মার তটে
ছিলাম অনেক দিন ভাগীরথী মঠে।
ধ্যানমগ্ন গিরিরাজ নয়নাভিরাম
পুলিস বাবারা করে অখণ্ড শ্রীনাম,
হেন পরিবেশে ইচ্ছা জেগেছিল প্রাণে
বাকী ক'টা দিন দিব কাটিয়ে ওখানে।....
মরা গাঙে অকস্মাৎ এল যেন বান
জগৎকল্যাণে এল আন্তর আহ্বান।
দেবভূমি হিমালয় ত্যজি সে কারণ
গুরুর ইচ্ছায় হেথা পুনরাগমন।"
হেন আলাপনে কাটে এক ঘণ্টা প্রায়
অতঃপর ভক্তবর লইল বিদায়।

মধ্যাহ্নে আহার রত সঙ্গীদের পাশে
দেখেন পানীয় জল মাটির গেলাসে।
প্রভু কন—"জল পাত্র আছে তো সবার
মাটির গেলাস কেন নিয়েছো আবার?"
অপচয় ঠিক নয় তাঁহার বিচারে
অপচয় দয়াময় সহিতে না পারে।
যখনই দেখেন বাতি জ্বলে অকারণে
স্বহস্তে নিভিয়ে শিক্ষা দেন সর্ব্বজনে।
অন্নদানে বস্ত্রদানে একদিকে তাঁর
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আনন্দ অপার।
অন্যদিকে কানাকড়ি হলে অপচয়
অপরাধ কাঁটা সম বক্ষে বিদ্ধ হয়।

উপদেশ দেন পুনঃ স্বল্প কাল পরে—
"ভোজনের প্রয়োজন দেহরক্ষা তরে।
শরীর রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন
ততটুকু খাদ্য মাত্র করিবি গ্রহণ।
শরীর থাকিলে হয় সাধন ভজন
সে কারণ প্রয়োজন দেহের পোষণ।
সর্ব্বত্যাগী সাধু তোরা আদর্শ সবার
ভাল ভাল খাদ্য নাহি করিবি আহার।
লোকের নজরে পড়ে এমন জিনিষ
ভুলেও না ব্যবহার কখন করিস্।
আর এই সার কথা রাখিস্ স্মরণে
না চাহিতে ভোগ ছোটে সাধুর পিছনে।
আপনি না ভোগ করি সে সকল দ্রব্য
দু' হাতে বিলিয়ে দেয়া সাধুর কর্ত্তব্য।"

বিশেষজ্ঞ বৈদ্যগণ করে নিরূপণ
বাম নেত্রে ছানি কাটা আশু প্রয়োজন।
প্রভুর সম্মতি নিয়ে স্বল্পকাল পরে
অস্ত্রোপচারের তরে দিন স্থির করে।
অসুবিধা দেখা দেয় বিবিধ প্রকার
নির্ধারিত দিন হল বাতিল দু'বার।
পুনরায় পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞগণ
সতেরোই পৌষ করে দিন নির্ধারণ।

নিভৃত বিশ্রাম স্থলে প্রস্তুতি পরব চলে
সমাসন্ন শল্য চিকিৎসার।
যাহা কিছু প্রয়োজন শিষ্য ও সেবকগণ
করে সব আয়োজন তার।।
খ্যাতনামা বৈদ্যবর মুখার্জ্জী মুরলীধর
করে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ।
ধরি যত্নে অস্ত্রখানি বামনেত্রে কাটে ছানি
সন্তর্পণে অতি দীর্ঘক্ষণ।।

আর বৈদ্য তিন জন এই কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ
সহায়তা করে সযতনে।
তদুপরি হেথা অদ্য প্রভুর আশ্রিত বৈদ্য
উপস্থিত রহে চারি জনে।।
অস্ত্রোপচারের পরে সম্পূর্ণ বিশ্রাম তরে
বেঁধে দেয়া হল আঁখিদ্বয়।
কহে বৈদ্য এইবার— "হেন রোগী দেখিবার
হয় নাই পূর্ব্বে ভাগ্যোদয়।
যেন ভোলা মহেশ্বর শান্ত ধীর মনোহর
শিশু সম শুয়ে শয্যা 'পরে।"
অতঃপর বৈদ্যগণ নিত্য করি আগমন
সযতনে দেয় 'ড্রেস' করে।।
নেত্রদ্বয় বাঁধা রয় নির্ব্বিকার লীলাময়
শয্যা'পরে বন্দী সে কারণে।
সেবকগণের সঙ্গে নিত্য নব রসে রঙ্গে
মাতিয়া ওঠেন ক্ষণে ক্ষণে।।
স্বহস্তে আহার আর সম্ভব না হয় তাঁর
সঙ্গীগণ করায় ভোজন।
সেবকেরে কৃপা করি অঙ্গুলি কামড়ি ধরি
মধুলীলা করেন কখন।।
ভাগ্যবান সেবকেরা মহানন্দে আত্মহারা
লভি কৃপা এমত সতত।
এ দীন লেখনী নারে যথাযথ বর্ণিবারে
অনুপম সেই লীলামৃত।।
আস্বাদিতে কণা তার করি যত্ন বার বার
বুঝিবারে না হই সক্ষম।
কর কৃপা তুমি যারে সেই পারে বুঝিবারে
এ দাসের শুধু পণ্ডশ্রম।।
তবু এই পণ্ডশ্রমে দাও মতি এ অধমে
রাঙা পায়ে দাসের মিনতি।
বুঝি বা না বুঝি তায় কিবা আর এসে যায়
দাও দাসে প্রয়াসে শকতি।।

আর সব পরিহরি ধরিতে চরণতরী
যেন চেষ্টা করি প্রাণপণে।
কৃপা করি শ্রীচরণে দাসাধম জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই জনমে মরণে।।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪২)

।। ব্যারাকপুরে গঙ্গাতীরে—১৩৭৮।।

।। জন্মোৎসব জাহ্নবীকুঞ্জে।। যন্ত্রের খেল—না যন্ত্রীর!।।

মাঘের দশম দিনে ত্যজি 'গুরুধাম'
এলেন ব্যারাকপুরে প্রভু সীতারাম।
গঙ্গাতীরে মনোরম 'গঙ্গা নিকেতন'
হেথায় অজ্ঞাতবাস বিশ্রাম কারণ।
রাজকীয় অট্টালিকা অতি চমৎকার
সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা চারিধার।
সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ
ফুল আর তুলসীর বিশাল কানন।
দক্ষিণেতে বহে গঙ্গা মৃদুমন্দ গতি
হেন পরিবেশে প্রভু আনন্দিত অতি।
অট্টালিকা অভ্যন্তরে স্বস্তি নাহি পান
হল তাই ক্ষুদ্রাকৃতি কুটীর নির্ম্মাণ।
গঙ্গার একান্ত কাছে অতি সাধারণ
বেষ্টনী বর্জ্জিত শুধু উর্দ্ধে আচ্ছাদন।
অট্টালিকা ত্যাগ করি প্রভাত সময়
প্রাঙ্গণের কুটীরেতে যান লীলাময়।
সেথা বসে দিন কাটে আনন্দিত মনে
গঙ্গা দরশনে আর শ্রীনাম শ্রবণে।

দিবা শেষে নেমে আসে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে
তখন আবার যান দোতলায় ফিরে।
কাঁচে ঘেরা কক্ষ তাঁর ক্ষুদ্র অতুলন
শয্যা 'পরে বসে হয় গঙ্গা দরশন।
শুভ অবস্থিতি তাঁর যেথায় যখন
অখণ্ড শ্রীনাম সেথা চলে সঙ্কীর্ত্তন।
নামকারী কভু যদি গায় মৃদুস্বরে
কিম্বা যায় কার্য্যবশে স্বল্প দূরে সরে,
অমনি উৎকণ্ঠাভরে করেন সন্ধান
কি কারণে নাহি কানে পশে নাম গান।
শয়ন কক্ষেও নাম চলে সারা রাত
নাম বন্ধ হলে ঘটে বিশ্রামে ব্যাঘাত!
সঙ্গীদের সংখ্যা স্বল্প হেথা অতিশয়
দিনে-রাতে নাম রক্ষা কষ্টসাধ্য হয়।
অখণ্ড নামেতে অংশ গ্রহণের তরে
স্থানীয় সেবকদের তাই ডাক পড়ে।
ভাগ্যবান কতিপয় আশ্রিত সন্তান
নিয়মিত করে রাতে নামে যোগদান।
নামীরে শুনায় নাম বসি শয্যাপাশে
নিজেরাও হয় ধন্য সেই অবকাশে।
চক্ষুদ্বয় এখনও স্বাভাবিক নহে
কৃষ্ণউপনেত্র * দ্বারা আচ্ছাদিত রহে।
শরীর কখনও ভাল কখনও খারাপ
পরীক্ষায় দেখা যায় নিম্ন রক্তচাপ।
সারাদিনে প্রভু যাহা করেন গ্রহণ
তার চেয়ে বেশী খাদ্য খায় শিশুগণ।
রাতে রুটি আধখানা কভু কম তার
শুনিয়া অবাক হয় যতেক ডাক্তার।
তাই তারা সবিনয়ে জানায় প্রার্থনা—
"খেতে হবে দুধ বেশী আর কিছু ছানা।"

* **Sun Glass** (কালো চশমা)

আহার গ্রহণকালে সঙ্গীশিষ্যগণ
বৈদ্যের নির্দ্দেশ দেয় করিয়ে স্মরণ।
ইশারায় লীলাময় ক'ন তাড়াতাড়ি—
"অনেক খেয়েছি বাবা আর নাহি পারি।"
অন্নভোগ নিবেদন হয় দ্বিপ্রহরে
পরবর্ত্তী ভোগ রাত্রি দশটার পরে।
অন্তর্বর্ত্তী দশ ঘণ্টা কিছু নাহি খান
বৈদ্য দেয় ফল ছানা খাবার বিধান।
অন্ততঃ সন্দেশ এক গ্রহণের তরে
সঙ্গীগণ অপরাহ্নে নিবেদন করে।
অনতিবিলম্বে ক'ন প্রভু লীলাময়—
"খায় নি এ কোন দিন এমত সময়।
এ কথা না বলে বাবা অন্য কিছু বল্।"
শিষ্যদের চেষ্টা হয় সকলই বিফল।

মাঘের একুশে শুভ আবির্ভাব তিথি
নিষ্ঠাভরে গুরুপূজা হল যথারীতি।
একতলে সুবৃহৎ সুসজ্জিত ঘরে
প্রভুরে বসানো হল কাষ্ঠাসনোপরে।
সেজেছেন ভক্তাধীন প্রভু রাজবেশে
ফুলের মুকুট শিরে মাল্য গলদেশে।
শুভারম্ভে পণ্ডিতেরা বেদগান করে
সর্ব্বাধীশ গুরুপূজা করে ভক্তিভরে।
শতাধিক নরনারী সশ্রদ্ধ অন্তরে
এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করে।
পূজাশেষে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভক্তগণ
শ্রদ্ধাভরে স্পর্শ করে অভয় চরণ।
ক্রমে যত বেলা বাড়ে ভিড় বাড়ে তত
মধ্যাহ্নে প্রসাদ পায় প্রায় চারি শত।

রক্তচাপ পরিমাপ সময়ে ডাক্তার
একদিন লক্ষ্য করে বিচিত্র ব্যাপার।

ডানহাতে একশত পাঁচ রক্তচাপ
একশত আট হল বাঁ হাতের মাপ।
বামহাতে বরাবর হয় কিছু কম
অকস্মাৎ আজি তার হল ব্যতিক্রম।
এই তথ্য ত্বরা বৈদ্য নিবেদন করে
সহাস্য বদনে প্রভু কহেন উত্তরে—
"তোমাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বিষয়
'এ'র কিছু বলিবার সাহস না হয়।
যন্ত্রের মেজাজ থাকে কখন কেমন
'এ'র কিবা সাধ্য তাহা করে নিরূপণ।
এখনি ও যন্ত্র দিয়ে মাপিলে আবার
হয়ত দেখিবে বেড়ে গিয়েছে প্রেসার।"
শ্রীমুখের হেন বাণী শুনি বৈদ্যবর
ডান হাতে রক্তচাপ মাপিল সত্বর।
একশত কুড়ি দেখে প্রেসার এবার
অপার বিস্ময় জাগে চিত্তে সবাকার।
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন
এই কালে প্রভু পাশে হাজির ছিলেন।
স্বচক্ষে ঘটনাবলী করি বিলোকন
সবিনয়ে বলে—"বাবা, একি অঘটন!"
প্রভু কন—"এ'র কোন অপরাধ নাই
কি কারণ অঘটন জান তোমরা-ই।"
হেন কত অঘটন ঘটে প্রতিদিন
যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা যার পাওয়া সুকঠিন।

শিবরাত্রি রবিবার মাঘের তিরিশে.
ভিড় হয় অত্যধিক নিভৃত নিবাসে।
পাঁচ শত প্রায় ভক্ত শিব দরশনে
সারাদিনে আসে এই গঙ্গা নিকেতনে।
রাজকীয়ভাবে চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন
দ্বিতলে ছেলেরা আর নিম্নে মায়ীগণ।
রাত দশটায় ভোগ হলে নিবেদন
অধিকাংশ ভক্ত করে প্রসাদ গ্রহণ।

উপবাসী মায়ীগণ সারারাত ধরে
পরম আনন্দে নাম সঙ্কীর্ত্তন করে।
পরদিন প্রাতে হল তাদের পারণ
মধ্যাহ্নেও প্রসাদের হল নিমন্ত্রণ।

হয়ই ফাল্গুন শুভ আবির্ভাব দিন
আজিও উৎসব হেথা আড়ম্বরহীন।
জনম তিথির মত প্রভাত সময়
যথাশাস্ত্র গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়।
শতাধিক নরনারী পূজাদির শেষে
নিবেদিল পুষ্পাঞ্জলি পূত পাদদেশে।
প্রভু পরে ক'ন এক স্থানীয় সেবকে—
"এ' তো উড়ে যাবে শীঘ্র এইস্থান থেকে।
শিষ্য ভক্ত আছে যত এ ব্যারাকপুরে
সবাই প্রসাদ পাবে আজিকে দুপুরে।
বলে আয় এ খবর শীঘ্র জনে জনে।"
সেবক সত্বর ধায় আদেশ পালনে।
ব্যথাহারী বুঝেছেন বেদনা সবার
অযাচিতভাবে তাই অবারিত দ্বার।
শিষ্যভক্ত অবিলম্বে আসে অগণন
দর্শনে প্রসাদে ধন্য হয় সর্ব্বজন।
দশই ফাল্গুন এল বিদায়ের দিন
গঙ্গা নিকেতন যেন বিষাদে মলিন।
দ্বারদেশে বাধা নাহি দেয় আজ দ্বারী
দলে দলে দর্শনার্থী আসে নরনারী।
শুধু নাহি দরশন লাভে ধন্য হয়
আকণ্ঠ প্রসাদে তৃপ্ত মধ্যাহ্ন সময়।
গঙ্গা নিকেতন ত্যজি দিবা অবসানে
বাহির হলেন প্রভু প্রচারাভিযানে।
অজ্ঞাতবাসেতে যাহা মুখ্য কর্ম্ম তাঁর
প্রচারকালেও লক্ষ্য সেই জীবোদ্ধার।

এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিভুবনে
যেচে যেচে নাম যিনি দেন সৰ্ব্বজনে।
যাঁর উপদেশে নাশে মোহ অন্ধকার
যাঁর স্পর্শে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার
যাঁর স্পর্শে দুরাচার হয় সদাচারী
যাঁর স্পর্শে ভোলে শোক পুত্রহারা নারী।
যাঁর স্পর্শে পাপী হয় পরম ধাৰ্ম্মিক
তাঁর লীলাকথা কি বা ক'ব সমধিক!
অথবা বলার শক্তি কতটুকু আছে
ভাষা কি পৌঁছিতে কভু পারে তাঁর কাছে!
তবু দেব দাও মতি অক্ষম প্রয়াসে
দাও দাস জনাৰ্দ্দনে ঠাঁই পদপাশে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪৩)

।। মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা—১৩৭৮।।

।। পুণ্য দোলে নীলাচলে।। পঞ্চম দোলে দিগসুইয়ে।।

গঙ্গা নিকেতন ত্যজি প্রচার কারণ
আঁতপুরে রাত ক'রে উপনীত হন।
রজনী গভীর তবু কম নয় ভীড়
শকট সমীপে সবে সত্বর হাজির।
প্রভুও করেন শুরু কৃপা বরিষণ
বিশ্রামে বিলম্ব বেশ হল সে কারণ।
ভোর থেকে ভিড় পুনঃ হয় পরদিন
জনতার স্রোত বহে বিরামবিহীন।
সারাদিন হেথা কৃপা করি বিতরণ
মধ্যরাতে দিগসুয়ে উপনীত হন।

তেরশ' বোলতে সেই সুদূর অতীতে
এসেছেন গুরুগৃহে হেথা পাঠ নিতে।
গুরু দাশরথি পদে সঁপি প্রাণ মন
পরা ও অপরা বিদ্যা করেন অর্জ্জন।
প্রতিবেশী আত্মীয়ের বাহিরের ঘরে
পড়াতেন গুরুদেব দীর্ঘক্ষণ ধরে।
পাঁচ বছরের সিদু ছোটবোন কোলে
পঠন-পাঠন কালে আসিত এ টোলে।
নীরবে রহিত বালা বসি দীর্ঘক্ষণ
এখানেই দু'জনাতে প্রথম মিলন।
সিদু-ই হলেন পরে প্রভুর ঘরণী·
হলেন 'কমলা' দেবী—মোদের জননী।
সে মহামিলন স্মৃতি রাখিতে অম্লান
'মিলন মন্দির' হেথা হয়েছে নির্ম্মাণ।
ফাল্গুনের দ্বাদশেতে দেবী কমলার
প্রতিষ্ঠিত হল মূর্ত্তি মন্দির মাঝার।
প্রভুর আশ্রিত বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত
করিল প্রতিষ্ঠা কার্য্য নিষ্ঠার সহিত।
সতীসঙ্ঘ সমূহের সুদীর্ঘ প্রয়াসে
এ মহান অনুষ্ঠান হল অবশেষে।
জনতায় আজি তাই পূর্ণ চারিদিক
সতীসঙ্ঘ মায়েরাই সংখ্যায় অধিক।
একাদশী তিথি হেতু মধ্যাহ্ন সময়
গমের খিচুড়ী ভোগ নিবেদিত হয়।
ডাল আর গম মিলে প্রায় দশ মণ
প্রসাদের জন্য আজি হয়েছে রন্ধন।
অতঃপর লীলাময় কৃপা বিতরিতে
পৌঁছিলেন মধ্যরাতে বালিটিকুরীতে।
শিষ্যগৃহে নৈশভোগ বিশ্রাম গ্রহণ
সদানন্দ মঠে প্রাতে শুভ পদার্পণ।
সারাদিন চলে হেথা কৃপা বিতরণ
কভু দীক্ষা উপদেশ কখন ভাষণ।

তৈলযান আরোহণে দিবসের শেষে
যাত্রা হল হাওড়ার ষ্টেশন উদ্দেশে।
সাথে চলে সুবিশাল সঙ্গী শিষ্যদল
এবার গন্তব্যস্থল পুণ্য নীলাচল।
সময় রয়েছে হাতে অল্প অতিশয়
ধাবমান তৈলযান দ্রুততর হয়।
জনতার ভিড়ে ঠাসা ষ্টেশন প্রাঙ্গণ
একে যাত্রী তদুপরি শিষ্যভক্তগণ।
এত ভিড়ে পথ চলা দুরূহ ব্যাপার
কেহ না রাখিতে পারে খবর কাহার।
ভক্তগণ ভিড় ঠেলে বহু চেষ্টা করে
প্রভুরে উঠিয়ে দিল যান অভ্যন্তরে।
অনতিবিলম্বে যাত্রা শুরু করে গাড়ী
সঙ্গীরা যে যেথা পারে ওঠে তাড়াতাড়ি।
খড়গপুর ষ্টেশনেতে শিষ্যভক্তগণ
পরস্পর যোগাযোগ করিল স্থাপন।
প্রভুর পাশেই নাম চলে নিরন্তর
চলন্ত শকট হয় কীর্ত্তনে মুখর।
কতিপয় ক্ষুব্ধ যাত্রী জানাল হঠাৎ
উচ্চ নামে সু-বিশ্রামে ঘটিছে ব্যাঘাত।
তাদের এ অভিযোগ যদ্যপি উৎকট
তবু তা মর্য্যাদা পায় প্রভুর নিকট।
খোল করতাল স্তব্ধ হল অচিরাৎ
মৃদু-মধুকণ্ঠে নাম চলে সারা রাত।
প্রাতে পুনঃ পুণ্য পুরী পৌঁছিবার পর
পেল হৃত কলেবর শ্রীনামসুন্দর।
স্থানীয় সেবকবৃন্দ ষ্টেশন প্রাঙ্গণে
স্বাগত জানায় নাম নামীরে যতনে।
স্বল্প পরে ধামেশ্বরে করি দরশন
চটক পর্ব্বতে প্রভু উপনীত হন।
মধ্যাহ্নের অন্নভোগ তিনটায় প্রায়

বিশ্রামান্তে প্রার্থনাদি করান সন্ধ্যায়।
অখণ্ড শ্রীনামমঞ্চে রাত্রে অবস্থান
পর প্রাতে জগন্নাথ দরশনে যান।
নাম সহ দরশন পরিক্রমা শেষে
দীক্ষাপ্রার্থীগণে মন্ত্র দেন ফিরে এসে।
সন্ধ্যারতি প্রার্থনাদি হলে সমাপন
দেন উপদেশপূর্ণ সুদীর্ঘ ভাষণ।

এল অতি পুণ্য তিথি দোলপূর্ণিমার
ফাল্গুন ষোলই আজি বিশেষ প্রচার।
পঁয়ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে জগৎ কল্যাণে
প্রথম প্রচার তাঁর দোলেতে এখানে।
সেবকেরা প্রাতে নিয়ে প্রভুর সম্মতি
চরণে আবীর দিয়ে জানায় প্রণতি।
পাণ্ডাবাবা হেন কালে কহে অকস্মাৎ
"এ বেলা না দরশন হবে জগন্নাথ
তেল-কালি-রঙে পথে দিবে ভূত করে
প্রচারে যাবেন বাবা দুপুরের পরে।"
প্রভু কন—"জাগিয়াছে সঙ্কল্প যখন
এ বেলাই হবে সেই নগর কীর্ত্তন।
ভূত হতে ভয় নাই যাহাদের মনে
তারাই কেবল সঙ্গী হবে সঙ্কীর্ত্তনে।"
আপন সঙ্কল্পে হেরি প্রভুরে অটল
সত্বর প্রস্তুত হল শিষ্যভক্তদল।
সঙ্গীরা পশ্চাতে চলে প্রভু অগ্রে যানে
চারিদিক মুখরিত মহানাম গানে।
প্রথমে শঙ্কর মঠে নাম নিয়ে ঘুরে
সরোজিনী মঠে পরে গেলেন অদূরে।
অনন্তর জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে
দীর্ঘক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন করেন সগণে।
ধরমশালাতে থাকি যেথায় সেবার
তেতাল্লিশ সনে নাম করেন প্রচার,

সেই স্থানে অতঃপর করি পদার্পণ
মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন হল কিছুক্ষণ।
দীর্ঘপথ ভ্রমি যান জলধির তীরে
সমুদ্র সলিল সেথা সিঞ্চিলেন শিরে।
আশ্রমেতে ফিরে এসে স্বল্পকাল পর
বিশ্রামে পর্য্যাপ্ত নাহি জোটে অবসর।
দীক্ষার্থী প্রতীক্ষারত সুদীর্ঘ সময়
অভয়চরণে দেন তাদের আশ্রয়।
ভোগ অন্তে অপরাহ্নে চড়ি তৈলযান
ভুবনেশ্বর হয়ে কটকেতে যান।
বাষ্পযান আরোহণে আঠারোই রাতে
পৌঁছিলেন পরদিন প্রাতে হাওড়াতে।
অতঃপর নির্ধারিত সূচী অনুসারে
দ্বিপ্রহরে রাণাঘাটে গেলেন প্রচারে।
লোকে লোকারণ্য আজি সিদ্ধেশ্বরী তলা
প্রচণ্ড ভিড়েতে পথ নাহি যায় চলা।
ভিড় ঠেলে বহু ক্লেশে স্বেচ্ছাসেবীগণ
প্রভুরে উৎসব মঞ্চে করে আনয়ন।
দর্শনার্থী প্রতীক্ষিয়া হাজার হাজার
বিশাল মাঠেতে নাই তিল ঠাঁই আর।
ব্যাকুলতা সাথে হেথা হেরি উন্মাদনা
অচিরে আরম্ভ প্রভু করেন 'প্রার্থনা'।
সে সার্ব্বজনীন বাণী অমৃতবর্ষিণী
সমকালে অগণিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি।
প্রার্থনার প্রারম্ভেতে প্রণাম পরব
সম্প্রদায়গত গণ্ডী লুপ্ত সেথা সব।
সকল আচার্য্য তাঁর চোখে ভগবান
প্রার্থনার মন্ত্র তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ঃ—
"শ্রীভগবতে শঙ্করাচার্য্যায় নমঃ।
শ্রীভগবতে রামানুজাচার্য্যায় নমঃ।
শ্রীভগবতে রামানন্দাচার্য্যায় নমঃ।

শ্রীভগবতে মধ্বাচার্য্যায় নমঃ।
শ্রীভগবতে আচার্য্যবিষ্ণুস্বামিনে নমঃ।
শ্রীভগবতে নিম্বার্কাচার্য্যায় নমঃ।
শ্রীভগবতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীভগবতে শ্রীমন্নিত্যানন্দায় নমঃ।
শ্রীভগবতে জগদ্বন্ধুসুন্দরায় নমঃ।
শ্রীভগবতে ধ্রুবানন্দাচার্য্যায় নমঃ।
শ্রীভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসায় নমঃ।
শ্রীভগবতে বিজয়কৃষ্ণগোস্বামিনে নমঃ।
শ্রীভগবতে শ্রীমদ্ দাশরথিদেব যোগেশ্বরায় নমঃ।............"

উদার মহান কেবা প্রভুর সমান
কোন্ সে অত্যুচ্চ স্তরে তাঁর অবস্থান!
প্রার্থনার পর শুরু উপদেশ দান
মহানন্দে পূর্ণ তায় সবাকার প্রাণ।
দীক্ষা নিতে উপস্থিত ভক্ত বহুজন
ব্যবস্থা না যায় করা ভিড়ের কারণ।
বিকালেও দর্শনার্থী দশ হাজার প্রায়,
সুবিস্তৃত মাঠেতেও স্থান না কুলায়।
উদ্বেলিত জনতারে শান্ত করিবারে
স্বেচ্ছাসেবীগণ বহু চেষ্টাতে না পারে।
অবশেষে প্রভু এসে বসি মঞ্চ 'পরে
দীর্ঘক্ষণ দরশন দেন কৃপা করে।
শুরু হয় মধুময় ভাষণ অচিরে
জন-সমুদ্রও শান্ত হয় ধীরে ধীরে।
সুদীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরি ভক্তগণ
উপদেশামৃত পানে আনন্দ মগন।
পথহারা ভ্রান্ত যারা ধর্ম্ম নাহি মানে
প্রেমের অদৃশ্য টানে ধায় প্রভু পানে।
ঝড়ের বেগেতে চলে প্রচারাভিযান
রাণাঘাট হতে বীরনগরেতে যান।

এখানেও ভিড় কিছু কম নাহি হয়
দীক্ষার্থী আড়াই শত লভিল আশ্রয়।
কৃপা বিতরণ হেথা করি সমাপন
মধ্যরাত্রে দিগসুয়ে উপনীত হন।
পরদিন উদ্‌যাপন সমারোহে অতি
শ্রীগুরুদেবের শুভ আবির্ভাব তিথি।
তা'ছাড়া পঞ্চম দোল শ্রীগোপালজীর
জন সমাগমে তাই অত্যধিক ভিড়।
ভক্তেরা প্রণমে দিয়ে চরণে আবীর
প্রভুও রাঙিয়ে দেন সবার শরীর।
ভক্ত চিতে আনন্দের নাহি রহে সীমা
নাম নিয়ে শুরু হয় গ্রাম পরিক্রমা।
পুরোভাগে গুরু আর গোপাল মূরতি
রিক্সা আরোহণে প্রভু যান মন্দগতি।
সঙ্গীগণ সঙ্কীর্ত্তন করে মহোল্লাসে
আনন্দ প্লাবনে যেন চারিদিক ভাসে।
দ্বারে দ্বারে করজোড়ে পুরবাসীগণ
নাম-নামী প্রতি করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
পরিক্রমা শেষে ফিরে সমিতি প্রাঙ্গণে
মাতিয়া উঠিল সবে উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে।
সাথে উলু-শঙ্খধ্বনি করে মায়ীগণ
সে তুমুল শব্দে কাঁপে গগন পবন।
দীক্ষাপ্রার্থী নরনারী প্রায় দুই শত
মিলন মন্দিরে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় রত।
দীক্ষাশেষে গুরুগৃহে হলেন হাজির
সেখানেও চারিদিকে জনতার ভিড়।
বহু ক্লেশে গুরুমার পেয়ে দরশন
লুটিয়ে করেন তাঁর চরণবন্দন।
দিবা অবসানে শুরু নৈশ অভিযান
চুঁচুড়াতে সেই রাতে শুভ অবস্থান।
প্রাতে যান বৈদ্যবাটী—সোমগ্রামে পরে
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সেথা হল সাড়ম্বরে।

ভ্রমিলেন অতঃপর আরো দিন দুই
রাণীগঞ্জ আসানসোল সহ বেলরুই।
সর্ব্বত্রই দরশন প্রণামের তরে
অগণিত নরনারী ভক্ত ভিড় করে।
প্রভুও ভাষণ নাম দীক্ষা করি দান
শত শত জনে দেন পথের সন্ধান।
এ কৃপার কণামাত্র করি আকিঞ্চন
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪৪)

।। দিল্লীতে কৃপা বিতরণ—১৩৭৮।। 'শ্রী'দেবীর মহাপ্রয়াণে।।
।। গুরুভক্তি সংক্রমণ।। আলস্য বর্জ্জন।।
।। নববর্ষের বাণী—১৩৭৯।। উত্তরকাশীতে গুহা।।
।। শ্রীগ্রন্থ প্রচার।। ভোজনই ভজনের ভিত্।।
।। শাস্ত্র না মেনে উপায় নেই।। বাক্ ব্রহ্ম।।

সাঙ্গ হল বিতরণ কৃপা বঙ্গদেশে
ফাল্গুনের শেষে যাত্রা দিল্লীর উদ্দেশে।
বাহন বাষ্পীয় যান সঙ্গী কুড়ি জন
চলন্ত শকটে নাম চলে সর্ব্বক্ষণ।
পথিমধ্যে বড় বড় সকল ষ্টেশনে
দলে দলে শিষ্যভক্ত আসে দরশনে।
যথাকালে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন
ষ্টেশনে ভক্তেরা করে স্বাগত জ্ঞাপন।
বিড়লা মন্দিরে করি শুভ অবস্থান
চলিল দিল্লীর বুকে প্রচারাভিযান।
যথারীতি পরদিন চৈত্রের পহেলা
আরতি কীর্ত্তনে যোগ দেন ভোরবেলা।

অতঃপর গৃহকোণে বসি নিরালায়
রহিলেন ধ্যানমগ্ন দুই ঘণ্টা প্রায়।
দর্শনার্থী ভক্তগণে আটটার পরে
দীর্ঘক্ষণ দরশন দেন কৃপা করে।
মন্দিরেতে অনন্তর হল দরশন
শিবদুর্গা মূর্ত্তি আর লক্ষ্মীনারায়ণ।
মন্দির সংলগ্ন এক মস্ত হল ঘর
চক্রধারী শ্রীকংসারি তায় মনোহর।
বংশীধারী কৃষ্ণ তার-ই পার্শ্বে কাঁচঘরে
অগণিত কাঁচখণ্ডে প্রতিবিম্ব পড়ে।
যত্র যত্র পড়ে নেত্র সে কক্ষের মাঝে
তত্র তত্র বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে।
অতঃপর কালীমায়ে করিতে দর্শন।
কালীবাড়ী অভিমুখে করেন গমন।
দিল্লীতে প্রচার লীলা চলে চারিদিন
হেথায় ব্যবস্থাপনা তুলনাবিহীন।
শিষ্যবর বিশ্বানন্দ উদ্যোগী প্রধান
সেবায় উৎসর্গীকৃত যেন তার প্রাণ।
সতত প্রস্তুত রহে বাহক বাহন
মাটিতে পড়িতে নাহি দেয় শ্রীচরণ।
যে সকল স্থানে যান-বাহন অচল
সেথায় সেবায় ব্রতী বাহকের দল।
শিষ্যভক্ত নিত্য কত জানায় প্রণতি
আসে রাজা রাজ্যপাল মন্ত্রী সেনাপতি।
কৃপাস্পর্শে ভরে হর্ষে সবাকার প্রাণ
ভাগ্যবান দীক্ষাপ্রার্থী পায় পদে স্থান।

হৃষীকেশে ফিরে এসে চৈত্র পাঁচে ক'ন—
"সাইক্লোন শেষে নামে স্তব্ধতা যেমন,
তেমনি অবস্থা 'এ'র হয়েছে এখন
মন কিছু নাহি চায় করিতে গ্রহণ।"
নির্লিপ্ত নিস্তব্ধভাব সম্প্রতি সদাই
কোন কিছুতেই যেন আকর্ষণ নাই।

চিন্তান্বিত সেবকেরা দিন দুই পর
বুঝিল হঠাৎ কেন হেন ভাবান্তর।
সুদূর ডুমুরদহে ঘটেছে প্রমাদ
পেয়েছেন বুঝি সূক্ষ্মে সেই দুঃসংবাদ
আদরের পুত্রবধূ সতীসাধ্বী নারী
আকস্মিকভাবে গেছে ইহলোক ছাড়ি।
টেলিগ্রামে শ্রী-দেবীর মৃত্যুর খবর
পৌঁছিল সাতই বেলা দশটার পর।
এ সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রের সমান
আশ্রমবাসীরা তাই শোকে মুহ্যমান।
একমাত্র ব্যতিক্রম প্রভু লীলাময়
তাঁর কাছে হর্ষ-শোক সমান উভয়।
করিতে চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান
'তারে' ত্বরা হল করা নির্দ্দেশ প্রদান।
বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজা সমাগত
দূরদেশ হতে এল শিষ্যভক্ত কত।
নির্ধারিত দিনে হল পূজা মহোৎসব
গতানুগতিক আর প্রাণহীন সব।
বিজয়াদশমী দিন পূজা সমাপন
সন্ধ্যায় আশ্রমঘাটে মূর্ত্তি নিরঞ্জন।
রাতে সবে প্রণমিল প্রভুর চরণে
অতঃপর হল সভা শ্রীদেবী স্মরণে।
প্রথমতঃ স্বর্গগত আত্মার কল্যাণে
প্রার্থনা জানায় সবে সকাতর প্রাণে।
ডুমুরদহেতে শ্রাদ্ধে যোগদান তরে
সর্ব্বাধীশ সকলেরে আহ্বান করে।

চৈত্রের তেরই সাত শিষ্যের সহিত
ভাগীরথী মঠে পুনঃ হন উপস্থিত।
দেহে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য যা ছিল প্রভুর
স্থান প্রভাবেতে হল বহুলাংশে দূর।
সঙ্গীশিষ্যগণ হেথা কাবু চৈতী শীতে
কম্বল দু'খানা লাগে রাতে গায়ে দিতে।

শীতের প্রকোপ কিম্বা বয়সের ভার
প্রভু 'পরে নাহি করে প্রভাব বিস্তার।
শয়ন গভীর রাতে শত কর্ম্ম শেষে
উত্থান সবার আগে অতীব প্রত্যূষে।
নিয়ম নিষ্ঠায় ছেদ কদাপি না পড়ে
নিয়ম নিজেই নিত্য নিবদ্ধ নিগড়ে।
আরতি প্রার্থনা পাঠ উপদেশ নাম
চক্রবৎ আবর্ত্তিত হয় অবিরাম।
সর্ব্বত্র কল্যাণপ্রদ উপস্থিতি তাঁর
করে সব অনুষ্ঠানে প্রাণের সঞ্চার।
সঙ্গীগণে গঠনের দুরূহ দায়িত্ব
অনলস উৎসাহেতে পালিছেন নিত্য।
সে কারণে ক্ষণে ক্ষণে সঙ্গীশিষ্যগণে
উপদেশ দেন প্রভু আলস্য বর্জ্জনে—
"আলস্য সাধন পথে রিপু মারাত্মক
আলস্য অবশ্য ত্যাগ করিবে সাধক।
আশ্রমের সেবা করা কর্ত্তব্য সবার
করিবি সামর্থ্য যার যেটুকু করার।
মঠে হেথা জমি আছে দেড় বিঘা প্রায়
ফল ফুল সব্‌জি তায় চাষ করা যায়।
প্রত্যহ জমিতে কাজ করিবি সকলে
ফুলে ফলে ভরে যাবে আশ্রম তা'হলে।
এই ভাবে হলে সবে সেবাকার্য্যে ব্রতী
আত্মোন্নতি সাথে হবে দেশের উন্নতি।
আর হেথা চলে নাম নিত্য নিরবধি
শোন্ নাম কিছু আর না পারিস্ যদি।
কাছে কাছে থেকে শোন্ কর্ নামগান
হবে জ্বালা অবসান—অশেষ কল্যাণ।
সরে সরে যাস্ দূরে তোরা বার বার
বড় ব্যথা বাজে তায় অন্তর মাঝার।
এখনো সময় আছে ভেবে দেখ্ মনে
এমন সুযোগ আর পাবি কি জীবনে?

ঠিক নাই যেতে হবে কখন যে কা'কে
ফাঁকি দিলে পরিণামে পড়ে যাবি ফাঁকে। ....”
কখনও আহারশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়
মহামূল্য উপদেশ দেন দয়াময়—
“যে জন করিবে নিত্য সাত্ত্বিক আহার
নামে রুচি সুস্থদেহ হইবে তাহার।
ব্রহ্মচর্য্য অখণ্ডিত কালে উপাসনা
না হয় সম্ভব কভু শুদ্ধাহার বিনা।......
আলোর দেশেতে যেতে জেগেছে বাসনা?
রমণীরে মাতা ভাবো রবে না ভাবনা।
মাতা বোধে বার বার কর নমস্কার
দৃষ্টি মুখপানে নয় রাখ পদে তার।
মহামায়া নারীরূপ করিয়া ধারণ
মোহপাশে সকলেরে করেন বন্ধন।
নারীমাত্রে মাতাবোধে করিলে প্রণতি
মহা-মোহজাল হতে পাবে অব্যাহতি। ....
পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র মহাভাগ্যবান,
মাতা মোর ভগবতী পিতা ভগবান,
এই বোধে সেবা যদি করে অনুখন
অন্য সাধনের তার নাই প্রয়োজন।
যেচে এসে দরশন দেন ভগবান
সব দুঃখ যন্ত্রণার তায় অবসান।”

বহু ব্যয়ে পাকাঘর হয়েছে নির্ম্মাণ
গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে হ'ল নামগান।
সকলের প্রার্থনায় প্রভু ভক্তাধীন
রহিলেন সেই ঘরে দিন দুই তিন।
এলেন আবার কাল বিলম্ব না করে
পূর্ব্বেকার ভগ্নপ্রায় কাষ্ঠময় ঘরে।
লীলাময় এ সময় ক'ন শিষ্যগণে—
“হয়ত তোদের এতে কষ্ট হবে মনে।
শ্রীগুরুর অনাদরে 'এ'ও কষ্ট পায়
সীতারাম এ ব্যাপারে তাই অসহায়।

গুরুদেব রয়েছেন পুরাতন ঘরে
ভাল পাকা ঘরে বাস 'এ' কেমনে করে!
আর অতি গূঢ় নীতি শোন বাপধন
'এ' যদি না করে নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন
গুরুপদে ঐকান্তিক ভক্তি নিষ্ঠা তবে
কি উপায়ে সম্প্রদায়ে সংক্রামিত হবে।"

চৈত্রমাস ধীরে ধীরে হল সমাপন
শুরু হল তেরশত উনআশী সন।
প্রভু নব বৎসরের পবিত্র লগনে
জানালেন আশীর্ব্বাদ শিষ্যভক্তগণে।
তরুণদলেরে দিতে পথের সন্ধান
জানালেন কৃপা করি সাদর আহ্বান—
"প্রিয়তম কিশোর ও যুবকের দল
তোমরাই ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল।
ভারতবাসীর লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন
সেই লক্ষ্যে পঁহুছিতে কর প্রাণপণ।
আত্মা-পরমাত্মারূপে নিত্য ভগবান
সবাকার হৃদিপদ্মে করে অবস্থান।
তোমরা বলিছ যাকে 'আমার শরীর'
সেও সেই তাঁরই দেহ জেনো ইহা স্থির।
সহজ উপায় শোন তাঁরে লভিবার—
অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য সত্য সদাচার।
সাধ্যমত শুদ্ধাহার,কালে উপাসন,
গুরুজনগণ প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন,
সদ্‌গ্রন্থ পাঠ আর সৎসঙ্গ দ্বারা
অচিরেই পাবে সেই বাঞ্ছিতের সাড়া।
পার না এসব ? তবু হয়ো না হতাশ
অবিরাম হরিনাম করহ অভ্যাস ।
উঠিতে বসিতে সদা কর নামগান
সব জ্বালা যন্ত্রণার হবে অবসান।"

ঠিক নাই যেতে হবে কখন যে কা'কে
ফাঁকি দিলে পরিণামে পড়ে যাবি ফাঁকে। ...."
কখনও আহারশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়
মহামূল্য উপদেশ দেন দয়াময়—
"যে জন করিবে নিত্য সাত্ত্বিক আহার
নামে রুচি সুস্থদেহ হইবে তাহার।
ব্রহ্মচর্য্য অখণ্ডিত কালে উপাসনা
না হয় সম্ভব কভু শুদ্ধাহার বিনা।......
আলোর দেশেতে যেতে জেগেছে বাসনা?
রমণীরে মাতা ভাবো রবে না ভাবনা।
মাতা বোধে বার বার কর নমস্কার
দৃষ্টি মুখপানে নয় রাখ পদে তার।
মহামায়া নারীরূপ করিয়া ধারণ
মোহপাশে সকলেরে করেন বন্ধন।
নারীমাত্রে মাতাবোধে করিলে প্রণতি
মহা-মোহজাল হতে পাবে অব্যাহতি। ....
পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র মহাভাগ্যবান,
মাতা মোর ভগবতী পিতা ভগবান,
এই বোধে সেবা যদি করে অনুখন
অন্য সাধনের তার নাই প্রয়োজন।
যেচে এসে দরশন দেন ভগবান
সব দুঃখ যন্ত্রণার তায় অবসান।"

বহু ব্যয়ে পাকাঘর হয়েছে নির্ম্মাণ
গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে হ'ল নামগান।
সকলের প্রার্থনায় প্রভু ভক্তাধীন
রহিলেন সেই ঘরে দিন দুই তিন।
এলেন আবার কাল বিলম্ব না করে
পূর্ব্বেকার ভগ্নপ্রায় কাষ্ঠময় ঘরে।
লীলাময় এ সময় ক'ন শিষ্যগণে—
"হয়ত তোদের এতে কষ্ট হবে মনে।
শ্রীগুরুর অনাদরে 'এ'ও কষ্ট পায়
সীতারাম এ ব্যাপারে তাই অসহায়।

গুরুদেব রয়েছেন পুরাতন ঘরে
ভাল পাকা ঘরে বাস 'এ' কেমনে করে!
আর অতি গূঢ় নীতি শোন বাপধন
'এ' যদি না করে নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন
গুরুপদে ঐকান্তিক ভক্তি নিষ্ঠা তবে
কি উপায়ে সম্প্রদায়ে সংক্রামিত হবে।"

চৈত্রমাস ধীরে ধীরে হল সমাপন
শুরু হল তেরশত ঊনআশী সন।
প্রভু নব বৎসরের পবিত্র লগনে
জানালেন আশীর্ব্বাদ শিষ্যভক্তগণে।
তরুণদলেরে দিতে পথের সন্ধান
জানালেন কৃপা করি সাদর আহ্বান—
"প্রিয়তম কিশোর ও যুবকের দল
তোমরাই ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল।
ভারতবাসীর লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন
সেই লক্ষ্যে পঁহুছিতে কর প্রাণপণ।
আত্মা-পরমাত্মারূপে নিত্য ভগবান
সবাকার হৃদিপদ্মে করে অবস্থান।
তোমরা বলিছ যাকে 'আমার শরীর'
সেও সেই তাঁরই দেহ জেনো ইহা স্থির।
সহজ উপায় শোন তাঁরে লভিবার—
অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য সত্য সদাচার।
সাধ্যমত শুদ্ধাহার,কালে উপাসন,
গুরুজনগণ প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন,
সদ্‌গ্রন্থ পাঠ আর সৎসঙ্গ দ্বারা
অচিরেই পাবে সেই বাঞ্ছিতের সাড়া।
পার না এসব? তবু হয়ো না হতাশ
অবিরাম হরিনাম করহ অভ্যাস।
উঠিতে বসিতে সদা কর নামগান
সব জ্বালা যন্ত্রণার হবে অবসান।"

চার পাঁচঘণ্টা কাল প্রভু প্রতিদিন
নিরজনে ধ্যানাসনে রহেন আসীন।
সকালে সন্ধ্যায় ধ্যান দুই ঘণ্টা করে
তদুপরি অর্ধঘণ্টা নিত্য দ্বিপ্রহরে।
যে প্রশান্ত পরিবেশ প্রয়োজন ধ্যানে
গুহা নাই বলে তার অভাব এখানে।
ছয়ই বৈশাখ প্রাতে ফলভোগ শেষে
গাঁইতি প্রভৃতি এলো প্রভুর আদেশে।
আনা হল শ্রীগুরুর পাদুকা যুগল
কৌতূহল নিয়ে এল সঙ্গীশিষ্যদল।
নিজ হাতে প্রভু শুরু করেন খনন
রহস্যের যবনিকা করি উন্মোচন—
কহিলেন সঙ্গীগণে অনতিবিলম্বে—
"ইচ্ছা প্রাণে এই স্থানে গুহা খোঁড়া হবে।
গুহা হবে দৈর্ঘ্যে ছয় প্রস্থে পাঁচ হাত
ভীম বেগে পড় লেগে তোরা অচিরাৎ।"
ব্রহ্মানন্দ হস্তার্পণ করে অতঃপর
মন্থর গতিতে কার্য্য হয় অগ্রসর।
সঙ্গীশিষ্য এই দৃশ্য করি বিলোকন
অবশেষে প্রভু পাশে করে নিবেদন—
"আপনার বীরভক্ত পুলিশবাবারা
এক দিনে পারে কাজ করে দিতে সারা।"
প্রভু তারে ত্বরা করে কহেন উত্তরে—
"কি করিবি তোরা যদি ওরা সব করে।
হয়েছিল গুহা খোঁড়া বিঠুরে যখন
কেটেছিল মাটি বহু খাঁটি মানীজন।"

অসুবিধা দেখা দিল প্রভুর নয়নে
স্থানত্যাগ প্রয়োজন চিকিৎসা কারণে।
জ্যৈষ্ঠের অষ্টম দিনে লয়ে সঙ্গীগণ
হৃষীকেশ আশ্রমেতে উপনীত হন।
চক্ষু চিকিৎসার পর্ব্ব হলে সমাপন
কালসী ও চাক্রাতায় শুভ পদার্পণ।

নূতন ভাবনা হল অন্তরে উদয়
সঙ্গীগণ প্রতি ক'ন তাই এ সময়—
"এ'র যত গ্রন্থ আছে 'সেট' করে করে
পাঠাতে ব্যবস্থা কর্ প্রচারের তরে।
অধ্যাপক ব্যবসায়ী উকিল ডাক্তার
হবে ধন্য করি এই পুস্তক প্রচার।"
হৃষীকেশ ধামে কৃপা বিতরণ শেষে
এলেন উত্তর কাশী জ্যৈষ্ঠের সাতাশে।
ভাগীরথী মঠে প্রভু ফিরিবার পরে
ছোট-মার * যেন আর আনন্দ না ধরে।
স্ফীত হয়ে ওঠে তার ক্ষীণ কলেবর
আনন্দের কলরবে দিগন্ত মুখর।
'মাতর্গঙ্গে' বারংবার করি সম্বোধন
মাতা-পুত্রে আলাপন চলে সর্ব্বক্ষণ।

একদিন অপরাহ্ণে উপদেশ ছলে
কহেন স্থানীয় ভক্ত দর্শনার্থীদলে—
"যে বলে মানি না শাস্ত্র—কথা বলিবার
নীতিগতভাবে নাই অধিকার তার।
এইটিকে নাক বলে এইটিকে কান
দিয়েছেন সেই জ্ঞান শাস্ত্র ভগবান।
'অ-আ-ক-খ' স্বর আর ব্যঞ্জনাদি সব
আদি গ্রন্থ বেদ হতে হয়েছে উদ্ভব।
বেদাদি করহ যদি তুমি অস্বীকার
কোথা পাবে বর্ণমালা—শব্দের ভাণ্ডার?
কেমনে কহিবে কথা কোথা পাবে ভাষা
শূন্যে সৌধ নিরমাণ নয় কি দুরাশা!"
হিন্দীতে কহেন পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে—
"আরো দু'টি দেহ আছে এ দেহ ভিতরে।
তাহার একটি সূক্ষ্ম অন্যটি কারণ

* উত্তরকাশীর ক্ষীণকায়া গঙ্গা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট-মা।

পঞ্চভূতে 'স্থূল' এই দেহের গঠন।
পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ে 'সূক্ষ্ম'
অজ্ঞান 'কারণদেহ'—তা না জেনে দুঃখ।
এক রসনায় আছে তিনটি ইন্দ্রিয়
রসন-স্পর্শন আর বাক্ সে তৃতীয়।
বাক্ ব্রহ্ম বলেছেন শাস্ত্র সমুদয়
বাক্ হতে সৃষ্টি স্থিতি বাকেতেই লয়।
রসনার কি অসীম ক্ষমতা প্রচণ্ড
ফাঁসীর হুকুমে বাক্ দেয় মৃত্যুদণ্ড।
প্রিয়বাক্য মানবেরে আনন্দে হাসায়
বাক্যবাণে দুঃখ দানে অকূলে ভাসায়!
জিনিবারে যেবা পারে এই রসনাকে
বশে তার সব আর ইন্দ্রিয়েরা থাকে।"
এই মত কথামৃত করিয়া শ্রবণ
অতিশয় প্রীত হয় আগন্তুকগণ।
ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ক প্রভুর বচন
অর্দ্ধ লক্ষ প্রায় এরা করেছে মুদ্রণ।
গ্রামে গ্রামে অগণিত বিদ্যা নিকেতনে
করিছে প্রচার ছাত্র সমাজে যতনে।
অবশেষে মুদ্রিত সে উপদেশ বাণী
প্রভুরে দেখালো তারা দুই চারিখানি।
কৃপাসিন্ধু সীতারাম পুলকিত মনে
করিলেন আশীর্ব্বাদ আগন্তুকগণে।
তারাও সানন্দে করি প্রসাদ গ্রহণ
বিদায় লগনে বন্দে অভয় চরণ।

জাগতিক ভোগসুখ দেয় হাতছানি
ভুলে যাই মোরা তাই শ্রীমুখের বাণী।
মোহঘোরে যাই সরে তোমা হতে দূরে
গোলোকধাঁধার মাঝে মরি ঘুরে ঘুরে।

সাধন-ভজনহীন জনার্দ্দন দাসে
লও টানি ও দু'খানি পাদপদ্মপাশে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪৫)

।। হৃষীকেশে গুরুপূর্ণিমায়—১৩৭৯।।
।। গ্রন্থে সমাধান।। আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার।।

ভাগীরথী মঠ হতে আটই শ্রাবণ
হৃষীকেশ ধামে প্রভু উপনীত হন।
গুরুপূর্ণিমার তিথি সমাগত প্রায়
সে কারণ আগমন এবার হেথায়।
দীর্ঘকাল পর এই প্রকাশ্য দর্শন
দিকে দিকে ভক্তগণে করে আকর্ষণ।
দলে দলে নরনারী হয় সমাগত
নানা স্থান হতে এল প্রায় আটশত।
হৃষ্টচিতে ইষ্টদেবে করি দরশন
শ্রীচরণে করে সবে শ্রদ্ধা নিবেদন।
অবশেষে এল বহু বাঞ্ছিত লগন
গুরুপূর্ণিমার তিথি দশই শ্রাবণ।
পুণ্য প্রাতে দেহস্থিত দেহীরে জাগাতে
গুরুর পাদুকা লয়ে প্রভু নিজ হাতে
সবার মস্তকোপরি করি সংস্থাপন
কৃপা আর আশীর্ব্বাদ করেন বর্ষণ।
সুদীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা বসি একাসনে
পাদুকার পূত স্পর্শ দেন সর্ব্বজনে।
ভক্তদের প্রার্থনাতে প্রভু অতঃপর
উৎসব মণ্ডপ পানে হন অগ্রসর।
অখণ্ড শ্রীনামমঞ্চ প্রদক্ষিণ করে

অনতিবিলম্বে যান ঠাকুরের ঘরে।
সেথা গুরুগতপ্রাণ প্রভু সীতারাম
গুরু-আদি দেবগণে করেন প্রণাম।
স্বল্প পরে রাজবেশে মঞ্চে পদার্পণ
মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করে ভক্তগণ।
নিষ্ঠাভরে ব্যাসপূজা সাঙ্গ করি ত্বরা
পুত্র রঘুনাথ পূজে গুরুপরম্পরা।
অতঃপর গুরুপূজা প্রভুর চরণে
ষোড়শোপচারে হল অতীব যতনে।
শত আট পদ্ম পদে হল নিবেদন
তন্ত্রধারকতা কার্য্যে শ্রীহরিসাধন।
পূজান্তে করেন পাঠ প্রভু দয়াময়
'গুরুগীতা' 'গুরুরত্ন' মহাগ্রন্থদ্বয়।
গুরুগীতা প্রসঙ্গেতে ক'ন বার বার
"এই গ্রন্থখানি পাঠ্য নিত্য সবাকার।
জ্ঞান আর ভক্তি এই দুটি ভিন্ন নহে
কায়া আর ছায়া সম পাশাপাশি রহে।
ভক্তি হল 'সব তুমি', 'সব আমি' জ্ঞান
এ দু'য়ের মধ্যে অতি অল্প ব্যবধান।
পথভেদে ভক্ত তিন ধারায় বিভক্ত
ভগবৎ-ভাগবত-গুরু অনুরক্ত।
আমাদের সম্প্রদায় গুরুতে প্রপন্ন
গুরুগীতা নিত্য পাঠ্য মোদের সেজন্য।"
অবশেষে পুষ্পাঞ্জলি প্রণামের পালা
মুহূর্ত্তকালের মধ্যে উধাও শৃঙ্খলা।
ব্যগ্রচিতে প্রণমিতে চরণ কমলে
সমকালে ধেয়ে চলে সহসা সকলে।
শান্তভাবে যারা সবে ছিল এতক্ষণ
ধৈর্য্যহারা কেন তারা হঠাৎ এমন!
যাঁর টানে শত বাধা তুচ্ছ করে আসা
যে পদ স্পর্শিতে প্রাণে প্রবল পিপাসা,

বুঝি তাঁর সর্ব্বনাশা মহা আকর্ষণ
সকল সংযম করে নিমেষে হরণ।
তিন ঘণ্টা বসি প্রভু শান্ত নির্ব্বিকার
নিলেন প্রসন্ন চিত্তে প্রণাম সবার।
নগর কীর্ত্তন শেষে নামকারীগণ
রাতুল চরণে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
তাদের বিশেষ কৃপা করি বরিষণ
নামপ্রেমী প্রভু কন সবারে তখন—
"প্রসাদ গ্রহণ করি বাবারা সকল
নাম নিয়ে ঘুরে আয় আর এক দল।"
প্রভুর আদেশ শিরে করিয়া ধারণ
নগরকীর্ত্তনে যোগ দিল বহুজন।
ধন্য হয় ভক্তগণ নাম বিতরিয়া
ধন্য হয় নাম শুনে যত নগরিয়া।
বেলা প্রায় তিনটায় ভোগ নিবেদন
প্রথমতঃ সাধুসেবা ব্রাহ্মণ ভোজন।
অতঃপর শিষ্যভক্ত বর্ণ অনুসারে
পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বসে সারে সারে।
'বাবা'দের ভোজনান্তে বসে মায়ীগণ
আকণ্ঠ প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত সর্ব্বজন।
অপরাহ্নে পুনরায় নগরকীর্ত্তনে
যোগদান করি ধন্য হয় বহুজনে।
ছোট বড় বহুতর উড়িয়ে নিশান
বিশাল নামের দল হয় আগুয়ান।
ভাবে মত্ত হয়ে নৃত্য করে বহুজন
পথে পথে পরিক্রমা চলে দীর্ঘক্ষণ।
সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বাঁধানো বেদীতে
বসেন সগণে প্রভু কৃপা বিতরিতে।
শুরুতে সনৎ নামে শিষ্য একজন
শত আট জয়গুরু করে সঙ্কীর্ত্তন।
"অতি সুদুস্তরে...' আর 'চাঁদের কিরণ...'

ভক্তিগীতি দু'টি করে সুধা বরিষণ।
সঙ্গীতের পর শুরু পাঠ যথারীতি
পাঠান্তে প্রার্থনা মৌন আর সন্ধ্যারতি।
আরতির পরে কৃপা করি স্বল্পক্ষণ
করিলেন উপদেশ-অমৃত বর্ষণ।
শিষ্যদের কথা ভেবে পিতা স্নেহময়
রহিলেন হৃষীকেশে দিন আট নয়।
হেথা অবস্থান কালে এই কয় দিন
চলে কৃপা বিতরণ বিরামবিহীন।
প্রার্থীগণ পায় ধন আর্ত্তেরা অভয়
মুক্তিকামী পরমার্থ দীক্ষার্থী আশ্রয়।
সর্ব্বাধিক ভিড় থাকে দিন তিন চার
অতঃপর শুরু পালা গৃহেতে ফেরার।
প্রভুও ভোগের পর ষোলই শ্রাবণ
উত্তর কাশীর মঠে করেন গমন।
যাত্রার প্রাক্কালে দেন কঠোর নির্দ্দেশ—
"আপাততঃ যোগাযোগ এখানেই শেষ।
সবারে জানিয়ে দিবি এর পর থেকে
কেহ যেন 'এ'কে আর পত্র নাহি লেখে।
উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে অধিকারী তরে
আছে সব লেখা 'এ'র গ্রন্থের ভিতরে।
সাধন বিষয়ে যদি কেহ কোন দিন
সুকঠিন সমস্যার হয় সম্মুখীন,
ধৈর্য্য ধরে গ্রন্থ মাঝে করিলে সন্ধান
অবশ্যই পেয়ে যাবে সুষ্ঠু সমাধান।
নিজ নিজ পথ ধরি সবে অতঃপর
সাধ্যমত সযতনে হবি অগ্রসর।...."

উত্তরকাশীর কাছে ভাগীরথী মঠে
স্বরচিত অগণিত কর্ম্মে কাল কাটে।
সেবক একুশ জন বহু পুণ্য ফলে

পেয়েছে আশ্রয় হেথা শ্রীচরণ তলে।
এরা সবে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী
সযত্নে এদের প্রভু করেন তৈয়ারী।
এই কাজে তাঁর কি যে অক্লান্ত প্রয়াস
বিশ্রামেও যথাযোগ্য নাই অবকাশ!
"আলস্য সাধন পথে বড় অন্তরায়
সৎকর্ম্ম তা' জয়ের সহজ উপায়।"
উপদেশ শুধু নাহি দেন বারে বারে
আপনি আচরি নিত্য শিখান সবারে।
নিয়োজিত হয় কেহ বৃক্ষাদি রোপণে
কেহ বা রন্ধনে কেহ পত্রাদি লিখনে।
নাম জপ পূজা পাঠ মৌন আরতিতে
সকলেরে যথাকালে হয় যোগ দিতে।
সব কাজে প্রভু নিজে করি যোগদান
সঙ্গীগণে রাত্রি দিনে উৎসাহ জোগান।

প্রভুর লীলার কথা অতীব মধুর
স্মরণে মননে হয় দুঃখ জ্বালা দূর।
দাও মতি তব লীলামাধুরী চিন্তনে
দাও দাস জনার্দ্দনে ঠাঁই শ্রীচরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪৬)

।। গুরু-মার জন্মোৎসব প্রস্তুতি—১৩৭৯।।
।।ঁকালীপদ তর্কাচার্য্য গৃহে সান্ত্বনা দান।।
।। উৎসবের ভিড়ে আঘাত প্রাপ্তি।।
।। উগ্র যুবকগণে কৃপা।। ভক্তের ভগবান।।

যা কিছু সম্বন্ধযুক্ত শ্রীগুরু সহিত
তা' প্রতি প্রভুর প্রীতি কল্পনা অতীত।
কত না বিচিত্র পথ ধরি নিতি নিতি
প্রকাশিত হয় সেই অনুপম প্রীতি।
গুরুমাতা পূজনীয়া দেবী হেমাঙ্গিনী
তাঁর চোখে মূর্ত্তিমতী 'দেবী' স্বরূপিণী।
গুরু-মার জন্মতিথি উদ্‌যাপন তরে
সঙ্কল্প উদয় হল প্রভুর অন্তরে।
তিরাশী বৎসর পূর্ব্বে সুদূর অতীতে
জন্ম রাখী পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে।
গঙ্গাতীরে ভট্টপল্লী পুণ্য জন্মস্থান
সেথা আয়োজিত হল উৎসব মহান।
জনৈক সেবকে* তার প্রস্তুতি কারণ
বহু পূর্ব্বে প্রভু বঙ্গে করেন প্রেরণ।
জগৎ-তারিণী কালী মন্দির চত্বরে
হল সব আয়োজন উৎসবের তরে।
প্রভুও দিবেন এই অনুষ্ঠানে যোগ
উত্তরকাশীতে চলে যাত্রার উদ্যোগ।
আকস্মিকভাবে বাধা উপজিল তায়
শ্রীঅঙ্গের অস্বাচ্ছন্দ্য হল অন্তরায়।
ভাদ্রের দোসরা তাই অপর কিঙ্করে **
পাঠালেন জন্মোৎসবে প্রতিনিধি করে।

* কিঙ্কর কৃষ্ণানন্দ—সন্ন্যাসী শিষ্য।

**কিঙ্কর বিপুলানন্দ—অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আধিকারিক তথা সঙ্গীশিষ্য।

নীহার নামেতে এক শিষ্য সদাশয়
কলিকাতা হতে এল এমত সময়।
পরম শ্রদ্ধায় করি চরণ বন্দনা
বঙ্গভূমে পদার্পণে জানায় প্রার্থনা।
প্রভুর সম্মতি পেয়ে সানন্দে সত্বর
যাত্রা লাগি আয়োজন করে ভক্তবর।
তৈলযান আরোহণে প্রাতে ভাদ্র চার-এ
হৃষীকেশ হয়ে যান বসন্তবিহারে।
বিশ্বানন্দে কৃপা করি নিয়ে নৈশভোগ
রাত্রি দশে দিল্লী হতে যাত্রার উদ্যোগ।
শূন্যপথে দিব্যরথে করি আরোহণ
মধ্যরাতে দমদমেতে উপনীত হন।
বিশ্রামে সময় স্বল্প জুটিল এ রাতে
প্রাতঃকালে যান চক্ষু পরীক্ষা করাতে।
উৎসবের স্থানে পরে দেখাশুনা করে
ফিরিলেন দ্বিপ্রহরে বরাহনগরে।
মহামিলন মঠেতে করি পদার্পণ
মন্দির নির্মাণ কার্য্য করেন দর্শন।
বিদ্যাপীঠ প্রেসগৃহ শ্রীমন্দির ঘুরে
সবারে করেন কৃপা এদিন দুপুরে।
তৈলযান আরোহণে যাত্রা পুনরায়
পৌঁছিলেন দিগসুই তিন ঘটিকায়।
গুরুমার পদে করি শ্রদ্ধা নিবেদন
ফলভোগ নামমাত্র করেন গ্রহণ।
গুরুমায়ে প্রণামের পূর্ব্বে প্রভু আজি
বিন্দু বারি গ্রহণেও নাহি হন রাজী।
সন্ধ্যাকালে অন্নভোগ হলে সমাপন
কৃপা বিতরণে পুনঃ বহির্গত হন।
কালীপদ তর্কাচার্য্য পণ্ডিত মহান
সম্প্রতি হয়েছে তাঁর দেহ অবসান।

সেই রাতে বহুস্থানে করি পদার্পণ
প্রয়াত পণ্ডিত-গৃহে উপনীত হন।
পণ্ডিতের পত্নী ধরি প্রভুর চরণ
শোকের আবেগে অশ্রু করে বিসর্জ্জন।
জ্যেষ্ঠপুত্র মুখে শুনি মৃত্যু বিবরণ
প্রভু ক'ন—"সাধারণ নয় এ মরণ।
সাধক যোগীর মত এ মহাপ্রয়াণ
তোরা তার পত্নী পুত্র মহাভাগ্যবান।
সবারই অবশ্য হবে মৃত্যু একদিন
তার লাগি শোক করা নয় সমীচীন।
বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে তো শোক অবান্তর।...."
এমত সান্ত্বনা বাণী দেন বহুতর।
সবাকার শোক-জ্বালা নিবারণ করি
রাত্রি প্রায় বারটায় যান বালটিকুরি।
সদানন্দ মঠে প্রায় ভক্ত দেড়শত
অনুমানে ভর করি অপেক্ষায় রত।
উপস্থিত ভক্তগণে দিয়ে দরশন
একটায় কলিকাতা উপনীত হন।
স্পর্শমাত্র করি ভোগ দুইটার পর
বিশ্রামের তরে জোটে স্বল্প অবসর।

উৎসবের পূর্ব্বদিন ভ্রমি বহু স্থান
ভাটপাড়া গিয়ে রাতে হল অবস্থান।
ভাদ্রের সপ্তম দিন ঝুলন পূর্ণিমা
শিষ্যভক্তদের নাই আনন্দের সীমা।
অতি ভোর হতে আসে দলে দলে তারা
লোকে লোকারণ্য আজি সারা ভাটপাড়া।
প্রভুর বিশ্রাম স্থলে ভিড় অত্যধিক
অগণিত শিষ্যভক্তে পূর্ণ চারিদিক।
ফলভোগ শেষে আসি গৃহের বাহিরে
ভিড় ঠেলি অগ্রসর হন ধীরে ধীরে।

সেইক্ষণে বহুজনে উন্মাদের প্রায়
শ্রীচরণ অভিমুখে ধেয়ে যেতে চায়।
প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে একালে হঠাৎ
সজোরে নাকে ও মুখে লাগিল আঘাত।
বহু ক্লেশে মঞ্চে এসে প্রভু সীতারাম
গুরুমায়ে শ্রদ্ধাভরে করেন প্রণাম।
প্রার্থনার পর শুরু মধুর ভাষণ
পরম আগ্রহে শোনে ভক্ত শ্রোতাগণ।
মাঝপথে অঘটন ঘটে অকস্মাৎ
নাসারন্ধ্র হ'তে শুরু হল রক্তপাত।
রক্তে লাল হল হাত বস্ত্র হল লাল
সে দিকে প্রভুর কোন নাহিক খেয়াল।
ভাষণ থামিয়ে দিয়ে সঙ্গী শিষ্যগণ
প্রভুরে মঞ্চের 'পরে করাল শয়ন।
স্বল্প কাল মধ্যে এল শ্রীবিগ্রহে জ্বর
বেদনায় ভরে যায় সবার অন্তর।
অন্নভোগ স্পর্শমাত্র করি দ্বিপ্রহরে
দিলেন প্রসাদ ক'রে সবাকার তরে।
উৎসবের ক্ষেত্র ত্যজি বিশ্রাম কারণে
চলিলেন অতঃপর গঙ্গা নিকেতনে।

তৈলযান সবেমাত্র হল বেগবান
যুবকের দল আসি করে বাধা দান।
সজোরে আঘাত করে শকট-উপরে
চীৎকার করি বলে অতি উচ্চস্বরে—
"সাধুবেশ ধরি বেশ উপদেশ মুখে
রোজগার চমৎকার কাল কাটে সুখে।
নেই আয় অসহায় আমরা বেকার
টাকা-কড়ি আমাদের-ই বেশী দরকার।
অতএব গুরুদেব দিন কিছু আজ
দিন ত্বরা দান করা অতি পুণ্য কাজ।"

আগন্তুকগণ প্রতি প্রভু অচিরাৎ
কহেন সহাস্যে করি কৃপা দৃষ্টিপাত—
"অর্থ নাই 'এ'র কাছে আছে পরমার্থ
চাও যদি দিতে পারি হইবে কৃতার্থ।
আর যদি হয় কাম্য কেবল কাঞ্চন
শিষ্যগণ দিবে ধন কর তা গ্রহণ।"
না জানি কি জাদু ছিল একটি কথায়
কোন ভাষা সহায়ে তা বোঝানো না যায়।
ক্রুদ্ধ সর্প মন্ত্রবলে মুহূর্ত্ত ভিতরে
নিজেরে গুটিয়ে যথা শান্ত মূর্ত্তি ধরে,
উদ্ধত যুবকবৃন্দ চকিতে তেমন
উগ্রমূর্ত্তি ত্যজি করে আত্মসমর্পণ।
করজোড়ে সকাতরে জানায় প্রার্থনা—
"মোরা অতি মন্দমতি করুন মার্জ্জনা।"
প্রভু ক'ন—"এত ক্ষমা আছে এ ভাণ্ডারে
অপরাধ সেথা নাহি পঁহুছিতে পারে।"
আঘাতের প্রতিদানে প্রত্যাঘাত নয়
প্রেমবলে দুষ্টদলে করিলেন জয়।
স্বল্প পথ গিয়ে পুনঃ থেমে যায় যান
পত্নীসহ জজ-শিষ্য হল আগুয়ান।
যাঁর লাগি ভাটপাড়া চলিয়াছে তারা
তাঁর দরশনে মহানন্দে আত্মহারা।
ভক্তের আনন্দে প্রভু আনন্দিত হন
জানালার ফাঁকে দেন বাড়িয়ে চরণ।
ভক্তিভরে ধরি শিরে চরণ কমল
বিচারক দম্পতির চোখে এল জল।
মুহূর্ত্তের মধ্যে ধেয়ে এল বহু জন
প্রভুও নিলেন টেনে চকিতে চরণ।
প্রণামে সবার দেখি প্রচণ্ড গরজ
লীলাময় হেসে ক'ন—"তোরাও কি জজ?"

শয্যাশায়ী সন্তানেরে কৃপা বিতরিতে
বিরতি ব্যারাকপুরে আনন্দপুরীতে।
ঘৃতগন্ধী চন্দ নামে আশ্রিত সন্তান
সুকঠোর বর্ণাশ্রমী গুরুগত প্রাণ।
উত্থানশকতিহীন দীর্ঘ দিন ধরি
বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি কঠিন উদরী।
শুয়ে শুয়ে গুরুনাম স্মরে উচ্চস্বরে
কখন অস্ফুটে শুধু ঠোঁট দু'টি নড়ে।
গুরু দরশনে মনে বাসনা প্রবল
প্রভু দূর দেশে ইচ্ছা না হয় সফল।
বিগত কয়েকদিন লুপ্ত বাহ্যজ্ঞান
বোঝা ভার দেহে তার আছে কিনা প্রাণ।
গুরুমার জন্মোৎসবে এমত সময়
হঠাৎ এলেন প্রভু ত্যজি হিমালয়।
প্রতিবেশী গুরুভ্রাতা অপিচ বান্ধব
ভাটপাড়া গিয়ে ত্বরা নিবেদিল সব।
অচিরেই ভক্তাধীন প্রভু দয়াময়
এলেন অসুস্থ দেহে ভক্তের আলয়।
মৃতপ্রায় সন্তানের উদর উপর
শ্রীচরণ সংস্থাপন করেন সত্বর।
'গুরু গুরু' বলি শিষ্য বসি শয্যা 'পরে
শ্রীচরণে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে।
আনন্দের আতিশয্যে যেন আত্মহারা
দু' নয়ন বেয়ে নামে প্রেমাশ্রুর ধারা।
এ ভাবেই যুগে যুগে বুঝি ভগবান
করেন শরণাগত ভকতেরে ত্রাণ।

পৌঁছিলেন অপরাহ্ণে গঙ্গা নিকেতনে
পুড়িছে জ্বরেতে যেন শ্রীঅঙ্গ সেক্ষণে।
ভিড় হেতু হয় হেথা বিশ্রামে ব্যাঘাত
ভাদ্র নয়ে গুরুধামে যান অচিরাৎ।

অৰ্দ্ধ অচৈতন্য দশা দেহে উচ্চ তাপ
বুকে কফ গায়ে ব্যথা নিম্ন রক্তচাপ।
বিশ্রাম শুশ্রূষা আর সুষ্ঠু চিকিৎসায়
দিন চার পরে তাঁর জ্বর ছেড়ে যায়।
জ্বর ছাড়া উপসর্গ ছিল যে সকল
তারা প্রায় পূর্ব্ববৎ রহিল প্রবল।
দুধ সাগু পথ্য ছিল জ্বরের সময়
বারই দুপুরবেলা অন্নভোগ হয়।
ব্যাধি আছে আর আছে বয়সের ভার
দয়াময় প্রভু তবু না মানেন হার।
আবার আরম্ভ হল কৃপা বিতরণ
ধন্য তায় দিকে দিকে ভক্ত অগণন।

কত কৃপা বিতরিছ কত শত জনে
ভুলো না হে দয়াময় এই অভাজনে।
তোমার অভয় ওই চরণের পাশে
দিও ঠাঁই অন্তে এই জনার্দ্দন দাসে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪৭)

।। মহাপ্রসাদ মহিমা—১৩৭৯।।
।। বাংলায় প্রচার।। গয়াধামে পিণ্ডদান।।

চিরদিন উদাসীন ভোগের বিষয়
শ্রীবিগ্রহ তাই শুষ্ক ক্ষীণ অতিশয়।
সম্প্রতি অরুচি অতি বৃদ্ধির কারণে
কলেবর ক্ষীণতর হয় দিনে দিনে।
উদ্বিগ্ন সঙ্গীরা সব চিন্তিত ডাক্তার
যাঁকে ঘিরে দুর্ভাবনা তিনি নির্ব্বিকার।

নানাভাবে চেষ্টা চলে রুচি আনিবার
প্রতিকার চেষ্টা হয় ব্যর্থ প্রতি বার।
মহাপ্রসাদের কিবা মহিমা অপার!
নাশে আধি নাশে ব্যাধি সকল প্রকার।
নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণে
জাগিল প্রবল ইচ্ছা প্রভুর এক্ষণে।
শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ পথ দীর্ঘ অতি তায়
সে কারণ সঙ্গীগণ আপত্তি জানায়।
কারো কোন কথাতেই নাহি হয় ফল
আপন সঙ্কল্পে প্রভু অচল অটল।
তিনখানি তৈলযানে ভাদ্রের একুশে
কলিকাতা হতে যাত্রা পুরীর উদ্দেশে।
ওমানন্দ প্রেমানন্দ সুব্রত সাধন
আর দুই বৈদ্য সহ সঙ্গী দশ জন।
সারা রাত চলে যান বিরাম বিহীন
কটকেতে পৌঁছিলেন প্রাতে পরদিন।
অন্নভোগ অন্তে পুনঃ তৈলযানে চড়ে
সন্ধ্যায় হাজির হন ভুবনেশ্বরে।
লিঙ্গরাজে করি সেথা দর্শন প্রণাম
পৌঁছিলেন রাত্রি আটে পুণ্য পুরীধাম।
ধামেশ্বর জগন্নাথে করি দরশন
পশ্চিম দ্বারের নামে উপনীত হন।
নামমঞ্চে অবস্থান করি স্বল্পক্ষণ
নীলাচল আশ্রমেতে শুভ পদার্পণ।
দুই দিন নীলাচলে করি অবস্থান
স্থানীয় অনেক মঠ মন্দিরেতে যান।
ব্যাধি ছলে নীলাচলে এই আগমন
কৃপাস্পর্শে ধন্য বহু ভাগ্যবান জন।
মহানন্দে করি মহাপ্রসাদ গ্রহণ
পরিতৃপ্ত প্রভু আর যত সঙ্গীগণ।
পুরী হতে যাত্রা পুনঃ চব্বিশে বিকালে

পথিমধ্যে দরশন শ্রীসাক্ষীগোপালে।
ভোগ ও বিশ্রাম স্বল্প ভুবনেশ্বরে
যাত্রা পুনঃ রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে।
পরদিন কোলাঘাটে দশটার পরে
যাত্রার বিরতি হল ফলভোগ তরে।
কনিষ্ঠ পৌত্রের শুভ অন্নপ্রাশনেতে
মধ্যাহ্নে ডুমুরদহে হবে পঁহুছিতে।
গতিবেগ দ্রুত হতে দ্রুততর হয়
তবু না পৌঁছিল যান নির্দ্দিষ্ট সময়।
এদিকে ডুমুরদহে বেলা বাড়ে যত
ভক্ত জনতার ভিড় বাড়ে ক্রমাগত।
গুরুধামে শ্রীগুরুর চরণ দর্শনে
সীমাহীন ব্যাকুলতা সবাকার মনে।
মধ্যাহ্ন অতীত হল বেলা যায় যায়
পৌঁছিলেন প্রভু প্রায় চারি ঘটিকায়।
অন্নভোগ গ্রহণেতে দিবা অবসান
পরদিন ভোগ অন্তে দিগসুই যান।

মহাপ্রসাদের গুণে অরুচি প্রভুর
অত্যল্প কালেই হল বহুলাংশে দূর।
ব্যাধি হয় নিরাময় যতটুকু তাঁর
তার চেয়ে বহুগুণে বাড়ে কর্ম্মভার।
দিকে দিকে পরিক্রমা চলে বাঙলাতে
ব্যবধান অবসান দিনে আর রাতে।
আহার নিদ্রায় কিছু নাহি রহে ঠিক
নিয়মিত অনিয়মই যেন স্বাভাবিক।
হেন মতে একে একে গত হয় দিন
নবদ্বীপ ধাম যান দোসরা আশ্বিন।
যেতে যেতে বহু স্থানে করি পদার্পণ
ভাগ্যবান ভক্তে কৃপা করেন বর্ষণ।
নিত্যানন্দে লয়ে সঙ্গে গৌরাঙ্গ অতীতে

করেছেন কত লীলা হেথা জীবহিতে।
আজিও রয়েছে বহু জগাই মাধাই
সীতারাম-রূপে এবে আগমন তাই।
প্রাতে উঠে নবদ্বীপে ভ্রমি চারিধার
দেখেন অনেক স্থান অতীত লীলার।
একটায় ফলভোগ অন্ন চারিটায়
সন্ধ্যাকালে তৈলযানে যাত্রা পুনরায়।
পথে কৃপা বিতরণ করিতে করিতে
হেমাঙ্গিনী মঠে রাতে যান মেমারীতে।
দিনে রাতে একটানা এত অনিয়ম
শ্রীঅঙ্গ সহিতে আর না হয় সক্ষম।
অস্বাচ্ছন্দ্য ধরে ঘিরে দিব্য দেহটিরে
বর্দ্ধমানে গুরুধামে গেলেন অচিরে।
অকস্মাৎ অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ
রহিলেন সারা রাত প্রায় অচেতন।
শেষ রাতে আশঙ্কাতে সেবকের দল
বৈদ্য শিষ্য লাহিড়ীকে করে ট্রাঙ্ক-কল।
কলিকাতাবাসী বৈদ্য পেয়ে এ আহ্বান
সব ছাড়ি তাড়াতাড়ি যায় বর্দ্ধমান।
রাতের বিশ্রামে ব্যাধি পাইয়াছে হ্রাস
তা' হেরি লাহিড়ী ছাড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস।
বৈদ্যদের প্রার্থনায় সে দিনের মত
প্রচারাভিযানে প্রভু রহেন বিরত।
কহেন প্রসঙ্গক্রমে প্রভু সীতারাম—
"জ্বর হল তাই আজি এ গৃহে বিশ্রাম।
হেথা সতীমায়েদের হয় সম্মেলন
নিয়মিত হয় পাঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
জ্বর দিয়ে সে কারণ বুঝি ভগবান
করালেন একদিন হেথা অবস্থান।
তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু নাহি হয়
তাঁর ইচ্ছাতেই ব্যাধি তিনি দয়াময়।"

'গুরুধামে' মহোৎসব গুরু সমাগমে
চারিদিকে ক্রমে ক্রমে ভিড় ওঠে জমে।
ব্যাধি নাহি বাধা হয় কৃপা বিতরণে
গৃহ মুখরিত পাঠ প্রার্থনা ভাষণে।
অপরাহ্ণ কালে হল সতী সম্মেলন
দেড়ঘণ্টা দেন পুনঃ সেথায় ভাষণ।
মায়েদের প্রতি রাখি লক্ষ্য সবিশেষ
কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু দেন উপদেশ—
"...বিলাসিতা করিবে না কভু সতী নারী
পরিবে না অতি মিহি জমকালো শাড়ী।
উদরের অর্দ্ধ অংশ করি অনাবৃত
পরিবে না ছোট জামা নির্লজ্জের মত।
পুত্রকন্যাগণে সদা দিবে শুদ্ধাহার
শিখাইবে সদাচার সৎ ব্যবহার।
শিখাইবে সন্ধ্যাপূজা ব্রত উপাসনা
সুপথে চলিতে দিবে নিয়ত প্রেরণা।...."

পাঁচই আশ্বিন প্রাতে ত্যজি বর্দ্ধমান
সোমেশ্বর মঠ হয়ে দুর্গাপুরে যান।
ব্যাকুল ভক্তের দেখি মস্ত সমাবেশ
ঘন্টাধিক কাল সেথা দেন উপদেশ।
অধ্যাপক সদানন্দ বিশিষ্ট সন্তান
অপরাহ্নে রাণীগঞ্জে তার গৃহে যান।
অন্নভোগ অন্তে সেথা স্থিতি স্বল্পক্ষণ
আসানসোলেতে রাতে শুভ পদার্পণ।
গভীর রাতেও ভিড় করি বিলোকন
বিশ্রাম বিস্মৃত হয়ে দিলেন ভাষণ।
দাশরথি মঠে গিয়ে তিনটার পর
বেলরুই-এ বিশ্রামের হল অবসর।
প্রাতে যান রাঙাপাড়া কৃপা বিতরণে
বেলরুই ফিরে দীক্ষা শতাধিক জনে।

ভোগ অন্তে নাহি হয় বিশ্রাম গ্রহণ
ভক্ত সমাবেশে দেন দু' ঘন্টা ভাষণ।
সন্ধ্যাবেলা তৈলযানে করি আরোহণ
তারিঘাট অভিমুখে করেন গমন।
মধ্যরাত্রে তিন ঘন্টা বিশ্রামের পর
দ্রুতবেগে রথ পুনঃ হয় অগ্রসর।
গয়াধাম দরশনে অভিলাষ মনে
বহু পথ এসে গেছে গাড়ী ততক্ষণে।
সারথি গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে অচিরে
ছয়টার পরে এল গয়াধামে ফিরে।
পিতৃগণ তৃপ্ত হন হেথা পিণ্ড দানে
পাঠালেন তাই সব সেবক সন্তানে।
ওমানন্দ জীবানন্দ সহ সঙ্গীগণ
বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড করিল অর্পণ।
গয়াতে বিরতি দীর্ঘ ঘন্টা পাঁচ ছয়
পুনরায় যাত্রা প্রায় মধ্যাহ্ন সময়।
পথে কিছু দূর গিয়ে হল ফল ভোগ
মধ্যাহ্নের পরে সবে করে জলযোগ।
তারিঘাট পানে যান দ্রুতগতি ধায়
পৌঁছিলেন সেথা রাত্রি সাড়ে দশটায়।
পূজ্যপাদ দাশরথি দেব যোগেশ্বর
রেখেছেন হেথা তাঁর দেহ বিনশ্বর।
কাল সেই স্মরণীয় তিরোধান তিথি
সে কারণ আজি হেথা শুভ উপস্থিতি।
যোগ্য মর্য্যাদায় তিথি করি উদ্‌যাপন
অপরাহ্নে কাশীধামে উপনীত হন।
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা করি দরশন
গঙ্গাতটে রামাশ্রমে শুভ আগমন।
পরদিন পুরাতন রামাশ্রমে যান
ভ্রমিলেন একে একে আরো বহু স্থান।
কাশীধামে কৃপাধারা বিতরি দু' দিন

বিমানে লক্ষ্ণৌ যান দশই আশ্বিন।
সন্নিহিত অঞ্চলেতে পরিক্রমা শেষে
চোদ্দই আশ্বিন প্রভু যান হৃষীকেশে।

দিকে দিকে দিনে রাতে করি পর্য্যটন
যেচে যেচে কর কত কৃপা বিতরণ।
সবার অধম এই দাস জনার্দ্দনে
কৃপা করি দাও ঠাঁই রাতুল চরণে

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪৮)

।। "যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে..."—১৩৭৯।।
।। দিল্লী দুর্গাপুরী আশ্রমে দুর্গাপূজায়।।
।। কুরুক্ষেত্র নৈমিষারণ্য প্রভৃতি পরিক্রমা।।

শারদীয়া দুর্গোৎসব আশ্বিনের শেষে
আনন্দের ছোঁয়া তাই লাগে সারাদেশে।
হৃষীকেশে বয়ে যায় আনন্দের বান
মাতাপিতা দোঁহে হেথা এবে বিদ্যমান।
মাতা দেবী দশভুজা পিতা সীতারাম
পুণ্য হৃষীকেশ তাই পুণ্যতম ধাম।
ভারতের নানা প্রান্ত হতে সে কারণ
দলে দলে শিষ্যভক্ত করে আগমন।
দূর কলিকাতা হতে শিষ্য একজন
বাষ্পযানে দেবীমূর্ত্তি করে আনয়ন।
বহু কষ্টে পর পর দুই রাত্রি জেগে
এনেছে মায়ের মূর্ত্তি একক উদ্যোগে।
দয়াময় অতিশয় প্রীত তারোপর
স্নেহভরে শিষ্যটিরে কহেন সত্বর—

"ভগবান যা করেন সকলই মঙ্গল
তুই একা সবটুকু পেলি পুণ্যফল।
এ সেবায় সঙ্গী যদি হত কেহ আর
মায়ের কৃপার সেও হত অংশীদার।
সেবা কার্য্যে মিলেমিশে হবি আগুয়ান
সবারে উৎসাহ দানে হবি যত্নবান।
তবুও সকলে যদি দূরে সরে যায়
করিবি না দুঃখ কিম্বা অভিমান তায়।"

মা গঙ্গার নবচূড় মন্দিরের তরে
জেগেছে সঙ্কল্প শুভ প্রভুর অন্তরে।
সপ্তমীর মহাপূজা আরম্ভের পর
ভিত্তি স্থাপনের কার্য্যে হন অগ্রসর।
গঙ্গার অদূরে হবে মন্দির নির্ম্মাণ
দিয়েছেন নির্ব্বাচন করি তার স্থান।
শ্রীকরকমলে করি কর্ণিক ধারণ
করেন এখন সেই ভিত্তি সংস্থাপন।
নিমন্ত্রিত সন্ত আর দর্শনার্থীগণ
যথাযোগ্য মর্য্যাদায় আপ্যায়িত হন।
ভোগশেষে দিবসের অন্তিম লগনে
দিল্লীতে গেলেন প্রভু কৃপা বিতরণে।

দুর্গাপুরী আশ্রমেতে ওঠে আনন্দেতে মেতে
গুরুপ্রেমী শিষ্যভক্ত সব।
পঁচিশ বিঘার 'পরে হেথা মহা আড়ম্বরে
শারদীয়া পূজা মহোৎসব।।
তাঁবু অর্দ্ধশতাধিক আলোমালা বৈদ্যুতিক
চারিদিক করে ঝল্‌মল্।
সারি সারি কত কল টিপিলেই পেয় জল
সব কিছু অতি সুশৃঙ্খল।।
দর্শনার্থীদের জন্য অস্থায়ী মণ্ডপ ভিন্ন
অতিশয় বৃহৎ আকার।

অসংখ্য আসন পাতা   সমকালে পারে সেথা
বসিবারে দু' তিন হাজার।।
প্রসাদের আয়োজন   ত্রুটিহীন অতুলন
কর্ম্মীগণ ব্যস্ত বিতরণে।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়   সব যেন রাজকীয়
তৃপ্ত সবে আকণ্ঠ ভোজনে।।
যাঁহার প্রীতির তরে   জনহীন এ প্রান্তরে
সীমাহীন এ জাঁকজমক।
সে প্রভুর পদার্পণে   হল সব এতক্ষণে
প্রাণবন্ত সুন্দর সার্থক।।
বহু শ্রমে ভক্তগণ   করেছে এ আয়োজন
বহু ব্যয়ে বহু কাল ধরি।
করি সব বিলোকন   প্রীত হয়ে প্রভু কন—
"এ যেন সে গন্ধর্ব্বনগরী।।"
শত শত নরনারী   ভাড়া করি বাস গাড়ী
দলে দলে করে আগমন।
জুড়াতে সবার চিত্ত   দীর্ঘক্ষণ ধরি নিত্য
দয়াময় দেন দরশন।।
কৃপার নাহিক শেষ   দেন কত উপদেশ
বাণীমালা অমৃত সমান।
ও রাঙা চরণদ্বয়   স্পর্শি সবে ধন্য হয়
দুঃখ জ্বালা হয় অবসান।।
চাক্রাতার বয়োবৃদ্ধ   মহাত্মা গায়ত্রী সিদ্ধ
এ সময় আসে প্রতিদিন।
পরস্পরে বক্ষে ধরে   প্রেম বিনিময় করে
দোঁহাকার শ্রদ্ধা সীমাহীন।।
মহাত্মার কথামত   চণ্ডীপাঠে হন রত
নবমীতে প্রভু লীলাময়।
ভাবাবেশে সমুদয়   গ্রন্থখানি পাঠ হয়
অশ্রুসিক্ত হয় নেত্রদ্বয়।।

সম্পাদক 'হিন্দুস্থান' সদাশয় ধর্ম্ম প্রাণ
বিখ্যাত দৈনিক পত্রে তার।
প্রভু আর দুর্গামার চিত্রসহ সমাচার
সবিস্তারে করিল প্রচার।।
আশ্রমে দু' দিন এসে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে
বক্তৃতা করিল সম্পাদক।
হিন্দীভাষী ভক্তবৃন্দে ভাসাইল মহানন্দে
পাঠ করি প্রভুর পুস্তক।।
সাধুসন্ত বহু জন নিত্য করে আগমন
শ্রীচরণ দরশন তরে।
প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে প্রভু সেই সবাকারে
দেন যোগ্য মর্য্যাদা সাদরে।।
নাই ভেদ আত্মপর যেন ভোলা মহেশ্বর
কল্পনাও মানে হেথা হার।
মুগ্ধ হয় সন্তগণ করি প্রেম আস্বাদন
বাঁধা পড়ে প্রেমডোরে তাঁর।।
সবারে মর্য্যাদা দান ব্রত তাঁর সুমহান
কভু এর নাই ব্যতিক্রম।
সাধুদের সেবা করি ধন্য যেন নিজে হরি
এও এক লীলা অনুপম।।
একদিন একজন সন্ত করি আগমন
সবিনয়ে জানায় প্রার্থনা।—
"শীতবস্ত্র মোর নাই তাই বড় কষ্ট পাই
কম্বল দিন একখানা।।"
উদ্বৃত্ত কম্বল নাই আপন সম্বল তাই
তুলিলেন শয্যা হতে টানি।
নিজ প্রয়োজন ভুলি অচিরে দিলেন তুলি
হাসিমুখে প্রার্থীরে সেখানি।।
একে একে দিন যায় দশমীতে বিজয়ায়
মহাপূজা হয় সমাপন।

নিরঞ্জন যমুনায় কুড়ি মাইল দূরে প্রায়
সাড়ম্বরে চলে আয়োজন।।
দুই বাস তিন লরী চলে শোভাযাত্রা করি
সাথে চলে অসংখ্য মোটর।
পথিমধ্যে অকস্মাৎ শুরু হয় বৃষ্টিপাত
সেই সাথে বেগে বয় ঝড়।।
শ্রীঅঙ্গ ভিজিছে জলে সবে নেমে যেতে বলে
লরী থেকে মোটর গাড়ীতে।
ছোট সে মোটর যান সবার না হবে স্থান
তাই লরী না চান ছাড়িতে।।
ক্রমে বাড়ে জল ঝড় তা নেহারি অতঃপর
অতিশয় ব্যাকুল সকলে।
বিশ্বানন্দ ও সুজন জোর করি এ দু'জন
প্রভুরে মোটর যানে তোলে।।
শুরু হয় শিলাবৃষ্টি অচিন্তিত অনাসৃষ্টি
চিন্তান্বিত সবার হৃদয়।
এবে বীর ভক্তগণে মাতৃমূর্ত্তি সংরক্ষণে
করে যত্ন ত্যজি প্রাণভয়।।
মন্তব্য করেন প্রভু— "মা'র ইচ্ছা ছাড়া কভু
হেন কাণ্ড সম্ভব না হয়।
হয়েছিল ইচ্ছা মা'র তাই আজি এ প্রকার
পণ্ড হল বিজয়া উৎসব।।"
অচিরে থামিল সব শান্ত হল এ তাণ্ডব
প্রকৃতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধরে।
বহু শিষ্য ভক্ত মিলে যমুনার পূত জলে
বিসর্জ্জন সমাপন করে।।
ফিরে এসে হৃষ্টমনে বিজয়াতে শ্রীচরণে
করে সবে শ্রদ্ধাভরে নতি।
প্রণামের সাথে সাথে দেয়া হয় হাতে হাতে
দিল্লীর লাড্ডু স্বাদু অতি।।

নন্দাজীর আহ্বানে বাসে ও মোটর যানে
কুরুক্ষেত্র পরিক্রমা তেসরা কার্ত্তিক।
আটটায় যাত্রা করে পৌঁছিলেন দ্বিপ্রহরে
সঙ্গে চলে শিষ্যভক্ত অর্দ্ধশতাধিক।।
সংস্কৃতি রক্ষণ তরে নন্দাজী আগ্রহভরে
অভিনব শিক্ষাকেন্দ্র করেছে স্থাপন।
সংস্কৃতির যিনি প্রাণ অথবা তা' মূর্ত্তিমান্
সেই প্রভু করিলেন আজি উদ্বোধন।।
এই শুভ পদার্পণে পুরসভা সযতনে
নির্ম্মিয়াছে অগণিত সুন্দর তোরণ।
নরনারী দলে দলে যোগ দিয়ে সভাস্থলে
অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি করে নিবেদন।
শ্রীচরণ দরশনে আনন্দ সবার মনে
উৎসুক উপদেশ করিতে শ্রবণ।
সামান্য শৈথিল্য নাই অনতিবিলম্বে তাই
শুরু করিলেন প্রভু মধুর ভাষণ।।
বক্তব্য বিষয় তাঁর শুদ্ধাহার সদাচার
যথাকালে উপাসনা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত।
সহশিক্ষা বিষময় ধর্ম্ম হ'তে অভ্যুদয়
শাস্ত্রপথ রাজপথ প্রহরী-বেষ্টিত।।
ভাষণান্তে এই স্থান ঘুরে ঘুরে দেখে যান
স্বল্প দূরে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে।
মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য বংশীলাল হয় ধন্য
ভক্তিভরে প্রণমিয়া পাদপদ্মদ্বয়ে।।
বিড়লার শ্রীমন্দিরে ভোগ নিয়ে দই চিঁড়ে
চলিলেন যেথা সখা তৃতীয় পাণ্ডবে।
চক্রধারী ভগবান্ গীতা উপদেশ দান
করেছেন কুরুক্ষেত্রে সে মহা আহবে।।
আজো সেই বাণীমালা নাশে সব দুঃখ জ্বালা
নিখিল জীবেরে পথ করে প্রদর্শন।

অতীতের সুপবিত্র সেই সব লীলাক্ষেত্র
দরশন করি হন আনন্দে মগন।।

ফিরিলেন দিল্লী রাতে যোধপুর ভবনেতে
দিন দুই শুভ অবস্থান।
রাজা আর রাণী কত নিয়ত সেবায় রত
তবু না তাদের ভরে প্রাণ।।
কার্ত্তিকের পাঁচে ছাড়ি যোধপুর রাজবাড়ী
যান লক্ষ্মীপূজাতে আশ্রমে।
আসে শিষ্যভক্তগণ আর জ্ঞানীগুণী জন
অচিরেই ভিড় ওঠে জমে।।
শ্রীকৈলাস বৃহস্পতি সঙ্গীতে পণ্ডিত অতি
বেতারের কর্ত্তা সর্ব্বময়।
পত্নী সহ উপস্থিত শুনায় অপূর্ব্ব গীত
স্তবাদির তুলনা না হয়।।
আর এক অন্ধ্রবাসী পণ্ডিতপ্রবর আসি
শুনাইল মহালক্ষ্মী স্তব।
রাত্রি সাড়ে দশটায় আকণ্ঠ প্রসাদ পায়
উপস্থিত নরনারী সব।।
পরদিন ভোগশেষে দিল্লী শহরেতে এসে
রামায়ণ মিউজিয়ামে যান।
পুঁথিপত্র অগণিত আছে সেথা সংগৃহীত
সুবৃহৎ এই প্রতিষ্ঠান।।
হাজার বছর আগে ভারতে বা বহির্ভাগে
বিরচিত বিচিত্র ভাষায়।
নানা আকারের কত রামায়ণ শত শত
সবাকার বিস্ময় জাগায়।।
প্রাতে চড়ি বাষ্পযান কানপুরে পঁহুছান
সাতই সেথায় অবস্থান।
পরদিন সীতাপুরে শতেক মাইল দূরে
চক্ষু চিকিৎসার তরে যান।।

অদূরে নৈমিষারণ্যে যান প্রভু অপরাহ্নে
ব্যাসগদী দর্শনে হরষ।
অতঃপর ধীরে ধীরে গিয়ে গোদাবরী তীরে
পূত বারি করেন পরশ।।
দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে সীতাপুরে ফিরে এসে
অন্নভোগ দিনান্তে গ্রহণ।
পুনরায় যাত্রা করে রাত দশটার পরে
লক্ষ্ণৌয়েতে উপনীত হন।।
প্রাতে উঠে কৃপা করে ভক্তগৃহে ঘুরে ঘুরে
করিলেন পদধূলি দান।
মধ্যাহ্নের ভোগশেষে পুনরায় হৃষীকেশে
কার্ত্তিকের দশেতে প্রস্থান।।

শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন পরিক্রমা রাত্রিদিন
জীবহিত লাগি দেশময়।
অপূর্ব্ব এ লীলাকথা কোথা শুরু শেষ কোথা
কিছুই না বোধগম্য হয়।।
তুমি না বোঝাও যারে সে কি পারে বুঝিবারে
তব লীলা অনন্ত অপার।
দীন দাস জনার্দ্দনে দাও ঠাঁই শ্রীচরণে
কিছু নাহি যেন চাহি আর।।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৪৯)

।। মোহন-মিলন—১৩৭৯।। কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা।।
।। উত্তর কাশীতে কালীপূজা।। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।।

দিল্লী সহ বহু স্থান পর্য্যটন শেষে
এসেছেন প্রভু পুনঃ পুণ্য হৃষীকেশে।
কার্ত্তিক তেরই বেলা দুপুর তখন
হঠাৎ ঘটিল এক মহান মিলন।
বদরী যাত্রার পথে থামাইয়া গাড়ী
নামিলেন শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী।
অভ্যর্থনা জানাইতে প্রভুও সত্বর
ব্রহ্মচারী অভিমুখে হন অগ্রসর।
দোঁহারে জড়িয়ে দোঁহে করে আলিঙ্গন
ঘটিল দুর্লভ এক স্বর্গীয় মিলন।
ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি যেতে সমুৎসুক
এ কথায় দিতে সায় প্রভু পরাঙ্মুখ।
প্রভু কন—"কিছুক্ষণ হেথা স্থিতি হলে
সাধুসঙ্গে হব ধন্য আমরা সকলে।"
ব্রহ্মচারী ত্বরা করি কর জুড়ি কয়—
"এ তব মহিমা দেব এ তব বিনয়।
মোরাই হতাম ধন্য তব সঙ্গগুণে
হতাম কৃতার্থ তব উপদেশ শুনে।
আমাদের ভাগ্য মন্দ কী সন্দেহ তায়
তাই নিতে হবে হায় এখনি বিদায়।
সাঁঝের আঁধার নেমে আসার আগেতে
পঁহুছিতে হবে আজ দেবপ্রয়াগেতে।"
অচিরাৎ ধরি হাত প্রভু সযতনে
নামমঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন দু'জনে।

হেনকালে দেখা গেল নাই তৈলযান
বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণ হল অবস্থান।
মহানন্দে নানাবিধ চলে আলোচনা
শুরু হল অতঃপর মধ্যাহ্ন প্রার্থনা।
সুদীর্ঘ প্রার্থনা শেষ হল যেইক্ষণে
শকট হাজির হল আশ্রম প্রাঙ্গণে।
পেট্রোলের প্রয়োজনে হঠাৎ সারথি
গিয়েছিল বাহিরে না নিয়ে অনুমতি।
প্রভু সাথে ব্রহ্মচারী সানন্দে তখন
যন্ত্রের সহায়ে চিত্র করিল গ্রহণ।
অতি আধুনিক এই ক্যামেরা ভিতর
'ফটোপ্রিন্ট' হল সারা অতীব সত্বর।
সাদরে সে ছবি করি প্রভুরে প্রদান
ব্রহ্মচারী মহারাজ করিল প্রস্থান।

কার্ত্তিকের মধ্যভাগে হৃষীকেশ হতে
আবার গেলেন প্রভু উত্তরকাশীতে।
প্রচণ্ড শীতেও নাই নিয়মে ব্যত্যয়
শয্যাত্যাগ রাত্রিশেষে চারিটা সময়।
মাঝে মাঝে আরো এক আধ ঘন্টা আগে
চারিটার পরেতেও সঙ্গীরা না জাগে।
শৌচাদির পরে তাই চারিদিক ঘুরে
ডাকেন সন্তানগণে আদরের সুরে—
"ওঠরে মাণিক বাপ গোপাল আমার
আরতির কাল হল ঘুমাস্‌নে আর।"
তথাপিও কেহ কেহ ভোরে আরতিতে
শীতের ভয়েতে নাহি পারে যোগ দিতে।
সখেদ-কৌতুকে প্রভু কহেন তখন—
"ওরা 'এ'র পিতা আর পিতামহ হন।
এ প্রচণ্ড শীতে ওরা উঠিতে কি পারে
হে ঈশ্বর! ক্ষমা করো ওদের সবারে।"

আরতি প্রার্থনা পাঠ কিম্বা নামগানে
কেহ না সক্ষম যদি হয় যোগদানে,
শত আটবার করি প্রণাম সেজনা
ঠাকুরের কাছে ক্ষমা করিবে প্রার্থনা।
প্রায়শ্চিত্ত লাগি এই বিচিত্র বিধান
শাসনের আবরণে কৃপা সুমহান।
নাম পাঠ প্রার্থনাদি কোন অনুষ্ঠানে
প্রভুর শৈথিল্য নাই কভু যোগদানে।
করমের ফাঁকে আসে বিরতি যখন
বিশ্রামের ছলে চলে লিখন পঠন।
প্রাক্তন আই-জি পত্নী দেবী বিভাবতী
'ভাগবতী কথা' তার উপাদেয় অতি।
মলাটে গোপাল মূর্ত্তি শোভে চমৎকার
প্রভুরে দিয়েছে এই গ্রন্থ উপহার।
কাজের ফাঁকেতে পান সময় যখন
এই কাব্যগ্রন্থ পাঠে হন নিমগন।
পরিহাস ছলে হেসে কন লীলাময়—
"বাজে কাজে নষ্ট কভু না করি সময়।
এ রকম লক্ষ্মী ছেলে পাবি কি কখন
সময় পেলেই দেখ্ করি অধ্যয়ন।"

দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথি সমাগত
সঙ্গীগণ আয়োজন কার্য্যেতে নিরত।
পূজার পূর্ব্বের দিন সায়াহ্নের আগে
অকস্মাৎ মণ্ডপের চিন্তা চিত্তে জাগে।
বিশ্বানন্দে ডাকি প্রভু অচিরে শুধান—
"পারিবি মণ্ডপ বাবা করিতে নির্ম্মাণ?
বিশ্বানন্দ কহে—"বাবা দেখি চেষ্টা করে।"
মহোৎসাহে চলে কাজ সারা রাত ধরে।
মঠের উন্মুক্ত মাঠে রাতের ভিতর
মণ্ডপ নির্ম্মিত হল অতীব সুন্দর।

সাজসজ্জা রাতারাতি হল সমাপন
প্রাতে পরিদর্শনান্তে প্রভু প্রীত হন।
রাত্রিকালে শুরু হয় মাতৃ-আরাধনা
কার সাধ্য দেয় সেই পূজার বর্ণনা।
শ্রীসনৎ নিয়োজিত পূজারীর কাজে
তন্ত্রধারকতা প্রভু করিছেন নিজে।
কী উদাত্ত কণ্ঠস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ
শ্রবণমাত্রেই দেহে জাগে শিহরণ!
তেজোময় মূর্ত্তি হেরি হয় অনুমান
প্রভুর মাঝেই যেন মা-র অধিষ্ঠান।
পূজান্তে প্রসাদ পায় শিষ্যভক্তগণ
ঘুরে ঘুরে প্রভু সব করেন দর্শন।
স্বরচিত মাতৃগাথা গ্রন্থ পাঠ করে
আনন্দ প্রেরণা দেন সবার অন্তরে।
আশ্রমের গায়ে গঙ্গা বহে অনুখন
পরদিন হল সেথা মূর্ত্তি বিসর্জ্জন।
শিষ্যদের প্রার্থনাতে প্রভু সেই রাতে
বিজয়ার শান্তিজল দেন নিজ হাতে।
হাজার হাজার পত্রে শিষ্যভক্তগণ
বিজয়ার শ্রদ্ধাঞ্জলি করে নিবেদন।
উত্তরে সবারে প্রভু দেন আশীর্ব্বাদ
ঠিকানাবিহীন কিছু পত্র পড়ে বাদ।
বিচিত্র ভাষায় সেই আশীষ জ্ঞাপন—
"ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ করিবি গ্রহণ।"
কিম্বা "স্নাত হবি মার করুণাধারায়
মা-মন্ত্র নিয়ত জপে দুঃখ দূরে যায়।"

অভিলাষ জাগে মনে শিব দরশনে
সদলে উত্তরকাশী যান সে কারণে।
সাথে রহে বিশ্বানন্দ গুরুগতপ্রাণ
লক্ষ্য তার যাত্রাপথে স্বাচ্ছন্দ্যবিধান।

প্রভুর সেবায় রত রহে সর্ব্বক্ষণ
প্রয়োজন বোধে করে কখন শাসন।
গুরুসেবা একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান তার
তাই সে প্রভুর কাছে 'ফাদার-মাদার'।
যে প্রভু কঠোর অতি নিয়ম পালনে
অনিয়ম নিত্যসঙ্গী তাঁরই জীবনে।
শিথিলতা নাই পাঠ প্রার্থনা নামে
হরদম অনিয়ম আহারে ও বিশ্রামে।
সঙ্গীদের কথা প্রভু না তোলেন কানে
ব্যর্থ হয় সব চেষ্টা শৃঙ্খলা বিধানে।
একমাত্র বিশ্বানন্দ সপ্রেম শাসনে
সাধ্যমত বাধ্য করে নিয়ম পালনে।

শ্রীরামের লাঞ্ছনার মাগি প্রতিকার
আশ্রমে প্রার্থনা চলে নিত্য তিনবার—
"তামিলনাদেতে দুষ্ট করে অপমান
ভগবান সীতারামে জাগো হনুমান।...."
এ প্রার্থনা ফলপ্রদ করিতে অচিরে
দেয়া হয় লাড্ডু ভোগ ভক্ত মহাবীরে।
অর্ধশত হিসাবেতে মুদ্রা করি ব্যয়
কাশী আর পুরীধামে ভোগ দেয়া হয়।
আশ্রমে কেশবানন্দ নাড়ু তৈরী করে
প্রভুর নির্দ্দেশে ভোগ দেয় মহাবীরে।
গ্রামবাসী বীরভক্ত আশ্রমিকগণ
মহানন্দে করে সেই প্রসাদ গ্রহণ।

সীতারাম লীলামৃত মহাপ্যারাবার
আদি নাই মধ্য নাই অন্ত নাই তার।
যত দেখি যত শুনি লীলা মধুময়
বাড়ে বোঝা না-বোঝার অপিচ বিস্ময়।
তবুও কত না করি জানার বড়াই
এ বিষম বিড়ম্বনা কারে বা জানাই!

দুর্নিবার অহংকার চূর্ণ করি নাথ
দাসাধম জনার্দ্দনে কর আত্মসাৎ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫০)

।। হৃষীকেশে জগদ্ধাত্রী পূজায়—১৩৭৯।। কন্‌খলে মা আনন্দময়ীর আশ্রমে।। মায়ের নিমন্ত্রণে।। হৃষীকেশে রাসলীলা।। ।। অশ্বারোহণ (?) লীলা।।

জগদ্ধাত্রী পূজা লাগি কার্ত্তিক ছাব্বিশে
সদলে করেন যাত্রা প্রভু হৃষীকেশে।
টিহরীর সন্নিকটে গৌঘাট শহরে
যাত্রার বিরতি স্বল্প সময়ের তরে।
বিশ্বানন্দ সেথা এক বিদ্যানিকেতনে
ফলভোগ আয়োজন করে সযতনে।
ফল প্রসাদের পর যাত্রা পুনরায়
হৃষীকেশে অন্নভোগ বেলা তিনটায়।
প্রভু সন্নিধানে শুচি শুদ্ধ পরিবেশে
জগদ্ধাত্রী মা-র পূজা শুরু হৃষীকেশে।
অনুষ্ঠানে আয়োজনে কোন ত্রুটি নাই
যজমান গুরুকন্যা শ্রদ্ধেয়া কুটাই।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত শিষ্য একজন
সকল আশ্রম মঠে করে নিমন্ত্রণ।
অসংখ্য সাধক ভক্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী
আনন্দবর্দ্ধন করে আশ্রমেতে আসি।
কর্ম্মযোগী প্রভু নিজে আর শিষ্যগণ
সে সবারে সাধ্যমত করে আপ্যায়ন।

শ্রীআনন্দময়ী মাতা সাধিকা মহান
কন্‌খলে তৎকালে করে অবস্থান।
পূজা অন্তে পরদিন লয়ে সঙ্গীগণে
নামগান সহ যান মাতৃ দরশনে।
হরিদ্বারে দক্ষাগারে অগ্রে পদার্পণ
ঘুরে ঘুরে সেথা সব করেন দর্শন।
মায়ের সেবিকা এক আসি এ সময়ে
সাদরে প্রভুরে গেল আশ্রমেতে লয়ে।
'সংযম সপ্তাহ' নামে সুমহান ব্রত
মাতা এবে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনে রত।
খবর পেয়েই আসি বিলম্ব না করে
নিয়ে যান হাত ধরে প্রভুরে ভিতরে।
হাসিভরা মুখে ত্বরা প্রভু প্রতি ক'ন—
"উৎসবের শুভক্ষণে এসেছো যখন
এ নিশ্চয় অতিশয় সৌভাগ্য লক্ষণ
কীর্ত্তন ও প্রবচন হোক্ কিছুক্ষণ।"
স্মরণ করিয়ে দেয় সেবক অচিরে—
দু'টা বাজে ভোগ হবে হৃষীকেশে ফিরে।"
জননী ব্যাকুল কণ্ঠে কহেন তখন—
"এখানেই কর বাবা প্রসাদ গ্রহণ।"
প্রভু কহে—"আজ নহে অন্যদিন হবে।"
মা-র প্রশ্ন—"বল সেই শুভ দিন কবে?"
অনতিবিলম্বে প্রভু শুধান কেশবে—
"হৃষীকেশ হতে তোকে কবে যেতে হবে?"
কহিল কেশবানন্দ নত করি শির—
"পরশু যাবার দিন হয়ে আছে স্থির।"
গুরুপ্রিয়া কহে—"তবে কালই ভাল দিন
শুভকার্য্যে বিলম্ব না হয় সমীচীন।"
মাতাও করেন ত্বরা একই আবদার
প্রভুর কিছুই আর না রহে বলার।

মার কথামত দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ
প্রায় পৌনে তিনটায় বিদায় গ্রহণ।

নয় জন সঙ্গীসহ দু'টি যানে করে
পরদিন কন্‌খলে যান দ্বিপ্রহরে।
খোল করতাল সহ সঙ্গীশিষ্যগণ
উচ্চকণ্ঠে মহামন্ত্র করে সঙ্কীর্ত্তন।
অভ্যর্থনা করি মাতা আনন্দিত মনে
নিয়ে যান 'মহেশ্বর সৎসঙ্গ ভবনে'।
সুউচ্চ আসনে বসি মা-র কথা মত
অচিরে ভাষণ দানে হন প্রভু রত।
কেশবানন্দেরে মাতা ক'ন মৃদুস্বরে—
"শ্রীমুখের উপদেশে সুধা যেন ঝরে।
অধিকাংশ শ্রোতা ভক্ত বাংলা নাহি জানে
সে কারণে বিঘ্ন ঘটে রস আস্বাদনে।"
মাতা কিছু কহিছেন করি অনুমান
ভাষণ থামিয়ে প্রভু জানিবারে চান।
অচিরে মায়ের ইচ্ছা হয়ে অবগত
হিন্দীতে ভাষণ দানে হলেন নিরত।
কহেন আবেগভরে নামের মহিমা—
"... অনন্ত নামের শক্তি নাই তার সীমা।
উঠিতে বসিতে খেতে শুতে সর্ব্বক্ষণ
হেলায় শ্রদ্ধায় কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হও পাপী হও তাপী হও না যে কেহ
পাপ যাবে তাপ যাবে শুদ্ধ হবে দেহ।
দিবেন দর্শন শেষে নামী ভগবান
সব জ্বালা যন্ত্রণার হবে অবসান।...."
পূজনীয়া মাতা সহ শ্রোতা অগণন
আনন্দসাগরে যেন হল নিমগন।
পরম শ্রদ্ধায় মাতা ভাষণের পরে
প্রভুরে গেলেন নিয়ে প্রসাদের তরে।

শ্রীআনন্দময়ী মাতা সাধিকা মহান
কন্‌খলে তৎকালে করে অবস্থান।
পূজা অন্তে পরদিন লয়ে সঙ্গীগণে
নামগান সহ যান মাতৃ দরশনে।
হরিদ্বারে দক্ষাগারে অগ্রে পদার্পণ
ঘুরে ঘুরে সেথা সব করেন দর্শন।
মায়ের সেবিকা এক আসি এ সময়ে
সাদরে প্রভুরে গেল আশ্রমেতে লয়ে।
'সংযম সপ্তাহ' নামে সুমহান ব্রত
মাতা এবে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনে রত।
খবর পেয়েই আসি বিলম্ব না করে
নিয়ে যান হাত ধরে প্রভুরে ভিতরে।
হাসিভরা মুখে ত্বরা প্রভু প্রতি ক'ন—
"উৎসবের শুভক্ষণে এসেছো যখন
এ নিশ্চয় অতিশয় সৌভাগ্য লক্ষণ
কীর্ত্তন ও প্রবচন হোক্ কিছুক্ষণ।"
স্মরণ করিয়ে দেয় সেবক অচিরে—
দু'টা বাজে ভোগ হবে হৃষীকেশে ফিরে।"
জননী ব্যাকুল কণ্ঠে কহেন তখন—
"এখানেই কর বাবা প্রসাদ গ্রহণ।"
প্রভু কহে—"আজ নহে অন্যদিন হবে।"
মা-র প্রশ্ন—"বল সেই শুভ দিন কবে?"
অনতিবিলম্বে প্রভু শুধান কেশবে—
"হৃষীকেশ হতে তোকে কবে যেতে হবে?"
কহিল কেশবানন্দ নত করি শির—
"পরশু যাবার দিন হয়ে আছে স্থির।"
গুরুপ্রিয়া কহে—"তবে কালই ভাল দিন
শুভকার্য্যে বিলম্ব না হয় সমীচীন।"
মাতাও করেন ত্বরা একই আবদার
প্রভুর কিছুই আর না রহে বলার।

মার কথামত দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ
প্রায় পৌনে তিনটায় বিদায় গ্রহণ।

নয় জন সঙ্গীসহ দু'টি যানে করে
পরদিন কন্‌খলে যান দ্বিপ্রহরে।
খোল করতাল সহ সঙ্গীশিষ্যগণ
উচ্চকণ্ঠে মহামন্ত্র করে সঙ্কীর্ত্তন।
অভ্যর্থনা করি মাতা আনন্দিত মনে
নিয়ে যান 'মহেশ্বর সৎসঙ্গ ভবনে'।
সুউচ্চ আসনে বসি মা-র কথা মত
অচিরে ভাষণ দানে হন প্রভু রত।
কেশবানন্দেরে মাতা ক'ন মৃদুস্বরে—
"শ্রীমুখের উপদেশে সুধা যেন ঝরে।
অধিকাংশ শ্রোতা ভক্ত বাংলা নাহি জানে
সে কারণে বিঘ্ন ঘটে রস আস্বাদনে।"
মাতা কিছু কহিছেন করি অনুমান
ভাষণ থামিয়ে প্রভু জানিবারে চান।
অচিরে মায়ের ইচ্ছা হয়ে অবগত
হিন্দীতে ভাষণ দানে হলেন নিরত।
কহেন আবেগভরে নামের মহিমা—
"... অনন্ত নামের শক্তি নাই তার সীমা।
উঠিতে বসিতে খেতে শুতে সর্ব্বক্ষণ
হেলায় শ্রদ্ধায় কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হও পাপী হও তাপী হও না যে কেহ
পাপ যাবে তাপ যাবে শুদ্ধ হবে দেহ।
দিবেন দর্শন শেষে নামী ভগবান
সব জ্বালা যন্ত্রণার হবে অবসান।...."
পূজনীয়া মাতা সহ শ্রোতা অগণন
আনন্দসাগরে যেন হল নিমগন।
পরম শ্রদ্ধায় মাতা ভাষণের পরে
প্রভুরে গেলেন নিয়ে প্রসাদের তরে।

সসঙ্গী পাশের ঘরে গিয়ে এ সময়
প্রার্থনা করেন শুরু প্রভু লীলাময়।
প্রার্থনা প্রভৃতি পর্ব্ব হলে সমাপন
প্রভুরে সগণে মাতা করান ভোজন।
কক্ষান্তরে বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে
প্রসাদ গ্রহণে নিজে যান স্বল্প পরে।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠান তরে
সঙ্কল্প জাগিল শুভ প্রভুর অন্তরে।
জয় আর সিদ্ধানন্দ সেবক দু'জনে
জানালেন সবিস্তারে অতি সঙ্গোপনে।
দৃঢ় স্বরে ক'ন পরে—"এই সমাচার
দেখো যেন আগেভাগে না হয় প্রচার।"
আদেশ পেয়েই এই সঙ্গী দু' জন
উৎসবের লাগি সব করে অ যাজন।
রাধাকৃষ্ণ অষ্টসখী আলো বৈদ্যুতিক
মায়াবলে স্বল্পকালে হল সব ঠিক।
মূরতি সকল হল অতি চমৎকার
প্রশংসা করিল সবে মণ্ডপসজ্জার।
সাড়ম্বরে রাসলীলা হল সম্পাদন
এ তাঁর লীলার এক নব সংযোজন।

পত্রসেবা পর্ব্ব প্রাতে হলে সমাপন
গঙ্গা দরশনে প্রভু করেন গমন।
বোধানন্দ নামে শিষ্য আনন্দিত মনে
কাঁধে করে নিয়ে যায় গঙ্গা দরশনে।
এ সেবাতে অংশ নিতে হয়ে অভিলাষী
বহু জন নিবেদন করে নিত্য আসি।
প্রভু ক'ন—"পুরাতন ঘোড়া মন্দ নয়
জানাশুনা পোষমানা শান্ত অতিশয়।
বিপদের ঝুঁকি আছে নূতন ঘোড়ায়।"

এ কথায় সবে প্রায় পিছু হটে যায়।
বোধানন্দ যথাকালে যদি নাহি আসে
প্রভু ক'ন বিলোকন করি চারিপাশে—
"দেখ্ তো কোথায় ঘোড়া ঘোরাঘুরি করে
ডাকিছে কি পরিচিত চিঁহি চিঁহি স্বরে?"
ঘোড়া এলে ত্বরা করি উঠি স্কন্ধোপরে
দু'হাতে ধরেন ঝুঁটি পরম আদরে।
মুখেতে বিচিত্র শব্দ করেন তখন
গাড়োয়ানগণ করে আওয়াজ যেমন।
অবিলম্বে হো-হো রবে ওঠে সবে হেসে
অশ্বে চড়ি যান হরি পূত তটদেশে।
গঙ্গাবারি শিরোপরি করেন গ্রহণ
সঙ্গীগণে সযতনে করেন সিঞ্চন।

সুমধুর লীলা সাঙ্গ করি হৃষীকেশে
এবার যাবেন প্রভু দূর বঙ্গদেশে।
অপরাহ্ণ কালে যাত্রা—সীমিত সময়
কর্ম্ম বহু অপেক্ষিয়া—ব্যস্ত লীলাময়।
গীতার ভূমিকা এক লেখা প্রয়োজন
ভোগান্তে করেন সেই কর্ম্মে হস্তার্পণ।
স্থানীয় সন্ন্যাসী আর সাধুসন্তগণ
বিদায়ের আগে আসে করিতে দর্শন।
বহু জন নিবেদন করে এ সময়
অর্থ বস্ত্র প্রভৃতির অভাব বিষয়।
যাচকের যতটুকু ব্যাকুলতা মনে
অধিক অধীর ইনি অভাব মোচনে।
এত প্রেম এত কৃপা কোথা দেখি নাই
প্রাপ্তি আশে তোমা পাশে এত ভিড় তাই।
আমিও তোমার দ্বারে প্রার্থী একজন
দাও দাস জনার্দ্দনে অভয় চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫১)

।। চলমান বাষ্পযানে উদ্ধার লীলা—১৩৭৯।।

।। নাতি জগন্নাথের বিয়েতে।।

।। জলপাইগুড়ি সহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার।।

হৃষীকেশ হতে যাত্রা নয়ই অঘ্রাণ
বাষ্পযানে অবিরাম চলে নামগান।
নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বসি আপন আসনে
নিবিষ্ট রহেন প্রভু শ্রীনাম শ্রবণে।
যথারীতি চারিটায় ভোরে গাত্রোত্থান
নিত্যসঙ্গী ওমানন্দে করেন আহ্বান।
মঙ্গল আরতি হল গাড়ীর ভিতর
স্তবপাঠ প্রার্থনাদি হল পর পর।
পঞ্চভূত শুদ্ধ করি জাগাতে দেহীরে
পাদুকা পরশ দেন সবাকার শিরে।
ভোরের আলোর রেখা ফুটিল যখন
জানালার ধারে প্রভু পাঠে নিমগন।
মাঝে মাঝে ধর্ম্মপ্রাণ সহযাত্রীগণ
শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি করে নিবেদন।
কৃপাস্পর্শে ধন্য হয়ে আনন্দিত মনে
নত শিরে যায় ফিরে আপন আসনে।
কহিলেন সঙ্গীগণে প্রভু প্রেমময়—
"লক্ষ্ণৌয়ের আগে যেন ফলভোগ হয়
বাবারা-মায়েরা সেথা দীর্ঘক্ষণ ধরে
আছয়ে অপেক্ষমান ষ্টেশন চত্বরে।"
স্বল্পক্ষণ মধ্যে এল লক্ষ্ণৌয়েতে যান
আনন্দে উঠিল ভরি ভক্তদের প্রাণ।
দর্শন প্রণাম সাথে প্রসাদ কিঞ্চিৎ
এত কৃপা আছিল যে কল্পনা-অতীত।

বাষ্পযান বেগবান হয় স্বল্প পর
অখণ্ড শ্রীনাম চলে গাড়ীর ভিতর।
লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া গাড়ী এল কিছুদূর
হঠাৎ নামের মাঝে বাজিল বেসুর।
সহযাত্রী কতিপয় বঙ্গভাষাভাষী
দাঁড়াইল সঙ্গীদের মাঝখানে আসি।
নাম পাঠ প্রার্থনার উচ্চ কোলাহলে
উঠেছে অতিষ্ঠ হয়ে তাহারা সকলে।
ভ্রমণ আনন্দ এবে যন্ত্রণা স্বরূপ
সঙ্গীদের 'পরে তাই বড়ই বিরূপ।
শিষ্যদের প্রতি অতি কর্কশ ভাষায়
তীব্র প্রতিবাদ সহ বিক্ষোভ জানায়।
সঙ্গীরা বিস্মিত হয় হেন আচরণে
নিবেদন করে সব প্রভুর চরণে।
"বাবাদের দিয়ে আয়"—সঙ্গীগণে বলি
দেন প্রভু ফল-মূল মালা গ্রন্থাবলী।
সঙ্গীদল সে সকল যথাস্থানে দিয়ে
ক্ষুব্ধ যাত্রীগণ প্রতি কহে সবিনয়ে—
"পাশেই রয়েছে আরো বহু যাত্রীভাই
তাদের তো কোনরূপ অসুবিধা নাই।
নাম চলে এক প্রান্তে সুমধুর সুরে
আপনারা অন্যপ্রান্তে এতখানি দূরে!
তাছাড়া বাঙ্গালী হিন্দু হয়ে কি কারণে
করিছেন বিরোধিতা নাম সঙ্কীর্ত্তনে!"
যুক্তির আলোকে আর প্রেমের ছোঁয়াতে
আশাতীত ফল লাভ হল হাতে হাতে।
নিজেদের ভুল বুঝে ক্ষুব্ধ যাত্রীগণ
করিল লজ্জায় নত মস্তক আপন।
কাশীধামে এল যান দিবাশেষে প্রায়
স্থানীয় সেবকগণ স্বাগত জানায়।

নেমে এসে ত্বরা প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
গঙ্গাতীরে রামাশ্রমে উপনীত হন।
কাশীধামে দুই দিন শুভ অবস্থান
বাষ্পযানে যাত্রা পুনঃ বারই অগ্রাণ।
আসানসোলেতে যান এল শেষ রাতে
বৈদ্য আশুতোষ গৃহে ফলভোগ প্রাতে।
বার্ণপুর বেলরুই রাণীগঞ্জ ঘুরে
সোমেশ্বর মঠে হন হাজির দুপুরে।
ভক্তদের অত্যধিক ভিড়ের কারণে
বিরত রহেন স্পর্শ-প্রণাম গ্রহণে।
ক'ন হর্ষে—"পাদস্পর্শে যে ফল উদয়
দূরে থেকে প্রণমিলে হবে তা নিশ্চয়।"
শ্রীমুখ নিঃসৃত এই আশ্বাস শ্রবণে
আনন্দ ধরে না আর ভক্তদের মনে।
বিশ্রামে যথোপযুক্ত না জোটে সময়
শ্রীবিগ্রহে সে কারণে ক্লান্তি বোধ হয়।
সঙ্গীদের প্রার্থনায় ভোগাদির পরে
দিগসুয়ে যান প্রভু বিশ্রামের তরে।
গুরুমার পদে শ্রদ্ধা করি নিবেদন
সেথায় করেন রাতে বিশ্রাম গ্রহণ।

পরদিন জগন্নাথ দাসের * বিবাহ
ডুমুরদহেতে যান সঙ্গীগণ সহ।
বর নিয়ে সুসজ্জিত তৈলযানে চড়ে
যান রাতে কলিকাতা বিবাহ বাসরে।
গৃহের সম্মুখভাগে পথোপরি ভিড়
অপেক্ষিয়া সেথা সবে আগ্রহে অধীর।
গণ্যমান্য কত জন বিনা নিমন্ত্রণে
এসেছে প্রভুর টানে পুণ্য দরশনে।
সামাজিক রীতি-নীতি সম্ভ্রম সম্মান

* শ্রদ্ধেয় রঘুনাথজীর প্রথম পুত্র তথা প্রভুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র।

ভেসে গেছে তাঁর প্রেমে তৃণের সমান।
শত নিমন্ত্রণে যারা কোথাও না যায়
বিনা নিমন্ত্রণে আজি হাজির হেথায়।
সমাগত অনাহূত শিষ্যভক্তগণে
দিলেন নির্দ্দেশ প্রভু প্রসাদ গ্রহণে।
শুনি এই কৃপাপূর্ণ আদেশ প্রভুর
সকল সঙ্কোচ হল সবাকার দূর।
রাত বাড়ে বিশ্রামে না হয় অবসর
অসুস্থ শ্রীঅঙ্গে এল অকস্মাৎ জ্বর।
নীহার কুমার নিয়ে গেল সযতনে
মনোহরপুকুরেতে আপন ভবনে।
বিশ্রামের সুব্যবস্থা হল এই বার।
চিকিৎসার তরে এল লাহিড়ী ডাক্তার।
অসুস্থ দেহেই প্রভু ষোলই অঘ্রাণ
পাকস্পর্শ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান।
এলেন ডুমুরদহে বেলা একটায়
চারিদিকে কি যে ভিড় বর্ণন না যায়।
শরীর অসুস্থ তায় বিশ্রাম না হয়
অসুস্থতা বৃদ্ধি পায় তাই এ সময়।
পরদিন প্রাতঃকালে বৈদ্যের নির্দ্দেশে
চলিলেন গঙ্গাতীরে বিশ্রাম উদ্দেশে।
যোগমায়া নামে শিষ্যা ভক্তিমতী অতি
গঙ্গাতীরে চুঁচুড়াতে তাহার বসতি।
তিন চারিজন মাত্র সেবক সন্তান
প্রভুর সঙ্গেতে হেথা করে অবস্থান।
দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী যথারীতি চলে
সোৎসাহে যোগ দেন প্রভু এ সকলে।
সেবকেরা সবিনয়ে করায় স্মরণ—
"জ্বর আছে বিশ্রামের তাই প্রয়োজন।
বিশ্রামের লাগি হেথা নিরালায় বাস
দিনে রাতে আপনার কোথা অবকাশ!"

সদাহাস্যময় প্রভু কহেন উত্তরে—
"সকলে যেমন 'এ'র সঙ্গ বাঞ্ছা করে,
মহাভক্ত জ্বরও নিত্য সঙ্গ পেতে চায়
ছাড়াতে চাহিস্ তবু সে না ছাড়ে হায়!"

পাঁচ দিন চুঁচুড়াতে হল অবস্থান
প্রকাশ্যে এলেন পুনঃ বাইশে অঘ্রাণ।
শুরু হল পূর্ণোদ্যমে প্রচারাভিযান
দেখিতে দেখিতে নিল বিদায় অঘ্রাণ।
পৌষের দ্বিতীয় দিন ব্যোমযানে চড়ি
দমদম হতে যান জলপাইগুড়ি।
বরেন ভৌমিক নামে আশ্রিত সন্তান
এবার প্রচারে হেথা উদ্যোগী প্রধান।
তিন দিন অবস্থান করি গৃহে তার
চলিল উত্তর বঙ্গে শ্রীনাম প্রচার।
শত শত শিষ্যভক্ত করে আগমন
কৃপার পরশে ধন্য হয় সর্ব্বজন।
একান্ত শরণাগত গৃহের মালিক
সারাদিন উপবাসী রহে সে সস্ত্রীক।
রাতে প্রভু বিশ্রামেতে করিলে গমন
প্রসাদ গ্রহণ করে তারা দুই জন।
জল্পেশ্বর মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত
প্রভুরে আহ্বান করে শ্রদ্ধার সহিত।
পৌষ পাঁচে অন্নভোগ গ্রহণের পরে
শিষ্যভক্তগণসহ যান জল্পেশ্বরে।
বালক বালিকা দুই শতাধিক প্রায়
শিবাষ্টক স্তোত্র গাহি স্বাগত জানায়।
নরনারী দু'হাজার কিম্বা ততোধিক
প্রভুর দর্শনে ভিড় করে চারিদিক।
কুড়ি ফুট নীচে গর্ভমন্দির ভিতরে
ভগবান জল্পেশ্বর অবস্থান করে।

দরশন করি প্রভু আনন্দিত হন
প্রভুরে দর্শন করি ধন্য ভক্তগণ।
পরদিন ব্যোমযানে করি আরোহণ
সন্ধ্যাকালে কলিকাতা উপনীত হন।
প্রচারের পরবর্ত্তী কেন্দ্র দমদম
হাজারে হাজারে সেথা ভক্ত সমাগম।
সারাদিন ধরি চলে কৃপা বিতরণ
দীক্ষা উপদেশে ধন্য ভক্ত অগণন।
দিবাশেষে তৈলযানে বহু স্থান ঘুরে
রাত দুইটায় যান বহরমপুরে।
হেথায় দু'দিন ব্যাপী প্রচার সময়
যোগ দেন 'শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা'য়।
উপেন্দ্রমোহনে শ্রদ্ধা করিতে জ্ঞাপন
বিদ্যালয় ভবনে এ সভা আয়োজন।
সুমহান কীর্ত্তি তাঁর করিয়া খ্যাপন
দেন প্রভু সুললিত লিখিত ভাষণ।
সে ভাষণ পাঠ করে নিত্যসঙ্গী জয়
শ্রোতাদের চিত্ত তায় তৃপ্ত নাহি হয়।
সবাকার ব্যাকুলতা করি বিলোকন
প্রায় তিন ঘন্টা প্রভু দিলেন ভাষণ।
রাত দশটায় সভা সমাপ্তির পরে
সঙ্গীদল সহ যান কৃষ্ণনগরে।
দু' দিন বিতরি হেথা কৃপা অফুরান
রঘুনাথগঞ্জে পরে প্রচারেতে যান।
দীর্ঘ প্রায় চারি ঘন্টা ভাষণের পরে
অতি ক্লান্ত কলেবর—অচৈতন্য জ্বরে।
চিকিৎসা ও বিশ্রামের আশু প্রয়োজন
কলিকাতা-যাত্রা স্থির হল সে কারণ।
নিদ্রাভঙ্গে পর দিন প্রভাত সময়
শ্রীবিগ্রহ পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ হয়।
বিশ্রামের কথা তাই ভুলি আপাততঃ

যাত্রা শুরু তৈলযানে পূর্ব্বসূচী মত।
মুরারই-এ ভক্তগণে দিয়ে দরশন
বোলপুর শহরেতে উপনীত হন।
স্বাগত জানায় শিষ্য চপল ডাক্তার
সত্বর ব্যবস্থা হয় সুষ্ঠু চিকিৎসার ।
জ্বর ছাড়িতেই করি স্ব-মূর্ত্তি ধারণ
দিলেন দর্শন আর সুদীর্ঘ ভাষণ।
পনেরোই পৌষ প্রাতে যাত্রা তৈলযানে
গুরু নিবাসেতে অন্নভোগ বর্দ্ধমানে।
রাত্রিকালে রামানন্দ মঠে অবস্থান
প্রাতে উঠে গুরুধাম দিগসুয়ে যান।
অতঃপর পৌঁছিলেন প্রায় দ্বিপ্রহরে
মহামিলন মঠেতে বরাহনগরে।
হেথায় প্রতীক্ষারত ভক্ত অগণন
তাই ত্বরা ঘণ্টাধিক দিলেন ভাষণ।
পর দিন দীক্ষাপ্রার্থী এক হাজার প্রায়
ভাগ্যগুণে ধন্য হয় প্রভুর কৃপায়।
সকালে ও সন্ধ্যাকালে দু'বার এদিন
দিলেন ভাষণ গড়ে প্রায় ঘণ্টা তিন।
বাটাতে পরের দিন কৃপা বিতরিয়া
পৌষের উনিশে প্রাতে যান ঢাকুরিয়া।
কালনাতে তিন দিন প্রচারের পর
বাইশে হাজির হন রাতে কোন্নগর।
পরদিন বহু স্থানে ভ্রমি পুনরায়
মেদিনীপুরেতে যান বেলা তিনটায়
কাঁথি সহ সন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল
ধন্য হয় স্পর্শি রাঙা চরণ কমল।
কোথা এক কোথা দুই কোথা তিন দিন
চলে কৃপা বিতরণ বিরামবিহীন।
সর্ব্বত্রই শ্রীনামের বন্যা বয়ে যায়
অসংখ্য দীক্ষার্থী স্থানপায় রাঙা পায়।

ধন্য হয় উপদেশে ভক্ত অগণন
এ কেবল প্রচারের দিগ্‌দরশন।
বিশ্রামের প্রয়োজন যবে সর্ব্বাধিক
যেচে যেচে বিতরিলে কৃপা দশদিক।
কৃপাসিন্ধু হতে বিন্দু মাত্র বরিষণে
কর ধন্য এ নগণ্য দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫২)

।। প্রচার ঃ বাংলা-উড়িষ্যা-উঃ প্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ—১৩৭৯।।

প্রচার কারণে বঙ্গে বহু স্থান ঘুরে
শেষ পর্ব্বে উপনীত হন খড়গপুরে।
শ্রীরামগোবিন্দ হেথা উদ্যোগী প্রধান
মাঘের দোসরা সাঁঝে তার গৃহে যান।
দরশন-আয়োজন শ্রীদুর্গা মন্দিরে
কৃপা বরষিতে সেথা গেলেন অচিরে।
হাজার দুয়েক ভক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে
জয়ধ্বনি করে ওঠে প্রভুর দর্শনে।
প্রার্থনা মৌনের পর দিলেন ভাষণ
দর্শনে শ্রবণে ধন্য ভক্ত অগণন।
পরদিন দীক্ষাপ্রার্থী দেড়শত জনে
কৃপা করি দেন ঠাঁই অভয় চরণে।
ভোগ অন্তে তৈলযানে করি আরোহণ
উৎকল অভিমুখে অগ্রসর হন।
রঘুনাথ মন্দিরেতে কটক শহরে
পৌঁছিলেন রাত্রি দশ ঘটিকার পরে।
এত রাতে হেরি বহু ভক্ত সমাবেশ
ক্লান্তি ভুলে তিন ঘণ্টা দেন উপদেশ।

নাম মাত্র হল রাত্রে বিশ্রাম আহার
প্রাতে উঠে দেখিলেন ঘুরে চারিধার।
মন্দির বিগ্রহ সব করি দরশন
আবার দিলেন প্রাতে মধুর ভাষণ।
কৃপা বিতরণ করি শিষ্যভক্তদলে
সন্ধ্যাকালে উপনীত হন নীলাচলে।
মাঘীপূর্ণিমার তিথি পবিত্র এ দিন
জগন্নাথ দরশনে পুণ্য সীমাহীন।
তাই লোকে লোকারণ্য হেথা চারিদিক
যাত্রী সমাগম দুই লক্ষের অধিক।
গভীর নিশায় প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
জগন্নাথ দরশনে করেন গমন।
বিশাল মন্দিরে ভিড় তখনো প্রচণ্ড
পুলিশ সহায়ে তাই শিষ্য বিশ্বানন্দ
সদলে প্রভুরে মণি-কোঠা অভ্যন্তরে
বিগ্রহের পাদদেশে আনয়ন করে।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মাতাজী
অপূর্ব্ব সুন্দর বেশে সেজেছেন আজি।
মহানন্দে দেববৃন্দে করি দরশন
নিশীথে আশ্রমে মহাপ্রসাদ সেবন।
পরদিন প্রাতঃকালে পায়ে হাঁটা পথে
দরশন করিবারে যান লোকনাথে।
লোকনাথ জগন্নাথ করি দরশন
সরোজিনী মঠে প্রভু উপনীত হন।
সেথায় বিতরি কৃপা মায়েদের প্রতি
আশ্রমেতে ফিরে শুরু যাত্রার প্রস্তুতি।
বহরমপুর হয়ে প্রভু অতঃপর
মাঘ ছয়ে যান রাতে ভুবনেশ্বর।
ভগবান শিব ধরি নাম 'লিঙ্গরাজ'
বিশাল বপুতে হেথা করেন বিরাজ।
দুধবালা ধর্ম্মশালা বিশ্রামের স্থান
লিঙ্গরাজ দর্শনান্তে সেথায় পৌঁছান।

কৃপা করি সমবেত দর্শনার্থীগণে
উপদেশ দেন অতি মধুর ভাষণে।
নাম নিয়ে মন্দিরেতে গিয়ে পরদিন
দেব দরশন সহ হল প্রদক্ষিণ।
ফিরে এসে দীক্ষা আর উপদেশ দান
ভোগ অন্তে যাত্রা করি কলিকাতা যান।
মাঘ নয়ে গুরুমায়ে জানিয়ে প্রণাম
রাত্রিকালে বাষ্পযানে যাত্রা কাশীধাম।
একদিন মাত্র সেথা অবস্থান করে
বাষ্পীয় শকটে যান ওঙ্কারেশ্বরে।
অতীতে অনেকবার তপস্যা কারণ
করেছেন এই স্থান প্রভু নির্ব্বাচন।
নির্জ্জনে কঠোরতম মৌন তপস্যায়
মাসের পরেতে মাস কেটেছে হেথায়।
আজো সেই মৌনকুঠী তপস্যার স্থান
পূর্ব্বেকার সে লীলার করে সাক্ষ্যদান।

এবারের প্রচারের বৈশিষ্ট্য প্রধান ঃ—
বাহনে ব্যাপক ব্যবহার তৈলযান।
সর্ব্বোপরি জীবোদ্ধারে অশেষ যতন
যখন তখন দেন সুদীর্ঘ ভাষণ।
হেন কর্ম্মসূচী সাথে তাল রাখা দায়
তরুণ যুবক সঙ্গী হিমসিম খায়।
এদেশবাসীর চিত্তে ভক্তি অতুলন
স্বতঃ-উৎসারিত শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
হিন্দীর মাধ্যমে চলে ভাব বিনিময়
হিন্দীতে ভাষণ দেন প্রভু লীলাময়।
সঙ্গীশিষ্যদের সাথে কখন কখন
হিন্দীতে করেন শুরু কথোপকথন।
দর্শনার্থী শিষ্যভক্ত নিত্য অগণন

শ্রীচরণে করে আসি শ্রদ্ধা নিবেদন।
কৃপাপরবশ হয়ে প্রভু সে সময়
জিজ্ঞাসেন নাম ধাম আর পরিচয়।
আগন্তুক হয় যদি ব্রাহ্মণ সন্তান
"সন্ধ্যা জান? সন্ধ্যা কর?"—সাগ্রহে শুধান।
"হ্যাঁ বাবা"—উত্তর দেয় অধিকাংশ জন
প্রভু ক'ন—"করি যদি পরীক্ষা গ্রহণ?"
অনেকেই পরীক্ষায় না হয় সফল
সন্ধ্যা স্থলে তারা বলে গায়ত্রী কেবল।
বহু ক্ষেত্রে আচার্য্যেরা নির্দ্দিষ্ট সময়
নাহি দেয় উপদেশ সন্ধ্যার বিষয়।
উপনয়নান্তে তাই নূতন ব্রাহ্মণ
ভাগ্যদোষে অজ্ঞ রহে সমগ্র জীবন।
কৃপা করি দেন প্রভু পথের সন্ধান—
"সন্ধ্যা করা দ্বিজাতির কর্ত্তব্য প্রধান।
প্রভাত মধ্যাহ্ন আর সায়াহ্ন সময়
নিত্য সন্ধ্যা না করিলে স্পর্শে প্রত্যবায়।
ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জনে নষ্ট হয় ইহকাল
দেহান্তে কুকুর জন্ম রাখিও খেয়াল।
আপন কল্যাণ তুমি কর কি কামনা?
কর তবে যথাকালে সন্ধ্যা উপাসনা।....
পেঁয়াজ গোমাংসতুল্য শাস্ত্রের বচন
সযত্নে করিবে সব অভক্ষ্য বর্জ্জন।
শাস্ত্রপথ রাজপথ করিলে আশ্রয়
এ দেহ ধারণ হবে সার্থক নিশ্চয়।..."
প্রতিদিন দরশনে আসে যত জন
প্রায় সবা সাথে হয় হেন আলাপন।
শতবার একই কথা করি উচ্চারণ
দয়াময় ক্লান্ত কিম্বা বিরক্ত না হন।
নিয়ত নিরত যিনি বিশ্বের কল্যাণে
'ক্লান্তি' কি থাকিতে পারে তাঁর অভিধানে!

মধ্যপ্রদেশেতে কৃপা বিতরণ শেষে
কাশীতে এলেন ফিরে মাঘের সাতাশে।
চৌষট্টি ঘাটের কাছে নূতন আশ্রম
গঙ্গাতটরেখা 'পরে অতি মনোরম।
পুরাতন রামাশ্রম নহে বেশী দূর
অখণ্ড শ্রীনাম সেথা চলে সুমধুর।
মাঘী সংক্রান্তির দিন শ্রীনাম সুন্দর
নূতন আশ্রম গৃহে হল স্থানান্তর।
প্রভু নিজে করতাল বাজিয়ে এ দিন
করিলেন শ্রীনামের মঞ্চ প্রদক্ষিণ।
একাংশে অখণ্ড নাম প্রতিষ্ঠিত হয়
অপর অংশেতে সাঙ্গ বেদবিদ্যালয়।
গোপীনাথ আদি তাঁর পৌত্র তিনজন
করিবে এ বিদ্যালয়ে বেদ অধ্যয়ন।
পুরাতন আশ্রমেতে একই সময়
'প্রাণহরি চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠিত হয়।
পরদিন প্রাতে সাঙ্গ হলে দীক্ষাদান
ভ্রমিলেন কাশীধামে দুই চারি স্থান।
ভোগ অন্তে তারিঘাটে যান দ্বিপ্রহরে
ফিরিলেন রাত্রি নয় ঘটিকার পরে।
রাত্রিকালে পত্রসেবা কার্য্যে রত হন
দুইটার পর সঙ্গী করায় স্মরণ—
"প্রভাতে বাংলায় যাত্রা বিমানেতে কাল
সে কথা বাবার বুঝি নাহিক খেয়াল।"
তাড়াতাড়ি পত্রসেবা করি সমাপন
রাত প্রায় তিনটায় করেন শয়ন।
শয়নে বিলম্ব হয় উত্থানেতে নয়
উঠিলেন অতি ভোরে নির্দ্দিষ্ট সময়।
তখনো নিদ্রায় মগ্ন সঙ্গীরা অনেকে
তাদের ভাঙ্গান ঘুম জনে জনে ডেকে।
ফলভোগ অন্তে অতি অল্পকাল পরে

সদলে করেন যাত্রা বিমান বন্দরে।
ব্যোমযানে দমদমে যাত্রা সাঙ্গ করে
গুরুধাম দিগসুয়ে যান দ্বিপ্রহরে।
গুরুমা-র পদে করি শ্রদ্ধা নিবেদন
শুরু হল বঙ্গভূমে কৃপা বিতরণ।

প্রেমের প্লাবনে যেন সারাদেশ ভাসে
শ্রীচরণে এ মিনতি ভুলোনা এ দাসে।
কৃপার পরশে দীন দাস জনার্দ্দনে
নিজগুণে নিও টেনে অভয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৩)

।। মহামিলন মঠে জন্মোৎসব—১৩৭৯।।
।। অশৌচ সংকোচ।। দোলে মহানগরীর মহাকীর্ত্তনে।।
।। মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে।।

মহামিলন মঠেতে শুভ জন্মোৎসব
চলিছে বিরাটভাবে প্রস্তুতি পরব।
ছয়ই ফাল্গুন হতে পাঁচ দিন ধরে
এই মহা অনুষ্ঠান হবে সাড়ম্বরে।
পাঁচই ফাল্গুন রাত দুইটার পরে
পৌঁছিল প্রভুর যান মঠের চত্বরে।
ছয়ই ফাল্গুন শুভ আবির্ভাব দিন
চলে নানা অনুষ্ঠান বিরামবিহীন।
বিকেলে বিদ্বৎসঙ্ঘ সমাবেশ হয়
দেবভাষা শিক্ষা সেথা আলোচ্য বিষয়।
সন্ধ্যাকালে শ্রীনামের প্রতিযোগিতায়
মধুর নামের যেন বন্যা বয়ে যায়।

বহু রাগরাগিণীতে নামকারীগণ
দলবলসহ করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নামীরে শুনিয়ে নাম আনন্দ সবার
প্রতিযোগিতার সে-ই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
পরদিন প্রাতঃকালে ছাত্র সম্মেলন
যোগ দেয় ধুতি পরে শিশু-ছাত্রগণ।
এই মঠে বিদ্যাপীঠে শুদ্ধ পরিবেশে
করে এরা অধ্যয়ন বহু ভাগ্যবশে।
সহজ সরলভাবে বিদ্যার্থীমণ্ডলী
নিবেদিল শ্রীচরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলি।
কিঙ্কর অমলানন্দ * পরম আদরে
সদা এই ছাত্রগণে দেখাশুনা করে।
কিশোর যুবক সঙ্ঘ অপরাহ্ন কালে
সমবেত হয় মঠে শ্রীচরণ তলে।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতি বিষয়
প্রভুর সাক্ষাতে দীর্ঘ আলোচনা হয়।
স্বপক্ষে ও বিপক্ষেতে বক্তাগণ বলে
আলোচনা উপভোগ্য হয় তার ফলে।
সভাকার্য্য সাঙ্গ হলে সন্ধ্যার সময়
শিষ্যগণ 'ভীষ্ম' পালা করে অভিনয়।
আটই মঙ্গলবার সতীসঙ্ঘগুলি
পূর্ব্বাহ্নেতে নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
প্রভুর পুস্তক হতে কবিতা প্রভৃতি
সান্ধ্য সমাবেশে হয় পাঠ ও আবৃত্তি ।
দূর-দূরান্তর হতে যাঁর আকর্ষণে
এসেছে অনেকে এই উৎসবের ক্ষণে,
তাঁকে ঘিরে অত্যধিক ভিড় রাত্রিদিন
সঙ্গলাভ বঙ্গে তাই বড়ই কঠিন।
স্নেহময় পিতা বোঝে সন্তানের ব্যথা

---

* প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। 'মাষ্টারমশাই' নামেই সম্প্রদায়ে সমধিক পরিচিত।

প্রতিকারে হল অতি সত্বর ব্যবস্থা।
দূরাগত প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে
সারাদিন সঙ্গ দেন ফাল্গুনের নয়ে।
ভক্তবর সিদ্ধেশ্বর* সন্ধ্যায় শোনায়
কীর্ত্তন ভজন আদি দুই ঘণ্টা প্রায়।
শুভ আবির্ভাব তিথি দশই ফাল্গুন
মুখ্য অনুষ্ঠান আজ ভিড় বহু গুণ।
সকাল আটটা এক-এ শুভ জন্মক্ষণ
তার আগে প্রভু মঞ্চে সমাসীন হন।
পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত মঞ্চ চমৎকার
শ্রীঅঙ্গেও নববস্ত্র ফুলের বাহার।
রাজবেশে দরশন করি রাজেশ্বরে
সবার অন্তরে যেন আনন্দ না ধরে।
শাস্ত্রাচারে গুরুপূজা হলে সমাপন
ভক্তগণ একে একে স্পর্শে শ্রীচরণ।
এত ভিড়ে পাদস্পর্শ কঠিন যেমন
ততোধিক কষ্টসাধ্য প্রণাম গ্রহণ।
ভক্তেরা অধৈর্য্য হয় ছোঁড়ে ফুল ফল
কৃপা বিলাইতে তবু প্রভু অবিচল।
হাস্যাননে একাসনে বসি ঘণ্টা চার
করেন গ্রহণ আজি প্রণাম সবার।
প্রসাদ পরব শুরু মধ্যাহ্নের পর
সকলেই ততক্ষণে ক্ষুধায় কাতর।
শিষ্যভক্ত রবাহূত নরনারায়ণ
হাজারে হাজারে করে প্রসাদ গ্রহণ।
অতঃপর তিনটায় পণ্ডিতমণ্ডলী
শ্রীচরণে নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
হেথাকার অর্দ্ধশত বিশিষ্ট পণ্ডিত
আজিকার সম্মেলনে হন উপস্থিত।

* স্বনামধন্য বেতার শিল্পী শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

পণ্ডিত প্রভুর চক্ষে দেবতা সমান
তাদের বিশেষ যত্ন বিশেষ সম্মান।
পণ্ডিত ছাড়াও বহু জ্ঞানী-গুণীজন
মহতী সভায় অংশ করিল গ্রহণ।
কেহ নিবেদিল শ্রদ্ধা লিখিত প্রবন্ধে
কেহ বা কবিতা পড়ে প্রভুর সম্বন্ধে।
অবশেষে মধ্যরাত্রি প্রায় একটায়
তৈলযানে জন্মস্থানে যান কেওটায়।
সাড়ম্বরে জন্মোৎসব হল উদ্‌যাপন
ধন্য হয় কৃপালাভে শিষ্যভক্তগণ।
অগণিত নরনারী প্রতিদিন ভোরে
ধন্য হয় পাদুকার স্পর্শ লাভ করে।
অভয় চরণে করি আত্মনিবেদন
ধন্য হয় দীক্ষাপ্রার্থী শত শত জন।

জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঠে পাঁচ দিন
অনিয়ম আর শ্রম হল সুকঠিন।
দিনে রাতে বিশ্রামের স্বল্প অবসর
পরিস্থিতি একই রহে উৎসবের পর।
বাঙলার দিকে দিকে কৃপা বিতরিতে
ছুটিলেন দয়াময় ঝঞ্ঝার গতিতে।
সনাতন শাস্ত্রপথ বর্জ্জনের ফলে
অশান্তির দাবানল দেশময় জ্বলে।
শাস্ত্রের মর্য্যাদা পুনঃ করিতে উদ্ধার
প্রয়োজন স্থলে চলে শাস্ত্রের প্রচার।
বিজুরে ফাল্গুন বিশে প্রচার সময়
বিরাট সভার এক আয়োজন হয়।
অশৌচ সংকোচে হয় ঘোর অকল্যাণ
এ সত্য প্রতিষ্ঠা লাগি সভা অনুষ্ঠান।
বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ করি যোগদান
শোনালেন সবিস্তারে শাস্ত্রের বিধান।
প্রভুও সভায় আজি সুদীর্ঘ সময়
কহিলেন শাস্ত্র ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়।

স্থানীয় স্কুলের এক প্রধান শিক্ষক *
অশৌচ সংকোচ কার্য্যে উগ্র সমর্থক।
অকস্মাৎ এল আজি ভাবান্তর তার
সভাস্থলে উচ্চকণ্ঠে করিল স্বীকার—
"মহাপুরুষের কাছে কি কহিব আমি
আপনি জানেন সব হে অন্তরযামী।
অশৌচ সংকোচকারী আমি এক জনা
এ যে এত বিগর্হিত না ছিল তা জানা।
শাস্ত্রাদির কথা কভু মনে ওঠে নাই
বাবা কাকা যা করেছে করিয়াছি তাই।
আপনার উপদেশে বুঝিলাম আজ
অশৌচ সংকোচ অতি অনুচিত কাজ।
শক্তি দিন যেন এই জীবনে কখন
শাস্ত্র আর সদাচার না করি লঙ্ঘন"
বিপক্ষে বিশেষ কেহ না ছিল বলার
শাস্ত্রীয় মতের হল জয় জয়কার।

বাঙলাতে সীমাবদ্ধ না রহে প্রচার
উৎকলের উপকূলে লাগে ঢেউ তার।
কটক ভুবনেশ্বর ময়ূরভঞ্জ পুরী
দুই তিন দিনেতেই আসিলেন ঘুরি।
ফাল্গুনের শেষে চৈত্র হল সমাগত
শ্রীনাম প্রচার বঙ্গে রহে অব্যাহত।
চৈত্রের চৌঠা দোল পবিত্র পরব
সাথে কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবোৎসব।
পাঁচশততম এই আবির্ভাব তিথি
সাড়ম্বর উদ্‌যাপনে চলিছে প্রস্তুতি।
দিগসুয়ে দ্বিপ্রহরে নিয়ে অন্নভোগ
কলিকাতা আসি দেন উৎসবেতে যোগ।

---
* শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ঘোষ।

প্রভুর সেবায় মন্ত্রী তরুণ * তৎপর
রেখেছে প্রস্তুত রথ অতি মনোহর।
নামপ্রেমী প্রভু এই রথে আরোহণে
যোগ দেন সুবিশাল নগরকীর্ত্তনে।
হাজার হাজার কণ্ঠে শ্রীনামের ধ্বনি
সাথে বাজে শত শত শ্রীখোল খঞ্জনি।
ভক্তগণ মত্ত হয়ে মহানাম গানে
নৃত্য করে দুই বাহু তুলি ঊর্দ্ধপানে।
চৈত্রের উত্তাপে করি হেলায় উপেক্ষা
সর্ব্বত্র পথের পার্শ্বে ভক্তের প্রতীক্ষা।
নাম সহ দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে
পৌঁছিলেন দেশপ্রিয় পার্কেতে এসে।
সুসজ্জিত মঞ্চে প্রভু উঠিলেন যবে
আকাশ উঠিল কাঁপি জয়গুরু রবে।
মুখ্যমন্ত্রী সহ বহু গণ্যমান্য জন
শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি করে নিবেদন।
সভাপতিরূপে এই মহতী সভায়
দিলেন ভাষণ প্রভু অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রায়।

মায়াপুর গৌরাঙ্গের পুণ্য জন্মস্থান
চৈত্রের ছয়েতে সেথা সভা অনুষ্ঠান।
ব্রহ্মচারী মহানামব্রতের আহ্বানে
নির্ধারিত দিনে প্রভু গেলেন সেখানে।
সভায় ভাষণে বহু সুধী সৎজন
ব্রহ্মচারী প্রতি করে নগ্ন আক্রমণ।
বিগ্রহ বিন্যাসে ক্রম হয়েছে লঙ্ঘন
সে কারণ বহু জন বিক্ষুব্ধ ভীষণ।
সভাপতি প্রভু অতি ব্যথিত অন্তরে
সবারে আহ্বান করি কহেন সাদরে—
"যে ভাবে হয়েছে মঠে বিগ্রহ স্থাপন

* শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ

সীতারামও তাহা নাহি করে সমর্থন।
ধামেশ্বর চৈতন্যের মূর্ত্তি স্থাপনায়
সুযোগ্য মর্য্যাদা দান 'এ'রও অভিপ্রায়।
বিগ্রহ বিন্যাসে ত্রুটি হয়েছে যেমন
হেন ক্ষোভ প্রদর্শনও তেন্নি অশোভন।
এটা ধর্ম্মসভা এর মর্য্যাদা বিশেষ
না পায় হেথায় শোভা নিন্দা গালি শ্লেষ।
সমাধানে হবে ব্যর্থ নিজেরা যখন
সব ভার কর তাঁর পদে সমর্পণ।
ভগবানে মনে প্রাণে করিলে নির্ভর
সব ঠিক করে তিনি দিবেন সত্বর।"
কহিলেন পরে পুনঃ প্রভু প্রেমময়—
"দেখ তাঁর কত ভক্তি কত না বিনয়।
মহানাম বাবা আর শিষ্যগণ তাঁর
জীবন্ত মূরতি যেন ত্যাগ তপস্যার।...."
জন সমাগম হেথা সভাতে প্রচুর
সিংহভাগ ভক্ত কিম্বা আশ্রিত প্রভুর।
বিগ্রহের বিন্যাসাদি বিষয়ে বিবাদ
লাগিছে তাদের কাছে বড়ই বিস্বাদ।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু সে কারণ
দিলেন আবার দীর্ঘ মধুর ভাষণ।

কৃপা করি কর হরি এই আশীর্ব্বাদ
ভুলি যেন ঈর্ষ্যা-দ্বেষ বাদ-বিসম্বাদ।
ভুলিনা কখনও যেন চরণ কমল
যে চরণ জনার্দ্দন দাসের সম্বল।

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৪)

।। হৃষীকেশে বাসন্তী পূজায়—১৩৭৯।। উত্তরপ্রদেশে প্রচার—১৩৮০।।
।। বড়দার বিয়েতে।। সত্যরক্ষা।। রোগ নিরাময়ে যোগ।।

ফাল্গুনের শুরু হতে দুই মাস প্রায়
ঝড়ের গতিতে চলে প্রচার বাংলায়।
একদিকে শ্রীবিগ্রহ দিন দিন ক্ষীণ
অন্যদিকে জীবোদ্ধারে সঙ্কল্প কঠিন।
চৈত্রের একুশে বঙ্গে প্রচারের শেষে
কাশী আর দিল্লী হয়ে যান হৃষীকেশে।
বাসন্তী মাতার পূজা মহা আড়ম্বরে
অনুষ্ঠিত হল হেথা তিন দিন ধরে।
স্থানীয় সন্ন্যাসী সাধু ভক্ত বহু জন
পূজার ক'দিন করে প্রসাদ গ্রহণ।
চৈত্রশেষে নববর্ষে শুভ আশি সনে
সবারে প্রেরণা দেন শ্রবণ-কীর্ত্তনে ঃ—
"নূতন বরষে পরম হরষে
কর সবে নাম গান।
শ্রীনাম শ্রবণে সবার পরাণে
আসুক প্রেমের বান।।
কলির পীড়নে নরনারীগণে
করে সবে হাহাকার।
নাম বিনা ভবে কে আর
নাশিবে এ জ্বালা দুর্নিবার।।"
দোসরা বৈশাখ যাত্রা বৃন্দাবন ধাম
ক্ষুদ্রাকৃতি তৈলযানে প্রভু সীতারাম।
বড় যানে সঙ্গীশিষ্য প্রায় অর্দ্ধশত
মহানন্দে মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তনে রত।

পুণ্যধাম বৃন্দাবনে পরদিন প্রাতে
গোবিন্দ দর্শন অন্তে যান যমুনাতে।
পরের দিনেও পুনঃ মহানাম সহ
মন্দিরে মন্দিরে হল দর্শন বিগ্রহ।
নামপ্রেমী লীলানন্দ আনন্দিত মনে
লুটিয়ে প্রণাম করে প্রভুর চরণে।
প্রভুও সানন্দে তারে করি উত্তোলন
বক্ষে ধরে প্রেমভরে দেন আলিঙ্গন।
অতঃপর তৈলযানে ভ্রমি বহু দূর
আগ্রাতে 'তাজ' দেখি এলেন বিঠুর।
পথে রাত্রি তিনটায় বটবৃক্ষতলে
সন্ধ্যারতি প্রার্থনাদি করেন সদলে।
বিঠুরে ছয়ই প্রাতে হয়ে উপস্থিত
ভ্রমিলেন চতুর্দ্দিকে শ্রীনাম সহিত।
মন্দিরাদি দর্শনান্তে গঙ্গাস্নানে গিয়ে
গঙ্গা মাটি সযতনে মাখিলেন গায়ে।
লবকুশ সীতামায়ে নিয়ে পরদিন
নাম সহ করিলেন গ্রাম প্রদক্ষিণ।
ভোগ অন্তে বাষ্পযানে করি আরোহণ
গেলেন প্রয়াগধাম—সঙ্গী দশ জন।
প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী সাধক মহান
প্রয়াগের সন্নিকটে করে অবস্থান।
সদলে হলেন তার আশ্রমে হাজির
আনন্দ ধরে না তায় ব্রহ্মচারীজীর।
আনন্দের আতিশয্যে ভাবিয়া না পায়
কি করিবে কি বলিবে বসাবে কোথায়।
প্রভু মুগ্ধ হেরি তার হেন আচরণ
ত্বরা করি বক্ষে ধরি দেন আলিঙ্গন।
স্বল্পকাল পরে পুনঃ প্রয়াগেতে যান
সেবক নিয়োগী-গৃহে রাতে অবস্থান।
পর প্রাতে সঙ্গমেতে পুণ্য স্নান ক'রে
পৌঁছিলেন অযোধ্যায় মধ্যাহ্নের পরে।

নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ ভ্রমি চারিধার
দেবালয় পরিক্রমা হল হেথাকার।
সাধুদের ভাণ্ডারার হল আয়োজন
আট শতাধিক সাধু নিমন্ত্রিত হন।
তিন রাত্রি অযোধ্যায় করি অবস্থান
বৈশাখের এগারোই হৃষীকেশে যান।
আশ্রমেতে আছে হেথা কুণ্ড কতিপয়
তবুও প্রচণ্ড গ্রীষ্মে জল কষ্ট হয়।
সঙ্গীগণে লয়ে তাই অতীব সত্বর
কুণ্ডের সংস্কার কার্য্যে হন তৎপর।
তিনদিন হল হেথা কৃপা বিতরণ
পনেরোই ভাগীরথী মঠেতে গমন।
যদিও বিশ্রাম লাগি হেথা আগমন
শত কর্ম্মে কেটে যায় নিত্য দীর্ঘক্ষণ।
অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সঙ্গী শিষ্যগণে
করেন উৎসাহ দান সাধন ভজনে।
সারা বিশ্ব জুড়ে যাঁর বিরাট সংসার
নিভৃতবাসেতে কোথা অবসর তাঁর।
বড়দার বিবাহের এল নিমন্ত্রণ
বাঙলাতে ফেরা তাই আশু প্রয়োজন।
বিবাহের শুভ দিন বৈশাখ তিরিশে
তেইশ তারিখে প্রভু যান হৃষীকেশে।
দুই দিন হল সেথা কৃপা বিতরণ
সাতাশে বৈশাখ বঙ্গে শুভ পদার্পণ।
দিগসুই ধামে গিয়ে প্রচারের ফাঁকে
করিলেন নিবেদন শ্রদ্ধা গুরুমাকে।
বহু স্থানে কৃপা করি অগণিত জনে
তিরিশে সন্ধ্যায় যান কেদার ভবনে।
বিবাহ ও বৌভাতে যোগদান করি
বর-কনে আশীর্ব্বাদ করেন শ্রীহরি।

অতঃপর দিনে রাতে চলিল প্রচার
শ্রীবিগ্রহ হল ক্ষীণ অস্থিচর্ম্মসার।
বাংলায় বিশ্রাম আর চিকিৎসার তরে
প্রার্থনা জানায় সবে অতীব কাতরে।
প্রভু কন—"যেতে হবে সত্যরক্ষা তরে
আবার আসিব হেথা স্বল্প কাল পরে।"
চিন্তিত সেবকগণ অতীব সত্বর
পুত্র আর গুরুপুত্রে পাঠাল খবর।
গুরুপুত্র শ্রীশঙ্কর পুত্র রঘুনাথ
এলেন প্রভুর পাশে মঠে অচিরাৎ।
বঙ্গে অবস্থান লাগি এরা দুই জন
বারংবার সকাতরে করে নিবেদন।
অচল অটল প্রভু সঙ্কল্পে আপন,
ভক্তবর হাস্যানন্দ কহিল তখন—
"ও দেহ কেবল নয় একা আপনার
ও চরণে আমাদের-ও আছে অধিকার।
যে দেহ আশ্রয় করি নিত্য নব লীলা
তার প্রতি অনুচিত হেন অবহেলা।"
ভক্তবর অতঃপর কহিল শঙ্করে—
"অচিরে আসুন নিয়ে মাকে কৃপা করে।
তাঁকে দিয়ে বলাবার করুন ব্যবস্থা
শুনিবেন অবশ্যই ইনি তাঁর কথা।
গুরুপুত্র অভিমুখে বাড়িয়ে তর্জ্জনী
সত্বর কহেন প্রভু—"এ'রও কথা শুনি।"
উচ্চতর হাস্য করি হাস্যানন্দ কহে—
"তবে আর মাকে আনা সমীচীন নহে।
হাইকোর্টে হয় যদি উদ্দেশ্য সাধন
সুপ্রীম কোর্টের তবে কি বা প্রয়োজন।"

বেড়ে গেল অস্বাচ্ছন্দ্য হঠাৎ শ্রীঅঙ্গে
শুরু হল বুকে ব্যথা জ্বর সেই সঙ্গে।

স্থির হল প্রভু বঙ্গে একান্ত নির্জ্জনে
রহিবেন আপাততঃ চিকিৎসা কারণে।
জ্যৈষ্ঠের দোসরা লয়ে সঙ্গী পাঁচ জন
অজ্ঞাত আবাসে প্রভু করেন গমন।
বিধিবদ্ধ চিকিৎসার চলে আয়োজন
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বৈদ্য বহুজন।
কহিলেন সঙ্গীগণে প্রভু এ সময়—
"যোগের সহায়ে রোগ হবে নিরাময়।
কেহ যেন প্রবেশের নাহি পায় ফাঁক
প্রয়োজনে 'এ'কে এবে চাবি দিয়ে রাখ্।
সাত দিন দে সময় ধ্যানে বসিবার
তারপর নিস্ ফটো আর এক বার।
তখনো বুকেতে যদি দোষ পাওয়া যায়
আর তবে 'এ' না দিবে বাধা চিকিৎসায়।"
কলিকাতা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে
নির্জ্জনে অজ্ঞাতবাস 'গুরুধামে' চলে।
প্রত্যহ বসেন হেথা ধ্যানে তিন বার
লিখন পঠন চলে ফাঁকে ফাঁকে তার।
শিষ্যের প্রার্থনা কিম্বা বৈদ্যের বিধানে
আহারের বৃদ্ধি নাহি হয় পরিমাণে।
স্বল্পকালে তবু মেলে আশাতীত ফল
শীর্ণ শুষ্ক অঙ্গ হয় ক্রমশঃ উজ্জ্বল।
এক্স-রে প্রভৃতি করে দেখে বৈদ্যগণ
বুকে আর নাই কোন ত্রুটির লক্ষণ।
তেইশ দিবস হেথা করি অবস্থান
জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে চুঁচুড়াতে যান।
এখানে অদূরে গঙ্গা বহে অনুখন
ঘরে বসে অনায়াসে হয় দরশন।
কলেবর বৃদ্ধি পায় যখন জোয়ারে
মা গঙ্গা হাজির হন ঘরের দুয়ারে।
গঙ্গামার এ প্রকার সান্নিধ্য মধুর

ভরে দেয় মহানন্দে অন্তর প্রভুর।
শিষ্যভক্ত কিছু নিত্য করে যাতায়াত
নিভৃত নিবাসে ঘটে বিশ্রামে ব্যাঘাত।
বারই আষাঢ় তাই বিদায়ের ক্ষণে
প্রকাশ্যে দর্শন দেন শিষ্যভক্তগণে।
এবার ব্যারাকপুর নূতন ঠিকানা
এখানেও গঙ্গামাতা পার্শ্বে বহমানা।

নিভৃতে বিশ্রাম দ্বারা দেহের উন্নতি
সে কেবল পরবর্ত্তী প্রচার প্রস্তুতি।
কৃপা বিতরণে প্রভু সদা উদ্‌গ্রীব
চব্বিশে দেখেন রাতে 'তাপস হবিব'।
'শিব বিবাহে'তে যান ছাব্বিশে আষাঢ়
নাটক মাধ্যমে চলে ধর্ম্মীয় প্রচার।
শ্রীবিগ্রহ ক্লান্ত অতি রাত্রি জাগরণে
তবুও বিরাম নাই কৃপা বিতরণে।
আষাঢ়ের উনত্রিশে প্রভাত সময়
মিলন মঠেতে শুভ পদার্পণ হয়।
সতীসঙ্ঘ সম্মেলনে করি যোগদান
বর্ষিলেন কৃপাধারা সেথা অফুরান।
পর দিন পুণ্য তিথি গুরুপূর্ণিমায়
বরাহনগর মঠে যান পুনরায়।
গুরুপূজা অনুষ্ঠান হল সাড়ম্বরে
হাজার দশেক ভক্ত যোগদান করে।
গুরুপূর্ণিমাতে করি গুরু দরশন
আনন্দ প্লাবনে যেন ভাসে ভক্তগণ।
মঠে অবস্থান করি প্রায় সারাদিন
বিতরেন দয়াময় কৃপা সীমাহীন।
দাস জনার্দ্দন প্রতি হইয়া সদয়
কর কৃপা দাও রাঙা চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৫)

।। কর্ম্মে অনাসক্তি—১৩৮০।। ধ্রুবের অহঙ্কার চূর্ণ।।
।। অশ্বারোহণ অভিজ্ঞতা।। শুকতালে নির্জ্জনে বাস।।
।। দিল্লীতে নগরকীর্ত্তনে ও ধর্ম্মসম্মেলনে।।

আষাঢ়ের একত্রিশে দুন এক্সপ্রেসে
বাংলা তেয়াগিয়া প্রভু যান হৃষীকেশে।
পথে ছোট বড় প্রায় সকল ষ্টেশনে
ব্যাকুলিত শিষ্যভক্ত আসে দরশনে।
প্রভু পাদপদ্ম স্পর্শে দোসরা শ্রাবণ
হৃষীকেশ আশ্রমেতে আনন্দ প্লাবন।
অকস্মাৎ ধ্বস নেমে বিঘ্ন উপস্থিত
উত্তর কাশীতে যাত্রা রহিল স্থগিত।
শ্রাবণের মধ্যভাগে তৈলযানে চড়ে
ভাগীরথী মঠে যান হিমালয় ক্রোড়ে।
সতীসঙ্ঘ আর গুরুপূর্ণিমার ভিড়ে
বেড়েছিল অস্বাচ্ছন্দ্য অসুস্থ শরীরে।
তদুপরি হেথা এসে বাড়ে বায়ুচাপ
প্রভু তাই সর্ব্বদাই প্রায় চুপচাপ।
কোন কাজে নাই যেন উৎসাহের লেশ
লিখনে-পঠনে নাই আগ্রহ বিশেষ।
কেবল শোনেন বসি নাম সঙ্কীর্ত্তন
নীরবে করেন কভু গঙ্গা দরশন।
হঠাৎ প্রভুর হেরি হেন ভাবান্তর
দুশ্চিন্তায় সঙ্গীদের কাতর অন্তর।
নিরাময় কামনায় সারাদেশময়
পূজাপাঠ হোম নাম জপ শুরু হয়।

গঙ্গাবারি স্পর্শ করি প্রভাত সময়
কহিলেন একদিন প্রভু লীলাময়—
"শ্রীহরির পাদপদ্ম বিগলিত হয়ে
চলেছেন গঙ্গামাতা অবিরাম বয়ে।
পূত বারি স্পর্শ করি আমরা যখন
স্পর্শি যেন শ্রীহরির সে দু'টি চরণ।
মা গঙ্গার কৃপা হলে অন্তিমে সকলে
পঁহুছিব শ্রীহরির চরণ কমলে।"
এমন দু-চার কথা কখন-সখন
সঙ্গীদের চিত্তে সুধা করয়ে সিঞ্চন।
পাঠের আসর বসে অপরাহ্ণে যবে
নিয়মিত উপস্থিত রহেন নীরবে।
একদিন ভাগবত পাঠের সময়
সুচারু ভাষায় ক'ন ধ্রুবের বিষয়—
"সুকঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে
অহংকার জনমিল ধ্রুবের অন্তরে।
মাত্র এক জনমের তপস্যার দ্বারা
শ্রীহরির দরশন পায়নি সে ছাড়া।
চূর্ণিবারে দুর্নিবার এ মোহ অন্ধকার
দর্পহারী দেখাল্লেন কঙ্কাল-পাহাড়।
ব্যথায় বিস্ময়ে ধ্রুব শুধায় সত্বর—
এ কার কঙ্কাল—এ কি দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
উত্তরে কহেন হরি—এ সব তোমারি।
ধ্রুব কহে—দেব কিছু বুঝিতে না পারি।
শ্রীহরি কহেন—বৃথা কর অহংকার
এক জন্মে মুক্তিলাভ হয় নি তোমার।
এ জন্মে যে সিদ্ধাবস্থা করিলে অর্জ্জন
তার মূলে আছে কোটি জন্মের সাধন।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের কঙ্কাল তোমার
স্তূপীকৃত হয়ে সৃষ্টি করেছে পাহাড়।
শ্রীহরি এ ভাবে করি উপদেশ দান
নাশিলেন কৃপা করি ধ্রুবের অজ্ঞান"

পাহাড় বেষ্টিত অতি দুর্গম এ স্থান
ফল সব্জী প্রভৃতির সীমিত যোগান।
তার ওপর ধ্বস নেমে বর্ষার সময়
যাতায়াত ব্যবস্থাদি বিপর্য্যস্ত হয়।
সকল দ্রব্যই অতি দুর্লভ তখন
সে কারণ নিবেদন করে সঙ্গীগণ—
"অনুমতি দেন যদি দেব কৃপা করে
মোরা সবে অবিলম্বে যাই স্থানান্তরে।"
প্রভু কন—"এই স্থান বৈকুণ্ঠ সমান
অন্য কোথা যেতে তাই নাহি চায় প্রাণ।
আলু সিদ্ধ ভাত খেয়ে বেশ থাকা যায়
কোথাও না যাব ক্ষুদ্র সুখের আশায়।"
ইতিমধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সমুদয়
করেছেন পরিত্যাগ প্রভু দয়াময়।
সঙ্গীগণ শুধাইলে কারণ ইহার
প্রভু কন—"কি ভীষণ দেশে হাহাকার!
শাক ভাত নাহি পায় সাধারণ জন
এ কেমনে দুধ ছানা করিবে গ্রহণ।"
আহারের ক্ষেত্রে তাই বৈদ্যের নির্দ্দেশ
এখানেও নাহি পায় গুরুত্ব বিশেষ।

ভক্তবর বিশ্বানন্দ দিল্লী অধিবাসী
সেবার সুযোগ নেয় মাঝে মাঝে আসি।
সেবা সনে প্রায়োজনে শাসনও সে করে
'মাদার' বলিয়া প্রভু ডাকেন আদরে।
কহিলেন একদিন তারে প্রেমময়—
"এ দেহের অবসান হবে যে সময়
সেই কালে হবে কলি অতীব প্রবল
আসিবে সবেগে ধেয়ে নাশিবে সকল।
অনাগত সেই মহা সুযোগের তরে
কলিরাজ প্রতীক্ষিয়া সাগ্রহ অন্তরে।"

শিষ্য কহে—"আপনাকে কিনে দিব ঘোড়া
তা'তে চড়ে কলিরাজে করিবেন তাড়া।"
শিশুসম অনুপম হেসে প্রভু কন—
"একবার করেছিনু অশ্বে আরোহণ।
চলিতে আরম্ভ ঘোড়া করিল যে ক্ষণে
মুঠি ক'রে ছিনু ধরে ঝুঁটি প্রাণপণে।
বেয়াড়া সে ঘোড়া বশে কিছুতে না আসে
চলার আনন্দে শুধু ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
জড়িয়ে ধরিনু গলা দেখি বেগতিক
ভুলিনি সে অভিজ্ঞতা আজো মর্ম্মান্তিক।"

ভাগীরথী মঠ ছাড়ি প্রভু লীলাময়
আসিলেন হৃষীকেশে পূজার সময়।
সপ্তমী অবধি সেথা করি অবস্থান
অষ্টমীর প্রাতে দিল্লী নগরীতে যান।
হেথাকার ভক্তগণ মহা আড়ম্বরে
দুর্গাপুরী আশ্রমেতে দুর্গাপূজা করে।
অষ্টমী নবমী হেথা করি অবস্থান
অহৈতুকী কৃপাধারা সতত বিলান।
অপার আনন্দে ভরে অন্তর সবার
দশমীতে হৃষীকেশে এলেন আবার।
সাত দিন অবস্থান করি হৃষীকেশে
উত্তরকাশীতে প্রভু যান অবশেষে।
শীতের প্রকোপ হেথা দিনে দিনে বাড়ে
কাঁপুনি ধরায় যেন সবাকার হাড়ে।
বিশ্বানন্দ সহ সব শিষ্যভক্তগণ
স্থানত্যাগে বার বার করে নিবেদন।
এ প্রস্তাব প্রভুর না হয় মনোমত
সঙ্গীদের কথা ভেবে হলেন সম্মত।
হৃষীকেশে দশ দিন অবস্থান করে
অজ্ঞাতবাসের তরে যান স্থানান্তরে।

গঙ্গাতীরে শুকতাল মনোরম অতি
শত শত বৎসরের প্রাচীন বসতি।
শাপগ্রস্ত ধর্ম্মপ্রাণ রাজা পরীক্ষিৎ
শ্রেয়োলাভে হয়েছিল হেথা উপস্থিত।
সাত দিন পরে তাঁর দেহ অবসান
অমোঘ এ ব্রহ্মশাপ বিধির বিধান।
মুনিঋষিগণ পাশে রাজা পরীক্ষিৎ
যাচিলেন উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত।
হেনকালে শুকদেব ব্যাসের নন্দন
দৈবযোগে এইস্থানে উপস্থিত হন।
দীর্ঘ সাত দিন ধরি এই মহাজন
'ভাগবত' কথামৃত করান শ্রবণ।
তদবধি এই স্থান 'শুকতাল' নামে
করেছে প্রসিদ্ধি লাভ এই ধরাধামে।
আনন্দে করেন প্রভু হেথা অবস্থান
সঙ্গে মাত্র চারিজন সেবক সন্তান।
বাবুরাম শাস্ত্রী নামে নেপালী পণ্ডিত
ভাগবত পাঠ করে নিষ্ঠার সহিত।
পাঠান্তে বিনয়ে কহে—"এ দীর্ঘ জীবনে
শুনায়েছি ভাগবত কত সন্তজনে
আপনার কাছে পাঠে আনন্দ যেমন
তেমন পাইনি আর অতীতে কখন।
পণ্ডিত হয়েও আমি মূর্খ অতিশয়
পাই নাই অদ্যাবধি গুরুর আশ্রয়।"
দীক্ষা লাগি সকাতরে জানায় প্রার্থনা
সাদরে পূরান প্রভু তার এ বাসনা।

শিবানন্দ মিশনের স্বামী চিদানন্দ
দিল্লী যেতে অনুরোধ করে সনির্বন্ধ।
শুকতাল হতে তাই ভ্রমি বৃন্দাবন
দিল্লী নগরীতে প্রভু উপনীত হন।

নগরকীর্ত্তন আর ধর্ম্ম সম্মেলন
করেছেন আয়োজন পূর্ব্বোক্ত মিশন।
চিদানন্দ স্বামী সহ রথ আরোহণে
বাহির হলেন প্রভু নগরকীর্ত্তনে।
পাঁচ ঘোড়া টানে রথ অতি চমৎকার
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত চারিদিক তার।
রথের আগে ও পরে নামকারীগণ
ট্রাকে চড়ে উচ্চস্বরে করে সঙ্কীর্ত্তন।
এগারোটি ট্রাক চলে শোভাযাত্রা করি
মহামন্ত্রে মুখরিত দিল্লীর নগরী।
অভিজাত অশোকার সুবিশাল ঘরে
দুই দিন ধর্ম্মসভা হল সাড়ম্বরে।
প্রভুরে স্বামিজী হেথা জানাতে স্বাগত
প্রবেশ পথেতে হন সাষ্টাঙ্গে প্রণত।
শ্রীবিগ্রহ এ সময় নাদে ভরপুর
ভাষণ প্রদানে নাই সামর্থ্য প্রভুর।
উদাত্ত মধুর কণ্ঠে শুধু তিন বার
করিলেন উচ্চারণ সুদীর্ঘ ওঙ্কার।
সুপ্রশস্ত সভাকক্ষ সে স্বর্গীয় স্বরে
কাঁপিয়া উঠিল যেন মুহূর্ত্ত ভিতরে।
সাধু সুধীজন সব করে অনুভব
নাদরূপে আবির্ভূত স্বয়ং প্রণব।
প্রভুর নির্দ্দেশে সঙ্গী শিষ্য একজন
পাঠ করে বাণী তাঁর সভাতে তখন।
পাঠের বিষয় নাম আর শুদ্ধাহার
"....কলিযুগে শ্রীনামের মহিমা অপার।
শুদ্ধাহার সহ নিলে নামের আশ্রয়
পরাভক্তি অনায়াসে করায়ত্ত হয়।
অবশেষে দরশন দেন ভগবান
কলিতে নাহিক পথ নামের সমান।....."
জ্বলন্ত আশ্বাসভরা বাণী অতুলন
শ্রোতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে করিল গ্রহণ।

সহস্র সংখ্যক ভক্ত বিদায়ের ক্ষণে
প্রণত হইল আসি প্রভুর চরণে।

দিল্লী অবস্থান কালে দর্শনার্থীগণ
বিড়লা মন্দিরে ভিড় করে সর্ব্বক্ষণ।
ভক্তদের ব্যাকুলতা করি বিলোকন
বিশ্বানন্দ সবিনয়ে করে নিবেদন—
"পুনরাগমন যদি হয় জন্মোৎসবে
দিল্লীবাসী ধন্য হবে সঙ্গ লভি তবে।"
প্রভু কন—"এ'র কোন স্বাধীনতা নাই
ওপরওলা যা করেন হবে বাবা তাই।"
এ নয় বিনয় তব এ-ই তব রীতি
যন্ত্রী তুমি যন্ত্র সেজে থাক তবু নিতি।
কর্ত্তা তুমি স্বামী তুমি থাক সেজে দাস
এ তোমার অনুপম লীলার বিলাস।
লোকশিক্ষা লাগি বুঝি ওহে দয়াময়
দীনতার এ প্রকার কর অভিনয়।
অসীম কৃপার তব নাহি পাই পার
নাহি পাই আদি অন্ত এ মহালীলার।
এসো নাথ কর কৃপা দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই ও চরণে জনমে মরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৬)

।। দিল্লী থেকে দ্বারকা—১৩৮০।। গুরুর প্রচার।।
।। চন্দ্রভাগা দুর্গামাতা।। গোপীচিতচোর।।
।। ভেটদ্বারকায় জন্মোৎসব।। বিদায় বেলার বাণী।।

পৌষের ষোলই যাত্রা দ্বারকা উদ্দেশে
বিরতি চলার পথে মেহেসনা এসে।
হেথায় ব্যবস্থাপনা আর অভ্যর্থনা
চমৎকার কি যে তার নাহিক তুলনা।
উদ্যোক্তা রামজীভাই শোভাযাত্রা করে
শ্রদ্ধাভরে সাড়ম্বরে আনিল শহরে।
সুবৃহৎ শোভাযাত্রা অগ্রে মায়ীগণ
মস্তকে মঙ্গলঘট মুখে সঙ্কীর্ত্তন।
নামে মত্ত শিষ্যভক্ত পশ্চাতেতে যায়
চারিদিক ভাসে যেন নামের বন্যায়।
শুভ অবস্থান কালে হেথা তিন দিন
চলিল এমত নাম বিরামবিহীন।
বিদায়ের দিন ভিড় হল অত্যধিক
ভক্ত শিষ্য সমাগমে পূর্ণ চারিদিক।
কী অসীম ব্যাকুলতা সবাকার মনে
নাই শুধু বিশৃঙ্খলা কারো আচরণে।
ভক্তদের এই ভাব করি বিলোকন
দিলেন সংক্ষেপে প্রভু মধুর ভাষণ।
দীর্ঘকাল ধরি কণ্ঠ ছিল রুদ্ধপ্রায়
অকস্মাৎ খুলে গেল বাক্ পুনরায়।
শ্রীমুখের বাণী শুনি বহুকাল পর
আনন্দে ভরিয়া গেল সবার অন্তর।
মেহেসনা হতে যান জোঠানা শহরে
সুরেন্দ্রনগরে যান এক দিন পরে।
সেথা হতে অতঃপর রাজকোটে যান

সর্ব্বত্রই চলে নাম ভাষণ প্রদান।
পৌষের তেইশে যাত্রা করি পুনরায়
সদলে হাজির হন পুণ্য দ্বারকায়।
ভেট দ্বারকার পাণ্ডা শিষ্য দুইজন
স্বাগত জানাতে হেথা করে আগমন।
এই দুই পাণ্ডা সাথে পৌষের ছাব্বিশে
ভেট দ্বারকায় প্রভু যান অবশেষে।
রমেশ ও গিরিধারী পাণ্ডাদের নাম
প্রাণপণে গুরুসেবা করে অবিরাম।
দর্শন প্রণাম করি রণছোড়জীরে
হাবেলীতে যান এক প্রাচীন মন্দিরে।
সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এই দেবালয়ে
সানন্দে রহেন প্রভু সঙ্গীগণে লয়ে।

সঙ্গীদের তপস্যার করি আয়োজন
করেন তাদের যত্নে পথ প্রদর্শন।
একদিন বসি সব সেবকের সঙ্গে
সহসা কহেন প্রভু প্রচার প্রসঙ্গে—
"বল্ বাবা তোরা কি বা করিবি প্রচার
লেক্‌চারে শুধু বাড়ে মিথ্যা অহঙ্কার।
গুরুদেবে তোরা যবে করিস্ মহান
মন-কোণে সঙ্গোপনে রহে অভিমান—
গুরু মোর ভগবান আমি শিষ্য তাঁর
বৈকুণ্ঠ পার্ষদ আমি নমস্য সবার।
ভগবান গুরুরূপে আসে ধরণীতে
কত বড় তোরা তাঁরে পারিস্ করিতে?
লেক্‌চারে কভু তাঁরে বোঝানো না যায়
ভাষা দীন অসহায় তাঁর বর্ণনায়।
শিষ্যের ত্যাগে ও তপে গুরুর প্রচার
লেক্‌চার নয় বাবা তপস্যাই সার।"
ত্যাগী শিষ্য ওমানন্দ শুধায় এবার—
"যদি মোরা করি শুধু শ্রীনাম প্রচার?"

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৬)

।। দিল্লী থেকে দ্বারকা—১৩৮০।। গুরুর প্রচার।।
।। চন্দ্রভাগা দুর্গামাতা।। গোপীচিতচোর।।
।। ভেটদ্বারকায় জন্মোৎসব।। বিদায় বেলার বাণী।।

পৌষের ষোলই যাত্রা দ্বারকা উদ্দেশে
বিরতি চলার পথে মেহেসনা এসে।
হেথায় ব্যবস্থাপনা আর অভ্যর্থনা
চমৎকার কি যে তার নাহিক তুলনা।
উদ্যোক্তা রামজীভাই শোভাযাত্রা করে
শ্রদ্ধাভরে সাড়ম্বরে আনিল শহরে।
সুবৃহৎ শোভাযাত্রা অগ্রে মায়ীগণ
মস্তকে মঙ্গলঘট মুখে সঙ্কীর্ত্তন।
নামে মত্ত শিষ্যভক্ত পশ্চাতেতে যায়
চারিদিক ভাসে যেন নামের বন্যায়।
শুভ অবস্থান কালে হেথা তিন দিন
চলিল এমত নাম বিরামবিহীন।
বিদায়ের দিন ভিড় হল অত্যধিক
ভক্ত শিষ্য সমাগমে পূর্ণ চারিদিক।
কী অসীম ব্যাকুলতা সবাকার মনে
নাই শুধু বিশৃঙ্খলা কারো আচরণে।
ভক্তদের এই ভাব করি বিলোকন
দিলেন সংক্ষেপে প্রভু মধুর ভাষণ।
দীর্ঘকাল ধরি কণ্ঠ ছিল রুদ্ধপ্রায়
অকস্মাৎ খুলে গেল বাক্ পুনরায়।
শ্রীমুখের বাণী শুনি বহুকাল পর
আনন্দে ভরিয়া গেল সবার অন্তর।
মেহেসনা হতে যান জোঠানা শহরে
সুরেন্দ্রনগরে যান এক দিন পরে।
সেথা হতে অতঃপর রাজকোটে যান

সর্ব্বত্রই চলে নাম ভাষণ প্রদান।
পৌষের তেইশে যাত্রা করি পুনরায়
সদলে হাজির হন পুণ্য দ্বারকায়।
ভেট দ্বারকার পাণ্ডা শিষ্য দুইজন
স্বাগত জানাতে হেথা করে আগমন।
এই দুই পাণ্ডা সাথে পৌষের ছাব্বিশে
ভেট দ্বারকায় প্রভু যান অবশেষে।
রমেশ ও গিরিধারী পাণ্ডাদের নাম
প্রাণপণে গুরুসেবা করে অবিরাম।
দর্শন প্রণাম করি রণছোড়জীরে
হাবেলীতে যান এক প্রাচীন মন্দিরে।
সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এই দেবালয়ে
সানন্দে রহেন প্রভু সঙ্গীগণে লয়ে।

সঙ্গীদের তপস্যার করি আয়োজন
করেন তাদের যত্নে পথ প্রদর্শন।
একদিন বসি সব সেবকের সঙ্গে
সহসা কহেন প্রভু প্রচার প্রসঙ্গে—
"বল্ বাবা তোরা কি বা করিবি প্রচার
লেক্চারে শুধু বাড়ে মিথ্যা অহঙ্কার।
গুরুদেবে তোরা যবে করিস্ মহান
মন-কোণে সঙ্গোপনে রহে অভিমান—
গুরু মোর ভগবান আমি শিষ্য তাঁর
বৈকুণ্ঠ পার্ষদ আমি নমস্য সবার।
ভগবান গুরুরূপে আসে ধরণীতে
কত বড় তোরা তাঁরে পারিস্ করিতে?
লেক্চারে কভু তাঁরে বোঝানো না যায়
ভাষা দীন অসহায় তাঁর বর্ণনায়।
শিষ্যের ত্যাগে ও তপে গুরুর প্রচার
লেক্চার নয় বাবা তপস্যাই সার।"
ত্যাগী শিষ্য ওমানন্দ শুধায় এবার—
"যদি মোরা করি শুধু শ্রীনাম প্রচার?"

প্রভু কন—"বাপধন তপশ্চর্য্যা বিনা
পরিণামে সব কিছু হয় বিড়ম্বনা।
আদিতে অহং বুদ্ধি যদি বা না থাকে
মাথা তুলে দাঁড়াবে সে প্রচারের ফাঁকে।
মনে হবে—আমি কত করিনু প্রচার
আমা সম প্রচারক নাই কেহ আর।
প্রচারেতে যদি চিতে জাগে অভিলাষ
সিদ্ধিলাভে কর আগে প্রগাঢ় প্রয়াস।"

প্রভুর নির্দ্দেশ মত শাস্ত্রগ্রন্থ 'পরে
সরস্বতী পূজা হল বিনা আড়ম্বরে।
চন্দ্রভাগা মন্দিরেতে সন্ধ্যার সময়
দেবী দরশনে যান লয়ে সঙ্গীচয়।
যদুবংশ কুলদেবী হেথা অধিষ্ঠাতা
চন্দ্রভাগা নামে খ্যাতা ইনি দুর্গামাতা।
প্রভুরে দর্শন করি পাণ্ডারা সত্বর
পরম আদরে দেয় প্রসাদী চাদর।
এ মন্দিরে প্রভু মৌন চাতুর্ম্মাস্যকালে
করেছেন অবস্থান সাতষট্টি সালে।
এখানে 'মকার-বাবা' সহ ছয়খানা
প্রভুর বিখ্যাত গ্রন্থ হয়েছে রচনা।
মন্দিরের জীর্ণদশা করি বিলোকন
সংস্কারে উদ্যোগ প্রভু করেন গ্রহণ।
পথেই মন্দির রাজে রণছোড়জীর
ফিরিবার কালে সেথা হলেন হাজির।
দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণ ভগবান
রণছোড় রূপে হেথা করে অধিষ্ঠান।
দরশন করি রাতে শয়ন-আরতি
সঙ্গীগণ সহ প্রভু পুলকিত অতি।
সমবেত নরনারী আরতির কালে

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা গাহে সুরে তালে—
"গোপীচিতচোর গোপীচিতচোর
মাইয়া মাখন চোর মাইয়া মাখন চোর।
দোনো ভাইয়া চোর দোনো ভাইয়া চোর।
শ্রীদ্বারকানুনাথ মারো রাজা রণছোড়
রাজা রণছোড়।। ..."
এ মধুর ভাবময় অপূর্ব্ব সঙ্গীত
করিল আচ্ছন্ন যেন প্রভুর সম্বিৎ।
বার বার শুনে চিত্ত তৃপ্ত নাহি হয়
গাহেন আপন মনে ফেরার সময়।
এ গীতি আকুল এত করিল প্রভুরে
প্রাত্যহিক প্রার্থনায় দেন ত্বরা জুড়ে।

মনোরম পরিবেশে দিন কেটে যায়
ওঙ্কার পঞ্চমী তিথি সমাগত প্রায়।
দ্বারকায় পড়ে যায় সাজ সাজ রব
জন্মোৎসব প্রস্তুতিতে মেতে ওঠে সব।
স্থানীয় অফিস আর যত বিদ্যালয়
এ উৎসব উপলক্ষ্যে ছুটি দেয়া হয়।
পুণ্যদিনে প্রাতঃকালে মাঘের আটাশে
ভক্তেরা কীর্ত্তন করে নগরে প্রত্যূষে।
সবাকার মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
রাজবেশে মঞ্চে এসে দেন দরশন।
গুরুপূজা সাঙ্গ হলে ভকতমণ্ডলী
নিবেদিল শ্রীচরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলি।
অনন্তর পরিবৃত হয়ে ভক্তগণে
দ্বারকেশ মন্দিরেতে যান দরশনে।
সেবকেরা আজি চৌদ্দ শত মুদ্রা ব্যয়ে
দিয়েছে বিশেষ পূজা এই দেবালয়ে।
চন্দ্রভাগা মন্দিরাদি পরিক্রমা শেষে
সদলে চলেন ফিরে আশ্রম উদ্দেশে।

আড়াই হাজার ভক্ত মধ্যাহ্ন সময়
আকণ্ঠ প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়।
রাসলীলা অভিনয় রাতে আকর্ষণ
উদ্যোগী স্থানীয় পাণ্ডা পুরোহিতগণ।
সাত আট বছরের ছোট ছোট বালা
প্রাণময় অভিনয় করে দিব্য পালা।
আবির্ভাব মহোৎসব আট দিন ধরে
উদ্‌যাপিত হল এই পবিত্র শহরে।
দূর-দূরান্তর হতে ভক্ত ও সন্তান
ধন্য হয় জন্মোৎসবে করি যোগদান।
সমাগত হয় যত বিদায় লগন
শিষ্যভক্ত অগণিত বিষাদ মগন।
ফাল্গুন ছয়েতে রাতে কৃষ্ণযাত্রা শেষে
গাহে ছোট বালিকারা প্রভুর উদ্দেশে—
"যাও যদি হে ঠাকুর আমাদের ছেড়ে
সঙ্গীদের নিয়ে ত্বরা এসো হেথা ফিরে।"
এ প্রার্থনা শুনি প্রভু অতীব সত্বর
ছোট ছোট মায়ীদের দিলেন উত্তর—
"তোমাদের নাচগান দর্শনে শ্রবণে
বড়ই আনন্দ মোরা পেলাম সকলে।
কর ভক্তিলাভ সবে সুধা নামগানে
বালকৃষ্ণ দ্বারিকানাথ চরণ কমলে॥
নাম সম সংসারেতে কিছু নাহি আর
কর সদা নামগান আনন্দিত মনে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল অনিবার
আনন্দেতে রবে সবে শয়নে স্বপনে॥
সার্থক জনম মাগো হবে সবাকার
পিতামাতা হবে ধন্য সুপুত্রী লভিয়া।
ভক্তিমান্ পতি লাভ কর মা আমার
আদর্শ জীবন হোক্ শ্রীনাম গাহিয়া॥

সবাকার প্রতি কৃপা করি বরিষণ
দিলেন পৃথক এক বাণী অতুলন—
"চিরজীবী হও সবে বাবারা আমার
লভেছ জনম হেথা বহু পুণ্যফলে।
উঠিতে বসিতে নাম কর অনিবার
সুখ-দুঃখজয়ী সবে হবে অবহেলে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এসেছে এ সুধা নাম গোলোক হইতে
গাও অবিরাম নাম খাইতে শুইতে ॥"
সাড়ম্বর আবির্ভাব উৎসবের শেষে
ফাল্গুন সপ্তম দিনে যাত্রা বঙ্গদেশে।
শত শত নরনারী বিদায় লগনে
প্রভুর দর্শনে আসে আশ্রম প্রাঙ্গণে।
সাগর তীরেতে আরো শত শত জনে
জেটিতে হাজির আজি বিষণ্ণ বদনে।

এমনই তোমার দেব লীলা চিরন্তন
ভালবেসে কাছে এসে শেষে পলায়ন।
তোমার প্রেমের ফাঁদে পড়ে যে বেচারা
আজীবন সেই জন কেঁদে কেঁদে সারা।
আমি তো তোমার তরে পারিনা কাঁদিতে
অধমের নাই ভক্তি—পার না তা দিতে!
না দাও ভকতি যদি কোন খেদ নাই
দিও দাস জনার্দ্দনে ও চরণে ঠাঁই।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৭)

।। ভক্ত রামানুজ ('কাকামণি')-কে কৃপা—১৩৮০।।
।। বাংলায় অজ্ঞাতবাস।। দোলে দেশপ্রিয় পার্কে।।
।। রামাশ্রমে অখণ্ড নাম প্রতিষ্ঠা।।

দ্বারকা হইতে প্রভু ফাল্গুনের সাতে
সাগর লঙ্ঘন করি গেলেন 'ওখা'-তে।
রাজকোটে ব্যোমযানে করি আরোহণ
বোম্বাই শহরে শীঘ্র উপনীত হন।
শিষ্য সোমানীর গৃহে করি অবস্থান
আটই আকাশ পথে দমদমে যান।
ভক্তবর রামানুজে দিতে দরশন
প্রভুর হঠাৎ এই বঙ্গে আগমন।
তাঁর প্রিয় কাকামণি সুশীল কুমার,
রেখেছেন রামানুজ নাম প্রভু তার।
গুরুনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীপদ্মলোচন
সেবায় উৎসর্গ করি গিয়েছে জীবন।
ভক্ত রামানুজ তার যোগ্য সহোদর
গুরুসেবা ব্রতে সে-ও রত নিরন্তর।
'জয়গুরু' পাক্ষিকের মুখ্য সম্পাদক
যেমন সেবক তেম্‌নি সুরের সাধক।
কণ্ঠস্বরে সুধা ঝরে কীর্ত্তনে ও গীতে
শুনে হন নিমগন প্রভু সমাধিতে।
তার গাওয়া "জয় জয় গুরুদেব বিধি...."
অননুকরণসাধ্য নিধি অদ্যাবধি।
প্রভুর পরমপ্রিয় এই কাকামণি,
এবে তারে আছে ঘিরে ব্যাধির অশনি।
বিমানবন্দর হতে বালী যাত্রা করে
থামিলেন স্বল্পক্ষণ বরাহনগরে।

মিলন মঠেতে করি দেব দরশন
সত্বর হাজির হন কেদার ভবন।
রামানুজে দরশন দিয়ে সেই রাতে
কেদার ভবন হতে যান মগরাতে।
অতঃপর ভ্রমি আরো কতিপয় স্থান
রাত্রি প্রায় একটায় দিগসুই যান।
গুরুমার পদে করি শ্রদ্ধা নিবেদন
সেথায় প্রসাদ আর বিশ্রাম গ্রহণ।

প্রভুরও শ্রীঅঙ্গ নয় সুস্থ স্বাভাবিক
বিশ্রামের প্রয়োজন এবে সর্ব্বাধিক।
সেবকেরা পরিস্থিতি করি বিবেচনা
অজ্ঞাতবাসের লাগি জানায় প্রার্থনা।
প্রভুর সম্মতি পেয়ে শিষ্যেরা অচিরে
স্থান নির্ব্বাচন করে ভাগীরথী তীরে।
শ্রীরামপ্রসাদ তার ধর্ম্মপত্নী সহ
প্রাণপণে গুরুসেবা করে অহরহ।
এতটুকু ত্রুটি নাই সেবা আয়োজনে
গৃহ সদা মুখরিত নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
কেহ যাতে কৃপা হতে নাহি পড়ে বাদ
সেদিকে সজাগ সদা শ্রীরামপ্রসাদ।
প্রবেশ পথের পাশে প্রায় পাঁচটায়
প্রভুরে পরাহ্নে যানে করে নিয়ে যায়।
বাহিরে অপেক্ষমান দর্শনার্থীগণ
শ্রীচরণ দরশন করি ধন্য হন।
ফাল্গুন দ্বাদশে কৃপা করিতে বর্ষণ
মিলন মঠেতে দেন প্রকাশ্য দর্শন।
কী ভিড়! কী ব্যাকুলতা ভক্তজনমনে!
তিল ঠাঁই ফাঁকা নাই বিশাল প্রাঙ্গণে।
ভক্তবর রামানুজে দরশন দিতে
একবার করি যান প্রত্যহ বালীতে।

বাঞ্ছিততমের লভি ঈপ্সিত দর্শন
ভক্তের অন্তিম ইচ্ছা হয়েছে পূরণ।
ফাল্গুনের পনেরোই প্রশান্ত অন্তরে
ইহলোক ত্যজিয়া সে গেল চিরতরে।

বৈদ্যগণ বার বার নানা পরীক্ষায়
শ্রীঅঙ্গে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি নাহি পায়।
সেবা আর চিকিৎসার কত না প্রয়াস
ব্যাধির প্রকোপ তবু নাহি পায় হ্রাস।
জমাট বাঁধিয়া বায়ু দেহের ভিতর
ক্ষীণ তনুটিরে দেয় পীড়া নিরন্তর।
উৎকণ্ঠিত সঙ্গীগণে প্রভাত সময়
কহেন একদা প্রভু ব্যাধির বিষয়—
"এই দেখ্ রোদ হেথা পাশে ছায়া কালো
ওধারে আঁধাররাশি এদিকেতে আলো।
তেমনি কখন ভাল এই কলেবর
আবার অসুস্থ অতি অল্পকাল পর।
ভাল-মন্দে সদা দ্বন্দ্বে সহ-অবস্থান
কেন তবে তোরা সবে ভেবে ম্রিয়মাণ!"
অবশেষে শ্রীঅঙ্গের ব্যাধি নিরসনে
তেইশে ফাল্গুন রাতে বসিলেন ধ্যানে।
মধ্যরাত্রি হতে সেই ধ্যানভঙ্গ লাগি
সঙ্গীগণ রহে প্রায় সারা রাত জাগি।
ধ্যানভঙ্গে ভোর সাড়ে চারিটা সময়
এলেন আসন ছেড়ে প্রভু লীলাময়।
তখন আঁধার নিশা প্রায় অবসান
তখন নূতন বলে প্রভু বলীয়ান।

দোল পূর্ণিমার দিন ফাল্গুন ছাব্বিশে
রুদ্ধদ্বার মুক্ত হল প্রভুর নির্দ্দেশে।
নিভৃত নিবাসে ভক্ত পাঁচশত প্রায়
চরণে আবীর দিয়ে প্রণতি জানায়।

প্রভুও আবীর নিয়ে মুঠি ভরে ভরে
ভক্তদের দেহ দেন লালে লাল করে।
মধ্যাহ্নে গঙ্গায় স্নানে কাটেন সাঁতার
অপার আনন্দে ভরে অন্তর সবার।
শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব উৎসব সভাতে
দেশপ্রিয় পার্কে যান সদলে সে রাতে।
শ্রীতরুণকান্তি নামে মন্ত্রী মহোদয়
আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়।
সযতনে মঞ্চে তুলে ধরি হস্তদ্বয়
ঘুরাল বৃহৎ মঞ্চে ব্যাপি পার্শ্বত্রয়।
ভক্তগণ শ্রীচরণ দরশন করে
মহানন্দে জয়ধ্বনি করে উচ্চস্বরে।
সভা হতে বালী হয়ে বিদ্যালয়ে* যান
সেখানেই নৈশ ভোগ রাত্রে অবস্থান।
পরদিন শয্যা ত্যজি প্রভাত সময়
কেদার ভবনে পুনঃ যান দয়াময়।
শিষ্য সুশীলের শ্রাদ্ধে থাকি উপস্থিত
করালেন সব কিছু নিষ্ঠার সহিত।
নরনারায়ণ সেবা করিতে দর্শন
হেথা প্রাতে পরদিন পুনরাগমন।
বালী হতে অতঃপর যান চুঁচুড়াতে
জগন্নাথ নিবাসেতে অবস্থান রাতে।
প্রাতে যান পরদিন ফাল্গুন সাতাশে
গঙ্গাতীরে পূর্ব্বেকার নিভৃত নিবাসে।
ভক্ত রামপ্রসাদের সৌভাগ্য অপার
বহু পুণ্যে পেল পুনঃ সুযোগ সেবার।
গুরুমাতা ব্যাকুলতা করেন প্রকাশ
প্রভুরে দেখিতে তাঁর মনে অভিলাষ।
নিভৃত নিবাসে বসি শুনি এ খবর

---

* শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, আলমবাজার, কলিকাতা।

প্রভুরও ব্যাকুল হয়ে উঠিল অন্তর।
বুঝিবা ব্যাকুল তিনি হন বহুগুণ
ছুটিলেন দিগসুই তিরিশে ফাল্গুন।
মা যেন পেলেন কাছে আপন সন্তান
মহানন্দে ভরে ওঠে দোঁহাকার প্রাণ।
প্রভুর ভকতি মা'র স্নেহ অতুলন
দরশন করি মুগ্ধ সঙ্গীশিষ্যগণ।

চৈত্র দু'য়ে শুরু পুনঃ প্রচারাভিযান
নিভৃত নিবাস হতে যাত্রা বর্দ্ধমান।
সিমলাগড়ে শ্রীধীরেন্দ্র অসুস্থ সতীর্থ
দরশন দিয়ে তারে করেন কৃতার্থ।
বর্দ্ধমানে অন্নভোগ শ্রীগুরু নিবাসে
অচিরেই ভিড় সেথা জমে চারিপাশে।
সোমেশ্বর মঠে রাতে যান অতঃপর
জনারণ্য হয়ে ওঠে নির্জ্জন প্রান্তর।
ধন্য হয় পেয়ে সবে দর্শন প্রভুর
প্রাতে পুনঃ যাত্রা শুরু লক্ষ্য দুর্গাপুর।
দুই দিন হল হেথা শুভ অবস্থান
শত শত জনে দীক্ষা করিলেন দান।
চৈত্র পাঁচে প্রাতঃকালে বোলপুরে যান
চপল ডাক্তার হেথা উদ্যোগী প্রধান।
পূর্ব্বসূচী অনুসারে প্রচার কারণে
চারি দিন অবস্থিতি বৈদ্যের ভবনে।
শ্রীঅঙ্গ কাতর হল ব্যাধিতে হঠাৎ
প্রচার-সূচীতে তবু না ঘটে ব্যাঘাত।
চৈত্র আটে গুরুপাটে রাত্রিকালে যান
গুরুগৃহে ভোগ আর শুভ অবস্থান।
নয় দশ অনলস পরিক্রমা শেষে
এগারোতে যাত্রা প্রাতে পুরীর উদ্দেশে।

উড়িষ্যাবাসীরে কৃপা করি বিতরণ
পনেরোই বঙ্গভূমে পুনরাগমন।

তপস্যার আদিকেন্দ্র পুণ্য রামাশ্রম
ডুমুরদহে গঙ্গাতীরে অতি মনোরম।
চৈত্রের ষোলই সেথা প্রভাত সময়
অনন্তকালোদ্দিষ্ট নাম শুরু হয়।
করতাল নিয়ে হাতে প্রভু সীতারাম
করেন সূচনা ভোরে অখণ্ড শ্রীনাম।
নামপ্রেমী শিষ্যভক্ত নবীন-প্রবীণ
হয়েছে হাজির হেথা রাতে পূর্ব্বদিন।
আজো যোগ দিল বহু শ্রীনামের দল
নামের ধ্বনিতে যেন কাঁপে ধরাতল।
পরিক্রমা করি সব স্থানীয় মন্দির
মহাবীর গৃহে প্রভু হলেন হাজির।
স্বল্পকাল মধ্যে উচ্চ মঞ্চোপরি এসে
সুদীর্ঘ ভাষণ দেন ভক্ত সমাবেশে।
প্রভুমুখে শুনি নামগানের মহিমা
সবাকার আনন্দের নাহি রহে সীমা।
অপরাহ্ণ কালে ত্যজি উৎসব প্রাঙ্গণ
কলিকাতা যান কৃপা করিতে বর্ষণ
পর দিন পুনরায় গুরুপুত্র সহ
অন্নপূর্ণা পূজনেতে যান ডুমুরদহ।
অনন্তর বহু স্থানে করি পদার্পণ
মিলন মঠেতে রাতে উপনীত হন।
বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা মাতার মূরতি
দরশন করি হন আনন্দিত অতি।
মঠের সেবকগণ এই অবসরে
অভয় চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।
দিনে রাতে দিকে দিকে করি পর্য্যটন
যেচে যেচে কর কত কৃপা বিতরণ।

ভক্তিহীন মূর্খ দীন দাস জনার্দ্দনে
এ করুণা এক কণা দিও নিজগুণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৮)

।। গঙ্গাসাগরে নিভৃত নিবাসে—১৩৮০-৮১।।
।। সহমর্ম্মিতা।। সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা।।
।। জগৎ কল্যাণে পথ দু'টি।। গুরুসেবা না জপ-ধ্যান?।।

রাত দিন ক্লান্তিহীন চলে পর্য্যটন
সেই সঙ্গে সারা বঙ্গে কৃপা বিতরণ।
অতিশ্রম অনিয়ম আর নাহি সহে
অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয় শ্রীবিগ্রহে।
নিরালায় বিশ্রামের আশু প্রয়োজন
গঙ্গাসাগরেতে হল স্থান নির্ব্বাচন।
চৈত্রের চব্বিশে চির-সেবক সহিত
সাগরদ্বীপেতে প্রভু হন উপস্থিত।
সীমাহীন সাগরের তট সন্নিকটে
নিভৃত নিবাস তাঁর শ্রীযোগেন্দ্র মঠে।
ভাবমগ্ন উদাসীন সকল সময়
লোকসঙ্গ একেবারে অভিপ্রেত নয়।
তবু তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণে নিতি
কিছু কিছু যাতায়াত চলে যথারীতি।
হরিপদ কয়ালের পরিচালনাতে
তিরিশে নামের দল এল সন্ধ্যারাতে।
প্রভুর মধুর সঙ্গ লভিতে কৌশলে
নাম শোনাবার ছলে এসেছে সদলে।
সন্ধ্যার আরতি পাঠ প্রার্থনার পরে
উচ্চকণ্ঠে সবে মিলে নাম শুরু করে।

অন্তর্য্যামী নামপ্রেমী তুষ্ট হয়ে কন—
"তোরা তো আছিস্ বাবা দলে বহু জন,
নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে পালা
অখণ্ডভাবেতে নাম পারিস্ তো চালা।"
অতিশয় আনন্দিত আগন্তুকগণ
সারারাত ধরি করে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।
নিশি শেষে নববর্ষে প্রথম দিবসে
অবারিত রহে দ্বার নিভৃত নিবাসে।
ভোরের আরতি অন্তে নিত্যকার মত
কৃপা বিতরণে প্রভু হলেন নিরত।
নববর্ষে কৃপাপ্রার্থী জনতা বিশাল
পাদুকা পরশ পর্ব্বে কাটে দীর্ঘকাল।
অতঃপর লয়ে সাথে শিষ্যভক্তগণে
চলিলেন নাম সহ গঙ্গা দরশনে।
এত ভিড় হবে কেহ আগে ভাবে নাই
অন্নভোগ প্রস্তুতিতে অসুবিধা তাই।
নূতন উনান করি ত্বরায় নির্ম্মাণ
হল সেই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান।
ভোজনান্তে অবসান হয়ে আসে বেলা
ভাঙ্গে নব বৎসরের আনন্দের মেলা।
দূরের যাত্রীরা শুধু রাত্রিবাস করে
পরদিন গেল ফিরে নিজ নিজ ঘরে।
বহিরাগতের ভিড় রহিল না আর
নিভৃত নিবাস হল নিভৃত এবার।
প্রভু তাই দিবসের অধিকাংশ ক্ষণ
রহেন আপন ভাবে ধ্যানে নিমগন।
যেথায় যখন হয় শুভ অবস্থান
সেখানেই অকাতরে চলে অন্নদান।
নরনারায়ণগণে মধ্যাহ্ন সময়
এখানে সে অন্নদান সম্ভব না হয়।
সখেদে কহেন তাই সঙ্গীশিষ্যগণে—

"এমনটি ঘটে নাই কখন জীবনে।
এসেছে মানুষ যত পেয়েছে প্রসাদ
কেউ বাবা কোন দিন পড়ে নাই বাদ।
সম্ভব না হয় যদি অন্ন বিতরণ
ফলমূল প্রসাদের কর্ আয়োজন।"
জনসঙ্গ হতে দূরে যদ্যপি বসতি
জীবের ভাবনা নাহি দেয় অব্যাহতি।
বঙ্গদেশে নানাস্থানে প্রচার সময়
দেখেছেন দয়াময় দৈন্য দেশময়।
দেখেছেন দ্রব্যমূল্য বাড়ে দিন দিন
লোকেদের দুঃখ কষ্ট তায় সীমাহীন।
এ ভাবনা আনাগোনা করে ক্ষণে ক্ষণে
স্বস্তি নাই মনে তাই অন্নাদি গ্রহণে।
বরাবরই স্বল্পাহারী প্রভু উদাসীন
পরিমাণ ক্ষীয়মাণ এবে দিন দিন।
সেবকে নির্দ্দেশ দেন—"ভোগে আজকাল
দিবি এক তরকারি আর মাত্র ডাল।
মঠ ও আশ্রম আছে সম্প্রদায়ে যত
সর্ব্বত্রই হয় যেন ভোগ এই মত।"

অসুস্থদেহেও প্রভু সদানন্দময়
সেবকে কহেন হেসে ভোগের সময়—
"এসেছিল যারা 'এ'র আগে এ ধরায়
একে একে ত্যজি 'এ'কে নিতেছে বিদায়।
সাথে যারা এসেছিল তারাও এখন
চলে যায় ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন।"
সারমর্ম্ম—চক্ষুকর্ণ ইন্দ্রিয় সকল
ইদানীং দিন দিন হতেছে বিকল।
তেল-ঘি অধিক পড়ে যখন ব্যঞ্জনে
পরিহাস ছলে শিক্ষা দেন সঙ্গীগণে।
ভোগ অন্তে ছড়া কেটে ক'ন হাস্যাননে—

"অর্দ্ধেক আঁচনে আর অর্দ্ধেক মোছনে।"
আশ্রমের সীমানার নারিকেল সারি
ছলে বলে দুষ্টদলে নিতে চায় কাড়ি।
গাছ সহ কিছু জমি সেই দুষ্টদল
বাখারির বেড়া দিয়ে করেছে দখল।
একদা প্রসঙ্গক্রমে ক'ন রঙ্গময়—
"ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি অনুকূল হয়
তবে ওই গাছগুলি হবে আশ্রমের,
তাঁর ন্যায়বিচারেতে নাই হেরফের।
আর যদি তাঁর ইচ্ছা অন্যরূপ হয়
ওরাই গাছের হবে মালিক নিশ্চয়।
মালিক সবারোপরে শ্রীভগবান
তিনিই দিবেন করি সুষ্ঠু সমাধান।"
নির্লিপ্ত প্রভুর মুখে সত্য সুকঠিন
শুনিয়া সবার মুখ বিষাদে মলিন।
হাসিভরা মুখে প্রভু কহেন তখন—
"অকারণ তোদের এ দুঃখ বাপধন।
গাছগুলি ওরা বটে করেছে দখল
দেখিস্ পড়িবে এসে আশ্রমেই ফল।"
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি এমত বচন
দুঃখের মধ্যেও হাসে সঙ্গীশিষ্যগণ।
বৈশাখ চব্বিশে পুনঃ নিবেদিল সবে—
"আজ বাবা হেথাকার জমি মাপ হবে।
করুন আশীর্ব্বাদ হে গুরু কাণ্ডারী
তব কৃপা বলে যেন জয়ী হতে পারি।"
প্রভু কন—"আশীর্ব্বাদ একটি এ জানে—
তোদের সবার ভক্তি হোক্ ভগবানে।"
সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল পুনঃ সঙ্গীগণ—
"আজ কি ওদের করা হবে নিমন্ত্রণ?"
বিলম্ব না করি প্রভু কহেন উত্তরে—
"আগে কাজ মিটে যাক্ নিমন্ত্রণ পরে।

আমরা না চাই বাবা কারো অনুগ্রহ
সত্য ধর্ম্ম ন্যায় প্রতি মোদের আগ্রহ।"
সঙ্গীগণ পুনরায় বিদায়ের ক্ষণে
আশীষ প্রার্থনা করে অভয় চরণে।
হেসে প্রভু উত্তোলন করি ঊর্দ্ধে পাণি
শুনালেন সুধাসিক্ত শাশ্বতিক বাণী—
"চিরমঙ্গলময় ভগবান।
যা করেন তিনি সকলই মঙ্গল
গাহে বেদ ও পুরাণ।
অজয় মঙ্গল বিজয় মঙ্গল
মঙ্গল মান অপমান।"

পক্ষকাল ভ্রমি বহু [illegible] ও আশ্রমে
সর্ব্বাধীশ এল ফিরে সাগরসঙ্গমে।
প্রণামান্তে সবিনয়ে করে নিবেদন—
"দিকে দিকে আজকাল বলে বহু জন—
ঠাকুর ওঙ্কারনাথদেবের কেবল
শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচারেতে আগ্রহ প্রবল।
জাগতিক সামাজিক উন্নতি বিষয়
অতিশয় উদাসীন সকল সময়।"
প্রভু কন—"জগতের সাধিতে কল্যাণ
প্রধানতঃ পাই দু'টি পথের সন্ধান।
এক পথ—বৈষয়িক উন্নতি সাধন,
বাহিরের দুঃখ দৈন্য অভাব মোচন।
আর পথ—অন্তরের উন্নতি বিধান
দুঃখের কষ্টের মূলে অনাদি অজ্ঞান।
সীমাহীন সে অজ্ঞান করিতে বিনাশ
আধ্যাত্মিক উন্নয়নে মোদের প্রয়াস।
মহামন্ত্র মূলধন মোদের মূলতঃ
সাধ্য মত তাই নিত্য নাম দানে রত।
নামগানে শুদ্ধ হয় আকাশ বাতাস
নামগানে নাম দানে অজ্ঞানের নাশ।

সংসার ত্রিতাপে ক্লিষ্ট পথহারাগণ
নামের আশ্রয়ে পায় নূতন জীবন।
জাগতিক ভোগসুখ সাময়িক সব
ভোগের পরেই পুনঃ জ্বালা অনুভব।
শাস্ত্রপথে ভূমাসুখ আনন্দ অপার
চিরদিন অমলিন নাই নাশ তার।
আমাদের মূল লক্ষ্য উন্নতি আত্মিক
শ্রীনাম প্রচারে তাই যত্ন সমধিক।
ধর্ম্মপথে এ জগতে কল্যাণ না হলে
আসিত না নরনারী হেথা দলে দলে।
আরোপিত হয় বাধা বিধি সুকঠিন
তবু জনসমাগম বাড়ে দিন দিন।....."

শুধায় প্রবীণ এক বিরক্ত সন্তান—
"সেবা আর জপধ্যানে কি বা ব্যবধান?
কোন্‌টি আশ্রয় করি কোনটিকে ছাড়ি
কোন্‌টি যে শ্রেয়স্কর বুঝিতে না পারি।"
প্রভু কন—"ছোট বড় কোনটি-ই নয়
প্রবৃত্তি এ ক্ষেত্রে মুখ্য বিচার্য্য বিষয়।
গুরুসেবা কার্য্যে কারো নিষ্ঠা সমধিক
প্রবণতা কারো জপ-ধ্যানাদির দিক।
একরূপ নয় বাবা সবার স্বভাব
যার যাতে রতি মতি তার তায় লাভ।
এক জামা পরিতে কি পারে সব জনা
তেমন চেষ্টায় শুধু বাড়ে বিড়ম্বনা।
এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন
একভাবে থাকা নাহি যায় সর্ব্বক্ষণ।
জপ ধ্যান নিয়ে থাকা সকল সময়
সবাকার পক্ষে কভু সম্ভব না হয়।
তেমন-ই সেবাও নাহি সর্ব্বক্ষণ থাকে
আসে কিছু অবসর করমের ফাঁকে।

সেই ফাঁকে জপ ধ্যান করিবে 'সেবক'
জাপকের পক্ষে তেমনি 'সেবা' আবশ্যক।
একটিকে মুখ্যভাবে করিবি গ্রহণ
অন্যটিকে ছাড়িবার নাহি প্রয়োজন।
বস্তুতঃ সেবা ও জপে নাই ব্যবধান
দু'টিতেই তুষ্ট হন গুরু ভগবান।"
জিজ্ঞাসু সেবক প্রশ্ন করে পুনর্বার —
"গুরুসেবা স্থূল-সূক্ষ্ম এ দুই প্রকার?"
স্মিতহাস্যে প্রভু তারে করি সমর্থন
কহিলেন তত্ত্বপূর্ণ মধুর বচন—
"নাম সঙ্কীর্ত্তন পাঠ মন্দির মার্জ্জন
আরতি প্রার্থনা পূজা ভোগাদি রন্ধন
আশ্রম সেবার লাগি কর্ম্ম সমুদয়
ভগবান শ্রীগুরুর সেবা সুনিশ্চয়।
কি কর্ম্ম তা' বড় নয়—বড় ভাবটাই
সর্ব্ব কর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে সেবা-ভাব চাই।
সেবা বোধে অনুষ্ঠান করিলে সকল
মানব জনম হবে সার্থক সফল।"
বাণী তথা লীলাকথা অমৃত সমান
স্মরণে মননে সর্ব্ব দুঃখ অবসান।
মহান লীলার কণা করি আস্বাদন
রাঙা পায় ঠাঁই চায় দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৫৯)

।। গঙ্গাসাগরে মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—১৩৮১।।
।। ভক্তির অত্যাচার ।। নামের গাড়ী।।
।। গুরুপুত্রের জন্মোৎসব।। গুরুপূর্ণিমা উৎসব।।

সাগর দ্বীপেতে প্রায় দীর্ঘ দেড় মাস
চলিছে নিয়ত নব লীলার বিলাস।
লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার তরে
জাগিল সঙ্কল্প শুভ প্রভুর অন্তরে।
অচিরে এ অভিলাষ করিতে পূরণ
সানন্দে এগিয়ে এল গুরুপ্রেমীগণ।
শ্রীবেণীমাধব নামে আশ্রিত সন্তান
সুন্দর মন্দির এক করাল নির্ম্মাণ।
আর এক ভাগ্যবান শ্রীদুর্গামোহন
বৈদ্যুতিক আলোকের করে আয়োজন।
মনোহর পুকুরের নীহার কুমার
আনয়ন করে মূর্ত্তি অতি চমৎকার।
কিভাবে প্রতিষ্ঠা কর্ম্ম হবে সম্পাদন
কে করিবে কতটুকু দায়িত্ব পালন,
নিরালায় বসি সব লিখি সবিস্তারে
সাদরে কহেন প্রভু সেবক সবারে—
"ভাল করে দেখ্ পড়ে এটা একবার
দেখ্ পড়ে কার ওপরে কি কার্য্যের ভার।
কার্য্যকালে সব কিছু থাকে যেন ঠিক
লেগে পড়্ নাই হাতে সময় অধিক।"

ক্ষুদ্রাকৃতি এই মঠে অতি অল্প স্থান
বর্ত্তমানে কোনক্রমে হয় সংকুলান।
উৎসব সময়ে বহু ঘর প্রয়োজন
শ্রমিক নিয়োগ করা হল সে কারণ।

মঠের নিভৃত অংশে ভিতরের দিক
মায়েদের জন্য ঘর হবে সাময়িক।
সেই দিক পানে প্রভু হয়ে অগ্রসর
শুধালেন কর্ম্মীদের —"বল্ কি খবর?"
বিনয়ে শ্রমিক নেতা কহে প্রভু প্রতি—
"ঘর হবে 'এল্' কিম্বা 'ইউ'-এর আকৃতি?"
সহাস্যে কহেন ত্বরা প্রভু লীলাময়—
"আমরা কি জানি বাবা এসব বিষয়।
তবে যদি কেহ আসি মন্ত্র নিতে চায়
বলে দিতে পারি তার সহজ উপায়।
কিভাবে আসনে বসি জুড়ি দুই পাণি
কি মন্ত্র জপিতে হয় সেই সব জানি।"
শ্রীমুখের বাণী শুনি সরস মধুর
আনন্দেতে সবাকার চিত্ত ভরপুর।
নূতন উদ্যমে সবে কার্য্য শুরু করে
প্রভুও ত্বরিত-পদে যান স্থানান্তরে।

ভোগের সামগ্রী চাই বহু পরিমাণ
কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সীমিত যোগান।
দূর থেকে আনা হয় বিবিধ সম্ভার
দিনে দিনে ভরে ওঠে মঠের ভাণ্ডার।
যথাকালে হল সাঙ্গ প্রস্তুতি পরব
এল সে নয়ই জ্যৈষ্ঠ প্রতিষ্ঠা উৎসব।
সারা দ্বীপে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়
জনস্রোত আসে মঠে জলস্রোত প্রায়।
যতদূর দৃষ্টি যায় ভিড় আর ভিড়
এ যেন সাগর মেলা পৌষ সংক্রান্তির।
প্রাতঃকাল হতে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত
শুরু করে পূজা হোম নিষ্ঠার সহিত।
যজমান গুরুমাতা দেবী হেমাঙ্গিনী
'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলে সারা দিন-ই।

খিচুড়ী একুশ মণ হয়েছে রন্ধন
মধ্যাহ্ন সময়ে শুরু অন্ন বিতরণ।
শিষ্যভক্তে অনাহূতে নাই ব্যবধান
প্রসাদের ক্ষেত্রে দাবী সবার সমান।
স্থানীয় সেবক আর সঙ্গীশিষ্যগণ
রাত্রি অবধি করে প্রসাদ বণ্টন।
মধ্যরাতে শুরু 'শিব বিবাহ' নাটক
অভিনয়ে অংশ নেয় শিষ্য ও সেবক।
প্রভু সাথে সেই রাতে ভক্ত জনগণ
অভিনয় দরশনে আনন্দে মগন।

উৎসবের পর থেকে শিষ্যভক্তগণ
অধিক সংখ্যায় করে গমনাগমন।
একদিন রাত প্রায় বারটা তখন
হঠাৎ হাজির হল শিষ্যা বহু জন।
বার্ত্তা পেয়ে নীচে এসে প্রভু অচিরাৎ
কহিলেন—"দেখ্ তো মা কত হল রাত।
স্থিরভাবে দেখ্ ভেবে তোরা একবার
একি সত্যি গুরুভক্তি কিম্বা অত্যাচার?"
মায়ীরা করেনি আশা হেন অভ্যর্থনা
ব্যথাহারী দিল একি দারুণ যন্ত্রণা!
মায়েদের অসহায় অবস্থা দর্শনে
নিজমূর্ত্তি ধরি প্রভু ক'ন পরক্ষণে—
"তোরা যে মা 'এ'র অতি আদরের ধন
বল্ তো কোথায় রাখি তোদের এখন।
ছোট এই মঠে স্থান অল্প অতিশয়
তোরা কষ্ট পেলে 'এর বেশী কষ্ট হয়।"
দর্শনের ব্যাকুলতা লয়ে সীমাহীন
এরূপ অনেকে আসে প্রায় প্রতিদিন।
আগন্তুক স্নাত হয় কৃপার ধারায়
অস্বাচ্ছন্দ্য এক্ষেত্রে না হয় অন্তরায়।

শ্রীঅঙ্গ প্রসঙ্গে ক'ন একদিন রাতে—
"ভিতরে যে কি অবস্থা না পারি বোঝাতে।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরেতে জাহাজ যেমন
প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে দোলে সর্ব্বক্ষণ
তেমনি এ দেহ সদা করে টলমল
ভিতরে বায়ুর চাপ বড়ই প্রবল।"

নামপ্রেমী গঙ্গাদাস শিষ্য নবাগত
বিবিধ সেবায় নিত্য রহে নিয়োজিত।
মঠের নিমিত্ত দুগ্ধ আনয়ন তরে
প্রত্যহ প্রভাত কালে যায় গ্রামান্তরে।
একদিন শুধালেন প্রভু দয়াময়—
"দুগ্ধ লাগি কত পথ তোকে যেতে হয়?"
উত্তর শ্রবণ করি ক'ন তাড়াতাড়ি—
"সেথায় যাবার তোর নাই কোন গাড়ী?
'এ'র কাছে গাড়ী আছে অতি চমৎকার
তা'তে যদি যাস্ কষ্ট নাহি হবে আর।"
ভেবে শিষ্য রহস্যের কিনারা না পায়,
কহিলেন মৃদু হেসে প্রভু পুনরায়—
"এই গাড়ী চড়ে ভারী মজা হয় যেতে
সবাকার চড়িবার অধিকার এ-তে।
রাম রাম অবিরাম করি উচ্চারণ
এইভাবে তালে তালে বাড়াবি চরণ।"
এত বলি দেখালেন সযতনে অতি
নামে নামে পা ফেলার সহজ পদ্ধতি।
কহিলেন পুনরায়—"রাম রাম বলি
নামের গাড়ীতে চড়ে যাবি সেথা চলি।
রাম নাম স্মরি পুনঃ প্রতি পদক্ষেপে
ফিরিবি নামের সেই গাড়ীতেই চেপে।
নামের গাড়ীতে গেলে রামের কৃপাতে
কোনরূপ কষ্ট নাহি হবে যাতায়াতে।

প্রতি পদে যদি হেন নাম করা হয়
শ্রীনাম অঙ্কিত হবে অস্থিতে নিশ্চয়।
অন্তরে নামের ধ্বনি উঠিবে মধুর
মহানন্দে মন প্রাণ রবে ভরপুর।"

গুরুপুত্র শ্রীশঙ্কর প্রভুর আহ্বানে
আষাঢ়ের সতেরোই এলেন এখানে।
পরদিন আঠারোই জন্মতিথি তার
সমারোহে উদ্‌যাপন প্রথম এবার।
নব বস্ত্রাদিতে করি সুসজ্জিত তারে
তিথির বিশেষ পূজা হল শাস্ত্রাচারে।
নরনারায়ণ সেবা হল দ্বিপ্রহরে
প্রভুর ইচ্ছায় সব হল সাড়ম্বরে।
গুরুপুত্র চেয়েছেন এড়াতে এসব
প্রভুর আগ্রহ হেতু না হয় সম্ভব।
গুরুনিষ্ঠা প্রভুর যে কত সুগভীর
এ ঘটনা তার এক জীবন্ত নজির।
উনিশে আষাঢ় পুণ্য গুরুপূর্ণিমায়
উৎসবের হাওয়া লাগে মঠে পুনরায়।
আবার বাড়িল ভিড় সাগর সঙ্গমে
আনন্দে মুখর মঠ ভক্ত সমাগমে।
প্রভাতে কীর্ত্তন সহ একাধিক দল
পরিক্রমা করে মঠ মন্দির সকল।
নিত্যকার মত প্রভু গেলেন সাগরে
জুটে গেল সঙ্গী বহু মুহূর্ত্ত ভিতরে।
সম্মুখে ছেলেরা চলে মাতি নামগানে
মায়েরা পশ্চাদ্‌ভাগে স্বল্প ব্যবধানে।
দ্রুতপদে বেলাভূমি অতিক্রম করে
এগিয়ে চলেন প্রভু জলের ভিতরে।
ছিল না এ লীলা লাগি প্রস্তুত অনেকে
মাঝপথে যায় থেমে দেখে দূর থেকে।
কোন কোন ভাগ্যবান হয়ে আগুয়ান

প্রভু সাথে মহানন্দে করে পুণ্য স্নান।
স্নান শেষে উঠে এসে তীরে ধীরে ধীরে
নামগান সহ যান কপিল মন্দিরে।
আশ্রমেতে ফিরে এসে লীলাময় আজি
এলেন উৎসব মঞ্চে রাজবেশে সাজি।
শত আট পদ্মসহ ষোড়শোপচারে
ব্যাসপূজা গুরুপূজা হল শাস্ত্রাচারে।
পূজাশেষে উপস্থিত সর্ব্বসাধারণ
একে একে পুষ্পাঞ্জলি করে নিবেদন।
একাসনে বসি অতি সুদীর্ঘ সময়
সবারে করেন কৃপা প্রভু প্রেমময়।
দুইটার পর শুরু প্রসাদ বণ্টন
হাজারে হাজারে এল নরনারায়ণ।
পরম তৃপ্তিতে খায় বুভুক্ষুর দল
জীর্ণ শীর্ণ মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল।
অতি উচ্চস্থানে করি আসন গ্রহণ
সানন্দে করেন প্রভু সেবা দরশন।
আনন্দিত দেখি সব দীনদুঃখী জনে
ফুটে ওঠে হাসি দীনবন্ধুর বদনে।
সেবকগণেরে ডেকে ক'ন দয়াময়—
"সকলেই যেন আজি পরিতৃপ্ত হয়।"

দীন জন প্রতি যদি এতই সদয়
এ দীনে রাখিও মনে ওগো দয়াময়।
যে চরণে কোটি চন্দ্র বিরাজে সদাই
সেথা আশ করে দাস জনার্দ্দন ঠাঁই।

***.

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬০)

।। বিড়াল বন্ধন বিধি-১৩৮১।। শ্যামকুঞ্জ।।

।। আসাম প্রচারে।। পাতিব্রত্য।। প্রচার শেষে হৃষীকেশে।।

বহু পরিমাণে ভোগ দেয় সঙ্গীগণ
প্রভু অতি অল্পমাত্র করেন গ্রহণ।
কখন শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করি সব
করেন সমাধা ভোগ গ্রহণ পরব।
সেবকের সকাতর প্রার্থনায় কভু
সুবৃহৎ গ্রাস তুলি মুখে দেন প্রভু।
কিম্বা অতি দ্রুতগতি এক এক করে
বহু দ্রব্য দেন পুরে বদন বিবরে।
অবিকৃত অবস্থায় সেই সমুদয়
মুখ ঘুরে আসে ফিরে পাত্রে পুনরায়।
সহ-অবস্থান হেরি ছানা ও সন্দেশে
কখন কহেন সঙ্গী সেবক উদ্দেশে—
“দুবেলা এসব ‘এ’কে দেবার বদলে
ভাল হয় সকলেরে দুধ দেয়া হলে।”
সেবকেরা সবিনয়ে করে নিবেদন—
“আপনার প্রোটিনের খুব প্রয়োজন।”
সহাস্যে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
“গুরুধামে হয়েছিল রোগ সেই কবে।
প্রোটিন জাতীয় খাদ্য করিতে গ্রহণ
দিয়েছিল বৈদ্যগণ বিধান তখন।
ছানা সন্দেশের সেই শুরু উৎপাত
আজো তারা করে তাড়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ।
কত কাল আগে সেরে গেছে সেই ব্যাধি
প্রোটিন না তবু একে ছাড়ে অদ্যাবধি।
শোন্ তবে গল্প সবেঃ— প্রতি বৎসরে
কর্ত্তাবাড়ী দুর্গাপূজা হত সাড়ম্বরে।

সপ্তমী অষ্টমী আর নবমীতে সেথা
মায়ের ভোগের ছিল বিশাল ব্যবস্থা।
ভোগের শুচিতা রক্ষা লাগি সেই কালে
বেঁধে রাখা হত গৃহপালিত বিড়ালে।
যথাকালে গৃহকর্ত্তা গেল লোকান্তরে
দুর্গাপূজা উঠে গেল স্বল্প কাল পরে।
বিড়াল বন্ধন বিধি পূর্ব্বেকার মত
বংশপরম্পরাক্রমে রহে অব্যাহত।
বাড়ীতে যখন কোন বিড়াল না থাকে
ধরে এনে রাখা হয় বেঁধে একটাকে।
তোদের অবস্থা বাবা হয়েছে তেমন
তাই ছানা সন্দেশের এত আয়োজন।
হয়েছিল রোগ সেই কবে কোন্‌দিন
এখনো উঠিছে রব প্রোটিন প্রোটিন।"

সাগর সঙ্গম ত্যজি তেরই শ্রাবণ
মহানগরীতে প্রভু উপনীত হন।
বহু ভক্তগৃহে করি পদধূলি দান
তিনদিন হল মঠে শুভ অবস্থান।
মহামিলন মঠেতে ষোলই শ্রাবণ
গুরুমার জন্মোৎসব হল উদ্‌যাপন।
মায়েদের বাৎসরিক সঙ্ঘ* সম্মেলন
সমকালে একই স্থলে হল আয়োজন।
অনিয়মে শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতা বাড়ে
তবু কোন শিথিলতা নাহিক প্রচারে
অতঃপর তিন দিন সাতবেড়িয়াতে
কৃ[illegible] বিতরণ চলে দিনে আর রাতে।
ন'পাড়া [illegible]তুলপুর সোনামুখী আর
ধন্য হয় লাভ[illegible]র্শ অনন্ত কৃপার।

* সতী সঙ্ঘ

আরো বহু স্থানে কৃপা বিতরণ শেষে
কুণ্ডুর* বাগানবাড়ী গেলেন তেইশে।
শ্রীরমণ কুণ্ডু এই উদ্যান-আবাস
গুরুপদে সমর্পিতে করে অভিলাষ।
হাওড়া জেলার এই আশ্রমের নাম
রাখিলেন 'শ্যামকুঞ্জ' প্রভু সীতারাম।
অন্নভোগ অশাস্ত্রীয় অব্রাহ্মণ ঠাঁই
কহিলেন সঙ্গীগণে প্রভু ত্বরা তাই—
"কুণ্ডুবাবা বাড়ীভাড়া করিলে গ্রহণ
হতে পারে অন্নভোগ হেথা আয়োজন।"
সেবকেরা গুরু আজ্ঞা করিতে পালন
স্বল্প কিছু মুদ্রা করে কুণ্ডুরে অর্পণ।

মাঝে মাঝে বঙ্গসীমা অতিক্রম করে
পার্শ্বস্থ প্রদেশে পূত পদধূলি পড়ে।
আশ্বিন অষ্টম দিনে ব্যোমযানে চড়ে
গেলেন আসাম রাজ্যে গৌহাটি শহরে।
বিমানে প্রভুর সঙ্গী মাত্র জনা চারি
অপর সকলে যায় চড়ি রেলগাড়ী।
হাওড়া ষ্টেশন হতে নামকারীগণ
বাষ্পযানে নামগানে হল নিমগন।
সর্ব্বাধীশ তারকের ** পরিচালনায়
অবিরাম গেয়ে নাম আসাম পৌঁছায়।
ভট্টাচার্য্য ভূপেনের আকুল আহ্বানে
এসেছেন প্রভু কৃপা বিলাতে এখানে।
প্রথমতঃ তার গৃহে করি পদার্পণ
ভকতের মনোবাঞ্ছা করেন পূরণ।
'সনাতন ধর্ম্ম হরিসভা'র প্রাঙ্গণে
পরদিন উপনীত হলেন সগণে।
শ্রীহরির পদধূলি লভিবার পর
হরিসভা হরিনামে সদাই মুখর।

---

* শ্রীকৃষ্ণরমণ কুণ্ডু। ** শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইস্থানে সাতদিন করি অবস্থান
গুয়াহাটী জুড়ে চলে প্রচারাভিযান।
পাদুকা পরশ প্রাতে সন্ধ্যায় ভাষণ
সর্ব্বোপরি আকর্ষণ ও দুটি চরণ।
সুপবিত্র ব্রহ্মপুত্র দর্শন মানসে
নামগান সহ যান আশ্বিনের দশে।
দেখিলেন সেথা এক মন্দির ভিতর
জনার্দ্দন মূর্ত্তি আর শিব শুক্রেশ্বর।
বিদ্যালয় বিদ্যমান মন্দির প্রাঙ্গণে
শিক্ষাদান হয় সেথা সংস্কৃত যতনে।
অধ্যক্ষ বিপিন চন্দ্র জাতীয় শিক্ষক
স্বাগত জানাতে এল আনত মস্তক।
পল্টন বাজারে থাকে শ্রীঅমূল্য ধন
অতঃপর তার গৃহে শুভ পদার্পণ।
সস্ত্রীক সে ভক্তগণে দীক্ষাদান করে
ফ্যান্সী বাজারেতে যান স্বল্প ক্ষণ পরে।
পরদিন প্রাতঃকালে লয়ে সঙ্গীগণে
যান পুণ্য কামরূপ কামাখ্যা দর্শনে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত বারই আশ্বিন
নাম সহ গুয়াহাটী হল প্রদক্ষিণ।
হিন্দুস্থানী নামকারী এক শত প্রায়
প্রভুরে শুনাতে নাম আসিল সন্ধ্যায়।
সমকালে শত কণ্ঠে নাম সঙ্কীর্ত্তনে
অপার আনন্দ জাগে সবাকার মনে।
পরদিন সন্ধ্যাকালে পণ্ডিত মণ্ডলী
নিবেদিল শ্রীচরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলি।
অবশেষে শুরু হল প্রভুর ভাষণ
মহামূল্য উপদেশ দেন দীর্ঘক্ষণ।
দুর্দ্দশা দর্শন করি ভারতনারীর
দয়াময় না পারেন রহিবারে স্থির।
কহেন কাতর কণ্ঠে —"আর্য্যনারীগণ

সতীধর্ম্ম পাতিব্রত্য করিছে বর্জ্জন।
আধুনিকতার বাহ্য প্রলোভনে হায়
অধর্ম্মের অভিমুখে অতি বেগে ধায়। .....”
দু'নয়নে বারিধারা ঝরে অনিবার
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রভু কহেন আবার—
“....এই সে ভারতভূমি যেথা মায়ীগণ
সতীত্ব রক্ষায় প্রাণ দিত বিসর্জ্জন।
রাজপুত রমণীরা দেখিল যখন
যুদ্ধজয় সুনিশ্চয় করেছে যবন,
সুপ্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করে
ঝাঁপ দিল একে একে সানন্দ অন্তরে।
পদ্মিনী প্রভৃতি করি আত্মাহুতি দান
রক্ষিল সতীত্ব আর নারীর সম্মান।
অত্যাচারী সুলতান আলাউদ্দীন
চিতোর বিজয় শেষে দেখিল সে দিন
নারীর চিহ্নও নাই রাজ অন্তঃপুরে
আছে শুধু নভস্পর্শী অনল অদূরে।”
ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর
থর থর করি কাঁপে পূত কলেবর।
ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গের থামিল কম্পন
স্থাণুবৎ স্থির প্রভু সমাধি মগন।
সুদুর্লভ এই দৃশ্য করি বিলোকন
ধন্য আজি আসামের অধিবাসীগণ।
গুয়াহাটী ত্যাগ করি পনেরোই প্রাতে
সঙ্গীদল সহ প্রভু যান নওগাঁতে।
দুই দিন সেথা কৃপা বিতরণ শেষে
সতেরোই বাষ্পযানে যাত্রা বঙ্গদেশে।
আঠারো উনিশ আর আশ্বিনের কুড়ি
শ্রীচরণ স্পর্শে ধন্য জলপাইগুড়ি।
অতঃপর ব্যোমযানে করি আরোহণ
কলিকাতা নগরীতে উপনীত হন।

কৃপা বিতরণে নাই বিরতি ক্ষণিক
মহামন্ত্রে মুখরিত হল দশদিক।

তিরিশে আশ্বিন এল বিদায় লগন
সে দিনেও শত কর্ম্মে রত সর্ব্বক্ষণ।
গ্রন্থাগার লাগি হবে মঠেতে ভবন
প্রাতঃকালে ভিত্তি তার করেন স্থাপন।
অতঃপর শ্যামকুঞ্জে হয়ে উপস্থিত
খনন করেন ভাবী মন্দিরের ভিত।
অন্য কতিপয় স্থানে পরিক্রমা করি
অপরাহ্নে উপনীত হন বালটিকুরী।
সোয়া চারিটায় সেথা হল অন্নভোগ
তখনো বিশ্রামে নাই সামান্য সুযোগ।
অগণিত নরনারী দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
বিশ্রামের বিলাসিতা শোভা নাহি পায়।
উৎকণ্ঠিত সঙ্গীগণে প্রভু ত্বরা কন—
"ভাগীরথী মঠে হবে বিশ্রাম গ্রহণ।"
কৃপা বিতরণ করি ভক্ত সমাবেশে
চলিলেন হাওড়ার ষ্টেশন উদ্দেশে।
রাত্রিকালে তথা হতে চড়ি বাষ্পযান
সাত জন সঙ্গী সহ বারাণসী যান।
কাশীধামে স্বল্পকাল বিরতির পর
দিল্লী অভিমুখে প্রভু হন অগ্রসর।
শারদীয়া দুর্গোৎসব লক্ষ্মীপূজা শেষে
রাজধানী ত্যজি প্রভু যান হৃষীকেশে।

উত্তরকাশীর কাছে ভাগীরথী মঠ
সারাটা বছর সেথা শীতের দাপট।
হেমন্তে এক্ষণে শীত ক্রমবর্দ্ধমান
বিশ্রামের অনুকূল নয় সেই স্থান।
ভক্তদের প্রার্থনায় প্রভু আপাততঃ
হৃষীকেশে অবস্থানে হলেন সম্মত।

অখণ্ড শ্রীনাম কক্ষ প্রভুর ঠিকানা
মঞ্চের অদূরে শয্যা হয়েছে রচনা।
সেথা অবস্থান করি প্রায় সর্ব্বক্ষণ
চলিছে বিশ্রাম তথা নাম আস্বাদন।
একদা সন্ধ্যার পর করতাল হাতে
মহানন্দ * সাথে শুরু করেন বাজাতে।
প্রভু নির্দ্দেশিত নানা রাগ-রাগিণীতে
ভক্তবর নিরন্তর লাগিল গাহিতে।
'কেদারা' প্রভৃতি রাগে নাম হল শেষ
'ছায়ানট' গাহিবারে দিলেন নির্দ্দেশ।
সময়ের সঙ্গে রাখি সম্যক্ সঙ্গতি
'বেহাগ' 'বাগেশ্রী' রামপ্রসাদী প্রভৃতি
বিবিধ রাগেতে নাম গাহিবার তরে
উৎসাহ প্রদান প্রভু করেন সাদরে।
শ্রীহস্তের করতাল বাজে অভিরাম
নামের প্লাবনে ভাসে হৃষীকেশ ধাম।

বিজয়ার পর প্রতি বৎসরের মত
এখানেও আসে নিত্য পত্র শত শত।
অগণিত শিষ্যভক্ত আছে যারা দূরে
প্রাণের প্রণাম পত্রে পাঠায় প্রভুরে।
প্রভুরও উত্তর দানে উৎসাহ অপার
এবারের বিজয়ার আশীর্ব্বাণী তাঁর—

"বিজয়া দিবসে মাগো সকলের শিরে
বরিষ আশীষধারা জগৎজননী!
রোগ শোক দুঃখ জ্বালা চলে যাক্ দূরে
সবার সম্বল হোক্ চরণ দু'খানি।"

---

* বিশিষ্ট নামকারী শিষ্য কিঙ্কর মহানন্দ (শম্ভুজী)

কবে সে আশীষ বলে এ অধম দাস
ধরিতে চরণ দু'টি করিবে প্রয়াস!
আর সব ছেড়ে তব চরণ যুগল
কবে দাস জনার্দ্দন করিবে সম্বল।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬১)

।। শয্যায় গোখ্‌রো।। প্রচারাভিযানে রাজস্থানে—১৩৮১।।
।। অনুপম গুরুভক্তি।।

হৃষীকেশে একদিন শিষ্যভক্তদল
বিচিত্র ঘটনা হেরি বিস্ময়ে বিহ্বল।
রাত্রির প্রথম যামে বিশ্রাম কারণ
নামমঞ্চ পার্শ্বে প্রভু নিদ্রায় মগন।
ভোগাদি প্রস্তুত তাই জানাতে আহ্বান
শিষ্য ওমানন্দ এল প্রভু সন্নিধান।
শ্রীচরণে সন্তর্পণে করি হস্তার্পণ
নিদ্রাভঙ্গ লাগি করে মৃদু সঞ্চালন।
কম্বলের মধ্য হতে এমন সময়
শ্বেতবর্ণ গোখ্‌রো এক বহির্গত হয়।
জনসমাগমে ভীত নাগ মহাশয়
গৃহকোণে সঙ্গোপনে লইল আশ্রয়।
অকুস্থলে উপস্থিত শিষ্যভক্তদল
অমঙ্গল আশঙ্কায় চঞ্চল বিহ্বল।
অচিরে এ উদ্বেগের করি অবসান
প্রভু ধীরে শয্যা 'পরে করে গাত্রোত্থান।
সবারে আশ্বস্ত করি কহেন তখন—
"ভয় নাই হয় নাই কোন অঘটন"

বিষধর অনন্তের পুণ্যসঙ্গ আশে
বারে বারে চেষ্টা করে যেতে শয্যাপাশে।
ইতিমধ্যে অত্যুৎসাহী ভক্ত এক জন
'লাঠ্যৌষধি' প্রয়োগের করে আয়োজন।
প্রভুর নিষেধে নারে করিতে সে কাজ
মৃত্যুযোগ হতে মুক্তি পেল নাগরাজ।

সঙ্গীশিষ্যগণ সহ পূর্ব্বসূচিমত
রাজস্থানে অভিযানে হলেন উদ্যত।
দিল্লী অভিমুখে যাত্রা দশই অঘ্রাণ
বসন্ত বিহারে রাতে শুভ অবস্থান।
পর দিন দ্বিপ্রহরে ব্যোমযানে চড়ে
উদয়পুরেতে যান দুইটার পরে।
বিমান বন্দরে শিষ্যভক্ত অগণন
রাজকীয় অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
শকটের শোভাযাত্রা শুরু স্বল্প পরে
অগ্রে সুসজ্জিত যানে নাম উচ্চস্বরে।
নামের পশ্চাতে নামী সুন্দর শকটে
ধীরে ধীরে লক্ষ্যস্থল এল সন্নিকটে।
পথের উভয় পার্শ্বে ছাত্র অগণন
পুষ্পমাল্য দ্বারা করে স্বাগত জ্ঞাপন।
'মেজর' পদাধিকারী রাও মনোহর
প্রভুর সেবায় হেথা অতীব তৎপর।
'গোবিন্দ ভবন' নামে বাসস্থানে তার
গুরু সমাগমে আজি আনন্দ অপার।
আরতি বন্দনাগীতি সহ মায়ীগণ
গৃহদ্বারে শ্রদ্ধাভরে করে আবাহন।
রাজমাতা সহ বহু গণ্যমান্যজন
ধন্য হয় দরশনে বন্দে শ্রীচরণ।
বহু শিষ্যভক্তগৃহে করি পদার্পণ
অহৈতুকী কৃপাধারা চলে বরিষণ।

দীক্ষাপ্রার্থী প্রতিদিন আসে দলে দলে
ধন্য হয় লভি স্থান শ্রীচরণ তলে।
মহারাণা প্রাসাদেতে চোদ্দই অঘ্রাণ
কৃপা করি পদধূলি করেন প্রদান।
মীরা-মার সাধনার এই পুণ্যক্ষেত্র
এ গৃহের প্রতিকণা ধূলি সুপবিত্র।
তাঁর নিত্য আরাধিত গোপাল বিগ্রহে
করেন দর্শন প্রভু পরম আগ্রহে।
ষোলই অঘ্রাণ প্রাতে নাথদ্বারা হয়ে
পৌঁছিলেন কাঁকরোলী মধ্যাহ্ন সময়ে।
সুউচ্চ মন্দিরে কৃষ্ণে করি দরশন
সদলে প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হন।
ঘনেরাতে হল রাতে শুভ অবস্থান
পরদিন প্রাতে বেরা অভিমুখে যান।
বেরাবাসীদের নাই ভক্তির তুলনা
দলে দলে করে আসি হার্দ্য অভ্যর্থনা।
ফলভোগ গ্রহণান্তে উনিশে অঘ্রাণ
তৈলযানে আরোহণে যোধপুর যান।
ভক্তিমতী রাজদাদী আশ্রিত সন্তান
পরদিন প্রভু তার প্রাসাদেতে যান।
রাজা রাজমাতা সহ গৃহের সকলে
সমবেত হল ত্বরা শ্রীচরণতলে।
রাজপ্রাসাদেতে পরে করি আনয়ন
সপার্ষদ রাজা করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
রাজারে করেন প্রভু উপদেশ দান—
"হও দৃঢ় শৌর্য্যশালী সচ্চরিত্রবান।
পানদোষ সহ দুষ্ট অভ্যাস সকল
দাও 'এ'কে হও তুমি পবিত্র নির্ম্মল।"
উপবীত ত্যাগ রাজা করেছেন জেনে
বোঝালেন দীর্ঘক্ষণ অতীব যতনে—
"উপবীত ধারণেতে মহা ফলোদয়
ত্যাগে মহা অপরাধ আর বিপর্য্যয়।

দেখ চেয়ে দিকে দিকে জীবের দুর্গতি
চাই আজ ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় নৃপতি।
ভারতের অভ্যুদয় প্রকৃত মঙ্গল
ক্ষত্রিয়ের শাসনেই সম্ভব কেবল।
ওঠো! জাগো! হে ক্ষত্রিয় ঘুমায়ো না আর
দুর্গতি মোচন কর দেশমাতৃকার।
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতে বড়
মায়ের সেবায় আত্মনিবেদন কর।"
জপাদিতে করিবারে উৎসাহ প্রদান
দশধা গায়ত্রী জপ রাজারে করান।
দরবার আদি কক্ষ করি দরশন
অবশেষে সুরক্ষিত দুর্গে পদার্পণ।
চামুণ্ডা মন্দির সেথা করি দরশন
সহমরণের স্থানে করেন গমন।
সহমৃতা সেই সতী রমণীর কন্যা
প্রভুর নিকট দীক্ষা নিয়ে আজি ধন্যা।

প্রচারের পরবর্ত্তী কেন্দ্র আজমীঢ়
বাইশে অঘ্রাণ সেথা হলেন হাজির।
চারিটায় অন্নভোগ গ্রহণের পর
তৈলযান আরোহণে গেলেন পুষ্কর।
পরদিন হন কোটা শহরে হাজির
হাজার হাজার হেথা ভকতের ভিড়।
শত শত মাইল দূর হতে বহু জনে
এসেছে ব্যাকুল চিতে পুণ্য দরশনে।
দেড় শতাধিক জনে চব্বিশে অঘ্রাণ
করিলেন প্রভু হেথা মন্ত্রদীক্ষা দান।
পক্ষকালব্যাপী এই প্রচারাভিযানে
পড়িল ব্যাপক সাড়া সারা রাজস্থানে।
কোটা হতে বোম্বাইয়েতে যান অতঃপর
হঠাৎ শ্রীঅঙ্গ হল জ্বরেতে কাতর।

সাতাশের অপরাহ্নে ব্যোমযানে চড়ে
পৌঁছিলেন দমদম বিমানবন্দরে।
দাগার গৃহেতে কৃপা বিতরণ করে
মধ্যরাতে যান মঠে বরাহনগরে।
গুরুমা-র পদে শ্রদ্ধা নিবেদন তরে
মঠ হতে যাত্রা রাত্রি একটার পরে।
গুরুভক্ত সীতারাম সানন্দে স্বেচ্ছায়
সঁপেছেন আপনারে গুরুমা-র পায়।
গুরুমাতা গুরুপুত্র গুরুর সমান
আপনি আচরি প্রভু জীবেরে শিখান।

এ প্রকার গুরুভক্তি ব্রহ্মাণ্ডে বিরল
এ সকল তোমাতেই সম্ভব কেবল।
বলে দাও কৃপা করি ওগো প্রেমময়
কি উপায়ে গুরু পায়ে ভক্তি উপজয়।
দাও দাস জনার্দ্দনে কণিকা ভকতি
এ মিনতি সহ পদে অসংখ্য প্রণতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬২)

।। ধৈর্য্যের পরীক্ষা—১৩৮১।। গুণ্টুর রামনামক্ষেত্রম্-এ।।
।। দুষ্ট দমনে তামিলনাদে।। গঙ্গাসাগর মেলায়।।

রাজস্থানে সাঙ্গ করি প্রচারাভিযান
বাঙলাতে পঁহুছান সাতাশে অঘ্রাণ।
আঠাশে ডুমুরদহ মগরা প্রভৃতি
জ্বর-গায়ে পরিক্রমা হল যথারীতি
অপরাহ্ণ চারিটায় ভোগ চুঁচুড়াতে
মহামিলন মঠেতে পৌঁছিলেন রাতে।

তখন অবধি আট ন'হাজার প্রায়
নরনারী প্রতীক্ষিয়া দর্শন আশায়।
প্রচণ্ড ভীড়েতে মঠে চলা সুকঠিন
অনেক আয়াসে মঞ্চে হন সমাসীন।
প্রভু বিরচিত 'দাস্য মধুর' নামক
অভিনীত হল মঠে সার্থক নাটক।
আশ্রিত সেবক আর ভক্ত বহু জন
বিভিন্ন চরিত্র যত্নে করে রূপায়ণ।
অভিনয় সাঙ্গ হয় রাত্রি বারটায়
তখনো আসর ভক্তে পরিপূর্ণ প্রায়।
নাটকের চেয়ে বড় আকর্ষণ আজ
নাট্যকার সবাকার গুরু মহারাজ।
প্রভুর আসার কথা দুপুরের পরে,
আশাহত বহু ভক্ত গেছে ফিরে ঘরে।
অভিনয় শেষে কন প্রভু এ বিষয়—
"এই যে বিলম্ব সে-ও অকারণ নয়।
যারা মহাভাগ্যবান তারা গেল থেকে
আনন্দ ও শিক্ষা পেল অভিনয় দেখে।
ধৈর্য্যের পরীক্ষা হয় বিলম্বের দ্বারা
সাফল্যে পৌঁছিতে পথ নাই ধৈর্য্য ছাড়া।
ধৈর্য্যহারা হয়ে যারা ফিরে গেল ঘরে
তারা শুধু ব্যর্থতার বোঝা বয়ে মরে।"
পরদিন পুনরায় মঠে পদার্পণ
দরশন লাভে ধন্য ভক্ত অগণন।
দীক্ষাপ্রার্থী বহুজনে তিরিশে অঘ্রাণ
কৃপা করি মন্ত্রদীক্ষা করিলেন দান।

পৌষের প্রথম প্রাতে যাত্রা মাটিয়ারী
চূরণী নদীর তীরে বিগড়ালো গাড়ী।
সেখানেই ফলভোগ হল আয়োজন
সন্ধ্যাকালে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন।

শত শত শিষ্যভক্ত দরশন তরে
প্রতীক্ষায় রত প্রায় সারাদিন ধরে।
সবাকার এ প্রকার ব্যাকুলতা হেরি
দয়াময় প্রভু মঞ্চে যান সরাসরি।
দিবসের অন্নভোগ রাত্রি দুইটায়
প্রাতঃকালে তৈলযানে যাত্রা পুনরায়।
বিরতি ক্ষণিক তরে পথে বর্দ্ধমানে
পৌঁছিলেন রাণীগঞ্জে দিবা অবসানে।
সদানন্দ চক্রবর্ত্তী চিহ্নিত সন্তান
তার গৃহে রাত্রিকালে শুভ অবস্থান।
পৌষের তেসরা প্রাতে চড়ি তৈলযান
গয়া কাশীধাম সহ নানাস্থানে যান।
এই পরিক্রমা তথা প্রচার সময়
শ্রীঅঙ্গের তাপবৃদ্ধি পেল অতিশয়।
বম্বে হতে শ্রীঅঙ্গেতে সঙ্গী এই জ্বর
পৌষ দশে ফিরিলেন বঙ্গে অতঃপর।
দিবাশেষে অন্নভোগ কেদার ভবনে
দিগসুই যান পরে শ্রদ্ধা নিবেদনে।
চুঁচুড়াতে ভোগ রাতে আর অবস্থান
এইমত অবিরত চলে অভিযান।

শ্রীআঞ্জনেয়ালু নামে শিষ্য এক জনা
গুণ্টুরেতে পদার্পণে জানায় প্রার্থনা।
বাৎসরিক উৎসবেতে সেথা যোগদানে
পৌষের ষোলই রাতে যাত্রা বাষ্পযানে।
চলন্ত মাদ্রাজ মেলে সঙ্গী শিষ্যগণ
অবিরাম মহানাম করে সঙ্কীর্ত্তন।
সাড়ে আট ঘটিকায় আঠারোই প্রাতে
শকট বদল হল বেজওয়াদাতে।
লক্ষ্যস্থলে এল চলে স্বল্পক্ষণ পরে
অভ্যর্থনা হল হেথা মহা সমাদরে।

রামনামক্ষেত্রম্‌-এর বিশাল চত্বর
জনসমাগমে পূর্ণ কীর্ত্তনে মুখর।
হাজার হাজার ভক্ত পরম শ্রদ্ধায়
করজোড়ে ভক্তিভরে স্বাগত জানায়।
মন্দির বিগ্রহ সব করি প্রদক্ষিণ
মঞ্চোপরে প্রভু পরে হলেন আসীন।
হিন্দীতে ভাষণ দেন সুদীর্ঘ সময়
তেলেগুতে সাথে সাথে অনূদিত হয়।
অনুপম উপদেশ করিয়া শ্রবণ
অতিশয় আনন্দিত ভক্ত অগণন।

ক্ষমতার মদে মত্ত ধর্ম্মদ্বেষীদল
সম্প্রতি তামিলনাদে অতীব প্রবল।
এবে তারা হয়ে হারা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান
ভগবান শ্রীরামের করে অপমান।
ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী মর্ম্মে ব্যথা পায়
অসহায় অশ্রু ঢালে শ্রীরামের পায়।
ধরমের এই গ্লানি করিতে মোচন
প্রভু স্বীয় স্কন্ধে ভার করেন গ্রহণ।
সেবকগণের সাথে রাতে এ বিষয়
আলোচনা হল অতি সুদীর্ঘ সময়।
স্থির হল অবশেষে প্রতিকার তরে
সদলে যাবেন প্রভু মাদ্রাজ শহরে।
আলোচনা সাঙ্গ হল গভীর নিশায়
শ্রীবিগ্রহে অকস্মাৎ তাপ বৃদ্ধি পায়।
জ্বরের ঘোরেতে প্রভু প্রায় অচেতন
রোগ নিমোনিয়া বৈদ্য করে নিরূপণ।
ঔষধ প্রভাবে ক্রমে কমে এল জ্বর
সাবধান হতে তবু বলে বৈদ্যবর।
তিন দিন নিতে হবে অবশ্য বিশ্রাম
অন্যথা বাড়িতে পারে আবার ব্যারাম।

অগ্রদূতরূপে পাঁচ শিষ্যে সে কারণ
অনতিবিলম্বে হল মাদ্রাজে প্রেরণ।
ওমানন্দ সদানন্দ শম্ভু রত্নেশ্বর,
সেবক গোপাল মিত্র পঞ্চম কিঙ্কর।
অসুস্থ দেহেও রাতে বহুক্ষণ ধরে
লেখেন সুদীর্ঘ পত্র মণি আম্মলেরে।
ধর্ম্মদ্বেষীদের নেত্রী এই আম্মল্
মাদ্রাজেতে বাসস্থান আর কর্ম্মস্থল।

ক্ষেত্রমের উৎসবের সমাপ্তি দিবসে
হল নানা অনুষ্ঠান পৌষের একুশে।
নরনারায়ণ মূর্ত্তি হাজার হাজার
দ্বিপ্রহরে তৃপ্তিভরে করিল আহার।
প্রভুর তরফ হতে মুদ্রা দশ শত
এ উৎসব উপলক্ষ্যে হইল প্রদত্ত।
পরদিন সন্ধ্যাবেলা চড়ি বাষ্পযান
পৌষের তেইশে প্রভু মাদ্রাজে পৌঁছান।
ষ্টেশনে হাজির ছিল অগ্রগামী দল
শ্রীচরণ দরশনে আনন্দে উচ্ছল।
শ্রীনামকীর্ত্তন সহ শোভাযাত্রা করি
চলিলেন মাদ্রাজের রাজপথ ধরি।
যথাকালে উপনীত হয়ে লক্ষ্যস্থলে
নেচে নেচে নাম করে আনন্দে সকলে।
অসুস্থতা অজুহাতে আম্মল না আসে
ফলোদয় নাহি হয় বিশেষ প্রয়াসে।
প্রভুর ইচ্ছায় দীর্ঘ পত্রটি তখন
লোক মারফৎ হল মায়ীকে প্রেরণ।
অকস্মাৎ শান্তিরক্ষী আসি দলে দলে
'ভ্যান'যোগে উপস্থিত হল অকুস্থলে।
হাঙ্গামার আশঙ্কায় এসে দেখে তারা
শান্তিকামী ভক্তবৃন্দ নামে মাতোয়ারা।

এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু করণীয় নাই
পুলিশবাহিনী শীঘ্র গেল ফিরে তাই।

জনতা এক্সপ্রেসে যাত্রা চব্বিশে প্রভুর
পরদিন পৌঁছিলেন বহরমপুর।
সেথায় অখণ্ড নামে করি যোগদান
পুরীধামে নীলাচল আশ্রমেতে যান।
কটক প্রভৃতি স্থানে পরিক্রমা শেষে
তৈলযানে যাত্রা রাতে পৌষের পঁচিশে।
পরদিন বাঙ্‌লাতে করি পদার্পণ
গুরুধাম দিগসুয়ে উপনীত হন।
ভক্তিভরে গুরুমার বন্দি পদদ্বয়
প্রসাদ পেলেন প্রায় পরাহ্ন সময়।
সন্ধ্যারাতে মগরাতে আনন্দ কাননে,
ডুমুরদহ হয়ে যান কেদার ভবনে।
মিলন মঠেতে প্রায় সাড়ে তিনটায়
কৃপা বিতরণে সারা রাত কেটে যায়।
সাতাশের ভোরবেলা গর্চা গুরুধামে
সাতটায় অবসর মিলিল বিশ্রামে।
একঘণ্টা বিশ্রামান্তে বেলা আটটায়
কৃপা বিতরণ শুরু হল পুনরায়।
দশটায় যাত্রা গঙ্গাসাগর-উদ্দেশে
দ্বিপ্রহরে ফল ভোগ কাকদ্বীপে এসে।
রাত নয়টার পর সেবক সহিত
যোগেন্দ্র মঠেতে প্রভু হন উপস্থিত।
পৌষের অন্তিম এই লগনে এখানে
লক্ষ লক্ষ যাত্রী নিত্য আসে পুণ্যস্নানে।
শ্রীচরণ দরশনে আসে বহু জন
যোগেন্দ্র মঠেও তাই ভিড় সর্ব্বক্ষণ।
প্রসাদের অপর্য্যাপ্ত হেথা আয়োজন
মধ্যাহ্নে অভুক্ত নাহি ফেরে কোন জন।

আশ্রয় দানেও চেষ্টা চলে সাধ্যমত
ঠাঁই পায় অসহায় যাত্রী শত শত।
সর্ব্বোপরি কৃপাস্পর্শে ভাগ্যবানগণ
অপার্থিব আনন্দেতে হয় নিমগন।
সংক্রান্তির পরে ভিড় পায় ক্রমে হ্রাস
কর্ম্মরাশি লয় গ্রাসি তাঁর অবকাশ।
নাম পাঠ প্রার্থনাদি সব অনুষ্ঠানে
বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাই যোগদানে।
দ্বীপবাসীগণে পথ প্রদর্শন তরে
দেন উপদেশ সভা আয়োজন করে।
মাঘের দ্বিতীয় অর্দ্ধে লঙ্ঘি দ্বীপ সীমা
বাংলার দক্ষিণভাগে চলে পরিক্রমা।

জগৎকল্যাণে রত প্রভু সীতারাম
যেচে যেচে দ্বারে দ্বারে বিলান শ্রীনাম।
এ লীলার এক কণা করি আস্বাদন
চরণে শরণ নিল দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬৩)

।। মহা আবির্ভাব উৎসব—১৩৮১ ।।

।। মুখ্য অনুষ্ঠান বোম্বাই শহরে ।। নানাস্থানে প্রচার ।।

ফাল্গুন দোসরা ত্যজি সাগর সঙ্গম
কচুবেড়ে আশ্রমেতে এলেন প্রথম।
গঙ্গা পার হয়ে পরে সরিষাতে যান
জীবনকৃষ্ণের গৃহে রাতে অবস্থান।
পরদিন যাত্রা শুরু প্রভাত বেলায়
তৈলযান আরোহণে মহেশতলায়।

'কমলা মাতা'র শুভ আবির্ভাব তিথি
সে উৎসব উপলক্ষ্যে হেথা উপস্থিতি।
নবদ্বীপ ধাম সহ ভ্রমি বহু স্থান
পাঁচই গভীর রাতে দিগসুই যান।
মহা আবির্ভাব দিন ফাল্গুনের ছয়ে
উৎসবের শুভারম্ভ হল দিগসুয়ে।
সাতই উৎসব স্থল গঙ্গা সন্নিকটে
কেওটা মাতুলালয়ে প্রাণহরি মঠে।
আটই ডুমুরদহ কেন্দ্র জন্মোৎসবে
মহান লীলার যেথা সূচনা শৈশবে।
প্রফুল্ল ভট্টা'র গৃহে ফাল্গুন নবমে
জন্মোৎসব উদ্‌যাপন হল দমদমে।
দশই মিলন মঠে বরাহনগরে
নিষ্ঠাভরে জন্মোৎসব মহা আড়ম্বরে।
বালটিকুরী সদানন্দ মঠ সুপ্রাচীন
উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে পরদিন।
সাদার্ণ এভিনিউ-এ সরোবর পাশে
উৎসবের আয়োজন ফাল্গুন দ্বাদশে।
প্রভুর উপস্থিতি এ সকল স্থানে
আনন্দ সঞ্চার করে সবাকার মনে।
ফাল্গুনের ত্রয়োদশে লয়ে সঙ্গীগণ
রাত্রিকালে বম্বে মেলে হল আরোহণ।
খড়গপুর টাটা সহ বিভিন্ন ষ্টেশনে
ব্যাকুলিত শিষ্যভক্ত আসে দরশনে।
অখণ্ড কীর্ত্তন পাঠ প্রার্থনা আরতি
চলমান বাষ্পযানে চলে যথারীতি।
তৃতীয় দিবস প্রাতে যাত্রা অবসান
ফাল্গুনের পনেরোতে বোম্বাই পৌঁছান।
অভ্যর্থনা পর্ব্ব অন্তে সদলে অচিরে
এলেন বিশ্রাম স্থলে সমুদ্রের তীরে।
পরদিন প্রাতঃকালে লয়ে সঙ্গীগণে
বাহির হলেন প্রভু নগর কীর্ত্তনে।

দীক্ষাপ্রার্থী বহুজনে মধ্যাহ্ন সময়
কৃপা করি শ্রীচরণে দিলেন আশ্রয়।
ভুলাভাই নামাঙ্কিত অডিটোরিয়ামে
সভা আয়োজন হল দিবা শেষ যামে।
অগণিত ভক্তে কৃপা করিতে বর্ষণ
দিলেন দু' ঘণ্টা দীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ ঃ—
"....শাস্ত্রপথ রাজপথ প্রহরী বেষ্টিত
এ পথে চলিতে হও সতত চেষ্টিত।...
শুদ্ধাহার সদাচার কালে উপাসনা
নাশে আধি নাশে ব্যাধি ঘুচায় যন্ত্রণা।
পার না করিতে কোন কঠোর সাধন?
উচাটন প্রাণ মন মানে না শাসন?
ভয় নাই ভয় নাই হ'য়ো না হতাশ
উঠিতে বসিতে কর নামের অভ্যাস।
জপ নাম গাও নাম সকল সময়
এ দেহ ধারণ হবে সার্থক নিশ্চয়।..."

প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী সাধক মহান
প্রধান অতিথিরূপে মঞ্চে বিদ্যমান।
ভাষণ প্রদান লাগি অনুরুদ্ধ হয়ে
ব্রহ্মচারী মহারাজ কহে সবিনয়ে—
"ভাষণে যা দিয়েছেন ইনি উপদেশ
কি বা আর বলিবার আছে অবশেষ।
বরং যেটুকু আছে সময় এখন
আসুন সকলে মিলে করি সঙ্কীর্ত্তন।"
এত বলি করতাল লয়ে ত্বরা করে
আরম্ভ করিল নাম অতি উচ্চস্বরে।
পরদিন পুণ্য তিথি ওঙ্কার পঞ্চমী
ধন্য হয় সবে গুরু চরণে প্রণমি।
ভুলাভাই প্রেক্ষাগারে অনুষ্ঠান স্থলে
সকাল থেকেই ভক্ত আসে দলে দলে।

যথাকালে গুরুপূজা হলে সমাপন
নিবেদিল শ্রদ্ধাঞ্জলি শিষ্যভক্তগণ।
প্রভুদত্ত সুসংক্ষিপ্ত ভাষণে আপন
অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি করে নিবেদন।
অতঃপর উঠিলেন নামানন্দে মাতি
নামের মাধ্যমে হল সভার সমাপ্তি।

আঠারোই শহরে ও শহরতলিতে
বহু ভক্তগৃহে হল পদধূলি দিতে।
দীক্ষাপ্রার্থী এ দিনেও ছিল বহু জন
সবার প্রার্থনা প্রভু করেন পূরণ।
বোম্বাই শহর ত্যজি সন্ধ্যায় সদলে
এলেন আমেদাবাদে উনিশে সকালে।
অতঃপর বাবিপুরা হয়ে মেহেসনা
উৎসবান্তে তথা হতে বাইশে জোঠানা।
মণ্ডন প্রভৃতি হয়ে সুরেন্দ্রনগর
দ্বারকায় যান জামনগরের পর।
এই মত বহুস্থানে করি পর্য্যটন
শুভ জন্মোৎসবে অংশ করেন গ্রহণ।
গুজরাটীদের নাই ভক্তির তুলনা
অনুপম আপ্যায়ন আর অভ্যর্থনা।
পূর্ণকুম্ভ শিরে লয়ে মায়ী বহুজন
সর্ব্বত্র সাদরে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
সেই সাথে নরনারী ভক্ত শত শত
মহোল্লাসে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে রত।
আঠাশে সকালে দিল্লি রাতে বৃন্দাবন
তিন দিন পুণ্যধামে কৃপা বিতরণ।
চৈত্রের তৃতীয় দিন কাশী রামাশ্রমে
অভাবিত ভিড় জমে ভক্ত সমাগমে।
কৃপা বিতরণ চলে অকৃপণভাবে
কলেবর কৃশতর বিশ্রাম অভাবে।

অল্পাধিক জ্বরাক্রান্ত হন প্রভু প্রায়-ই
পরিক্রমা চলে তবু সূচী অনুযায়ী।
চৈত্র ছয়ে মধুপুর রাতে বেলরুই
পরদিন বর্দ্ধমান হয়ে দিগসুই।
বাঙ্‌লার দিকে দিকে চলিছে প্রচার
দশই প্রভাতকালে গেলেন গন্তার।
ভক্ত জনতার ভিড়ে পূর্ণ চারিদিক
ভাষণ দিলেন দীর্ঘ দুই ঘণ্টাধিক।
এখানে বিশেষ এক অঘটন হেরি
আনন্দ বিস্ময় জাগে চিত্তে সকলের-ই।
গতরাতে সর্পাঘাতে হঠাৎ হেথায়
হীরেনের ভাগিনেয় হল মৃতপ্রায়।
আত্মীয় স্বজন সব করে হাহাকার
হীরেন ঘোষাল শুধু শান্ত নির্ব্বিকার।
মেমারী আরোগ্যালয়ে পাঠিয়ে রোগীরে
গুরুসেবা আয়োজন করে ধৈর্য্য ধরে।
রোগীর অবস্থা হেরি সঙ্কটজনক
শ্রীগুরু চরণ স্মরে ভক্ত চিকিৎসক।
অবশেষে অসহায় আত্মীয়স্বজন
প্রভু-পদপ্রান্তে তারে করে আনয়ন।
বুলিয়ে শ্রীহস্ত তার মস্তক উপর
দিলেন প্রসাদী মালা পরিয়ে সত্বর।
কহিলেন—"ফেলে রাখ্ নামের নিকট
নামেতেই যাবে কেটে সকল সঙ্কট।
দেখেন বিদায় বেলা প্রভু দয়াময়
বহুলাংশে সুস্থ রোগী সন্ধ্যার সময়।
গরল অমৃত হয় পরশে যাঁহার
সে প্রভুর লীলা কথা অতি চমৎকার।
এ লীলা বোঝার মত নাহিক সাধন,
শ্রীচরণে কৃপাপ্রার্থী দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬৪)

।। দোলে নীলাচলে—১৩৮১।। অশৌচ সঙ্কোচ।।

।। মায়েদের অখণ্ড নাম।। ব্রজনাথ ধামে অখণ্ড নাম—১৩৮২।।

।। মা আনন্দময়ীর আশ্রমে।।

চৈত্র দশে যাত্রা রাতে বঙ্গভূমি হতে
কটকেতে পৌঁছিলেন পরদিন প্রাতে।
সারাদিন সেথা কৃপা বিতরণ চলে
ভুবনেশ্বরে যান বারই সকালে।
রাত্রিকালে নীলাচলে শুভ পদার্পণ
উদ্দেশ্য দোলেতে হেথা নাম বিতরণ।
পরদিন পুণ্য দোল পূর্ণিমার প্রাতে
আনন্দে ওঠেন মাতি আবীর খেলাতে।
অনন্তর শিষ্যভক্ত সমভিব্যাহারে
বাহির হলেন পথে শ্রীনাম প্রচারে।
হরিনামে চারিদিক মুখরিত করি
জগন্নাথ মন্দিরেতে গেলেন শ্রীহরি।
পশ্চিম দ্বারের নামে করি যোগদান
গম্ভীরাদি হয়ে সিদ্ধবকুলেতে যান।
লীলাকুঞ্জ প্রভৃতিতে নাম দান করে
আশ্রমেতে ফিরিলেন দেড়টার পরে।
মহাপ্রসাদের আজি মহা আয়োজন
পরিতৃপ্ত হল প্রায় চারি শত জন।
পূর্ণিমার অপরাহ্ণে ত্যজি পুরীধাম
যান বহরমপুর—জিলা গঞ্জাম।
যাত্রাপথে শ্রীঅঙ্গেতে এল খুব জ্বর
তাপমাত্রা একশত দু'য়ের উপর।
কোন কর্ম্মসূচি তবু না হয় বর্জ্জন
চলে পরিক্রমা সাথে কৃপা বিতরণ।

উড়িষ্যায় নামদান করি সমাপন
চৈত্রের ষোলই বঙ্গে উপনীত হন।
অতঃপর প্রায় এক পক্ষকাল ধরে
চলিল প্রচার হেথা গ্রামে ও শহরে।
একালে প্রতিষ্ঠা হল কচুবেড়িয়াতে
বাসুদেব মঠ চৈত্র আঠারোই প্রাতে।
আর প্রতিষ্ঠিত হল অখণ্ড শ্রীনাম
চৈত্রের চব্বিশে ভোরে—স্থান জিব্‌টে গ্রাম।
সাতাশেতে শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার কারণ
একলকী গ্রামে সভা হল আয়োজন।
বিশাল সভায় প্রভু কহেন ভাষণে—
"......তের বা পনেরো দিন অশৌচ পালনে
শূদ্র বাবাদের কোন নাই অধিকার,
এ বিষয়ে একমত সব শাস্ত্রকার।
সুবিশাল শাস্ত্রসিন্ধু সযত্ন মন্থনে
পাইনি একটি বাক্য এর সমর্থনে।
একটি প্রমাণ যদি পার কেউ দিতে
এসো বলো মেনে নেব দ্বিধাহীন চিতে।
শূদ্রদের মাসাশৌচ সর্ব্ব শাস্ত্র কয়
খুশীমত হ্রাসবৃদ্ধি সমীচীন নয়।
অশৌচ কালের মধ্যে শ্রাদ্ধ করা হলে
সে শ্রাদ্ধ সুসিদ্ধ নাহি হয় কোন কালে।
সে কেবল অর্থহীন ব্যর্থ অনুষ্ঠান
পিত্রাদি প্রেতত্ব হতে মুক্তি নাহি পান।
অহরহঃ দুর্ব্বিষহ কষ্ট ভোগ করে
পিতৃগণ অভিশাপ দেয় বংশধরে।
অমোঘ সে অভিশাপ না যায় খণ্ডন
দুঃখানলে তাই জ্বলে শূদ্রবাবাগণ।
তাদের দুর্দ্দশা হেরি কাঁদে 'এ'র প্রাণ
শাস্ত্রপথে তাই করি সবারে আহ্বান।
পথহারা হে বাবারা কর অবধান
'এ' চায় সর্ব্বতোভাবে তোদের কল্যাণ।

সবার মঙ্গল 'এ'র একান্ত কামনা
"বিশ্বের কল্যাণ হোক্" মোদের প্রার্থনা।"

চৈত্র ত্রিশে কতিপয় সেবক সহিত
অপরাহ্ণে বৃন্দাবনে হন উপস্থিত।
মন্দির সহিত এক কুঞ্জের ভবন
গোপাল মিত্রের পিতা করেছে অর্পণ।
প্রথমে সে কুঞ্জ আর মন্দিরাদি সহ
করেন দর্শন গোপীমোহন বিগ্রহ।
অতঃপর দরশন করি শ্যামরায়
পূত বারি স্পর্শিবারে যান যমুনায়।
যমুনার তীরে বসি প্রভু এ সময়
মাখিলেন পূত রজ সর্ব্ব অঙ্গময়।
সঙ্গীদের স্নানপর্ব্ব হলে সমাপন
তাদের অঙ্গেও রজ করেন লেপন।
চৈত্র সংক্রান্তির দিন প্রভাত সময়
নবলব্ধ কুঞ্জে নাম প্রতিষ্ঠিত হয়।
অখণ্ড শ্রীনামযজ্ঞ মন্দির চত্বরে
প্রতিষ্ঠিত হল সেথা মায়েদের তরে।
ভোগ অন্তে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায়
রাজধানী অভিমুখে যাত্রা পুনরায়।
অস্থায়ী ঠিকানা হেথা বিড়লা মন্দির
গণ্যমান্য দর্শনার্থী করে বহু ভিড়।
দরশনে উপদেশে জুড়ায় হৃদয়
বহু জন মন্ত্রদীক্ষা লভি ধন্য হয়।
দিল্লি হতে অতঃপর যান হৃষীকেশে
নববর্ষে বাণী তাঁর সবার উদ্দেশে—
"নূতন বরষে পরম হরষে কর সবে নাম গান,
শয়নে স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে তোলরে মধুর তান।
ধর ধরাধরে বিশ্বচরাচরে আসুক নামের বান
গাও প্রিয়তম নাম অনুপম জয় জয় ভগবান।।"

বিশ্রামের অবকাশ যদ্যপি প্রচুর
অবসর রুচিকর না হয় প্রভুর।
স্বেচ্ছাবৃত কর্ম্মে শত রত অনুখন
রাত্রি প্রায় একটায় শয্যায় গমন।
শয্যাত্যাগ চারিটায় কিম্বা তারও আগে
সঙ্গীদের অধিকাংশ তখনো না জাগে।
শয্যাপার্শ্বে একে একে গিয়ে ত্বরা করে
ঘুম ভাঙ্গাবার তরে ডাকেন আদরে।

নামপ্রেমী প্রভুর অনুমোদনক্রমে
অখণ্ড শ্রীনাম শুরু ব্রজনাথধামে।
তেসরা বৈশাখ হতে শুরু এই নাম
মহামন্ত্রে মুখরিত ডুমুরদহ গ্রাম।
রামাশ্রম প্রাঙ্গণেতে পুণ্য গঙ্গাতটে
একটি অখণ্ড নাম ছিল পূর্ব্ব হতে।
এখন দুইটি নাম হল এক-ই গ্রামে
প্রভু কন—"চারিদিক দে ভাসিয়ে নামে।"

হৃষীকেশে বাষ্পযানে করি আরোহণ
আটই আসানসোলে উপনীত হন।
কৃপা বিতরণ লাগি যান অতঃপর
রাণীগঞ্জ সোমেশ্বর বক্তারনগর।
এগারোই দিগসুই পরিক্রমা শেষে
দ্বিপ্রহরে রাণাঘাটে পঁহুছান এসে।
বিশাল প্যাণ্ডেলে ভক্ত দশ হাজার প্রায়
দরশন আশে হেথা দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
সরাসরি মঞ্চোপরি করি আরোহণ
প্রায় তিন ঘণ্টা প্রভু দিলেন ভাষণ।
পরদিন প্রাতে যাত্রা নিত্যকর্ম্ম শেষে
শ্রীআনন্দময়ী-মার আশ্রম উদ্দেশে।

প্রভুর নির্দ্দেশে পথে মায়ের নিমিত্ত
নানাবিধ ফলমূল হল সংগৃহীত।
শ্রীমায়ের অভ্যর্থনা অতি চমৎকার
সব ভুলি "বাবা" বুলি মুখে বার বার।
প্রভু কণ্ঠ মুখরিত "মা-মা"সম্বোধনে
মহানন্দে মগ্ন সবে এ মহামিলনে।
স্বল্প পরে শ্রীমায়ের ভক্ত এক জনা
সবিনয়ে প্রভু পাশে জানায় প্রার্থনা—
"শুনিতে বাসনা বাণী শ্রীমুখ-নিঃসৃত
মিনিট পাঁচেক কিছু বলুন অন্ততঃ।"
প্রভু কন—"কাল-যন্ত্র নাই মণিবন্ধে
সময়ের পরিমাপে পড়ি তাই ধন্দে।"
মা কহেন সমাধান করিতে এ দ্বন্দ্ব—
"কম হলে দুঃখ পাব বেশীতে আনন্দ।"
অচিরে আরম্ভ হল ভাষণ প্রভুর
শ্রীনাম মহিমা কথা অতীব মধুর।
প্রায় দেড় ঘণ্টা চলে সুধা বরিষণ
স্পন্দহীন সভাগৃহ আনন্দে মগন।
প্রসাদ গ্রহণে মাতা পীড়াপীড়ি করে
প্রভু কন—"আজ নহে হবে মা তা' পরে।"
"কালই হোক্ সেই দিন"—মায়ের আব্দার
সপ্রেম প্রার্থনা প্রভু করেন স্বীকার।
বেদ-বিদ্যালয়ে পরে করি পদার্পণ
বেদরূপী ভগবানে করেন স্থাপন।
কার্য্যশেষে পুনরায় যাত্রা তৈলযানে
অন্নভোগ চুঁচুড়ায় দিবা অবসানে।
মহামিলন মঠেতে গিয়ে সন্ধ্যারাতে
যোগ দেন সনাতন সঙ্ঘের সভাতে।
তের জ্যৈষ্ঠ ডুমুরদহ পরিক্রমা করে
শ্রীমায়ের আশ্রমেতে যান দ্বিপ্রহরে।
শ্রীআনন্দময়ীমাতা পরম যতনে
করিলেন অভ্যর্থনা প্রভুরে সগণে।

সেবক সহায়ে পরে বিধি অনুসারে
করেন প্রভুর পূজা নানা উপচারে।
ত্রুটি নাই এতটুকু সেবাতে মাতার
সশিষ্য প্রভুরে অগ্রে করান আহার।
বিশ্রামের যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি করে
প্রসাদ গ্রহণ লাগি যান নিজে পরে।

দর্শক আসনে বসি প্রভু লীলাময়
দেখিলেন রাত্রে মঠে নাটকাভিনয়।
তুলসীদাসের 'দাস্য-মধুর' মীরার
এই হল অদ্যকার নাটকের সার।
'গুরুপূজা' অভিনয় পরবর্ত্তী রাতে
দেখিলেন প্রভু বহু শিষ্যভক্ত সাথে।
সাগরসঙ্গম সহ ভ্রমি বহু স্থান
জ্যৈষ্ঠের ঊনিশে প্রাতে দিগসুই যান।
অতঃপর বহির্বঙ্গে প্রচার প্রভুর,
গয়া কাশী বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ বিঠুর
লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা শেষে
জ্যৈষ্ঠের অন্তিম পর্ব্বে যান হৃষীকেশে।
শৈলাবাসে স্বল্পকাল করি অবস্থান
আষাঢ়ের মধ্যভাগে যান রাজস্থান।
ব্রাত্য বহু ক্ষত্রিয়ের উদ্ধার কারণ
লঘু রুদ্রযজ্ঞ হেথা হল আয়োজন।
বঙ্গে আগমন প্রাতে চব্বিশে আষাঢ়
পরাহ্ণে মাদ্রাজ মেলে যাত্রা পুনর্ব্বার।
নামপ্রেমী গোবিন্দের প্রার্থনা পূরণে
বহরমপুরে অগ্রে গেলেন সগণে।
সাড়ম্বর রথযাত্রা হেথা আয়োজন
শ্রীহস্তে করেন প্রভু শুভ উদ্বোধন।

ভুবনেশ্বর পুরী কটক প্রভৃতি
ভ্রমিলেন অতঃপর অতি দ্রুতগতি।
তিরিশে ডুমুরদহ পরিক্রমা শেষে
অন্নভোগ গুরুধাম দিগসুই এসে।
গুরুধাম প্রতি যাঁর প্রীতি এ প্রকার
কেবা পারে মাপিবারে গুরুভক্তি তাঁর।
পূত পদরজপ্রার্থী দাস জনার্দ্দন
ধন্য এ লীলার কণা করি আস্বাদন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬৫)

।। গঙ্গাসাগরে চাতুর্ম্মাস্য—১৩৮২।। "যাইতে হবে না কাননে কান্তারে"।। ।।
নরনারায়ণ সেবা।। ঠাকুরের সংসারে অনটন।।
।। নাটমন্দিরাদি নির্ম্মাণ।। যজ্ঞবিঘ্ন নিরসন।।

আষাঢ় সংক্রান্তি দিন হল সমাগত
সাগরসঙ্গমে গুরু চাতুর্ম্মাস্য ব্রত।
আনন্দের হাট হেথা বসিল অচিরে
আশ্রম মুখর শিষ্য ভক্তদের ভিড়ে।
স্থানীয় বাসিন্দা দীন-ধনী নির্ব্বিশেষে
যোগ দেয় আনন্দের এ মেলায় এসে।
অধিকাংশ চোখে-মুখে মালিন্যের ছাপ
অভাব অশিক্ষা হেথা মহা অভিশাপ।
ব্যথিতের বেদনায় কেঁদে ওঠে প্রাণ
ব্যথা বিনাশনে প্রভু হন যত্নবান।
অন্ন-বস্ত্র-বিদ্যাদানে হন তৎপর
সর্ব্বোপরি নাম দান চলে নিরন্তর।

চাতুর্ম্মাস্য সূচনায় ছয়ই শ্রাবণ
গুরুপূর্ণিমাতে হল গুরুর পূজন।
দলে দলে শিষ্যভক্ত করে যোগদান
মঠে না রহিল তিলধারণের স্থান।
পরশ প্রণাম বন্ধ ছিল দীর্ঘকাল
আজি আর নিষেধাজ্ঞা না রহে বহাল।
মহানন্দে আত্মহারা শিষ্যভক্তগণ
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বন্দে অভয় চরণ।

গুরুমার জন্মোৎসবে যোগদান তরে
চৌঠা ভাদ্র যান মঠে বরাহনগরে।
সতীসঙ্ঘ সম্মেলন সমকালে হয়
মঠে তাই মায়ীদের ভিড় অতিশয়।
যথাশাস্ত্র গুরুমার পূজাদির শেষে
কহিলেন প্রভু মাতৃমণ্ডলী উদ্দেশে ঃ—
"বাঁচা এ দেশকে সতী মায়েরা আমার
বাঁচা স্বামী পুত্রসহ সাধের সংসার।
পতিনারায়ণ—এই বোধে নিরন্তর
তোরা মা আদর্শ হয়ে স্বামীসেবা কর্।
সৎশিক্ষা শুদ্ধাহার দিয়ে সযতনে
রক্ষা কর্ প্রাণপ্রিয় পুত্রকন্যাগণে।..."
রাতেও ভাষণে দেন পথের সন্ধান ঃ—
"সংসারে থেকেই লাভ হয় ভগবান।
এ সংসার ছাড়িবার নাই প্রয়োজন
চাই শুধু মনে প্রাণে আসক্তি বর্জ্জন।
ঘরবাড়ী সব তাঁরই মোরা তাঁর দাস
এই ভাবে কর্ সবে সংসারেতে বাস।
'সংসার আমার' হলে জ্বালা অফুরান
'সংসার তোমার' বোধে জ্বালা অবসান।
সংসার রোগের মূলে 'অহং' আর 'মম'
বিষময় কিছু নয় 'আমি' 'আমা' সম।

যত যত 'আমি আমি' 'আমার আমার'
তত ভার দুঃখ আর জ্বালা যন্ত্রণার।
আমিত্বের যত নাশ তত দুঃখ হ্রাস
অনাবিল আনন্দের ততই বিকাশ।....
ভগবান বলেছেন—'মন্মনা ভব'
ভাবো মোরে যাবে দূরে দুঃখরাশি তব।
তা যদি না পারো হও 'মদ্ভক্ত' তবে
শ্রবণ কীর্ত্তন হতে ভক্তি লাভ হবে।
তাও যদি নাহি পারো 'মাং নমস্কুরু'
'সব আমি' বোধে কর নমস্কার শুরু।
অনিবার নাম আর প্রণাম অভ্যাসে
আনন্দের রাজ্যে যাবে পৌঁছে অনায়াসে।..."
পরদিন পুনরায় সাগরেতে যান
চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্র যেন ফিরে পায় প্রাণ।
ভাদ্র দশে যাত্রা করি কাশীধামে যান
তিন দিন হল সেথা শুভ অবস্থান।
মহাভারতের বঙ্গ-অনুবাদ চাই
এসেছেন এ সময়ে এই স্থানে তাই।
বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গে দিয়ে কার্য্যভার
ষোলই সাগরে ফিরে এলেন আবার।

নিত্য নরনারায়ণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাহিক সেবায়।
চালে-ডালে প্রতিদিন প্রায় দেড় মণ
ব্যঞ্জনাদি সহযোগে হয় বিতরণ।
একদা সেবার পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন সময়
দেখেন ভোজনস্থল পরিচ্ছিন্ন নয়।
স্বীয় গাত্র-মার্জ্জনীটি আনিয়ে তখন
উদ্যত হলেন ক্ষেত্র করিতে মার্জ্জন।
যে মার্জ্জনী শ্রীঅঙ্গেতে হয় ব্যবহৃত
হেরি হেন দশা তার সবে ব্যথাহত।

সত্বর বিমূঢ়ভাব করি পরিহার
সবে মিলে করে সেই স্থান পরিষ্কার।
নরনারায়ণ সেবা হলে সমাপন
সাধুসন্ত শিষ্যভক্ত আপ্যায়িত হন।
শ্রীকোষের কলেবর কভু তায় ক্ষীণ
দোকানে বাজারে ঋণ বাড়ে দিন দিন।
সেবকেরা চিন্তান্বিত প্রভু নির্ব্বিকার
কহেন—"কারণ কিছু নাই ভাবনার।
ঠাকুরের সংসারেতে আমাদের বাস
সর্ব্বময় কর্ত্তা তিনি মোরা তাঁর দাস।
তাঁরই ইচ্ছায় সব সংঘটিত হয়
তিনি যা করেন তায় মঙ্গল নিশ্চয়।
তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আজ অনটন
তাঁর ইচ্ছাতেই হবে অভাব মোচন।
তোরা সবে অর্থাভাবে অযথা অস্থির
যথাকালে হবে অর্থ অবশ্য হাজির।
হয়ত গিয়েছে এসে অর্থ এতক্ষণে
কেবল কৃপার কড়ি অপেক্ষা গ্রহণে।"

এইমত আলোচনা শেষ হল যবে
বাণী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠিল বাস্তবে।
জনৈক সেবক গুরু সেবার কারণ
হাজার পাঁচেক মুদ্রা করেছে প্রেরণ।
অর্থাভাব এ ভাবেই হয় সমাধান
অন্নাভাবে অন্য এক বিচিত্র বিধান।
ভাঁড়ারে বাড়ন্ত চাল—প্রভু কন হেসে
"জল চাপা উনুনেতে চাল যাবে এসে।"
বাস্তবেও অনুরূপ ঘটে অনুখন
লীলা আস্বাদনে ধন্য সঙ্গীশিষ্যগণ।

সেবক সহজানন্দ গুরুগতপ্রাণ
নাটমন্দিরাদি হেথা করায় নির্ম্মাণ।
কলিকাতা হতে এল দক্ষ কর্ম্মীগণ
দিনেরাতে কাজ করে অতি দীর্ঘক্ষণ।
প্রাণোচ্ছল কর্ম্মীদল ঢালাই-এর দিন
রাতভর কাজ করে বিরামবিহীন।
বৃষ্টিপাত সারারাত একটানা চলে
তার-ই মাঝে কার্য্যোদ্ধার করে সুকৌশলে।
অনুপম সেবা হেরি প্রভু প্রেমময়
কর্ম্মীগণ প্রতি হন প্রীত অতিশয়।

শারদীয়া মহোৎসবে পূজার ক'দিন
দুর্গাপুরী আশ্রমেতে প্রভু সমাসীন।
রাজধানী অধিবাসী শিষ্যভক্তগণ
দুর্লভ সান্নিধ্য লাভে আনন্দে মগন।
সমারোহে মাতৃপূজা হলে সমাপন
বিজয়াতে নেমে এল বাণী অতুলন ঃ—
"বিরহ কাতর শিবে দানিতে সান্ত্বনা
চলিয়া যেতেছ আজ কাঁদায়ে সবারে।
বিজয়া দিবসে মোরা করি গো প্রার্থনা
চক্ষুর অন্তরে থাকি থাক গো অন্তরে।"
হৃষীকেশ সহ ভ্রমি কতিপয় স্থান
লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে দিল্লী ফিরে যান।
বৃন্দাবন বিন্ধ্যাচল পর্য্যটন শেষে
কাশীধাম হয়ে প্রভু যান বঙ্গদেশে।
বেলরুই দিগসুই পরিক্রমা করে
মিলন মঠেতে যান বরাহনগরে।
অতঃপর কার্ত্তিকের ছয় আর সাতে
নাটকের অভিনয় হল মঠে রাতে।
'তাপস হবিব' ছয়ে সাতে 'ভক্তলীলা'
প্রভু বিরচিত দুই অনবদ্য পালা।

শ্যামসঙ্ঘ আয়োজিত এই অভিনয়
সবারে আনন্দ দান করে অতিশয়।
পরদিন কলিকাতা শহরে গমন
বড়বাজারেতে দীক্ষা ভোগ ও ভাষণ।
মারোয়াড়ী নরনারী আসি দলে দলে
নিবেদিল শ্রদ্ধাঞ্জলি চরণকমলে।
আপাততঃ সাঙ্গ হল বঙ্গে অভিযান
রাত্রিকালে যাত্রা পুরী চড়ি বাষ্পযান।

পুরীর শঙ্করাচার্য্য কার্ত্তিক দ্বাদশে
এলেন মিলন মঠে প্রভুর সকাশে।
মঠেতে আজিকে তিনি প্রভুর অতিথি
উপবাস হেতু তাঁর ভোজনে বিরতি।
প্রভুও কিছুই নাহি করেন গ্রহণ
যদিও ভোগের ছিল সব আয়োজন।
শ্রীশঙ্করাচার্য্য সহ দিবা শেষ যামে
চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্রে যান সাগরসঙ্গমে।
পুণ্যক্ষেত্রে চারিদিন অবস্থান করে
দিলেন জগৎগুরু আনন্দ সবারে।

যথাকালে কালী আর জগদ্ধাত্রীমাতা
সাড়ম্বরে শুদ্ধাচারে হলেন পূজিতা।
চাতুর্ম্মাস্য সমাপ্তির দিকে আগুয়ান
একালে পাঁচটি যজ্ঞ হল অনুষ্ঠান।
বিষ্ণুযজ্ঞ শক্তিযজ্ঞ দু'টি দু'টি করে
একমাত্র রুদ্রযজ্ঞ হল তার পরে।
প্রথম যজ্ঞের শুরু বিংশতি কার্ত্তিক
যজমান গুরুপুত্র শঙ্কর সস্ত্রীক।
বাইশে প্রথম যজ্ঞ হলে সমাপন
রাত্রি থেকে শুরু হল প্রবল বর্ষণ।
জল কাদা থই-থই অবস্থা সঙ্গীন
বর্ষণ প্রবলতর হল পরদিন।

জলস্রোত বহে যজ্ঞমণ্ডপের গায়ে
সম্মুখে পশ্চাতে জল দক্ষিণে ও বাঁয়ে।
সমবেতভাবে যজ্ঞ-পুরোহিতগণ
বৃষ্টি বন্ধ লাগি করে প্রার্থনা জ্ঞাপন।
প্রভু কন—"এ তো তব কৃতকর্ম্মফল
যজ্ঞ ক'রে ফুটো করে দিলে নভস্থল।
তার ফলে ধরাতলে হেন বারিপাত
বল বাবা 'এ'র এতে কি বা আছে হাত!"
কহিলেন স্বল্প পরে —"থেমে যা বর্ষণ।"
অচিরে থামিল বৃষ্টি— মুগ্ধ সর্ব্বজন।
অভিভূত পণ্ডিতেরা জয়গান করে
নির্ব্বিকার প্রভু ত্বরা কহেন উত্তরে—
"পাথরেরও ঈশ্বরত্বে হয় উত্তরণ
প্রতিষ্ঠাতা যদি তার হন মহাজন।"

দিবাগমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের প্রকাশে
আলোর ছটায় যবে মর্ত্ত্যলোক হাসে,
তপন তখন শত প্রয়াসে যেমন
নাহি পারে আপনারে করিতে গোপন,
তথা তব নিত্য নব লীলার বিলাস
আপনা আপনি হয় ধরায় প্রকাশ।
অপার লীলার কণা করি আস্বাদন
শ্রীচরণ শিরে ধরে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬৬)

।। বিশেষ নির্দ্দেশলাভ—১৩৮২।। 'আমি কে?'।।
।। জপকালীন ভাবনা।। দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা।। চওড়া তিলক।।
।। শিষ্যদের সন্ন্যাস দান।। গৌহাটিতে জন্মোৎসব।।

সাগরসঙ্গমে সাঙ্গ * যজ্ঞ অনুষ্ঠান
অনন্তর গুরু বঙ্গে প্রচারাভিযান।
প্রচারের ফাঁকে চলে কর্ম্ম অফুরান
আঠাশে মিলন মঠে প্রাতঃকালে যান।
স্থায়ী যজ্ঞমণ্ডপের আশু প্রয়োজন
সে কারণ হল স্থান চিহ্নিতকরণ।
শুরু হবে শীঘ্র নাটমন্দিরের কাজ
শ্রীহস্তে করেন তার শুভারম্ভ আজ।
দীর্ঘকাল প্রচারের শ্রমে অনিয়মে
ক্ষীণ তনুখানি হল ক্ষীণতর ক্রমে।
মাঘের চতুর্থ দিন উত্তরপাড়াতে
অকস্মাৎ অচেতন হন প্রভু রাতে
অবিলম্বে চিকিৎসা ও বিশ্রাম কারণ
গর্চা রোডে গুরুধামে হল আনয়ন।
সুদীর্ঘ বাইশ ঘণ্টা থাকি সংজ্ঞাহীন
চেতনা পেলেন ফিরে রাতে পরদিন।
শ্রীমুখের উক্তি হতে জানা গেল পরে
আছিলেন এ সময় ভিন্ন এক স্তরে।
বিশেষ নির্দ্দেশ লাভ হয়েছে তখন
অচিরে আরম্ভ হল তার রূপায়ণ।
গুরুধামে তিন দিন করি অবস্থান্
মাঘ আটে প্রথমতঃ দিগসুই যান।
গুরুমা-র পাদপদ্ম করিয়া বন্দন

* যজ্ঞের সমাপ্তি ৪ঠা অঘ্রাণ, ১৩৮২

পাঁচ হাজার এক মুদ্রা করেন অর্পণ।
খন্যান প্রভৃতি হয়ে যান চুঁচুড়াতে
মধ্যাহ্নের অন্নভোগ হল সেথা রাতে।
অতঃপর যান বালী কেদার ভবন
মার হাতে ভোগ রাতে—বিশ্রাম গ্রহণ।
বালী হতে পরদিন পুণ্য মাঘ নয়ে
এলেন মিলন মঠে প্রভাত সময়ে।
ভাগ্যবান বহু শিষ্য প্রভুর আহ্বানে
পূর্ব্বরাতে সমবেত হয়েছে এখানে।
গঙ্গাস্নান প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন
সাগ্রহে প্রতীক্ষারত সেই শিষ্যগণ।
তাদের সবারে কৃপা বরিষণ তরে
উপদেশ দেন প্রভু দীর্ঘক্ষণ ধরে।
"আমি আমি' দিবাযামী করে জীবগণ
কেবা আমি ? কোথা আমি ? সে আমি কেমন ?'
আমি দেহ ? ভ্রান্তি এহ অবিদ্যা লক্ষণ
যা আমার তা'তো 'আমি' নয় কদাচন।
আমার কামিজ গেঞ্জি কোট আমি নয়
সেইরূপ আমি নয় এই দেহত্রয়।
আমি চিৎ দেহাতীত আত্মা সুমহান
শ্রীভগবানের অংশ 'আমি' ভগবান।

জপাসনে বসি মনে করিবে চিন্তন
আমি যেন তোমা মাঝে আছি নিমগন
গঙ্গাজলে ডুব দিলে তখন কেবল
ঊর্দ্ধে অধে চারিদিকে জল শুধু জল।
তেমনই যখন যেথা করি অবস্থান
রয়েছেন দশ দিকে সর্ব্বশক্তিমান।
মন মাঝে এ বোধের করিতে বোধন
প্রয়োজন সর্ব্বক্ষণ একাগ্র সাধন।
এ যুগেও ভগবানে লাভ করা যায়
শরণাগতিই তার প্রকৃষ্ট উপায়।"

সুদীর্ঘ সাধনলব্ধ সংজ্ঞার সহায়ে
করেন আলোকপাত বিবিধ বিষয়ে।

বহু বাধা অতিক্রম করি অবশেষে
দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা মাঘ দশে।
মিনিবাস এক আর মোটর দু'খানি
সঙ্গে চলে শিষ্যদের বিরাট বাহিনী।
শ্যামকুঞ্জে ফলভোগ অন্ন খড়গপুরে
ভুবনেশ্বরে যান রাতের দুপুরে।
পরদিন ভোগ হেথা রাতে নীলাচল
গঞ্জামেতে পরবর্ত্তী বিশ্রামের স্থল।
প্রচার সঙ্গীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ
চতুর্থ শকট হেথা হল প্রয়োজন।
পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের আদর্শানুসারে
নূতনত্ব এল ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের আকারে।
এতদিন অতি ক্ষীণ আছিল তা ভালে
চওড়া তিলক কাটা শুরু এই কালে।
প্রচারের প্রয়োজনে ললাট সবার
তিলকমণ্ডিত হল অতি চমৎকার।
রাজমণ্ড্রী পঁহুছান পনেরোই প্রাতে
পুণ্য গোদাবরী স্নান প্রাতঃকৃত্য অন্তে।
সকালে বিকালে নাম করি বিতরণ
রাত্রিকালে গুণ্টুরেতে উপনীত হন।
প্রায় মধ্যরাত্রে সেথা মহা সমাদরে
ক্ষেত্রম্-এর ভক্তগণ অভ্যর্থনা করে।
পরদিন হল এক সভা আয়োজন
প্রভু সেথা দেন দীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ।
একে একে বহুতীর্থ ভ্রমি অতঃপর
বিশে মাঘ পৌঁছিলেন মাদ্রাজ শহর।
বাংলার বাইশ জন শিষ্য নবাগত
প্রভুর চরণে হল হেথায় মিলিত।

মোট সঙ্গী সংখ্যা হল বাষট্টি এবার
রাজকীয় জাঁকে চলে শ্রীনাম প্রচার।
মাঘের বাইশে কাঞ্চীপুরমে গমন
বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চী হল দরশন।
দিবাশেষে ভূতপুরী হলেন হাজির
দেখিলেন জন্মস্থান রামানুজ-জীর।
পরদিন দীর্ঘ পথ করি অতিক্রম
রাত্রি প্রায় দুইটায় যান শ্রীরঙ্গম।
শ্রদ্ধেয় ত্রিদণ্ডীস্বামী লক্ষ্মণজীয়রে*
দীক্ষা প্রদানের লাগি প্রতিনিধি করে
ওমানন্দ সহ আট বিশিষ্ট সন্তানে**
দিলেন সন্ন্যাসদীক্ষা প্রভু এই স্থানে।
মাদুরাই মণ্ডপম্ হয়ে অতঃপর
মাঘের ছাব্বিশে প্রাতে যান রামেশ্বর।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গী শিষ্যগণ
করিল এ পুণ্যক্ষেত্রে মস্তকমুণ্ডন।
কন্যাকুমারিকা যান সত্বর সগণে
সঙ্কল্প জাগিল হেথা আশ্রম স্থাপনে।
রাত্রি দশ ঘটিকায় চড়ি তৈলযান
মাঘের আঠাশে রাতে মাদ্রাজে পৌঁছান।
পরদিন প্রাতঃকালে যান তিরুপতি,
মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ সমাদরে অতি

---

* তোতাদ্রি সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ লছ্মন (লক্ষ্মণ) রামানুজ জীয়র।

** কিঙ্কর ওমানন্দ — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ মাধব রামানুজ জীয়র
কিঙ্কর কেশবানন্দ — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ কেশব রামানুজ জীয়র
কিঙ্কর শুদ্ধানন্দ — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ শঠকোপ রামানুজ জীয়র
কিঙ্কর অমৃতানন্দ — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ অনন্ত রামানুজ জীয়র
কিঙ্কর বিমলানন্দ — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ বিষ্ণু রামানুজ জীয়র
কিঙ্কর চিন্তাহরণ — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়র
কিঙ্কর কৃষ্ণানন্দ — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ সঙ্কর্ষণ রামানুজ জীয়র
কিঙ্কর শ্রীনীরদাঙ্গ ভট্টাচার্য্য — ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ অনিরুদ্ধ রামানুজ জীয়র

বিশেষ ব্যবস্থা করে দেব দরশনে
প্রসাদ প্রদান পরে করে সযতনে।
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করি অতঃপর
আনন্দে উঠিল ভরি সবার অন্তর।

দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে বঙ্গে ফিরে এসে
সেদিনেই যাত্রা পুনঃ আসাম প্রদেশে।
সমাগত প্রায় শুভ আবির্ভাব তিথি
দিকে দিকে উৎসবের চলিছে প্রস্তুতি।
এ বৎসর গৌহাটিতে মূল অনুষ্ঠান
ফাল্গুনের চৌঠা প্রভু সেথায় পৌঁছান।
'গোশালা' উৎসব কেন্দ্র অতি চমৎকার
সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা চারিধার।
তিন দিকে সারিবদ্ধ বড় বড় ঘর
রহে সেথা গোমাতা ও বলদ বিস্তর।
মধ্যভাগে সুবিশাল সবুজ প্রাঙ্গণ
সারি সারি বৃক্ষ করে শোভার বর্দ্ধন।
অদূরে অফিস আর দুইটি মন্দির
বিরাজেন সেথা শিব আর মহাবীর।
মনোরম রঙ্গমঞ্চ এক দিকে তার
অভিনয়ে সভাদিতে হয় ব্যবহার।
পুষ্পে পত্রে চতুর্দ্দিক সুসজ্জিত করে
জন্মোৎসব হল এই মঞ্চের উপরে।
ছয়ে শুভ জন্মদিন সাতে জন্মতিথি
দু'দিনেই গুরুপূজা হল যথারীতি।
উভয় দিবসে স্পর্শি অভয় চরণ
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধন্য শিষ্যভক্তগণ।
ছয়েতে উৎসব অন্তে লয়ে ভক্তগণে
কামাখ্যা মন্দিরে যান মাতৃ দরশনে।
দর্শনার্থীদের দেখি অভাবিত ভিড়
সঙ্গীশিষ্যভক্তগণ চিন্তায় অস্থির।

প্রভুরে পৃথগ্‌ভাবে করাতে দর্শন
পাণ্ডাগণ সবিশেষ যত্নপরায়ণ।
একা আগে দর্শনে না অভিলাষ জাগে
দাঁড়ালেন তাই প্রভু পংক্তিপ্রান্তভাগে।
রহেন প্রতীক্ষারত সানন্দ অন্তরে
দরশন হল প্রায় দুই ঘণ্টা পরে।

সাতই পূজার পর্ব্ব হলে সমাপন
অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রায় প্রভু দিলেন ভাষণ।
বেলা দশটায় শেষ হলে অনুষ্ঠান
ব্রহ্মপুত্র স্নানে বহু সঙ্গীসহ যান।
শুক্রেশ্বর ঘাট অতি বিপদ্‌জনক
নিম্নভাগে বহে বেগে নদী ভয়ানক।
বরফের মত ঠাণ্ডা খরস্রোতা জলে
দিলেন দ্বাদশ ডুব প্রভু সুকৌশলে।
স্নান সেরে শুক্রেশ্বরে করি দরশন
দুইটায় গোশালায় উপনীত হন।
সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মসভা হল আয়োজন
শ্রদ্ধা নিবেদিল বহু জ্ঞানীগুণী জন।
ভাষণ দিলেন প্রভু এক ঘণ্টা প্রায়—
"...কলিযুগে নামগান সহজ উপায়।
অন্যযুগে ধ্যানে যাগে সীমাহীন ক্লেশে
যে ফল সাধকদল লভে অবশেষে,
কলিযুগে হরিনাম কীর্ত্তনে কেবল
অনায়াসে হয় লাভ সেই মহাফল।....."
সতীর মাহাত্ম্য আর শূদ্রের মহত্ত্ব
কথামৃতে যথারীতি লভিল গুরুত্ব।
আরো প্রায় দুইদিন হেথা অবস্থান
ফাল্গুন নবম দিনে শিলং-এতে যান।
সেথা কৃপা করি এক ভক্ত দম্পতিরে
এলেন বিমানযোগে কলিকাতা ফিরে।

কৃপা বিতরণে প্রভু সদা অকৃপণ
সে কৃপার কণা মাগে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬৭)

।। মহামিলন মঠে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—১৩৮২।।
।। পুরীতে ডাকাত উদ্ধার লীলা।।
।। প্রচার ও কৃপা বিতরণ—১৩৮২-৮৩।।

কেন্দ্রীয় আশ্রম এক নির্ম্মাণের তরে
কলিকাতা সন্নিহিত বরাহনগরে
শিষ্যভক্তগণ নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ
প্রকাণ্ড ভূখণ্ড এক করিল সংগ্রহ।
কয়েক বছর আগে তখন আসলে
এ জমি আবৃত ছিল পানা আর জলে।
দিবসের শেষ যামে প্রভু প্রতিদিন
হতেন সেথায় আসি চেয়ারে আসীন।
তাঁর তীব্র আকর্ষণে ভক্ত দলে দলে
জমায়েত হত আসি শ্রীচরণতলে।
কেহ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কেহ অধ্যাপক
কেহ অতি সাধারণ—সবাই সেবক।
সানন্দে সকলে ঘেঁস তুলি থলেকলে
সেবাবোধে বয়ে নিয়ে ঢেলে দিত জলে।
এভাবে ভরাট হল কালে সেই জলা
চালাঘর দিয়ে শুরু আশ্রমের চলা।
সম্প্রতি হয়েছে এক সুন্দর মন্দির
যেমন বৃহৎ অতি তেম্‌নি উচ্চ শির।
সমুন্নত মনোরম চূড়া সংখ্যা নয়
ঘোষিছে নীরবে নিত্য ধরমের জয়।

এসেছেন শ্যামরায় শ্যামরাণী সহ
সেবারতা অষ্টসখী অপূর্ব্ব বিগ্রহ।
মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠার হল আয়োজন
প্রভুরও মঠেতে হল শুভ পদার্পণ।
প্রথমতঃ মহাবিষ্ণু যজ্ঞ সাড়ম্বরে
শাস্ত্রীয় বিধানে চলে সাত দিন ধরে।
বিশিষ্ট উনিশ জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত
করে কার্য্য সম্পাদন নিষ্ঠার সহিত।
এক লক্ষ হল মহাযজ্ঞেতে আহুতি
ফাল্গুনের বিশে শুরু ছাব্বিশে সমাপ্তি।
সাতাশে সকাল প্রায় নয়টা সময়
বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠার কার্য্য শুরু হয়।
তিন স্থানে অতি দক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলী
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করে কার্য্যাবলী।
মহাস্নান লাগি যত্নে হয়েছে আহৃত
যথাশাস্ত্র পঞ্চগব্য আর পঞ্চামৃত।
তিল তেল মধু চিনি গোময় গোমূত্র
গোময়ের ভস্ম আর চূর্ণ তুলসীপত্র।
প্রতি দ্রব্য সাড়ে চার সের পরিমিত
বার সের করে দধি দুগ্ধ আর ঘৃত,
শতাধিক কলসীতে পূত গঙ্গাজল
মহাস্নানে ব্যবহৃত হল এ সকল।
অভিষেক স্নান হোম ভোগ পূজার্চ্চন
রাত্রি আট ঘটিকায় হল সমাপন।
যজ্ঞ আর যজ্ঞেশ্বরে দর্শন আশায়
সারা দিনে আসে ভক্ত অর্দ্ধ লক্ষ প্রায়।
সবাকার তরে আজি অবারিত দ্বার
প্রসাদ পেলেন প্রায় পনেরো হাজার।
প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পাতা পেতে সারি সারি
খেপে খেপে শত শত বসে নরনারী।
পায়সের দুধ আজ সাড়ে ষোল মণ
আর সেই অনুপাতে অন্ন ও ব্যঞ্জন।

অতঃপর রাত্রি প্রায় বারটা সময়
'ভক্তলীলা' নাটকের হল অভিনয়।
প্রভু ও ত্রিদণ্ডীস্বামী জীয়র লক্ষ্মণ
রাত জেগে অভিনয় করেন দর্শন।

মিলন মঠেতে এক ক্ষুদ্র চালাঘরে
অখণ্ড শ্রীনাম চলে দীর্ঘকাল ধরে।
সম্প্রতি মন্দির হেথা হয়েছে নির্ম্মাণ
সুপ্রশস্ত বারান্দায় অফুরন্ত স্থান।
চালাঘর হতে তাই শ্রীনাম সুন্দর
এলেন মর্ম্মরে মোড়া বারান্দা উপর।
তিরিশে ফাল্গুন মঠে করি পদার্পণ
করেন এ কার্য্য প্রভু প্রাতে সম্পাদন।
পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করি স্বল্প পরে
নিশীথে হাজির হন ভুবনেশ্বরে।
অন্নভোগ হল রাত্রি দুইটার পর
অনন্তর বিশ্রামের স্বল্প অবসর।
শ্রীসাক্ষীগোপাল সহ ভ্রমি বহু স্থান
চৈত্রের পহেলা রাত্রে পুরীতে পৌঁছান।
দোল পূর্ণিমার পুণ্য তিথি পরদিন
নাম সহ পুরীধাম হল প্রদক্ষিণ।
প্রভুর ক্লান্তির যেন লেশমাত্র নাই
পথ পরিক্রমা হয় দীর্ঘায়িত তাই।
চটক পর্ব্বত পার্শ্বে প্রকাণ্ড জঙ্গল
কাঁটাগাছে ঘেরা আর কাঁটার আগল।
অকস্মাৎ প্রভু সেই ঝাঁপ ভঙ্গ করে
শ্রীনামের দল সহ যান অভ্যন্তরে।
অন্ধকারময় স্থান অতি ভয়ঙ্কর
দিনেও প্রবেশ পথ না পায় ভাস্কর।
সহসা বিকট শব্দে বিদারি গগন
ধেয়ে এল বহু জন ভীষণদর্শন।

শত সাগরেদ সহ স্বয়ং সর্দ্দার
"হরি হরি বল" বলি করিছে চীৎকার।
সদলে তাদের মাঝে গিয়ে প্রভু ত্বরা
ঘুরে ঘুরে নামগানে হন মাতোয়ারা।
তারাও প্রভুর সাথে করি যোগদান
অতি উচ্চকণ্ঠে করে হরিনাম গান।
বহু ক্ষণ সবে মিলে করি সঙ্কীর্ত্তন
শুধালেন প্রভু—"তোরা আছিস্ ক'জন?"
"দু' আড়াই শত প্রায়"—কহে দলপতি,
স্নেহভরে প্রভু তারে ক'ন শীঘ্র অতি—
"শক্তির সাধক তোরা করিস্ ব্যায়াম
সে অতি উত্তম সাথে করিবি শ্রীনাম।
সকাল সন্ধ্যায় নিত্য করিবি কীর্ত্তন
দিব খোল করতাল যাহা প্রয়োজন।"
প্রভুর প্রস্তাব করি সানন্দে স্বীকার
"হরি হরি বোল্" বলে সোল্লাসে সর্দ্দার।
গাছ থেকে ডাব পেড়ে করে নিবেদন
বিনা বাক্যব্যয়ে প্রভু করেন গ্রহণ।
প্রসাদী ডাবের জল করি সবে পান
প্রভু সাথে করে পুনঃ নামে যোগদান।
কহেন সবারে প্রভু অনতিবিলম্বে—
"সমুদ্রে করিবি স্নান আজ তোরা সবে।
আশ্রমেতে সবাকার আজি নিমন্ত্রণ
করিবি সেথায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ।
আনন্দে প্রভুরে তুলি কাঁধের উপরে
শ্রীনামের সাথে সবে পরিক্রমা করে।
এতদ্ অঞ্চলে যারা ত্রাস মূর্ত্তিমান
যাদের ভয়েতে সবে সদা কম্পমান
আঁধারলোকের সেই অধিবাসীগণ
দিবালোকে রাজপথে কীর্ত্তনে মগন।

ভাবে সবে এই দৃশ্য করি বিলোকন
ডাকাতের ডেরাতে কী ডাকাতি ভীষণ!

চৈত্র তিন-এ যাত্রা করি মধ্যাহ্নের পরে
প্রথমে হাজির হন কটক শহরে।
পথে আরো বহু স্থানে করি পদার্পণ
পরদিন শ্যামকুঞ্জে উপনীত হন।
অন্নভোগ অন্তে পুনঃ যাত্রা তাড়াতাড়ি
বেদবিদ্যালয় হয়ে যান পাঠবাড়ী।
বাবাজী শ্রীরামদাস মহান বৈষ্ণব
আজি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব।
সভায় বিদগ্ধ বহু বৈষ্ণব পণ্ডিত
বাবাজীর লীলা স্মরে শ্রদ্ধার সহিত।
প্রভুরে প্রসঙ্গক্রমে স্মরি বক্তাগণ
অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি করে নিবেদন।

শ্রীগুরুর জন্মোৎসবে যোগদান তরে
চৈত্র ছয়-এ দিগসুয়ে যান অতি ভোরে।
এদিন পঞ্চম দোল প্রভু সে কারণ
আবীর খেলায় অংশ করেন গ্রহণ।
নাম সহ পরিক্রমা শুরু অতঃপর
গুরুধাম হল নাম কীর্ত্তনে মুখর।
বিরামবিহীন ভাবে চলিছে প্রচার
কৃপাস্পর্শে বঙ্গদেশে ধন্য চারিধার।
চৈত্রের ষোলই বাংলা ত্যজি অবশেষে
গয়া কাশী দিল্লী হয়ে যান হৃষীকেশে।
প্রধানতঃ শ্রীবাসন্তী পূজার কারণ
এ সময় হিমালয় ক্রোড়ে আগমন।
পূজা শেষে বহু স্থানে করি পর্য্যটন
বৈশাখের চারে বঙ্গে পুনরাগমন।
সারাটা বৈশাখ প্রায় চলিল এবার
নাম শাস্ত্রধর্ম্ম সাথে যজ্ঞের প্রচার।

নয় দিনে তিন যজ্ঞ সদানন্দ মঠে
একটি মিলন মঠে এক রাণাঘাটে।
রাণাঘাটে যজ্ঞ লীলা অতি অনুপম
সর্ব্বাধিক হল হেথা ভক্ত সমাগম।
যজ্ঞের দ্বিতীয়দিন বৈশাখ আঠাশে
নগর কীর্ত্তন হল প্রভুর নির্দ্দেশে।
সুসজ্জিত খোলা এক জীপ আরোহণে
যোগ দেন প্রভু সেই নগর কীর্ত্তনে।
শিষ্যভক্ত নরনারী পাঁচ হাজার প্রায়
সানন্দে সামিল মহাপ্রচার লীলায়।
নাম নামী ভক্ত এই তিনের মিলনে
রাণাঘাট ভাসে যেন আনন্দ প্লাবনে।

যজ্ঞশেষে বঙ্গদেশে প্রচারের পর
বিশে জ্যৈষ্ঠ যাত্রা শুরু মোটরে পুষ্কর।
পথে কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি শহরে
যাত্রাভঙ্গ কমবেশী এক দিন করে।
পবিত্র পুষ্করতীর্থ পরিক্রমা শেষে
এলেন বাংলায় পুনঃ আষাঢ় চব্বিশে।
গুরুমা-র পাদপদ্মে জানাতে প্রণতি
পরদিন দিগসুয়ে যান যথারীতি।
শঙ্করের জন্মতিথি আষাঢ় ছাব্বিশে
উদ্‌যাপিত হল মঠে প্রভুর নির্দ্দেশে।
যথাশাস্ত্র তিথিপূজা হলে সমাপন
সুবৃহৎ ধর্ম্মসভা হল আয়োজন।
ভোগ অন্তে হাসপাতালে করি পদার্পণ
মুমূর্ষু উমেশ বৈদ্যে দেন দরশন।
পরম প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হয়ে ভক্তবর
প্রায় মধ্যরাত্রিকালে গেল লোকান্তর।

পরদিন পুণ্যতিথি গুরুপূর্ণিমাতে
মিলন মঠেতে প্রভু গেলেন প্রভাতে।
মঙ্গল আরতি হেথা করি দরশন
গুরুধাম দিগসুয়ে করেন গমন।
গুরুমা-র পদে পূজা নিবেদন করে
মঠেতে এলেন ফিরে প্রায় দ্বিপ্রহরে।
ত্বরা করে মঞ্চোপরে করি আরোহণ
সমবেত ভক্তশিষ্যে দেন দরশন।
ব্যাস পূজা গুরুপূজা হলে সমাপন
এক ঘণ্টা প্রায় প্রভু দিলেন ভাষণ।
নাটকের অভিনয় শুরু মধ্যরাতে
'অশ্রুবাদল' পালা বিশ্বরূপাতে।
পরদিন 'গুরুপূজা' অভিনয় শেষে
উনত্রিশে যাত্রা গঙ্গাসাগর উদ্দেশে।
কিঙ্কর প্রণবানন্দে দিতে দরশন
সন্ধ্যায় যোগেন্দ্র মঠে শুভ পদার্পণ।
শয্যাশায়ী রুদ্ধবাক্ এই সুরকার
একদা করেছে কত শ্রীনাম প্রচার।
রাগ-রাগিণীতে তার সুরের লহরী*
রেখেছে আজিও তারে স্মরণীয় করি।
নবীন শিক্ষার্থী কিম্বা দক্ষ নামকারী
সকলেই তার এই গ্রন্থের পূজারী।
সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় হেথা আগমন
কার্য্যশেষে মধ্যরাতে বিদায় গ্রহণ।
প্রাতে কলিকাতা সহ বহু স্থান ঘুরে
তিরিশে সন্ধ্যায় যান বহরমপুরে।
দয়াময়ী আশ্রমেতে স্বল্প অবস্থান
অতঃপর মধ্যরাত্রে সিউড়ীতে যান।
বহু জন তখনও প্রতীক্ষায় রত
প্রার্থনা করান তাই প্রভু প্রথমতঃ।

---

* সুরলহরী (নামকীর্ত্তনের স্বরলিপি সম্বলিত পুস্তক)।

দীক্ষার্থী আঠাশ জন—ধৈর্য্য সীমাহীন
উপবাস ক্লেশ ভুলে আসনে আসীন।
সবা প্রতি প্রভু অতি হলেন সদয়
নিজগুণে শ্রীচরণে দিলেন আশ্রয়।
জনৈক অসুস্থ ভক্তে দিয়ে দরশন
কুড়মিঠা গ্রামে ভোরে উপনীত হন।
জরাজীর্ণ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বয়স ছিয়াশী বর্ষ বসতি হেথায়।
বৈষ্ণব সাহিত্য ক্ষেত্রে মহা অবদান
রেখেছে খ্যাতিরে তার আজিও অম্লান।
সাহিত্য-সাধনা হল আজিকে সার্থক
পেলেন দীক্ষার সাথে মালা ও তিলক।

সাধ্যের অতীত এই লীলাকথা লেখা
এ লীলাচিন্তন শুধু ক্ষীণ রূপরেখা।
অজ্ঞানতা অক্ষমতা সব ক্ষমা করি
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণ তরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬৮)

।। নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য লীলা—১৩৮৩।।
।। তারিঘাটে শ্রীগুরুর মহাপ্রয়াণ তিথিতে।। কণ্ঠ রুদ্ধ লেখনী স্তব্ধ।।
।। অকাতরে প্রণাম গ্রহণ—ব্যাধির বৃদ্ধি।।

চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষ্যে লীলাময় প্রভু সীতারাম
বঙ্গভূমে প্রচারান্তে চলিলেন নীলাচল ধাম।
আষাঢ়ের একত্রিশে একে একে ভ্রমি বহু স্থানে
সদলে করেন যাত্রা রাত্রিকালে 'বিশ্বপ্রেম' যানে।
যেতে যেতে মধ্যরাতে সর্ব্বাধীশ তারকেরে ক'ন—
"এই বিশ্বপ্রেম হল ঠাকুরের নিজস্ব বাহন।

নামের সেবায় শুধু এই যান হবে ব্যবহার
অন্ততঃ পঁচিশ মাইল নিত্য নাম করিবি প্রচার।...”
পরদিন সংক্রান্তির প্রাতঃকালে কটকে বিরতি
রঘুনাথ মন্দিরেতে হল পাঠ প্রার্থনা প্রভৃতি।
সহসা সেবকে ক'ন—“মন মাঝে অভিলাষ জাগে
পুণ্য নীলাচল ধামে চাতুর্ম্মাস্যে বসিবার আগে
যাত্রাপথে ছোট বড় দেবালয় আছে যেথা যত
নির্ব্বিচারে সর্ব্বক্ষেত্রে পূজা দেয়া হবে বিধিমত।”
রঘুনাথ জগন্নাথ কালী চণ্ডী প্রভৃতি মন্দিরে
পূজাদান অভিযান হল শুরু হেথায় অচিরে।
ভগবান লিঙ্গরাজে পূজা দিয়ে ভুবনেশ্বরে
সাক্ষীগোপালেতে হন উপস্থিত স্বল্পকাল পরে।
দিবসের শেষযামে পুরীধামে করি পদার্পণ
ধামেশ্বর জগন্নাথে প্রথমতঃ পূজা নিবেদন।
অতঃপর হেথাকার বহু মঠ মন্দির আশ্রমে
দেবোদ্দেশে পূজাদান হল যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে।
নামসঙ্কীর্ত্তন সহ আশ্রমের শিষ্যভক্তগণ
পথিমধ্যে সপার্ষদ প্রভুরে করিল আবাহন।
দিবাভাগে অন্নভোগে জোটে নাই অবসর আজ
তাই ত্বরা হল সারা রাত্রিকালে আশ্রমে সে কাজ।
নিশাগতে ধরণীতে ধারাবর্ষী আসিল শ্রাবণ
প্রভুর কৃপার ধারা ততোধিক হয় বরিষণ।
শ্রীনামের দল সহ প্রাতঃকালে হলেন বাহির
নামে পূত অগণিত হল হেথা আশ্রম মন্দির।
পূজাদান অনুষ্ঠান পূর্ব্বে যেথা হয়নি সম্ভব
সেই কাজ হল আজ অবশিষ্ট দেবস্থানে সব।
অনেক লীলার সাক্ষী পুণ্য এই নীলাচল ধাম
সুযোগ পেলেই প্রভু হেথা আসি বিতরেন নাম।
চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জগন্নাথ দেব এই স্থানে
দিয়েছেন প্রত্যাদেশ * অকৃপণভাবে নামদানে।

* “যা যা নাম দিগে যা”

সে আদেশে শিরোদেশে ধরি প্রভু জগতের হিতে
আজো নাম অবিরাম বিতরেন দুর্বার গতিতে।

চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্র ত্যজি বাষ্পযানে বাইশে শ্রাবণ
ঝুলনের প্রাক্কালেতে বঙ্গদেশে উপনীত হন।
গুরুমা-র জন্মোৎসব আর সতীসংঘ সম্মেলনে
পূর্ণিমার পুণ্য প্রাতে যান মঠে চব্বিশ শ্রাবণে।
গুরুমা-র পূজারতি যথারীতি হলে সমাপন
প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল দেন সেথা মধুর ভাষণ।
উৎসবান্তে হাওড়া হতে রাত প্রায় আট ঘটিকায়
পুরীধাম অভিমুখে বাষ্পযানে যাত্রা পুনরায়।
নীলাচলে লীলা চলে—ভাগবতী লীলা অনুপম
চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্রে বাড়ে দিন দিন ভক্ত সমাগম।
কি বিচিত্র এই ক্ষেত্র! যেন সারা বিশ্বের বিস্ময়
অসীম আনন্দ হেথা নাই শোক দুঃখ দৈন্য ভয়।
বুকভরা হাহাকার নিয়ে আসে শিষ্যভক্ত যারা
প্রেমের পরশ পেয়ে পলকে পুলকে আত্মহারা।
আত্যন্তিক দুঃখ জ্বালা শুধু নাহি হয় নিরসন
বিস্মরণ ঘরবাড়ী টাকাকড়ি আত্মীয় স্বজন।
নবজন্মলাভে হয় পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত যেমন
তেমনি হেথায় এক নূতন জীবনে উত্তরণ।

জগন্নাথ এক্সপ্রেসে যাত্রা করি ভাদ্র বিশে রাতে
পৌঁছিলেন পরদিন পুনঃ প্রভু প্রাতে হাওড়াতে।
শিষ্যভক্ত অগণিত নাম নিয়ে হাজির ষ্টেশনে
সবারে দর্শন দিয়ে বাহিরান কৃপা বিতরণে।
অতঃপর দিনভর মঠ * সহ বহু স্থানে ঘুরে
অভিনয় দেখিবারে রাত্রিকালে যান ইছাপুরে।
ফ্যাক্টরীর প্রেক্ষাগৃহে 'গুরুপূজা'—তাঁরই নাটক
সারারাত অভিনয় করে সব স্থানীয় সেবক।

---

* মহামিলন মঠ।

তৈলযান আরোহণে ভোরবেলা অভিনয় শেষে
দিগসুই ধাম হয়ে যান 'শ্যামসুন্দর' উদ্দেশে।
বৰ্দ্ধমান সন্নিকটে মনোরম এই দেবস্থান
সম্প্রতি করেছে এটি কর্ত্তৃপক্ষ প্রভুরে প্রদান।
হেথায় বিতরি কৃপা তৈলযানে দিবসের শেষে
গয়া কাশীধাম হয়ে তারিঘাটে গেলেন চব্বিশে।
পরদিন শ্রীগুরুর প্রয়াণের তিথির প্রভাতে
নামগান সহ যান শ্রীমহাপ্রয়াণ মঠ হতে।
রেল ষ্টেশনের পাশে কর্ম্মীদের যেথা বাসস্থান
তারই এক কক্ষমাঝে হয়েছিল সে মহাপ্রয়াণ।
ষ্টেশন মাষ্টার এসে করে দিল দ্বার উন্মোচন
গুরু প্রভৃতির পূজা শ্রদ্ধাভরে হল সম্পাদন।
বাহিরের বারান্দায় চলে নাম বিরামবিহীন
দুর্য্যোগ সত্ত্বেও ভিড় দর্শনার্থীদের সারাদিন।
দূর হতে সমাগত ভাগ্যবান শিষ্যভক্তগণে
জপ আর ক্রিয়া দেন দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে আসনে।
সারাটা বিকেল পাঠ প্রার্থনা ও নাম সঙ্কীর্ত্তনে
বিমল আনন্দধারা বহে সেই রেলের প্রাঙ্গণে।
নিশাগমে নবোদ্যমে আসনে বসিয়ে পুনরায়
সবারে করেন স্নাত অকৃপণ করুণা ধারায়।
রাতেও প্রসাদ স্বল্প ফল দুধ মধ্যাহ্নের মত
প্রভু প্রায় সারারাত রহেন আসনে ধ্যানরত।
পরদিন অপরাহ্ণে তৈলযানে যাত্রা পুনরায়
কাশীধামে রামাশ্রমে উপনীত হলেন সন্ধ্যায়।
দুই দিন চলে হেথা অকাতরে কৃপা বিতরণ
ঊনত্রিশে বঙ্গদেশে ভোরবেলা শুভ পদার্পণ।
দিনে রাতে দিকে দিকে পরিক্রমা চলে চারি দিন
বাষ্পযানে পুরীধামে ফিরিলেন তেসরা আশ্বিন।

প্রতি বৎসরের মত শারদ উৎসবে যোগ দিতে
আশ্বিন অষ্টম দিনে পৌঁছিলেন দিল্লী নগরীতে।

শুভ পদার্পণ হল যেই মাত্র আশ্রমে প্রভুর
জাদুবলে এক পলে হল সব অপূর্ণতা দূর।
মহাসপ্তম্যাদি তিথি-স্থিতিকাল অল্প অতিশয়
প্রভূত প্রযত্নে পূজা প্রত্যহ পূর্বাহ্নে সাঙ্গ হয়
চারিদিকে তাই থাকে ব্যস্ততা সবার সমধিক
তবু পাঠ প্রার্থনাদি তিন বেলা চলে ঠিক ঠিক।
বিজয়া দশমী দিনে বিদায়ের বিষণ্ণ লগনে
করিলেন নিবেদন স্নেহময়ী জননী চরণে—

"যাও যাও জননী গো নিজ নিকেতনে
বরষ পরেতে পুনঃ এসো মা আবার
সকলে করাও স্নাত কৃপা বরিষণে
তোমার চরণে প্রেম হউক অপার।।"

পূজাশেষে হৃষীকেশে পৌঁছিলেন সতেরো আশ্বিন
উত্তরকাশীতে যান ভাগীরথী মঠে পরদিন।
ঝটিকার বেগে মঠ আশ্রমাদি পরিক্রমা শেষে
এলেন আবার দিল্লী লক্ষ্মীপূজা ব্যপদেশে বিশে।
আশ্বিন বাইশে যাত্রা উৎকল এক্সপ্রেসে চড়ে
বহু পথ ঘুরে পুরী পৌঁছিলেন দুই দিন পরে।
গাড়ীতে ফেরার পথে বিভিন্ন ষ্টেশনে ভক্তগণ
ফুল ফল শ্রীচরণে কত না করিল নিবেদন।
অকাতরে বিতরণ করেও যা রহে অবশিষ্ট
পরিমাণ হেরি তার সেবকেরা বিস্ময়ে আবিষ্ট।
কহিলেন এ প্রসঙ্গে সকৌতুকে প্রভু লীলাময়—
"সাধু হলে এত লাভ তবু লোক সাধু নাহি হয়!"

রাত্রিকালে পাঠ চলে প্রতিদিন অতি দীর্ঘক্ষণ
পাঠশেষে শুরু হয় শ্রীমুখ নিঃসৃত প্রবচন—
"অতীতের কথা ভেবে করিও না বৃথা হাহাকার
নারিবে ফিরাতে তারে প্রাণপাত করি শতবার।
সম্মুখেতে আছে তব বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ
কর নাম হবে সিদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ।

কর নাম অবিরাম যাবে কাম আদি রিপুগণ
যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি ভগবান দিবেন দর্শন।...."
বার বার এ প্রকার একই কথা ক'ন কী কারণে
এ প্রশ্ন উদয় হয় শ্রোতাদের অনেকের মনে।
প্রভু কন—"অকারণ কিছু নাহি সংঘটিত হয়
ক'জনার একবার শুনে নামে রতি উপজয়।
স্বাধ্যায়ের সার্থকতা সত্যানুসন্ধানে তত্ত্বজ্ঞানে
তত্ত্বের ধারণা হয় বার বার শ্রবণে মননে।"
সেবক মাধব স্বামী হেনকালে প্রায় বারটায়
প্রসাদ গ্রহণ তরে করজোড়ে প্রার্থনা জানায়।
মহাপ্রসাদের নিত্য সবা লাগি মহা আয়োজন
সানন্দে ভোজন করি পরিতৃপ্ত হয় সর্ব্বজন।

আশ্বিনের আঠাশেতে রাত্রিকালে পাঠের আসরে
ভাবেতে তন্ময় প্রভু অশ্রুধারা ঝরঝর ঝরে।
প্রসঙ্গ শ্রীরামলীলা গ্রন্থ তাঁরই 'কথা রামায়ণ'
স্থাণুবৎ দেহ স্থির অবশেষে সমাধিমগন।
সমাধির পর হতে কণ্ঠরুদ্ধ লেখনী অচল
কর্ম্মবীর শান্ত ধীর—অন্তর্হিত উদ্যম সকল।
শ্যামাপূজা উদ্বোধনে কলিকাতা নগরীতে এসে
আবার সমাধি হল কার্ত্তিকের দ্বিতীয় দিবসে।
মণ্ডপেতে ভক্তদের ব্যাকুলতা করি বিলোকন
সেদিন সন্ধ্যায় হল অকাতরে প্রণাম গ্রহণ।
গভারে হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের চাতুর্ম্মাস্য স্থলে
পরশ প্রণাম পর্ব্ব পরদিন পুনরায় চলে।
দু'দিনে অসংখ্য ভক্ত পরশিল চরণ কমল
অতি অল্পকাল মধ্যে পাওয়া গেল মারাত্মক ফল।
পুরীতে এলেন ফিরে তৈলযানে পাঁচই কার্ত্তিক
ইদানীং কিছুদিন শ্রীঅঙ্গ না ছিল স্বাভাবিক।
এইবার জ্বর আর সাথে তার হিক্কা সহচর
পরিস্থিতি তাই অতি হয়ে ওঠে ঘোরালো সত্বর।

বৈদ্যের নির্দ্দেশমত চিকিৎসা ও বিশ্রাম কারণ
কার্ত্তিক বারই বঙ্গে আনয়ন হল প্রয়োজন।
প্রভুর হঠাৎ এই সুকঠিন ব্যাধি নিবন্ধন
অকালে চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে হল সমাপন।
সংক্রান্তির পরিবর্ত্তে পূর্ণিমায় কার্ত্তিকের বিশে
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সাঙ্গ হল গুরুপুত্রের নির্দ্দেশে।
নীলাচল-চাতুর্ম্মাস্য লীলাকথা স্মরি অতুলন
শ্রীচরণ আকিঞ্চন করে দীন দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৬৯)

।। কাশীধামে গঙ্গাবক্ষে—১৩৮৩।।
।। 'শ্রীরাম রাম রাম' কীর্ত্তন।। রোগ ও যোগ।।
।। অনাড়ম্বর জন্মোৎসব।।

কার্ত্তিকের ত্রয়োদশে বৈদ্যের নির্দ্দেশে
এসেছেন পুরী হতে প্রভু বঙ্গদেশে।
চলিছে অজ্ঞাতবাসে চিকি ৎসা বিশ্রাম
কঠিন ব্যাধির তায় আংশিক আরাম।
আশৈশব গঙ্গাপ্রেমী প্রভু সীতারাম
বার বার মুখে তাঁর 'মাতর্গঙ্গে' নাম।
বিষম বিরহে প্রাণ করে আনচান
দুই বেলা তাই গঙ্গা দরশনে যান।
আধুনিক'সভ্যতার' বিকাশের ফলে
গঙ্গার করুণ দশা শহর অঞ্চলে।
প্রাণহীন অর্থগৃধ্নু বণিকের দল
রচিয়াছে গঙ্গাগর্ভে 'জেটি'র জঙ্গল।
নয়ন-নন্দন নয় হেন দৃশ্য বটে
রস আস্বাদনে তবু ব্যাঘাত না ঘটে।

‘জেটি-মা’ দিলেন নাম রঙ্গময় হেসে
ইনিই ‘বড়-মা’ তাঁর পুণ্য হৃষীকেশে।
উত্তর কাশীতে ইনি ‘ছোট মা’ তাঁহার
এক গঙ্গা কত তাঁর নামের বাহার!
গঙ্গা লাগি দেখি হেন পিপাসা প্রবল
প্রতিকারে প্রচেষ্টিত সঙ্গীশিষ্যদল।
স্থান নির্ব্বাচন শেষে কার্ত্তিক তেইশে
বাংলা হতে শুভযাত্রা কাশীর উদ্দেশে।
বিরতি দশাশ্বমেধে পরদিন প্রাতে
স্বল্প পরে গঙ্গাবক্ষে যান বজরাতে।
একটি বজরা তাঁর একান্ত নিজস্ব
অন্যটিতে ভোগপূজা নিয়ে সঙ্গীশিষ্য।
গঙ্গার অপর পাড়ে ব্যাসকাশী পাশে
নোঙর ফেলিল তরী প্রভুর নির্দ্দেশে।
বজরার ছাদে বসি নিত্য কিছুক্ষণ
সকালে বিকালে গঙ্গা করেন দর্শন।
অবশিষ্ট সময়ের সিংহভাগ প্রায়
ভিতরে নিস্তব্ধভাবে রহেন শয্যায়।

একদিন অপরাহ্নে দরশন আশে
এলেন মোহনানন্দ প্রভুর সকাশে।
সাথে তাঁর কতিপয় আশ্রিত সন্তান
গঙ্গাবক্ষে ঘটিল এ মিলন মহান।
স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করি সঙ্গীগণ
সংযমের পরিচয় দিল অতুলন।
কেবল ‘মোহনবাবা’ প্রভুপার্শ্বে গিয়ে
শ্রীঅঙ্গের কুশলাদি শুধায় বিনয়ে।
শ্রদ্ধা প্রেমে ভরপুর মহাজনদ্বয়
সানন্দে কুশলবার্ত্তা করে বিনিময়।
ব্রহ্মচারী ভাবাবেগে কহেন তখন—
“ভাবিনি এভাবে পাব তব দরশন।”

কহিলেন প্রভু—"পেয়ে সঙ্গ আপনার
'এ'রও জাগিছে চিত্তে আনন্দ অপার।"
বাক্যালাপ অচিরেই হল অবসান
নীরব ভাষায় চলে আদানপ্রদান।
পরদিন অপরাহ্ণে সেবক দু'জনে
পাঠালেন প্রভু ব্রহ্মচারীজী সদনে
পেটিকায় ফল মিষ্টি বিবিধ প্রকার
আর নিয়ে গেল সাথে বস্ত্র উপহার।

রাত্রিকালে গঙ্গাবক্ষে কখন কখন
হিমেল হাওয়ায় দেহে ধরায় কম্পন।
আকাশের ভ্রূকুটিতে জটিলতা বাড়ে
পাড়ে যেতে অনুরোধ আসে বারে বারে।
গঙ্গাবক্ষে গেল কেটে দীর্ঘ নয় দিন
মনে হল আর থাকা নয় সমীচীন।
জলযান জাহ্নবীরে ত্যজি সে কারণে
আশ্রমে আপন কক্ষে রহেন নির্জ্জনে।
ঘণ্টা তিন চার নিত্য ধ্যানাসনে কাটে
ধ্যানের প্রচণ্ড ক্ষুধা তবুও না মেটে।
রোগের যন্ত্রণা বাড়ে অত্যধিক যবে
সহেন সহজভাবে নিভৃতে নীরবে।
রোগে আর যোগে হেথা সহ-অবস্থান
যোগের প্রভাবে কভু উর্দ্ধমুখী প্রাণ।
ধ্যানাসনে সেইক্ষণে রহেন তন্ময়
পানাহারও দীর্ঘক্ষণ সম্ভব না হয়।

জাগিছে সঙ্কল্প নিত্য নূতন নূতন
সেবকেরা করে ত্বরা যত্নে রূপায়ণ।
প্রথমতঃ হেথা যত আছে দেবালয়
সব স্থানে পূজা দানে ইচ্ছার উদয়।
দ্বিতীয়তঃ দীন যত আছে এ কাশীতে
সবাকার দুঃখভার চাহেন নাশিতে।

'জেটি-মা' দিলেন নাম রঙ্গময় হেসে
ইনিই 'বড়-মা' তাঁর পুণ্য হৃষীকেশে।
উত্তর কাশীতে ইনি 'ছোট মা' তাঁহার
এক গঙ্গা কত তাঁর নামের বাহার!
গঙ্গা লাগি দেখি হেন পিপাসা প্রবল
প্রতিকারে প্রচেষ্টিত সঙ্গীশিষ্যদল।
স্থান নির্ব্বাচন শেষে কার্ত্তিক তেইশে
বাংলা হতে শুভযাত্রা কাশীর উদ্দেশে।
বিরতি দশাশ্বমেধে পরদিন প্রাতে
স্বল্প পরে গঙ্গাবক্ষে যান বজরাতে।
একটি বজরা তাঁর একান্ত নিজস্ব
অন্যটিতে ভোগপূজা নিয়ে সঙ্গীশিষ্য।
গঙ্গার অপর পাড়ে ব্যাসকাশী পাশে
নোঙর ফেলিল তরী প্রভুর নির্দ্দেশে।
বজরার ছাদে বসি নিত্য কিছুক্ষণ
সকালে বিকালে গঙ্গা করেন দর্শন।
অবশিষ্ট সময়ের সিংহভাগ প্রায়
ভিতরে নিস্তব্ধভাবে রহেন শয্যায়।

একদিন অপরাহ্নে দরশন আশে
এলেন মোহনানন্দ প্রভুর সকাশে।
সাথে তাঁর কতিপয় আশ্রিত সন্তান
গঙ্গাবক্ষে ঘটিল এ মিলন মহান।
স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করি সঙ্গীগণ
সংযমের পরিচয় দিল অতুলন।
কেবল 'মোহনবাবা' প্রভুপার্শ্বে গিয়ে
শ্রীঅঙ্গের কুশলাদি শুধায় বিনয়ে।
শ্রদ্ধা প্রেমে ভরপুর মহাজনদ্বয়
সানন্দে কুশলবার্ত্তা করে বিনিময়।
ব্রহ্মচারী ভাবাবেগে কহেন তখন—
"ভাবিনি এভাবে পাব তব দরশন।"

কহিলেন প্রভু—"পেয়ে সঙ্গ আপনার
'এ'রও জাগিছে চিত্তে আনন্দ অপার।"
বাক্যালাপ অচিরেই হল অবসান
নীরব ভাষায় চলে আদানপ্রদান।
পরদিন অপরাহ্ণে সেবক দু'জনে
পাঠালেন প্রভু ব্রহ্মচারীজী সদনে
পেটিকায় ফল মিষ্টি বিবিধ প্রকার
আর নিয়ে গেল সাথে বস্ত্র উপহার।

রাত্রিকালে গঙ্গাবক্ষে কখন কখন
হিমেল হাওয়ায় দেহে ধরায় কম্পন।
আকাশের ভ্রূকুটিতে জটিলতা বাড়ে
পাড়ে যেতে অনুরোধ আসে বারে বারে।
গঙ্গাবক্ষে গেল কেটে দীর্ঘ নয় দিন
মনে হল আর থাকা নয় সমীচীন।
জলযান জাহ্নবীরে ত্যজি সে কারণে
আশ্রমে আপন কক্ষে রহেন নির্জ্জনে।
ঘণ্টা তিন চার নিত্য ধ্যানাসনে কাটে
ধ্যানের প্রচণ্ড ক্ষুধা তবুও না মেটে।
রোগের যন্ত্রণা বাড়ে অত্যধিক যবে
সহেন সহজভাবে নিভৃতে নীরবে।
রোগে আর যোগে হেথা সহ-অবস্থান
যোগের প্রভাবে কভু ঊর্দ্ধমুখী প্রাণ।
ধ্যানাসনে সেইক্ষণে রহেন তন্ময়
পানাহার ও দীর্ঘক্ষণ সম্ভব না হয়।

জাগিছে সঙ্কল্প নিত্য নূতন নূতন
সেবকেরা করে ত্বরা যত্নে রূপায়ণ।
প্রথমতঃ হেথা যত আছে দেবালয়
সব স্থানে পূজা দানে ইচ্ছার উদয়।
দ্বিতীয়তঃ দীন যত আছে এ কাশীতে
সবাকার দুঃখভার চাহেন নাশিতে।

তৃতীয়তঃ রাম নাম কীর্ত্তনে কি ফল
তা' দেখিতে জাগে চিতে বাসনা প্রবল।
রাম নাম লিখনে যে মহিমা অপার
মিলেছে প্রমাণ তার পূর্ব্বে বহু বার।
শয্যাপার্শ্বে শুরু তাই তেইশে অঘ্রাণ
'শ্রীরাম রাম রাম'—এই নাম গান।
মহামন্ত্র স্থলে এবে নামকারীগণ
অবিরাম রাম নাম করে সঙ্কীর্ত্তন।
যোগদান করি প্রভু পুলকিত মনে
সবা সাথে কভু মেতে ওঠেন কীর্ত্তনে।

আসনস্থ হয়ে প্রভু অধিকাংশ ক্ষণ
ধ্যানে আর সমাধিতে রহেন মগন।
অঘ্রাণের অন্ত্যভাগে রাতে এক দিন
দশটার পর হন আসনে আসীন।
অদূরে সেবকবৃন্দ প্রতীক্ষায় রত
সুধামাখা রাম নাম চলে অবিরত।
একাসনে বারঘণ্টা প্রায় অবস্থান
নিশাগতে পর দিন পূর্ব্বাহ্নে ব্যুত্থান।
দীর্ঘস্থায়ী এই ভাবসমাধির পর
বহুলাংশে সুস্থ হল পূত কলেবর।
বহু দিন পরে নীচে নেমে দ্রুতগতি
করিলেন গঙ্গাস্নান অনায়াসে অতি।
অপরাহ্ণ কালে লয়ে সঙ্গীশিষ্যগণ
বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা করেন দর্শন।
পূর্ব্বেকার সে প্রভুরে পেয়ে পুনর্ব্বার
সবাকার চিত্তে জাগে আনন্দ অপার।
পৌষের তেইশে রাত্রি এগারোতে প্রায়
বসিলেন উত্তরাস্যে ধ্যানে পুনরায়।
রাতে রোজ রহে রুদ্ধ কুটীরের দ্বার
আকস্মিকভাবে আজ ব্যতিক্রম তার।

জনা দুই শিষ্য সেই কক্ষ অভ্যন্তরে
রাম নাম অবিরাম গায় মৃদু স্বরে।
অপর সেবকগণ অধীর আগ্রহে
সংলগ্ন শয়নকক্ষে প্রতীক্ষিয়া রহে
অপার্থিব ভঙ্গিমায় সারারাত ধরে
ব্রহ্মময় ভাবে প্রভু আসন উপরে।
সেবকেরা সবিস্ময়ে করে বিলোকন
কল্পনা-অতীত এই দৃশ্য অতুলন।
শিষ্যগণে জনে জনে করি আহ্বান
করিলেন পরদিন উপদেশ দান।

জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অন্যত্র গমনে
নাহি জাগে অভিলাষ বিন্দুমাত্র মনে।
সর্ব্ববিধ জল্পনার করি অবসান
রামাশ্রমে জন্মোৎসব হল অনুষ্ঠান।
মাঘের পঁচিশে শুভ আবির্ভাব তিথি,
সাড়ম্বর অনুষ্ঠান সাধারণ রীতি।
এবারের অনুষ্ঠান বাহুল্য বর্জ্জিত
অসুস্থতা হেতু দ্বার নয় অবারিত।
অত্যুৎসাহী শিষ্যভক্ত তবু বহু জন
দূর-দূরান্তর হতে করে আগমন।
আশ্রমে আশ্রয় লভি দু'দিনের জন্য
প্রভুর কৃপার স্পর্শে হয় তারা ধন্য।
মহানন্দে করে সবে নামে যোগদান
স্তিমিত আশ্রমে ডাকে আনন্দের বান।
প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী সাধক মহান
রামাশ্রমে জন্মোৎসবে করে যোগদান।
বহুবিধ উপায়ন করি আহরণ
শ্রদ্ধাযুক্ত প্রভুদত্ত করে নিবেদন।
শুভ দিনে এ মিলনে দোঁহে প্রীত হন
কুশলাদি বিনিময় চলে স্বল্পক্ষণ।

মধুময় নীরবতা মাঝে দু'জনায়
কাটালেন অতঃপর দুই ঘণ্টা প্রায়।

জন্মোৎসবে জনসঙ্গে কাটে দিনরাত
স্বাভাবিক ছন্দে তাই ঘটিল ব্যাঘাত।
অত্যধিক নীরবতা পরদিন হতে
ডুবে যান পুনঃ প্রভু আপন জগতে।
কখন কুটীর মাঝে ধ্যানে নিমগন
এক মনে কভু নাম করেন শ্রবণ।
অন্য কোন বিষয়েতে নাই আর মন
নাই এ জগৎ প্রতি স্বল্প আকর্ষণ।
হেন অবস্থায় সত্যরক্ষার কারণে
দাক্ষিণাত্যে হবে যেতে দীর্ঘ পর্য্যটনে।
আসন্ন বিদায় লগ্ন করিয়া স্মরণ
বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা করেন দর্শন।
বাষ্পযান আরোহণে ফাল্গুনের দশে
পরদিন উপনীত হন বঙ্গদেশে।
অজ্ঞাত আবাসে অগ্রে হল অবস্থান
বোলই মিলন মঠে দরশন দান।
দর্শনে বঞ্চিত সবে ছিল বহু দিন
ভক্তদের ব্যাকুলতা তাই সীমাহীন।
ক্ষণিক দর্শন লাগি সকলে অধীর
সুবিশাল মঠ জুড়ে ভয়াবহ ভিড়।
হাসিমুখে প্রভু সেই ভিড়ের ভিতর
শান্তিরক্ষী সহায়েতে হন অগ্রসর।
দীর্ঘ প্রায় চারি ঘণ্টা বসি একাসনে
বিতরেন কৃপা সব শিষ্যভক্তগণে।
প্রভুর বিচিত্র লীলা করিয়া স্মরণ
অভয় চরণ বন্দে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭০)

।। ব্যানার্জ্জী স্পেশালে দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা।।

(১৮ ফাল্গুন—১১ চৈত্র, ১৩৮৩)

দাক্ষিণাত্য যাত্রা লাগি আঠারেই রাতে
রেলের ষ্টেশনে প্রভু যান হাওড়াতে।
চারিদিকে ভক্তদের ভিড় দরশনে
অসীম উৎকণ্ঠা সব সেবকের মনে।
দীর্ঘকাল বায়ুরোগে কাতর শ্রীঅঙ্গ
ছিলেন একান্তে তাই ত্যজি লোকসঙ্গ।
আজিকার ভিড়ে তাঁর কি যে হাল হবে
সে কথা ভাবিয়া ভয়ে শিহরিত সবে।
শান্তিরক্ষীদের দল আসি সুবৃহৎ
চেষ্টাযুক্ত হয়ে মুক্ত করে রুদ্ধ পথ।
স্বপন ব্যানার্জ্জী নামে আশ্রিত সন্তান
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেতে উদ্যোগী প্রধান।
তার পরিচালনায় 'ব্যানার্জ্জী স্পেশালে'
যাত্রা শুরু রাত্রি প্রায় এগারোটা কালে।
পাঁচ শতাধিক যাত্রী বহনোপযোগী
সংরক্ষিত এই যানে এগারোটি বগী।
চতুর্থ বগীর এক বিশেষ প্রকোষ্ঠ
প্রভুর বিশ্রাম লাগি হয়েছে নির্দ্দিষ্ট।
পাশের প্রকোষ্ঠে তাঁর গুরুর পাদুকা
আর আছে রাশি রাশি পুস্তক পুস্তিকা।
চিত্রপটে যুগ্মভাবে মহাবীর রাম
তুলসীর বৃক্ষসহ শোভে শালগ্রাম।
নিত্যপূজারতি ভোগ হয় এই ঘরে
শিষ্য তোষানন্দ যত্নে সেবাপূজা করে।
পূজনীয়া গুরুমাতা দেবী হেমাঙ্গিনী
পরমগুরুর পুত্রবধূ ঠাকুরাণী।

'তেতেরিয়ার মা' বলে পরিচিতি যাঁর
রয়েছেন পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠ মাঝার।
প্রতিদিন তিনবার এই দুই জনে
যান প্রভু প্রণমিতে লুটিয়ে চরণে।
গুরুকন্যা সহ আরো মায়ী কতিপয়
পেয়েছেন এই কক্ষ মাঝেতে আশ্রয়।
প্রভু পাশে রাম নাম চলে অবিরাম
অষ্টম বগীতে চলে হরেকৃষ্ণ নাম।
অন্য বহু কক্ষেতেও ভক্তযাত্রীগণ
করিছে কোথাও নাম কোথাও ভজন।
নিশীথে খড়গপুরে শিষ্যভক্তগণ
নাম নিয়ে আসি শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
চলমান হল যান অর্দ্ধঘণ্টা পর
ফাল্গুন উনিশে প্রাতে এল বালেশ্বর।
ইঞ্জিন বিকল হল ভদ্রক ষ্টেশনে
পুনর্যাত্রা বিলম্বিত হল সে কারণে।
খুর্‌দা-তে পঁহুছিতে দিবা শেষ প্রায়
ভক্তগণ দীর্ঘক্ষণ হেথা প্রতীক্ষায়।
দীর্ঘপথ ভ্রমণান্তে ভোর সাড়ে চারে
উপনীত হল যান ওয়ালটেয়ারে।
ভগবান নৃসিংহেরে করিতে দর্শন
সিংহাচলমেতে প্রাতে গেল বহু জন।
পরদিন বহু পথ অতিক্রম করে
রেনিগুণ্টা এল রাত দুইটার পরে।
প্রাতঃকালে সহযাত্রী শিষ্যভক্তগণে
পাঠালেন তিরুপতি বালাজী দর্শনে।
তেইশে পৌঁছান প্রাতে মাদ্রাজ শহর
এখানেই অবস্থান হল দিনভর।
অপরাহ্ণে প্ল্যাট ফর্মেতে প্রার্থনার পরে
শুরু হল মহানাম মহা আড়ম্বরে।

অগণিত সহযাত্রী শিষ্য ও ভকত
নৃত্যসহ হরেকৃষ্ণ নাম গানে রত।
আনন্দ প্লাবনে ভাসে ষ্টেশন প্রাঙ্গণ
নামগানে মাতোয়ারা সর্ব্বসাধারণ।
অবশেষে রাত্রিকালে ভোগাদির পরে
মিটার গেজেতে যাত্রা ছোট রেলে চড়ে।
চব্বিশে চিঙ্গলপুটে প্রভাত সময়
সবারে করেন কৃপা প্রভু দয়াময়।
অতঃপর পক্ষীতীর্থ মহাবল্লীপুর(ম্)
দরশন করি মন হর্ষে ভরপুর।
পরদিন পণ্ডিচেরী পৌঁছিলেন প্রাতে
(শ্রী)অরবিন্দ আশ্রমেতে যান সবা সাথে।
ফাল্গুন ছাব্বিশে যান চিদাম্বরম্
বিশাল মন্দির সেথা শোভে মনোরম।
তার মাঝে নটরাজে করি দরশন
অপরাহ্নে কুম্ভকোণে উপনীত হন।
নিশাগতে এল প্রাতে তাঞ্জোর শহর
সেথা শিব দর্শনান্তে যাত্রা রামেশ্বর।
আঠাশে ফাল্গুন এল রামেশ্বরে যান
সানন্দে সদলে সেথা সমুদ্রেতে স্নান।
অতঃপর রামেশ্বর শিব দরশনে
অপার আনন্দ জাগে সবাকার মনে।
যাত্রা পুনঃ পরদিন অন্নভোগ শেষে
তিরুনেলভেলি এল ফাল্গুন তিরিশে।
ভোগ লাগি দ্বিপ্রহরে প্রায় প্রতিদিন
তিন চার ঘণ্টা যান রহে গতিহীন।
মধ্যাহ্নের ভোগ অন্তে বেলা দুইটায়
কন্যাকুমারিকা পানে যাত্রা পুনরায়।
বাস আট ট্যাক্সি দুই এবার বাহন।
সাথে লরী ভর্ত্তি করি ভোগের বাসন।
কন্যাকুমারিকা এল পাঁচটার পর
দেবী দরশনে সবে গেলেন সত্বর।

চৈত্রের পহেলা প্রাতে প্রভু দীর্ঘক্ষণ
রহেন আপন কক্ষে ধ্যানে নিমগন।
অতঃপর মন্দিরেতে দেবী দরশন
ভোগ অন্তে যাত্রা লাগি বাসে আরোহণ।
তিরুনেলভেলি হতে যাত্রা বাষ্পযানে
পঁহুছান মাদুরাই নিশা অবসানে।
মীনাক্ষী মন্দিরে হল দেবী দরশন
মনোরম গোপুরম্ সেথা অতুলন।
তেসরা ত্রিচিনাপল্লী প্রভাতে প্রথম
তথা হতে তৈলযানে যান শ্রীরঙ্গম্।
ভগবান রঙ্গনাথ যুগযুগান্তর
বর্ষিছেন কৃপা হেথা ভক্তে নিরন্তর।
সুন্দর মন্দির তাঁর বৃহৎ আকার
সাতটি প্রাকারে ঘেরা অতি চমৎকার।
প্রাচীরের মধ্যে যেন বৃহৎ শহর
হাজার দোকান সেথা বহু বাড়ী ঘর।
মন্দিরের বিশালতা কল্পনা-অতীত
ধন্য সবে দরশনে প্রভুর সহিত।
ফলাহারী জীয়র মঠে অবস্থান
সঙ্গে পাঁচ শতাধিক ভক্ত ও সন্তান।
চৌঠা প্রাতে মুখরিত মঠ নামগানে
প্রভু র'ন নিমগন দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে।
রাত্রে পুনঃ যাত্রা শুরু—ভ্রমি বহু দূর
চৈত্র ছয়ে প্রাতে যান এল মহীশূর।
অদূরে পর্ব্বতোপরি চামুণ্ডা মন্দির
সানন্দে সেথায় হল দর্শন দেবীর।
আরো বহু দেবালয়ে করি পদার্পণ
বহু খ্যাত শিল্পমঞ্চে উপস্থিত হন।
শোভে সেথা অগণিত শিল্প নিদর্শন
রাজকীয় অস্ত্রশস্ত্র আর সিংহাসন।
শ্রীরঙ্গপত্তনমে গিয়ে মধ্যাহ্নের পর
দেখিলেন সুবৃহৎ মন্দির সুন্দর।

অনন্ত শয্যায় সেথা বিষ্ণু ভগবান
সেবারতা মহালক্ষ্মী পার্শ্বে বিদ্যমান।
টিপুর সমাধিক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণ
বৃন্দাবন উদ্যানাদি হল দরশন।

যাত্রা শুরু পুনরায় মধ্যরাত্রি কালে,
বাঙ্গালোরে পৌঁছিলেন সাতই সকালে।
বিশ্বনাথ নামে হেথা ভক্ত একজন
সেবা লাগি দুধ দিল প্রায় একমণ।
সযত্নে সন্দেশ ছানা আর পরমান্ন
সেবক প্রস্তুত করে দেবভোগ জন্য।
আজই ভোটের ফল হয়েছে প্রকাশ
ইন্দিরার পরাজয়ে কারো মহোল্লাস।
কেহ বা এ সমাচারে ব্যথায় কাতর
সংবাদ প্রভুরও হল শ্রবণ গোচর।
কহেন কাহিনী এক অতি চমৎকার—
"রাম রাজা হয়েছেন আনন্দ সবার।
শুধু প্রিয়জন কিম্বা প্রজাবৃন্দ নয়
আনন্দিত বনভূমে প্রাণী সমুদয়।
হরিষে হরিণগণ আসি ত্বরা ছুটে
নিবেদিল নীতিনিষ্ঠ নৃপতি নিকটে—
মহারাজ সুসংবাদ রাজা হল রাম।
মৃগরাজ কহে—শুনে আনন্দ পেলাম।
প্রশ্ন এক অন্তরের জাগে অন্তঃস্থলে
মৃগয়া কি বন্ধ হবে রাম রাজা হলে?"
কহিলেন পুনরায় প্রভু পরক্ষণে—
"দুর্ব্বলের দুঃখ দৈন্য দুর্গতি মোচনে
নূতন শাসকদল হলে যত্নবান,
তবেই দেশের আর দশের কল্যাণ।"

বার বার থেমে আর বহু পথ ঘুরি
চৈত্র দশে অপরাহ্নে পৌঁছিলেন পুরী।
আজ ছিল হাওড়াতে পৌঁছিবার কথা
গাড়ী ঠিক না চলায় হয়েছে অন্যথা।
সদলে শ্রীজগন্নাথে করি দরশন
সরোজিনী মঠে প্রভু উপনীত হন।
পূজনীয়া গুরুমায়ে করি সেথা নতি
সমুদ্রের সন্নিকটে যান দ্রুতগতি।
রেলের ষ্টেশনে ফিরে শিষ্য তিন জনে
করেন বিশেষ কৃপা বসিয়ে আসনে।
সস্ত্রীক তারক * আর পণ্ডিত গোপালে
দীক্ষাদানে অধিকার দিলেন একালে।
প্রভুর সম্মতি নিয়ে সঙ্গী শিষ্যগণ
মহাপ্রসাদের করে মহা আয়োজন।
সাড়ে ছয় শত ভক্ত ষ্টেশন প্রাঙ্গণে
পরিতৃপ্ত হয় সেই প্রসাদ সেবনে।
প্রসাদ পর্ব্বের পূর্ব্বে ষ্টেশনে বসিয়া
পাঠ হয় মধুময় 'বিজনে বিজয়া'।
পাঠান্তে প্রভুরে ঘিরে প্ল্যাটফর্ম 'পরে
চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন দীর্ঘক্ষণ ধরে।
বেগবান হল যান এগারোটা রাতে
পরদিন একটায় এল হাওড়াতে।
প্রভু সাথে রেলপথে তীর্থপর্য্যটন
এ যেন চলন্ত এক আশ্রম জীবন।
শেষরাতে কামরাতে আপন আপন
জপধ্যানে যাত্রীগণ হত নিমগন।
প্রভুর প্রকোষ্ঠ হ'তে নামকারীদল
পরিক্রমা করে যেত কামরা সকল।
অতঃপর আপামর যাত্রী সাধারণ
চুম্বকের আকর্ষণে লৌহের মতন

* শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সর্ব্বাধীশ

শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্পণে হত আগুয়ান
পুণ্য দরশনে পূর্ণ হয়ে যেত প্রাণ।
কভু তাঁর শ্রীমুখের কথামৃত পানে
কভু তাঁর সন্নিধানে মহানাম গানে
কভু শির নত করি তাঁর শ্রীচরণে
কভু তাঁর অঙ্গস্পর্শজাত শিহরণে
কভু তাঁর সাথে হেরি মন্দির প্রভৃতি
অভাবিত আনন্দের হত অনুভূতি।
কেটেছে কি এক ঘোরে সেই সব দিন
ভাবিতে আনন্দ চিতে জাগে সীমাহীন।
যাত্রী পাঁচ শতাধিক ছিল একই যানে
সবাকারই কমবেশী একই লক্ষ্য প্রাণে।
একই পিতার স্নেহ-তরুছায়াতলে
একই পরিবারে যেন আছিল সকলে।
সহজেই স্বল্প এই কালের ভিতরে
উঠেছিল পরস্পরে সুসম্পর্ক গড়ে।
সমাগত হয় যত বিদায় লগন
ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে সবাকার মন।
বার বার সবাকার জাগিছে স্মরণে
এক মাস প্রায় বাস হল প্রভু সনে।
কি অপার কৃপা আর কি যে ভালবাসা
এ যেন ব্রজের সেই প্রেম সর্ব্বনাশা।
পূর্ব্বে যারা কভু তাঁরে করেনি দর্শন
সুযোগ পেয়েও কৃপা করেনি গ্রহণ,
কেহ বা বিরুদ্ধভাব করিত পোষণ
তারাও প্রভুর প্রেমে পাগল এখন!
এ এক বিচিত্র প্রেম দিতে শুধু জানে
এ প্রেম প্রযুক্ত সদা বিশ্বের কল্যাণে।
এ প্রেমের এক কণা করি আকিঞ্চন
রাঙা পায় ঠাঁই চায় দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭১)

।। গঙ্গাসাগরে ও ভুবনেশ্বরে বিশ্রাম—১৩৮৩-৮৪ ।।
।। উত্তরকাশীতে অপ্রকাশ্য চাতুর্ম্মাস্য ।। ধ্যানের সহজ পন্থা ।।

দাক্ষিণাত্য হতে বঙ্গে ফিরিবার পর
প্রভুর বিশ্রামে নাই স্বল্প অবসর।
বাসন্তী মায়ের পূজা সমাগত প্রায়
পুণ্য ধাম হৃষীকেশ তাঁর প্রতীক্ষায়।
সে কারণে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে
সত্বর হাজির হন হিমালয়-ক্রোড়ে।
দীর্ঘকাল পর্য্যটনে আর অনিয়মে
শ্রীঅঙ্গের অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
নানাবিধ উপসর্গ বায়ুচাপ সহ
ক্ষীণ তনুটিরে ক্লেশ দেয় অহরহ।
স্থানত্যাগ প্রয়োজন চিকিৎসা কারণ
পূজাশেষে বঙ্গদেশে পুনরাগমন।
দিগসুই ধাম সহ বহু স্থান ঘুরে
গঙ্গাসাগরেতে যান সাতাশে দুপুরে।
হেথাকার পরিবেশ অতি মনোরম
ধীরে ধীরে অস্বাচ্ছন্দ্য হয় উপশম।
সাগর সঙ্গম ত্যজি বৈশাখের নয়ে
দিগসুয়ে পৌঁছিলেন নিশীথ সময়ে।
শ্রদ্ধা নিবেদন করি গুরুমার পায়
ফিরিলেন কলিকাতা রাত্রি একটায়।
পরদিন মাল্যবতী মঠ ডুমুরদহে
প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হল মহা সমারোহে।
অতঃপর এগারোই ব্যোমযানে চড়ে
দমদম হতে যান ভুবনেশ্বরে।

শ্রীশ্যামাশঙ্কর মঠ গোপাল বিগ্রহ
তথায় প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠা আড়ম্বর সহ।
সাময়িকভাবে হল হেথা অবস্থান
শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতা ক্রমবর্দ্ধমান।
রক্তচাপ নিম্নমুখী--- নব্বই ও ষাট
চুপচাপ শুয়ে শুয়ে কাটে দিন রাত।
শয্যাপার্শ্বে রাম নাম চলে সর্ব্বক্ষণ
নাম বন্ধ হলে বড় বিচলিত হন।
আহারের মাত্রা হ্রাস পায় দিন দিন
নিরাময় তাই হয় অতীব কঠিন।
প্রভু জগন্নাথদেবে করিতে দর্শন
আঠারোই পুরীধামে প্রাতে পদার্পণ।
মণিকোঠা মাঝে নিয়ে গিয়ে পাণ্ডাগণ
সযতনে জগন্নাথে করায় দর্শন।
পশ্চিমদ্বারের নামে করি যোগদান
সরোজিনী মঠ হয়ে আশ্রমেতে যান।
অখণ্ড শ্রীনামমঞ্চে প্রায় সর্ব্বক্ষণ
আপন মনেতে নাম করেন শ্রবণ।
রাত্রিকালে করি মহাপ্রসাদ গ্রহণ
ভুবনেশ্বরে হয় পুনরাগমন।
স্থানীয় সন্তানদের যত্নে অতঃপর
ধীরে ধীরে সুস্থ হয় পূত কলেবর।
ক্ষুধার উদ্রেক হয় কিঞ্চিৎ অধিক
রক্তচাপ ক্রমে ক্রমে হয় স্বাভাবিক।
পূর্ব্বের সঙ্কল্প মত জ্যৈষ্ঠের পাঁচই
বিমানে দমদম নেমে যান দিগসুই।
গুরুমায়ে করি সেথা দর্শন প্রণাম
ভ্রমিলেন বহু স্থান প্রভু সীতারাম।
চোখের অবস্থা তাঁর অতীব সঙ্গীন
দক্ষিণ চক্ষুটি এবে দৃষ্টিশক্তিহীন।
পরদিন মঠে ভোগ গ্রহণের পরে
কলিকাতা যান চক্ষু পরীক্ষার তরে।

রাত্রিকালে বাষ্পযানে করি আরোহণ
হৃষীকেশ অভিমুখে করেন গমন।
দিন দুই হৃষীকেশে করি অবস্থান
উত্তরকাশীর কাছে মাতলীতে যান।
ভাগীরথ মঠ হেথা মনোরম অতি
গঙ্গাতটে এই মঠে এবে অবস্থিতি।
পরিবেশ শান্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়
স্বল্পকাল মধ্যে ব্যাধি হল নিরাময়।
ধ্যানাসনে হন নিত্য প্রভাতে আসীন
একভাবে একাসনে কভু কাটে দিন।

গ্রীষ্মশেষে স্নিগ্ধ বেশে আসিল আষাঢ়
বিশেষ বিলম্ব নাই গুরুপূর্ণিমার।
এ বিষয়ে একদিন কন সঙ্গীগণে—
"স্থানত্যাগে অভিলাষ নাহি জাগে মনে।
যেখানে যেমন খুশী হোক্ অনুষ্ঠান
সীতারাম না করিবে কোথা যোগদান।"
অপ্রকাশ্য চাতুর্ম্মাস্য এবার হেথায়
কাল কাটে জপধ্যানে পাঠে প্রার্থনায়।
ঊর্দ্ধ আকর্ষণ হেতু যখন তখন
সব কাজ ত্যাগ করি আসনস্থ হন।
দ্বিপ্রহরে অন্নভোগ প্রাতে ফলভোগ
গ্রহণেতে বহু দিন না হয় সুযোগ।
যথাকালে ভোগ দিয়ে প্রসাদ গ্রহণে
সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ তাই দেন সঙ্গীগণে।
শ্রীঅঙ্গ কিঞ্চিৎ কৃশ হলেও সম্প্রতি
দেহেতে নূতন শক্তি মুখে দিব্য দ্যুতি।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গীশিষ্যগণ
জপধ্যান নিয়ে ব্যস্ত প্রায় সর্ব্বক্ষণ।
বাহ্য জগতের সাথে যোগাযোগ তরে
দায়িত্ব কেবল এক সঙ্গী শিষ্য 'পরে।

ভজনে উৎসাহ দিতে সঙ্গীশিষ্যদলে
প্রভুর প্রয়াস প্রায় প্রতি পলে চলে।
ধ্যানের সহজ পন্থা প্রদর্শন তরে
একদিন উপদেশ দেন কৃপা করে—
"আসনস্থ হয়ে হৃদে করিবি ধেয়ান
সম্মুখেতে সীমাহীন সিন্ধু বিদ্যমান।
জল আর জল শুধু নাই যেন পার
উত্তাল তরঙ্গ তায় ওঠে বার বার।
মাঝখানে ছোট দ্বীপ অতি চমৎকার
কদম্ব বৃক্ষেতে তার ঘেরা চারি ধার।
চলার পথের পাশে কুসুম কানন
সাজি হাতে যেতে যেতে পুষ্প আহরণ।
স্বল্পদূরে সম্মুখেতে কল্পবৃক্ষতলে
মণিময় দেবালয় বিরাজে বিরলে।
রুদ্ধদ্বার দেখি তার বিলম্ব না করে
প্রদক্ষিণ প্রণিপাত হল ভক্তিভরে।
ব্যাকুল প্রার্থনা ওঠে অন্তরে অচিরে—
খোল দ্বার কত আর রবে অগোচরে।
অকস্মাৎ গেল খুলে মন্দিরের দ্বার
আলো আর আলো শুধু সেথা চারিধার।
মণিময় পীঠ রয় আলোমালা মাঝে
সেথা রত্ন সিংহাসনে ইষ্টমূর্ত্তি রাজে।
সিনান করিয়ে ইষ্টদেবেরে প্রথমে
সযত্নে সাজান হল মালিকা কুঙ্কুমে।
অনন্তর ইষ্টপূজা ঢালি মন প্রাণ
পরে পদে প্রণামান্তে পুনঃ তাঁর ধ্যান।"
বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যে সঙ্গীশিষ্যগণ
অতুলিত কথামৃত করে আস্বাদন।

শারদীয়া দুর্গোৎসবে কৃপা বিতরিতে
প্রায় প্রতি বর্ষে যান দিল্লী নগরীতে।

স্থানত্যাগে নাহি জাগে ইচ্ছা এ সময়
দিল্লী যাওয়া সে কারণে এবার না হয়।
হিমালয়ে দিন দিন হিম বেড়ে চলে
সঙ্গীগণ হিমসিম খায় তার ফলে।
নির্ব্বিকার প্রভু স্থান ত্যজিতে না চান
শীত গ্রীষ্ম তাঁর কাছে দুই-ই সমান।
অনুরক্ত শিষ্যভক্ত চিন্তায় কাতর
হেন কালে আবির্ভূত শ্রীশ্যামাশঙ্কর।
সবিনয়ে নিবেদিল বিশেষ বারতা—
"দীর্ঘকাল অদর্শনে মাতা বিচলিতা।
শ্রীচরণে এইক্ষণে তাই নিবেদন—
জননীরে ত্বরা করে দিন দরশন।"
গুরুপুত্র গুরুমাতা দুই-ই গুরুবৎ
প্রভু তাই ত্যজিলেন স্বীয় অভিমত।
কার্ত্তিক সংক্রান্তি দিনে চাতুর্ম্মাস্য শেষে
অঘ্রাণের শুভারম্ভে যান হৃষীকেশে।
জগদ্ধাত্রী-মাতৃপূজা তেসরা অঘ্রাণ
সেই উপলক্ষ্যে হেথা হল অবস্থান।
অতঃপর বাষ্পযানে করি আরোহণ
অঘ্রাণের ছয়ে বঙ্গে উপনীত হন।
ব্যাণ্ডেলে সমাপ্ত করি দীর্ঘ পর্য্যটন
খন্যানে কন্যারে কৃপা করেন বর্ষণ।
শয্যাশায়ী শান্তিমায়ে দিতে দরশন
অতঃপর দাসপুরে উপনীত হন।
অবশেষে দিগসুয়ে হয়ে উপস্থিত
পূজিলেন গুরুমায়ে শ্রদ্ধার সহিত।
বেলা বাড়ে চারিধারে বাড়ে ক্রমে ভিড়
দর্শন প্রণাম লাগি সকলে অধীর।
দীক্ষাপ্রার্থী মায়ী এক উন্মাদের প্রায়
ভাবাবেগে আছড়িয়া পড়ে রাঙা পায়।
হাতের নোয়াতে লাগে চরণে আঘাত
ক্ষতস্থান হতে শুরু হয় রক্তপাত।

অঘটনে ভক্তমনে ব্যথার সঞ্চার
কৃপা বিতরণে রত প্রভু নির্ব্বিকার।
অন্নভোগ অন্তে স্বল্প বিশ্রামের পর
কলিকাতা অভিমুখে হন অগ্রসর।
অনন্তর বঙ্গস্থানে করি পদার্পণ
সন্ধ্যারাতে হাওড়াতে উপনীত হন।
নিভৃতে বাসের লাগি লয়ে সঙ্গীদলে
বাষ্পযান আরোহণে যান উৎকলে।
প্রভুর মহতী লীলা করিয়া স্মরণ
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭২)

।। নীলাচলে রোগলীলা—১৩৮৪।। সর্ব্বোত্তম বৈদ্য।।
।। বিজ্ঞানের বিভ্রান্তি।। সেব্য সেবক।। আর্ত্তত্রাণে ব্যাকুলতা।।
।। শিষ্য লিঙ্গরাজের দেহ-অবসানে।। সিদ্ধ বকুলের সংস্কার।।

নীলাচল লীলাস্থল এক্ষণে প্রভুর
চলে নিত্য লীলা কত অচিন্ত্য-মধুর।
এখানে আসার পথে গাড়ীর ভিতরে
হঠাৎ ব্যাধির বৃদ্ধি পূত কলেবরে।
চলমান শকটের নিয়ত দোলনে
রক্তপাত বেড়ে যায় আহত চরণে।
রক্ত পড়ে থেকে থেকে দিন তিন চার
অবশেষে বৈদ্য এসে করে প্রতিকার।
রক্তচাপ নিম্নমুখী শরীর দুর্ব্বল
দিনরাত কাটে প্রায় শুয়েই কেবল।
জনসঙ্গ পরিহারে বদ্ধপরিকর
পত্রাদির লেনদেনও নয় রুচিকর।

নীলাচল আশ্রমের নিভৃত কুটীরে
আত্মমগ্নভাবে কাল কাটে ধীরে ধীরে।
প্রাতে প্রায় প্রতিদিন বসি কিছুক্ষণ
রামায়ণ মহাগ্রন্থ চলে অধ্যয়ন।
একদিন যথারীতি পাঠ পর্ব্ব শেষে
দীর্ঘক্ষণ নিমগন প্রভু ভাবাবেশে।
শ্রদ্ধেয় শঙ্করাচার্য্য এমত সময়
প্রভুর সাক্ষাৎ লাগি উপনীত হয়।
সঙ্গীগণ শ্রীচরণ ধোয়ায়ে যতনে
বসাল প্রভুর কাছে উত্তম আসনে।
দীর্ঘক্ষণ রামনাম করে উচ্চস্বরে
ভাব সমাধিতে তবু ছেদ নাহি পড়ে।
নিমীলিত নেত্রে প্রভু স্বল্প কাল পর
এলিয়ে দিলেন দেহ কম্বল উপর।
শ্রীশঙ্করাচার্য্যে হেরি উদ্যত গমনে
সেবকেরা আসি ত্বরা নমিল চরণে।
ফলমূল শ্রদ্ধাভরে দিয়ে উপায়ন
বিনয়ে অনন্তস্বামী করে নিবেদন—
"বাবার সঙ্গে তো আজ হল না সাক্ষাৎ....."
উত্তরে জগৎগুরু ক'ন অচিরাৎ—
"খবর হো গিয়া থোড়া কুছ্ মেরে সাথ
বিলকুল ঠিক হ্যায় চিন্তা করো মাৎ।"

সম্প্রতি সুদীর্ঘকাল হিমালয় ক্রোড়ে
কেটেছে গভীর ধ্যানে সমাধির ঘোরে।
অনিয়ম ছিল সেথা সঙ্গী প্রতিদিন
সুপ্রাচীন পূত তনু তাই এবে ক্ষীণ।
প্রচলিত চিকিৎসার মুখ্য পন্থাত্রয়
সমকালে সমাদরে অনুসৃত হয়।
দিনে রাতে আহারান্তে দু'চামচ করে
এলোপ্যাথি রসায়ন বলবৃদ্ধি তরে।

হোমিও ঔষধ নানা সাথে ক্যালেগুলা
বঙ্গবাসী বৈদ্য আসি ব্যবস্থা করিলা।
তদুপরি বায়ুচাপ বাড়িছে যখন-ই
অনুপান সহ চলে 'বাত চিন্তামণি'।
চিকিৎসার ব্যাপকতা নয় অকারণ
ব্যাধিছলে বৈদ্যে চলে কৃপা বিতরণ।
একদা প্রসঙ্গক্রমে শুধান ডাক্তারে—
"কোন্ বৈদ্য সর্ব্বোত্তম তোমার বিচারে?"
বৈদ্য কয়—"নিরাময় কর্ম্মে যে সক্ষম
বৈদ্যকুলে অবশ্যই তিনি সর্ব্বোত্তম।"
প্রভু ক'ন জ্ঞানাঞ্জন করিতে প্রদান—
"নর উপলক্ষ্য মাত্র— বৈদ্য ভগবান।
যার মন অনুক্ষণ হেন বোধে পুষ্ট
তিনিই প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যকুলে শ্রেষ্ঠ।......
বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর অবদান
আধুনিক সভ্যতারে করেছে মহান।
ভোগের সন্ধান দিয়ে সে বিজ্ঞান নিতি
চাহিদা-অনলে শুধু দেয় ঘৃতাহুতি।
বিজ্ঞান অভাববোধ বাড়িয়েই চলে
মানুষের দুঃখ-জ্বালা বাড়ে তার ফলে।
অস্থিরের অভিমুখে ছুটিছে বিজ্ঞান
স্থির-এর সন্ধান পেতে চাই ভগবান।
আনন্দ বাহিরে নয় আনন্দ ভিতরে
বাহ্য বিষয়ের সুখ ক্ষণিকের তরে।
আমাদের পথ হল অদোষদর্শন,
শাস্ত্রের বচন—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'
যেথায় যখন হয় যা কিছু দর্শন
সকলি শ্রীভগবান—সেই একজন।
তিনি ভিন্ন কিছু অন্য নাই এ ভুবনে,
ঈশ্বরদর্শন লক্ষ্য মানবজীবনে।......"

সর্ব্বাধীশ শ্রীতারক গুরুগতপ্রাণ
শাস্ত্রবিধি আচরণে নিষ্ঠা অফুরান।
প্রভু-প্রদর্শিত পথে করি বিচরণ
অনুভূতি নাদ-জ্যোতি লভে অতুলন।
বাহিরে দুর্ব্বাসা-সম দুর্ম্মুখ কর্কশ
অন্তর কোমল অতি প্রেমেতে সরস।
একদিন ভক্তবরে উপলক্ষ্য করে
দেন প্রভু উপদেশ দীর্ঘক্ষণ ধরে—
"....এ সংসার সেব্য আর আমরা সেবক
এই সত্য চিত্তে নিত্য রক্ষা আবশ্যক।
কলিহত ভোগোন্মত্ত মানবসমাজ
বিপরীত চিন্তাজালে অবরুদ্ধ আজ।
তারা মনে সযতনে করয়ে পোষণ
এ জগৎ ভোগ্য আর ভোক্তা জীবগণ।
এ চিন্তায় বাড়ে হায় জ্বালাই কেবল
দিকে দিকে অশান্তির জ্বলে দাবানল।...."

ঝড় বন্যা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে সম্প্রতি
অন্ধ্র-অধিবাসীদের অশেষ দুর্গতি।
দয়াময় এ সময় ব্যথাহত চিতে
তথাকার সমাচার চাহেন জানিতে।
ডাকযোগে হল ত্বরা সংবাদ সংগ্রহ
পত্রপাঠে ওঠে চিত্র ভয়াবহ।
সম্পত্তি ও প্রাণহানি হয়েছে বিস্তর
ধ্বংসস্তূপে পরিণত বহু বাড়ীঘর।
দীন-ধনী নির্ব্বিশেষে কত নরনারী
নিমেষে দৈবের বশে পথের ভিখারী।
আর্ত্তের ব্যথায় কাঁদে প্রভুর অন্তর
অর্থ-আনুকূল্যে দেন নির্দ্দেশ সত্বর।
অচিরেই শ্রীকোষের দশ হাজার সহ
সতের সহস্র হল সাকল্যে সংগ্রহ।

অর্থ সহ পাঠালেন জনৈক কিঙ্করে
'রামনামক্ষেত্রম্'-এতে গুন্টুর শহরে।

কাশীধামে গত সালে তেইশে অঘ্রাণ
হয়েছিল শুরু শুভ রাম নাম গান।
প্রথম বরষ পূর্ত্তি পুরীতে এবার
সে কারণ আয়োজন বৈষ্ণব সেবার।
স্থানীয় বৈষ্ণবগণ আসে দলে দলে
যোগ্য আপ্যায়ন করে সঙ্গীরা সকলে।
স্বয়ং সে সেবাস্থলে থাকি উপস্থিত
করেন সম্পন্ন সেবা শ্রদ্ধার সহিত।

পৌষের তেইশে ভোরে আশ্রিত সন্তান
লিঙ্গরাজ মহান্তির দেহ অবসান।
নামকারী সঙ্গীশিষ্য চার পাঁচ জন
প্রভুর নির্দ্দেশে করে শবানুগমন।
স্বল্প পরে রিক্সা করে প্রভুও সগণে
পৌঁছিলেন স্বর্গদ্বারে শ্মশান প্রাঙ্গণে।
প্রয়াত প্রবীণ প্রিয় সেবকের শবে
করালেন মাল্যদান অনতিবিলম্বে।
ইশারায় আশীর্ব্বাদ করি হাত তুলে
সদলে হাজির হন সাগরের কূলে।
পূত বারি স্পর্শ করি মহাসিন্ধু তটে
লীলাকুঞ্জ হয়ে যান সরোজিনী মঠে।

হরিদাস ঠাকুরের সাধনার স্থলে
সিদ্ধবকুলেতে পরে গেলেন সদলে।
পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে সেথা জীর্ণোদ্ধার
বিরাট এ কর্ম্মযজ্ঞে প্রভু কর্ণধার।
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রভু প্রেমময়
করাচ্ছেন হেথাকার কর্ম্ম সমুদয়।

দশ হাজার মুদ্রা পূর্ব্বে করেছেন দান
প্রয়োজন আরো প্রায় সম পরিমাণ।
কার্য্যাবলী দেখে প্রভু দিলেন নির্দ্দেশ
হয় যেন সুষ্ঠুভাবে সব কাজ শেষ।
অর্থ লাগি প্রয়োজন নাই ভাবনার
যাঁর কাজ বহিবেন তিনি ব্যয়ভার।"
এই মত আরো কত জীর্ণ দেবালয়
তাঁর কৃপাস্পর্শ লভি শ্রীমণ্ডিত হয়।
ধর্ম্ম আর সম্প্রদায়ে সব ব্যবধান
লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর প্রেমে সুমহান।
জগন্নাথ দর্শনান্তে আশ্রমেতে ফিরে
মন্ত্র দেন কতিপয় ভক্ত দীক্ষার্থীরে।
লিঙ্গরাজে উপলক্ষ্য করি সারাদিনে
বহুজন ধন্য হল পুণ্য দরশনে।
জয় জয় ভক্তবর জয় ভগবান
জয় মহাপ্রেমলীলা অমৃত সমান।
এ লীলার এক কণা করি আস্বাদন
ধন্য হল পদপ্রার্থী দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭৩)

।। মহা আবির্ভাব উৎসব—১৩৮৪ ।।

যোগ আর রোগ যেন পাশাপাশি রহে
ভিতরে যোগের ক্রিয়া ব্যাধি বাহ্য দেহে।
শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ব্যাধি নিবন্ধন
করে ফেলে শয্যাশায়ী যখন তখন।
নাদের তীব্রতা আর উর্দ্ধ আকর্ষণ
আধ্যাত্মিক অস্বাচ্ছন্দ্যে যোগায় ইন্ধন।
আহারাদি আবশ্যিক কর্ম্ম সমুদয়
কোন মতে সম্ভব না হয় সে সময়।
আসনেতে বসা ছাড়া না রহে উপায়
ধ্যানে আর সমাধিতে দিন কেটে যায়।
সে কারণ লোকসঙ্গ অভিপ্রেত নয়
একদা সেবকগণে কন এ বিষয়—
"এখন অবস্থা 'এ'র চলিছে এমন
সঙ্গ-আশে যদি আসে শিষ্যভক্তগণ
নিয়ে যাবে তারা সবে অবশ্য আনন্দ,
'এ'র কিন্তু কেটে যাবে স্বাভাবিক ছন্দ।
সমকালে যোগ আর বাহ্য যোগাযোগ
পরিণতি মন্দ অতি—মহা গোলযোগ।"

শীতাগমে হয় মনে আশার সঞ্চার
দূরে নয় মধুময় মধুঋতু আর।
ধন্য ধন্য ঋতুরাজ তোমায় প্রণমি,
তব শ্রেষ্ঠ অবদান 'ওঙ্কার পঞ্চমী'।
এ তিথিতে বিনাশিতে ধরণীর ভার
এলেন মানব দেহে স্বয়ম্ ওঙ্কার।
এ পুণ্য তিথিতে তাঁর জন্মমহোৎসব
দিকে দিকে তাই শুভ উদ্যোগ পরব।

সম্প্রতি শ্রীঅঙ্গ সুস্থ স্বাভাবিক নয়
সে কারণ শুরুতেই বিঘ্ন উপজয়।
জনম তিথিতে সব উৎসব বর্জ্জনে
দিলেন নির্দ্দেশ প্রভু সঙ্গীশিষ্যগণে।
পত্রিকায় বলা হল দিয়ে বিজ্ঞাপন
পুরীতে না ভিড় যেন করে ভক্তগণ।
এ সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা তরে
সঙ্গীগণ নিবেদন করে সকাতরে।
শিষ্যদের মনোকষ্ট করি অনুভব
ভুলিলেন প্রভু স্বীয় অসুবিধা সব।
কহিলেন—"এ দেহটা হয়েছে প্রাচীন
না জানি কী অঘটন ঘটে কোনদিন।
বাধাদান সমীচীন নয় সে কারণ
তোদের যেমন রুচি কর্ আয়োজন।"
অবিলম্বে করি পুনঃ বিজ্ঞাপন দান
সবারে জানানো হল সাদর আহ্বান।
ভারতের নানা প্রান্ত হতে দলে দলে
শিষ্যভক্ত অগণিত আসে নীলাচলে।
বিশাল আশ্রম পূর্ণ ভক্তদের ভিড়ে
একই দৃশ্য নিকটস্থ মঠে ও মন্দিরে।
বস্তুতঃ এ যেন সর্ব্বভারতীয় মেলা
"ওঙ্কারের রথযাত্রা"—কহে রিক্সাওলা।

ফাল্গুনের ছয় হতে দশদিন ধরে
আবির্ভাব মহোৎসব চলে সাড়ম্বরে।
প্রভুর নীরোগ দীর্ঘ আয়ু কামনায়
অতুলন আয়োজন এবার হেথায়।
দশ দিনে নারায়ণে লক্ষ তুলসী দান
সাথে নিত্য দশ শত হোম অনুষ্ঠান।
পুণ্য গীতা ভাগবত আর রামায়ণ
নিষ্ঠাভরে চলে পাঠ তথা পারায়ণ।

ফাল্গুনের পনেরোই ওঙ্কার পঞ্চমী
হেন শুভ দিন মর্ত্ত্যে আসে খুব কম-ই।
এ দিন এ উৎসবের মুখ্য অনুষ্ঠান
নীলাচলে বয়ে চলে আনন্দের বান।
শিষ্যভক্ত সমাগমে পূর্ণ চারিদিক
হাজির হাজার ছয় কিম্বা ততোধিক।
নববস্ত্র উত্তরীয় আর ফুল সাজে
সাজাল সেবকবৃন্দ গুরুমহারাজে।
গোবিন্দাদি দেববৃন্দে প্রণামের পরে
নমিলেন নামমঞ্চে শ্রীনামসুন্দরে।
অতঃপর বাড়ালেন চরণ যেমনি
বেদমন্ত্র সাথে ওঠে শঙ্খ উলুধ্বনি।
পবিত্রতা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে পরিবেশে
ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রভু বসিলেন এসে।
শুরু হল গুরুপূজা স্বল্পকাল পরে
সর্ব্বাধীশ শ্রীচরণ পূজে ভক্তিভরে।
ভারতবিখ্যাত বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত
মহতী এ সভাস্থলে আজি উপস্থিত।
শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কহেন ভাষণে—
"....বহুভাগ্যে হেন দৃশ্য নিরখি নয়নে।
ভাবি মনে জনে জনে বলি ডেকে ডেকে
আয় তোরা আয় ত্বরা যা এখানে দেখে।
দেখে যা রূপের কী বা অপরূপ ছটা
দেখ আসি বিশ্ববাসী জীবোদ্ধার-ঘটা।
প্রেম কারে বলে ওরে দেখে যা এখানে
এ প্রেম কেবল দেয় নিতে নাহি জানে।.....
কে বলেরে সনাতন ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়
কে বলে শ্রীভগবানে দেখা নাহি যায়।
দেখিবার সাধ যার জেগেছে পরাণে
ত্বরা করে আয় ওরে আয়রে এখানে।
আয় নিয়ে খোলা চোখ আর খোলা মন
তাহলেই পাবি সেই দুর্লভ দর্শন।...."

সম্প্রতি শ্রীঅঙ্গ সুস্থ স্বাভাবিক নয়
সে কারণ শুরুতেই বিঘ্ন উপজয়।
জনম তিথিতে সব উৎসব বর্জ্জনে
দিলেন নির্দ্দেশ প্রভু সঙ্গীশিষ্যগণে।
পত্রিকায় বলা হল দিয়ে বিজ্ঞাপন
পুরীতে না ভিড় যেন করে ভক্তগণ।
এ সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা তরে
সঙ্গীগণ নিবেদন করে সকাতরে।
শিষ্যদের মনোকষ্ঠ করি অনুভব
ভুলিলেন প্রভু স্বীয় অসুবিধা সব।
কহিলেন—"এ দেহটা হয়েছে প্রাচীন
না জানি কী অঘটন ঘটে কোনদিন।
বাধাদান সমীচীন নয় সে কারণ
তোদের যেমন রুচি কর্ আয়োজন।"
অবিলম্বে করি পুনঃ বিজ্ঞাপন দান
সবারে জানানো হল সাদর আহ্বান।
ভারতের নানা প্রান্ত হতে দলে দলে
শিষ্যভক্ত অগণিত আসে নীলাচলে।
বিশাল আশ্রম পূর্ণ ভক্তদের ভিড়ে
একই দৃশ্য নিকটস্থ মঠে ও মন্দিরে।
বস্তুতঃ এ যেন সর্ব্বভারতীয় মেলা
"ওঙ্কারের রথযাত্রা"—কহে রিক্সাওলা।

ফাল্গুনের ছয় হতে দশদিন ধরে
আবির্ভাব মহোৎসব চলে সাড়ম্বরে।
প্রভুর নীরোগ দীর্ঘ আয়ু কামনায়
অতুলন আয়োজন এবার হেথায়।
দশ দিনে নারায়ণে লক্ষ তুলসী দান
সাথে নিত্য দশ শত হোম অনুষ্ঠান।
পুণ্য গীতা ভাগবত আর রামায়ণ
নিষ্ঠাভরে চলে পাঠ তথা পারায়ণ।

ফাল্গুনের পনেরোই ওঙ্কার পঞ্চমী
হেন শুভ দিন মর্ত্ত্যে আসে খুব কম-ই।
এ দিন এ উৎসবের মুখ্য অনুষ্ঠান
নীলাচলে বয়ে চলে আনন্দের বান।
শিষ্যভক্ত সমাগমে পূর্ণ চারিদিক
হাজির হাজার ছয় কিম্বা ততোধিক।
নববস্ত্র উত্তরীয় আর ফুল সাজে
সাজাল সেবকবৃন্দ গুরুমহারাজে।
গোবিন্দাদি দেববৃন্দে প্রণামের পরে
নমিলেন নামমঞ্চে শ্রীনামসুন্দরে।
অতঃপর বাড়ালেন চরণ যেমনি
বেদমন্ত্র সাথে ওঠে শঙ্খ উলুধ্বনি।
পবিত্রতা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে পরিবেশে
ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রভু বসিলেন এসে।
শুরু হল গুরুপূজা স্বল্পকাল পরে
সর্ব্বাধীশ শ্রীচরণ পূজে ভক্তিভরে।
ভারতবিখ্যাত বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত
মহতী এ সভাস্থলে আজি উপস্থিত।
শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কহেন ভাষণে—
"....বহুভাগ্যে হেন দৃশ্য নিরখি নয়নে।
ভাবি মনে জনে জনে বলি ডেকে ডেকে
আয় তোরা আয় ত্বরা যা এখানে দেখে।
দেখে যা রূপের কী বা অপরূপ ছটা
দেখ আসি বিশ্ববাসী জীবোদ্ধার-ঘটা।
প্রেম কারে বলে ওরে দেখে যা এখানে
এ প্রেম কেবল দেয় নিতে নাহি জানে।.....
কে বলেরে সনাতন ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়
কে বলে শ্রীভগবানে দেখা নাহি যায়।
দেখিবার সাধ যার জেগেছে পরাণে
ত্বরা করে আয় ওরে আয়রে এখানে।
আয় নিয়ে খোলা চোখ আর খোলা মন
তাহলেই পাবি সেই দুর্লভ দর্শন।...."

ভাবাবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে
মুক্তাসম অশ্রুবিন্দু ঝরে প্রেমাবেশে।
অনন্তর আরো বহু পণ্ডিত সজ্জন
অন্তরের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য করে নিবেদন।
সন্ধ্যায় সভায় পুনঃ পণ্ডিতমণ্ডলী
নিবেদিল শ্রদ্ধাভরে বাঙ্ময় অঞ্জলি।
মধ্যরাতে ধর্ম্মসভা সমাপ্তির পর
শুরু হল অভিনয় 'নদীয়া নাগর'।
প্রভু বিরচিত এই পালা অতুলন
ভক্তগণে মন্ত্রমুগ্ধ রাখে অনুখন।
রাতভর অভিনয় করি দরশন
প্রভাত সময়ে প্রভু দিলেন ভাষণ।
কলিহত জীবে পথ প্রদর্শন তরে
দেন নানা উপদেশ দেড় ঘণ্টা ধরে।
প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে এই নীলাচলে
হয়েছিল কণ্ঠ রুদ্ধ চাতুর্ম্মাস্যকালে।
শ্রীমুখের বাণী শুনি দীর্ঘকাল পরে
অপার আনন্দ জাগে সবার অন্তরে।
শ্রীমন্দিরে গোবিন্দেরে করি প্রণিপাত
কহিলেন ভাষণান্তে জুড়ি দুই হাত—
"তুমিই তো রেখেছিলে কণ্ঠ রুদ্ধ করে
তুমিই দিয়েছো খুলে এত কাল পরে।
সব তব লীলা তুমি বিশ্বমূলাধার
অনন্ত মহিমা তব করুণা অপার।"

কী বিরাট এবারের এই জন্মোৎসব
কল্পনাও যেন হেথা মানে পরাভব।
সমাগত শিষ্যভক্ত প্রায় ছ' হাজার
আশ্রমে প্রসাদ পায় নিত্য তিন বার।
মুড়ি বোঁদে ফল প্রাতে দ্বিপ্রহরে অন্ন
রাতে মহাপ্রসাদেতে হয় সবে ধন্য।

দু' আড়াই মণ বোঁদে নিত্য তৈরী হয়
জলযোগে প্রাতে লাগে প্রায় সমুদয়।
অনাহূতভাবে যত আসে নরনারী
সযতনে সৎকার হয় সবাকার-ই।
নরনারায়ণ আসে হাজার হাজার
তাদেরও এখানে যেন সম অধিকার।
নানা সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব সজ্জন
রাতে মহাপ্রসাদেতে আপ্যায়িত হন।
সাধুসন্তদের সেই সেবার সময়
করজোড়ে উপস্থিত প্রভু লীলাময়।
মহাপ্রসাদের লাগি রাত্রিকালে গড়ে
নিত্য হয় অর্থব্যয় পাঁচ হাজার করে।
এই খাতে দশ রাতে খরচের অঙ্ক
বিস্ময়ের সাথে সাথে জাগায় আতঙ্ক।
ধামস্থিত অগণিত কুষ্ঠগ্রস্তগণে
দুই দিন সেবা করা হল সযতনে।
আকণ্ঠ প্রসাদে মহাতৃপ্ত সর্ব্বজন
তাদের আনন্দে প্রভু আনন্দিত হন।
অন্নদান অনুষ্ঠান ব্যাপক যেমন
তেমনি আরেক লীলা বস্ত্র বিতরণ।
দীনজনে দেয়া হল বসন বিস্তর
বেদপাঠী ছাত্রগণে কাপড় চাদর।
উৎসবের স্বেচ্ছাসেবী আর ভৃত্য যত
সকলেরে দেয়া হল বস্ত্র সাধ্যমত।

ফাল্গুনের পনেরোতে জন্মোৎসব শেষ
পরবর্ত্তী বহু দিন রহে তার রেশ।
অনিয়মে অতিশ্রমে বেহাল শ্রীঅঙ্গ
তারোপর নিরন্তর এত জনসঙ্গ।
এত দীক্ষা উপদেশ পতিত উদ্ধার
স্বল্পকালে আকর্ষণ পাপ গুরুভার।

পরিণতি যথারীতি হল ভয়ঙ্কর
ব্যাধিতে কাতর অতি পূত কলেবর।
আহারেতে রুচি নাই কণ্ঠস্বর ক্ষীণ
সতেরোই রাতভর প্রায় সংজ্ঞাহীন।
সেবকেরা করে ত্বরা ভিড় নিয়ন্ত্রণ
বেদনায় হায় হায় করে ভক্তগণ।
ব্যথাহারী তাড়াতাড়ি বসি ধ্যানাসনে
নবলব্ধ পাপে দগ্ধ করেন যতনে।
ব্যাধির প্রকোপ পায় বহুলাংশে হ্রাস
শ্রীমুখমণ্ডলে দিব্য দ্যুতির প্রকাশ।
সত্বর শিথিল হয় ভিড় নিয়ন্ত্রণ
শুরু হয় পুনরায় কৃপা বিতরণ।
অভাবিত আনন্দেতে ওঠে সবে মাতি
আনন্দে উৎসব শুরু আনন্দে সমাপ্তি।
জন্মোৎসব লীলাকথা স্মরি মধুময়
দাস জনার্দ্দন বন্দে পাদপদ্মদ্বয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭৪)

।। শিষ্য কৃষ্ণকান্ত প্রতি কৃপা—১৩৮৪।।
।। চক্রতীর্থে নিভৃত নিবাসে।। মাধবস্বামীর সেবা।।
।। নাম ও প্রণাম।। গুরুপূর্ণিমা—১৩৮৫।।

ভাগ্যবন্ত কৃষ্ণকান্ত প্রাচীন সেবক
পেশাসূত্রে চিকিৎসক নিবাস কটক।
গুরু ইষ্ট সেবানিষ্ঠ দীর্ঘকাল ধরে
দৈববশে অবশেষে কুসঙ্গে সে পড়ে।
মদ্য তারে ধীরে ধীরে করে যত গ্রাস
দিন দিন হয় ক্ষীণ সেবা অভিলাষ।

সেবকের বৈলক্ষণ্য করি বিলোকন
দয়াময় অতিশয় বিচলিত হন।
ফাল্গুন একুশে তাই কটকেতে যান
করান মুণ্ডন অন্তে সেবকেরে স্নান।
মতিভ্রান্ত কৃষ্ণকান্ত বেগতিক দেখে
এক ফাঁকে পলায়ন করে গৃহ থেকে।
মুমূর্ষু মায়েরে তার দিয়ে দরশন
ভুবনেশ্বরে প্রভু করেন গমন।
আশ্রম-সেবকে কৃপা করি তথাকার
সন্ধ্যাকালে নীলাচলে এলেন আবার।
যান সহ সারথি ও সঙ্গী কতিপয়
কৃষ্ণকান্তে ধরিবারে কটকেতে রয়।
শুঁড়িবাড়ী হতে ধরি তারে সুকৌশলে
সঙ্গীগণ আনয়ন করে নীলাচলে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত মদের বদলে
দেয়া হয় কর্পূরাদি মিশাইয়া জলে।
প্রহরা ও নাম সদা শোনাবার তরে
ভার ন্যস্ত হল এক শিষ্যের ওপরে।
প্রেম আর করুণার জীবন্ত বিগ্রহ
প্রভু তারে উপদেশ দেন অহরহ।
ভালবাসা সব নেশা হতে তীব্রতর
ফলোদয় তাই হয় অতীব সত্বর।
অনুতপ্ত কৃষ্ণকান্ত নিবেদন করে—
"সুরাপান অবসান হোক্ চিরতরে।"

চক্রতীর্থে নিরালায় অবস্থান আশে
সাতাশে গেলেন প্রভু নিভৃত নিবাসে।
অদূরে সমুদ্রক্রোড়ে মনোরম স্থান
জলে আর স্থলে প্রায় লুপ্ত ব্যবধান।
ঢেউগুলি বাহু তুলি যেন সর্ব্বক্ষণ
গৃহাঙ্গণ সযতনে করিছে মার্জ্জন।

অনুকূল পরিবেশ পেয়ে এ প্রকার
প্রভুর অন্তরে জাগে আনন্দ অপার।
দিবসের সিংহভাগ ধ্যানে কেটে যায়
না রহে নিয়ম তাই আহার নিদ্রায়।
সঙ্গীগণ সর্ব্বক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন করে
'শ্রীরাম রাম রাম' সানন্দ অন্তরে।

প্রভুর সেবায় হেথা রত দিবাযামী
বিশিষ্ট সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমাধব স্বামী।
শ্রীগোবিন্দ সেবানন্দ ভক্ত যদুপতি
ব্রহ্মানন্দ হরিদাস ভাস্কর প্রভৃতি।
এই সব সঙ্গী শিষ্য মহাভাগ্যবান
সাক্ষাৎ সেবায় সদা সমর্পিতপ্রাণ।
কর্ম্মদক্ষ সেবাধ্যক্ষ কিঙ্কর মাধব
সেবা তার ধ্যানজ্ঞান সেবা তার সব।
মাঝে মাঝে প্রভু যবে স্বাবলম্বী হন,
কারো কোন সেবা নাহি করেন গ্রহণ।
ব্যতিক্রম একমাত্র মাধব কিঙ্কর
নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত না হয় তারোপর।
নূতন অবস্থা আসে প্রভুর যখন
আক্ষরিক সঙ্গত্যাগ হয় প্রয়োজন।
নিরঙ্কুশ নির্জ্জনতা নিশ্চয় নিমিত্ত
নির্ম্মম নিয়মাবলী হয় প্রণোদিত।
সবা লাগি রুদ্ধ হয় সাধন কুটীর
কেবল অবাধ গতি মাধব স্বামীর।
শ্রীঅঙ্গের সেবা আর ভোগাদি রন্ধন
অনায়াসে একাকী সে করে সম্পাদন।
প্রভু চিত বিগলিত সেবাগুণে তার
প্রভুর তৃপ্তিতে তার আনন্দ অপার।

ফাল্গুনের শেষে এল চৈত্র যথারীতি
পনেরোই শ্রীগুরুর আবির্ভাব তিথি।
নীলাচল আশ্রমেতে হল অনুষ্ঠান
নিভৃত নিবাস হতে প্রভু সেথা যান।
নগরকীর্ত্তন প্রাতে পূজা হোম সহ
দ্বিপ্রহরে প্রসাদের মহা সমারোহ।
সারাদিনে শত শত ভক্ত আসে যায়
কেহ নাহি বাদ যায় প্রভুর কৃপায়।
রাত্রি দশ ঘটিকায় উৎসবের শেষে
ফিরিলেন পুনঃ প্রভু নিভৃত নিবাসে।

সুস্থ স্বাভাবিক রহে শ্রীঅঙ্গ যখন
শিষ্যভক্ত সাথে কত চলে আলাপন।
প্রায়শঃ কহেন লিখে প্রভু সীতারাম—
"এ যুগে সহজ পথ নাম ও প্রণাম।
নামধনে প্রাণপণে করিলে আশ্রয়
দেন ধরা আসি ত্বরা নামী সর্ব্বময়।
অনুখন নামে মন রক্ষণ দুষ্কর
বৈচিত্র্য-পিয়াসী মন চাহে কর্ম্মান্তর।
নামের সহিত কর প্রণাম অভ্যাস
প্রণামে সত্বর হয় আমিত্বের নাশ।
নমস্কার আত্মযজ্ঞে তুষ্ট ভগবান
সহস্র প্রণামে নিত্যে হবি যত্নবান।
প্রথম সপ্তাহে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়
শত আট করে চাই প্রণাম সংখ্যায়।
দ্বিতীয় সপ্তাহে সংখ্যা হোক্ দ্বিগুণিত
ক্রমশঃ হাজার আটে হবি উপনীত।"

নিদাঘের দাবদাহ নিবারণ তরে
বরষার বারিধারা ঝরে ধরা'পরে।
তেমনি জীবের শত জ্বালা প্রশমনে
গুরুর করুণা ঝরে আষাঢ় শ্রাবণে।

আবার আসিল পুণ্য শ্রীগুরুপূর্ণিমা
ভক্তদের আনন্দের নাই পরিসীমা।
নিভৃত নিবাস হতে তেসরা শ্রাবণ
নীলাচলে প্রভু প্রাতে উপনীত হন
আশ্রমেতে সারাদিন করি অবস্থান
অজস্রধারায় প্রেম করুণা বিলান।
সন্ধ্যারতি পূজা পাঠ প্রার্থনার শেষে
এলেন আবার শিষ্য ভক্ত সমাবেশে।
অকস্মাৎ অভাবিতভাবে এ সময়
সবাকার হল মহা সৌভাগ্য উদয়।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ত্যজি মৌনব্রত
মধুর ভাষণদানে হলেন নিরত—
"এ'কে দিয়ে যা করান গুরু ভগবান
এ কেবল সে সকল করে অনুষ্ঠান।
শ্রীগুরুদেবের শুভ ইচ্ছা অনুসারে
চল্লিশ বছর রত রয়েছি প্রচারে।
আসমুদ্র-হিমাচল পরিক্রমা করে
হল কত নামদান দিগ্‌-দিগন্তরে।
আজো সেই প্রচারের ধারা অব্যাহত
নীলাচলে আজো চলে নামদান ব্রত।....
আনন্দে করিতে যদি চাহ অবস্থান
অবিরাম কর নাম ছাড়ি ভেদজ্ঞান।
ভেদজ্ঞান অবসান কী উপায়ে হবে?
এক আকাশ তলে বাস করি মোরা সবে।
আকাশস্থ এক মহা বায়ুর মণ্ডলে
আমাদের সবাকার শ্বাসক্রিয়া চলে।
এক ও অভিন্ন প্রাণ বায়ুর আশ্রয়ে
রয়েছি আমরা বেঁচে এ বিশ্ব-আলয়ে।
সে কারণে এ ভুবনে সবে এক প্রাণ
এই ভাবে স্থিতিলাভে ঘুচে ভেদজ্ঞান।

অনাদি অবিদ্যা হেতু নরনারীগণ
অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে অনুখন।
অবিদ্যায় 'আমি দেহ' ভ্রান্তির উদয়
বিদ্যালাভে এই ভবে 'সব তুমি'-ময়।
গুরুদেব দেন যবে চরণে আশ্রয়
শিষ্যদেহ ভগবান শ্রীগুরুর হয়।
'আমি' ও 'আমার' জীব যত যত বলে
অহরহঃ সুদুঃসহ যন্ত্রণায় জ্বলে।
যাকে 'আমি' বলা হয় সেটি তাঁর দেহ
'আমি' ও 'আমার' আর বলিবি না কেহ।
পরিবর্ত্তে 'এ দাস' বা 'এ দাসের' বল্
এ দেহ ধারণ হবে অচিরে সফল।
'আমি'-র মরণে তোরা মুক্ত হয়ে যা রে
শ্রীহরির পাদপদ্মে যুক্ত হয়ে যা রে।
করিবি না কভু কারো দোষ দরশন
সকল-ই শ্রীভগবান—সেই একজন।
পরদোষ দরশন পরনিন্দা মানে
দোষারোপ করা সেই সর্ব্বশক্তিমানে।
অতএব চাস্ যদি হিত আপনার
পরনিন্দা পরচর্চ্চা কর্ পরিহার।
আর দেখ্ ভালমন্দ যা কিছু যে করে
মানুষের নিয়ন্ত্রণ নাই তারোপরে।
স্বল্প স্বাধীনতা কারো নাই এ ধরায়
প্রবল প্রারব্ধ প্রতি করম করায়।
নাম কর্ নিরন্তর—নাম করে করে
ডুবে যা ডুবে যা তোরা আনন্দসাগরে।...."
ভক্তগণ শুরু করে নাম উচ্চস্বরে
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।'......
নৃত্যসহ দীর্ঘক্ষণ চলে সঙ্কীর্ত্তন
আশ্রম-প্রাঙ্গণে বহে আনন্দ প্লাবন।

ভাযণের পরক্ষণ হতে পূর্ব্ববৎ
প্রভুর মৌন পুনঃ হল বলবৎ।
গুরুপূর্ণিমায় কৃপা বিতরণ শেষে
রাত দুইটায় যান নিভৃত নিবাসে।

পূর্ণিমার পর প্রায় পক্ষকাল ধরে
চক্রতীর্থে দর্শনার্থী ভক্ত ভিড় করে।
শুধু নাহি পায় তারা কাঙ্খিত দর্শন
ধন্য হয় স্পর্শ করি অভয় চরণ।
লেখনী মাধ্যমে প্রভু প্রয়োজন মত
ভাগ্যবানে শিক্ষাদানে হন কভু রত।
শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম আর গুরুগীতা
বহুজনে দেন পাঠ গুরুরূপী পিতা।
আপনার অস্বাচ্ছন্দ্য হয়ে বিস্মরণ
করিছেন অকাতরে কৃপা বিতরণ।
জনসঙ্গ তাঁর পক্ষে কষ্টপ্রদ অতি
প্রেমের দায়েতে তবু নাই অব্যাহতি।

বুঝিনা এ মহালীলা শুধু এই জানি
আগাগোড়া প্রেমে গড়া তব তনুখানি।
এ প্রেমের এক কণা করি আকিঞ্চন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭৫)

।। প্রেমের ঠাকুর—১৩৮৫।। মশক-মীমাংসা।। জীর্ণকক্ষে ধ্যানাসন।।
।। মদ্যপে কৃপা।। কালীমাতার পট প্রতিষ্ঠা।।
।। সর্ব্বসঙ্গত্যাগ।। কিঙ্কর মহিমানন্দের মহিমা।।

চলিছে সাগরতীরে কৃপার প্লাবন
ডেকে ডেকে যেচে যেচে কৃপা বিতরণ।
টেলিগ্রাম পত্র পেয়ে আসে জনে জনে
আসে কত অনাহূত অকুণ্ঠিত মনে।
প্রভুর প্রেমের রাজ্যে সবাই সমান
তাঁর স্পর্শে ভরে হর্ষে সবাকার প্রাণ।
দীক্ষাদান ক্রিয়াদান উপদেশ দান
লিখে লিখে সব কিছু হয় সমাধান।
সংসারের সুখদুঃখ জ্বালা অনটন
এ সকলও এ সুযোগে হয় নিবেদন।
কা'কে বা জানাবে তারা প্রাণের বেদনা
কে এমন প্রিয়জন আছে প্রভু বিনা!
প্রভুও এদের কথা ভেবে প্রধানতঃ
লোকসঙ্গ বর্জ্জনেতে রহেন বিরত।
অনিবার্য্য অবস্থায় কখন কখন
তাঁরই নির্দ্দেশে ভিড় হয় নিয়ন্ত্রণ।
অতঃপর একদিন যায় কি না যায়
সেবকেরে ব্যথাভরে কন পুনরায়—
"কত আশা নিয়ে আসা ওদের এখানে
ফিরে যাবে শেষে সবে ব্যথাহত প্রাণে!"
খুলে যায় পুনরায় কৃপার ভাণ্ডার
এ প্রকার লীলা তাঁর চলে বার বার।

শান্তমনে গৃহকোণে ভক্ত একজন
এক দিন প্রাতে লীলা করে আস্বাদন।
কার্য্যোদ্ধার অন্তে আর সবে যায় ফিরে
সে কেবল অচঞ্চল বসি নত শিরে।
প্রভু শেষে সঙ্গী শিষ্যে কন ইশারায়—
"এই বাবা দেখ কী বা বলিবারে চায়?"
সেবক সংবাদ নিয়ে কহে প্রভু ঠাঁই—
"বাবা ডেকেছেন উনি এসেছেন তাই।"
লিখিলেন স্বল্প পরে প্রভু পুনর্ব্বার —
"মনে হল কিছু ওর ছিল বলিবার।
যাক্ 'এ'র জানিবার ছিল প্রয়োজন
কীভাবে চলিছে ওর সংসার এখন।
পুত্রকন্যা লেখাপড়া করিতেছে কিনা?"
সন্তানের লাগি তাঁর কত না ভাবনা!
কখন বিষয় বার্ত্তা সাগ্রহে শুধান
কখন তা শুনিতেও নাহি দেন কান।
এক দিন জনা তিন ভদ্র মহোদয়
নিবেদিল বৈষয়িক উন্নতি বিষয়।
লেখনী মাধ্যমে প্রভু দিলেন উত্তর
"জ্যোতিষীর কাছে পাবে এসব খবর।
আর যদি লক্ষ্য তব হন ভগবান
দিতে পারি সরাসরি পথের সন্ধান।
পেট্রোল পাম্পে গিয়ে চাহিলে তণ্ডুল
ক্রেতার প্রয়াস হয় যেমন ভণ্ডুল,
তোমাদেরও সেই ভুল পাহাড় প্রমাণ
ভগবান সবাকার করুন কল্যাণ।"
কখন এরূপ ক্ষেত্রে লেখেন উত্তরে—
"এত ছোট আশীর্ব্বাদ এ কভু না করে।
ভগবানে ভক্তি হোক্—'এ'র আশীর্ব্বাদ
তাঁর কৃপা-কণা লাভে মিটে সব সাধ।"

মশকের উপদ্রবে সঙ্গীরা বিব্রত
রাত্রিকালে নিদ্রা নাহি হয় ঠিকমত।
সংঘবদ্ধ সেবকেরা প্রতিকার তরে
ভার দিল শ্রীমাধব স্বামীর উপরে।
স্বামীজী প্রভুর পদে করে নিবেদন—
"মশক রাতের নিদ্রা করিছে হরণ।
অনিদ্রায় অনিবার্য্য ব্রহ্মচর্য্য-হানি
এখন ভরসা তব চরণ দুখানি।
আপনার নির্দ্দেশেতে সকল আশ্রমে
মশারির ব্যবহার অবলীলাক্রমে।
আপনি না ব্যবহার করেন মশারি
আমরাও ও-টি তাই নিতে নাহি পারি।
সে কারণে শ্রীচরণে কাতর মিনতি
হউন সদয় দেব দীন দাস প্রতি।"
লিখিত উত্তর এল —বাল্যকাল থেকে
শুয়েছি সর্ব্বাঙ্গ মোটা চাদরেতে ঢেকে।
শ্বশুর বাড়ীতে পরে যেতাম যখন
কিম্বা কভু করিতাম বাড়ীতে শয়ন,
টাঙ্গাতো তোদের মাতা মশারি যতনে,
মশাবাবাদের কথা পড়ে যেত মনে।
ওদের তো নেই জমি পুকুর বাগান
নেই বি.এ. এম.এ. পাশ চাকুরে সন্তান
বাঁচিবার অধিকার ওদেরও তো চাই,
মশারির বাহিরে পা রাখিতাম তাই।.....
'আমি দেহ নই' বোধ করিতে অর্জ্জন
দিনরাত প্রাণপাত মোদের সাধন।
সামান্য মশকদের দংশনেই যদি
না রহে মোদের দুঃখ কষ্টের অবধি,
শাস্ত্রাদির বড় বড় বাক্য সমুদায়
তা'হলে কি আমাদের মুখে শোভা পায়!

তোদের প্রথম ত্রুটি ভোগে দেরী করা
উপায় থাকিতে তোরা না করিস্ ত্বরা।
দ্বিতীয়তঃ দিবানিদ্রা নিত্য সহচর
অশাস্ত্রীয় এ অভ্যাস বড় ক্ষতিকর।
দুপুরে বারটা রাতে নয়টা ভিতর
এখানে তো ভোগ দেয়া নয় কষ্টকর।
সাড়ে নয় মধ্যে হয় শোয়া যদি রাতে
হয়ত ব্যাঘাত কম ঘটিবে নিদ্রাতে।
বন্ধ ঘরে ভাল করে দেয়া হলে ধূনা
মশক বাবারা পথ পালাতে পাবে না।
এ র'বে মশারি ছাড়া—মশারিতে তোরা
তা যেমন অশোভন আর সৃষ্টিছাড়া,
সপ্তাশীতি বৎসরের অভ্যাস তেমন
এ কি পারে করিবারে সহসা বর্জ্জন!
উপায় একটি মাত্র রয়েছে এখন
সহিষ্ণু সেবক শুধু রবে একজন।
সে সেবক হয় যদি ব্রাহ্মণের ছেলে
একখানি রুটি করে দেবে দুধে ফেলে,
'সোনাছেলে' মুখ করে পেয়ে সে প্রসাদ
শুনিব সানন্দে সদা অনাহত নাদ।....."

বর্ত্তমান বাসস্থান পুরাতন অতি
বিপদ্‌জনক কক্ষে প্রভুর বসতি।
সেবক মাধব স্বামী করে নিবেদন—
"কৃপা করে কক্ষান্তরে চলুন এখন।"
লিখিলেন প্রভু—"যদি ছাদ চাপা পড়ে
ওঁ গুরু জয়গুরু যান লোকান্তরে
নূতন রেকর্ড এক হবে তো তা'হলে।"
হাসি নাহি ধরে যেন শ্রীমুখমণ্ডলে।
শিষ্য কহে—"এ তো নহে হাসির ব্যাপার
কৃপা করে ভাঙ্গা ঘরে না রবেন আর ।"

প্রভু ক'ন—"উদ্দেশ্য না মিটে যত দিন
তাবৎ আসন ত্যাগ নয় সমীচীন।"
নিবেদিল সবিনয়ে সেবক সত্বর—
"এ বাড়ীতে সবচেয়ে বড় এই ঘর।
ফাটা ছাদ কড়িকাঠ ঘুনে জেরবার
ত্বরা করে অন্য ঘরে চলুন এবার।"
প্রভু ক'ন—"পুরাতন যদিও এ বাড়ী
পতনে না সম্ভাবনা দেখি তাড়াতাড়ি।
কাহাকেও উদ্বিগ্ন না করিবারে চাই
গীতাতেও অনুরূপ উপদেশ পাই।
আসন যেমন আছে থাক্ হেথা পড়ে
কুশাসন নিয়ে চল্ ঠাকুরের ঘরে।"
শিষ্য কয়—"অতিশয় ক্ষুদ্র সেই ঘর
হাওয়া নাই আলো নাই মশা ভয়ঙ্কর।
দোতলায় গুরুজীর ঘর আছে ফাঁকা
সেইখানে এইক্ষণে হোক্ বাবা থাকা।"
প্রভু ক'ন—"তোরা বাবা কেমন সেবক
ঠাকুর ঘরেতে যদি এতই মশক,
গুরু ইষ্ট প্রভৃতিরে রেখে তার মাঝে
এতটুকু ব্যথাও কি বুকে নাহি বাজে!"
এবার উত্তর দেয় কিঙ্কর অভয় *
"মশা হতে সত্য মোরা ভীত অতিশয়।
তোমা লাগি আমাদের যতটা ভাবনা
শালগ্রাম-আদি তরে তেমন ভাবি না।
মশার ব্যাপারে বাবা চির উদাসীন
বিশ্রামে ব্যাঘাত নাহি দেখি কোনদিন।
যদিও আমরা রাতে মশার কামড়ে
জেগে উঠে বসে থাকি শয্যার উপরে।
তবে কিনা বলে বহু বিশিষ্ট উড়িয়া
মশা থেকে হতে পারে গোদ ফাইলেরিয়া।"

* কিঙ্কর অভয়ানন্দ—অন্যতম সঙ্গী শিষ্য। পূর্ব্বাশ্রমে ডঃ অরিন্দম চক্রবর্ত্তী (চন্দন)।

প্রভু ক'ন—"খোঁড়া আছে একটি চরণ
তার সাথে গোদ দেখি মানায় কেমন।"
হতাশ সেবকগণ অবশেষে বলে—
"ঠাকুর ঘরেই বাবা যাবেন তা'হলে?"
অবিলম্বে লিখে প্রভু কহেন উত্তরে—
"আই এ্যাম্ গভ্ভং রেডি ঠাকুরের ঘরে।"
এ প্রকার মিশ্র ভাষা প্রভু বার বার
করিছেন আজকাল খুব ব্যবহার।
তাঁর কথা—"দিন দিন বাড়িছে বয়স
বাড়িছে সমান তালে পাল্লা দিয়ে রস।"

ঝুলন পূর্ণিমা তিথি ভাদ্রের পহেলা
নিভৃত নিবাস হতে যাত্রা সন্ধ্যাবেলা।
জগন্নাথ দর্শনান্তে ভ্রমি বহু স্থান
চটক পাহাড়ে প্রভু আশ্রমেতে যান।
পুণ্য-আত্মা গুরুমাতা মহাভাগ্যবতী
ঝুলনপূর্ণিমা তাঁর শুভ জন্মতিথি।
সে কারণ আশ্রমেতে আজি মহোৎসব
প্রভুর নির্দ্দেশে হল হোম পূজা সব।
শতেক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা ভক্ত বহুজন
রাতে মহাপ্রসাদেতে আপ্যায়িত হন।
নরনারায়ণ সেবা যথারীতি হয়
দেখাশুনা করি প্রভু তৃপ্ত অতিশয়।

শ্রীহস্তলিখিত লিপি লয়ে তার সাথে
আসিল জনৈক ভদ্র আটাশে প্রভাতে।
প্রভুর প্রশ্নের সূত্রে করে নিবেদন—
"দশ বারো বর্ষ আগে প্রথম দর্শন।
মদের নেশার কথা করিলে জ্ঞাপন
বলেছেন কৃপা করে অধমে তখন
মদ্যপান অত্যধিক বাড়িবে যখন
তখন আবার 'এ'কে করিও স্মরণ।

বেড়ে গেছে পানদোষ সম্প্রতি আমার
নিবেদন করি পত্রে সেই সমাচার।
তারই উত্তরে এই পত্রের মাধ্যমে
ডেকেছেন কৃপা করে এই নরাধমে।
অবিলম্বে সাড়া দিয়ে সে কৃপা আহ্বানে
বহু আশা নিয়ে আসা আজিকে এখানে।
দেহ মন সমর্পণ করিনু চরণে
দীক্ষা দিয়ে রক্ষা দীনে করুন এক্ষণে।"
প্রশ্নের উত্তরে পরে নবাগত বলে
"পত্নীও এসেছে সাথে— রয়েছে হোটেলে"
প্রভু ক'ন—"নিয়ে এসো মায়ীকে এখনি
কম্বল আসন এনো সাথে দুইখানি।"
"দীক্ষা অন্তে নবাগতে ক'ন লীলাময়—
"মন্ত্র নিলে দক্ষিণা তো কিছু দিতে হয়।"
আগন্তুক করে শীঘ্র সম্মতি জ্ঞাপন
"ভাল করে ভেবে বল্।"—প্রভু লিখে ক'ন।
"দিব বাবা"—বলে ত্বরা নবীন সন্তান।
প্রভু ক'ন—"দক্ষিণাটি তব মদ্যপান।"
শিষ্য কয়—"চেষ্টায় না হবে কোন ত্রুটি
অদ্য হতে মদ্যপানে হোক্ মোর ছুটি।"
প্রভু ক'ন—"ভগবান হউন সহায়
সদিচ্ছা জাগিলে তিনি করেন উপায়।"
শিষ্য বলে—"কৃপা হলে সব আমি পারি
আমি শুধু আপনার কৃপার ভিখারী।"

নীলাচল আশ্রমে মা কালীর মূরতি
পূর্ব্ব হতে প্রতিষ্ঠার চলিছে প্রস্তুতি।
প্রভু ক'ন—"ভূজেনের ইষ্ট কালীমাতা
সে কারণ প্রয়োজন মায়ের প্রতিষ্ঠা।

পুলিশ সাহেব শিষ্য ভুজেন সরকার
হেথাকার আশ্রমের মূল রূপকার।.......
মহাশক্তিরূপিণী সে মা-র আরাধনা
বৈষ্ণবেরা কেন ভাল চোখে দেখিবে না!
শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের যিনি দেবী-অধিষ্ঠাত্রী
তিনি কালী তিনি দুর্গা তিনি জগদ্ধাত্রী।
কৃষ্ণচন্দ্রে পতিরূপে প্রাপ্তি নিবন্ধন
করেছিল কাত্যায়নী ব্রত গোপীগণ।
যে বৈষ্ণব এ সকল আছে অবগত
বিরূপ মন্তব্যে সদা রবে সে বিরত।
সঙ্গীশিষ্যদের মধ্যে যোগ্যতম জন
ঈপ্সিত কালিকামূর্ত্তি করিল অঙ্কন।
নব নিরমিত কক্ষে প্রভুর নির্দ্দেশে
মায়ের মূরতি হল প্রতিষ্ঠা তিরিশে।
আশ্রমে ও শ্রীনিবাসে এ পুণ্য লগনে
বহুজন তৃপ্ত হন প্রসাদ গ্রহণে।

পহেলা আশ্বিন হতে নিরজনে বাস
একত্রিশে ভাদ্র যেন তার অধিবাস।
সারাদিন ক্লান্তিহীন কৃপার ধারায়
অগণিত শিষ্যভক্ত ধন্য হয়ে যায়।
জানালেন লিখে রাতে একান্ত সেবকে—
"চিঠিপত্র দেয়া নেয়া বন্ধ কাল থেকে।
দেহরক্ষা শৌচ-আদি কর্ম্ম স্বাভাবিক
কিছু না করিতে ইচ্ছা ইহার অধিক।"
নিশা অবসানে এল পহেলা আশ্বিন
এবার নিঃসঙ্গ মৌন কঠোর কঠিন।
এক লহমায় যেন পাল্টে গেল পট
সবই আজ প্রাণহীন ওলট-পালট।
সেই হাসি সেই প্রেম কারুণ্যের স্থলে
সীমাহীন ঔদাসীন্য শ্রীমুখমণ্ডলে।

লিখনে পঠনে ধ্যানে কাটে দিবারাত্র
আহার বিশ্রাম নিদ্রা শুধু নাম মাত্র।
স্নান আর স্বাভাবিক কার্য্যে বার বার
মাধব স্বামীর সেবা করেন স্বীকার।
আর কোন সেবকের দিকেতে দৈবাৎ
ভুলিয়াও না করেন কভু দৃষ্টিপাত।
অতঃপর শ্রীগুরুর তিরোধান দিনে
আশ্রমেতে অনুষ্ঠান দোসরা আশ্বিনে।
প্রভুর জমাটভাব উর্দ্ধ আকর্ষণে
না হন সক্ষম তাই আশ্রম-গমনে।
তাঁর প্রতিনিধি রূপে দেখাশুনা তরে
পাঠালেন আশ্রমেতে মাধব কিঙ্করে।
দিবাভাগে হোম পাঠ বিশেষ পূজন
নগরের পথে পথে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রিকালে শতাধিক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ
মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত হন।
কিঙ্কর মহিমানন্দ নিষ্ঠার সহিত
সর্ব্বকার্য্যে সাধ্যমত রহে উপস্থিত।
ব্রাহ্মণসেবার করি দায়িত্ব গ্রহণ
করে যত্নে সবাকার পাদপ্রক্ষালন।
সদাচারী অনাচারী না করি বিচার
করে পান পাদোদক সাদরে সবার।
প্রভুর আদর্শ যেন তার আচরণে
অনায়াসে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে

জয় জয় গুরুপ্রেমী যতেক কিঙ্কর
জয় ভক্ত অনুরক্ত লীলা-পরিকর।
এ সবার পদ করি মস্তকে ধারণ
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

পুলিশ সাহেব শিষ্য ভুজেন সরকার
হেথাকার আশ্রমের মূল রূপকার।.......
মহাশক্তিরূপিণী সে মা-র আরাধনা
বৈষ্ণবেরা কেন ভাল চোখে দেখিবে না!
শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের যিনি দেবী-অধিষ্ঠাত্রী
তিনি কালী তিনি দুর্গা তিনি জগদ্ধাত্রী।
কৃষ্ণচন্দ্রে পতিরূপে প্রাপ্তি নিবন্ধন
করেছিল কাত্যায়নী ব্রত গোপীগণ।
যে বৈষ্ণব এ সকল আছে অবগত
বিরূপ মন্তব্যে সদা রবে সে বিরত।
সঙ্গীশিষ্যদের মধ্যে যোগ্যতম জন
ইঙ্গিত কালিকামূর্ত্তি করিল অঙ্কন।
নব নিরমিত কক্ষে প্রভুর নির্দ্দেশে
মায়ের মূরতি হল প্রতিষ্ঠা তিরিশে।
আশ্রমে ও শ্রীনিবাসে এ পুণ্য লগনে
বহুজন তৃপ্ত হন প্রসাদ গ্রহণে।

পহেলা আশ্বিন হতে নিরজনে বাস
একত্রিশে ভাদ্র যেন তার অধিবাস।
সারাদিন ক্লান্তিহীন কৃপার ধারায়
অগণিত শিষ্যভক্ত ধন্য হয়ে যায়।
জানালেন লিখে রাতে একান্ত সেবকে—
"চিঠিপত্র দেয়া নেয়া বন্ধ কাল থেকে।
দেহরক্ষা শৌচ-আদি কর্ম্ম স্বাভাবিক
কিছু না করিতে ইচ্ছা ইহার অধিক।"
নিশা অবসানে এল পহেলা আশ্বিন
এবার নিঃসঙ্গ মৌন কঠোর কঠিন।
এক লহমায় যেন পাল্টে গেল পট
সবই আজ প্রাণহীন ওলট-পালট।
সেই হাসি সেই প্রেম কারুণ্যের স্থলে
সীমাহীন ঔদাসীন্য শ্রীমুখমণ্ডলে।

লিখনে পঠনে ধ্যানে কাটে দিবারাত্র
আহার বিশ্রাম নিদ্রা শুধু নাম মাত্র।
স্নান আর স্বাভাবিক কার্য্যে বার বার
মাধব স্বামীর সেবা করেন স্বীকার।
আর কোন সেবকের দিকেতে দৈবাৎ
ভুলিয়াও না করেন কভু দৃষ্টিপাত।
অতঃপর শ্রীগুরুর তিরোধান দিনে
আশ্রমেতে অনুষ্ঠান দোসরা আশ্বিনে।
প্রভুর জমাটভাব উর্দ্ধ আকর্ষণে
না হন সক্ষম তাই আশ্রম-গমনে।
তাঁর প্রতিনিধি রূপে দেখাশুনা তরে
পাঠালেন আশ্রমেতে মাধব কিঙ্করে।
দিবাভাগে হোম পাঠ বিশেষ পূজন
নগরের পথে পথে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রিকালে শতাধিক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ
মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত হন।
কিঙ্কর মহিমানন্দ নিষ্ঠার সহিত
সর্ব্বকার্য্যে সাধ্যমত রহে উপস্থিত।
ব্রাহ্মণসেবার করি দায়িত্ব গ্রহণ
করে যত্নে সবাকার পাদপ্রক্ষালন।
সদাচারী অনাচারী না করি বিচার
করে পান পাদোদক সাদরে সবার।
প্রভুর আদর্শ যেন তার আচরণে
অনায়াসে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে

জয় জয় গুরুপ্রেমী যতেক কিঙ্কর
জয় ভক্ত অনুরক্ত লীলা-পরিকর।
এ সবার পদ করি মস্তকে ধারণ
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭৬)

।। প্রভু পাশে প্রদেশপাল—১৩৮৫।।
।। আকস্মিক দুর্গাপূজা।। অন্ত্যজ উদ্ধার লীলা।।

রাজ্যপাল শ্রীদয়াল শর্ম্মা * মহোদয়
বারে বারে প্রভু পাশে উপনীত হয়।
ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আশে
গিয়েছিল কোন এক মহাত্মা সকাশে।
সাধুজী প্রার্থনা শুনে দয়ালেরে বলে—
"হেথা নয় দীক্ষা তব হবে নীলাচলে।
সেথায় আছেন সন্ত সীতারামদাস
তাঁর কাছে যাও পূর্ণ হবে অভিলাষ।"
মাধব মাধ্যমে করি এ বার্ত্তা শ্রবণ
অবিলম্বে হন প্রভু সমাধি মগন।
বাহ্যে ফিরে দীর্ঘ প্রায় তিন ঘণ্টা পরে
ক'ন তারে পরদিন আসিবার তরে।
যথাকালে শ্রীদয়াল এল পুনরায়
লিখে লিখে আলাপন চলে দু'জনায়
স্থির হল দীর্ঘক্ষণ আলাপন শেষে
মন্ত্রদীক্ষা হবে দুর্গা-অষ্টমী দিবসে।
পূর্ব্বদিন প্রায়শ্চিত্ত সমুদ্রেতে স্নান,
রাজ্যপাল মেনে নিল সকল বিধান।
একে একে কেটে যায় রাত্রি আর দিন
এল পুণ্য দুর্গাষষ্ঠী একুশে আশ্বিন।
লিখিলেন অতি ভোরে সঙ্গীশিষ্যগণে—
"কাল রাতে ঘুম ঘোরে দেখিনু স্বপনে—

---

* শ্রীভগবৎ দয়াল শর্ম্মা।

এসেছেন মা আমার চলিছে পূজন
পারিবি কি করিবারে তোরা আয়োজন?
প্রতিমার চেষ্টা কর্ যদি না তা জোটে
হবে পূজা তবে শুধু ঘটে আর পটে।
ষোড়শোপচারে হবে মায়ের পূজন
মহাষ্টমী পুণ্যদিনে ব্রাহ্মণ ভোজন।
নিকটস্থ মঠাদিতে করি নিমন্ত্রণ
সন্তগণে সযতনে হবে আপ্যায়ন।"
বিস্ময়েতে হতবাক্ সঙ্গীগণ সবে
দৌড়ঝাঁপ শুরু হল অনতিবিলম্বে।
যদুপতি দ্রুতগতি ছুটিল বাজারে
অন্যজন আশ্রমেতে চটক পাহাড়ে।
বেলা প্রায় দশটায় শুনি সমাচার
আশ্রমিকদের চিতে বিস্ময় অপার।
দুর্গাপূজা বলে কথা—বিশাল ব্যাপার
কত না বিচিত্র সব দ্রব্য দরকার।
পক্ষান্তরে নাই হাতে পুরো একদিন
সর্ব্বোপরি অর্থাভাব বাজারেতে ঋণ।
সব শুনে জানালেন লীলাময় হেসে—
"ভাবিস্ নে তোরা বাবা অর্থ যাবে এসে।
ঋণ মানে অধিবাস টাকা-পয়সার
অপরাহ্ণে ফর্দ্দ নিয়ে করিস্ বাজার।"
প্রভুর অচিন্ত্য লীলা কে বুঝিতে পারে
অর্থ এল তারযোগে মানি অর্ডারে।
রসা রোডবাসী প্রেমী শিষ্য একজন
আড়াই হাজার মুদ্রা করেছে প্রেরণ।
সংগৃহীত হল যত পূজার সম্ভার
যদুপতি মাতৃমূর্ত্তি করিল যোগাড়।
নীলাচল আশ্রমেতে বিধি অনুসারে
যথাকালে পূজারম্ভ ষোড়শোপচারে।
প্রভুর না পদধূলি পড়ে পূজাস্থলে
ম্রিয়মাণ সবা প্রাণ তাই নীলাচলে।

শ্রীনিবাসে প্রভু পাশে গিয়ে শিষ্যগণ
পূজাঙ্গনে পদার্পণে করে নিবেদন।
প্রভু কন—"সম্ভাবনা ক্ষীণ অতিশয়
শ্রীগুরুর কী ইচ্ছা তা জ্ঞানগম্য নয়।
'এ'র অপেক্ষায় কাল না করি যাপন
করে যাবি কাজ সবই কালে সম্পাদন।"
মধ্যাহ্ন ভোগেতে কিবা হবে আয়োজন
লিখে লিখে দেন তার স্পষ্ট বিবরণ।
অন্ন, ভাজা, তরকারী, ঘি-ভাত, পায়েস
স্বাদু দই লুচি আর মিষ্টি দিয়ে শেষ।
স্থির হল রাজ্যপালে দীক্ষাদান করে
আশ্রমে যাবেন প্রভু কাল দ্বিপ্রহরে।
পরদিন মহাষ্টমী—প্রভাত সময়
প্রদেশ-পালেরে দেন সস্ত্রীক আশ্রয়।
শ্রীঅঙ্গ অচলপ্রায় উর্দ্ধ আকর্ষণে
আশ্রম গমনে বিঘ্ন ঘটে সে কারণে।
জগন্নাথ-আদি দেবে করি দরশন
দেড়টায় আশ্রমেতে শুভ পদার্পণ।
মুহূর্ত্তে উথলি ওঠে আনন্দের বান
স্তিমিত আশ্রম যেন পেল নব প্রাণ।
নরনারায়ণ সেবা ব্রাহ্মণ ভোজন
প্রথমতঃ সুষ্ঠুভাবে হল সমাপন।
রাজ্যপালে লয়ে প্রভু স্বল্পকাল পরে
বসিলেন একই ঘরে প্রসাদের তরে।
সন্ধিপূজা সহ সব কার্য্য অবসানে
যান ফিরে চক্রতীর্থে নিশীথে স্বস্থানে।
নবমী ও দশমীতে পুনঃ কৃপা করে
নীলাচলে পূজাস্থলে যান দ্বিপ্রহরে।
দশমীতে দিবাগতে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন
রাতে বন্দে মহানন্দে সবে শ্রীচরণ।

অতঃপর কিছুক্ষণ সমাধিমগন
বাহ্যে ফিরে অকাতরে কৃপা বিতরণ।
আশ্রমিকদের দিতে নূতন বসন
যথাযথ ব্যবস্থাদি করেন গ্রহণ।
প্রসাদ পর্ব্বের পর রাত দুইটায়
শ্রীনিবাস অভিমুখে যাত্রা পুনরায়।
বিজয়ার বাণী তাঁর লেখনী মাধ্যমে
নেমে এল সবা লাগি অবলীলাক্রমে ঃ—
"আনন্দময়ী মা, ...
বদ্ধ দেহ-কারাগারে
তাঁর তরে কাঁদে জীব
করি হাহাকার।
অগতির গতি তুই
তুই ভিন্ন গতি নাই
আমা সবাকার।
(আজ) অহং-এ বিজয়া কর
শ্রীগুরু সলিলে
জ্ঞানময়ী জ্ঞান ভক্তি
দে গো মা বিমলে।
অগতির গতি তুই
আমা সবাকার।"

অভিনব লীলা শুরু প্রভুর এবার
নাম দিয়ে প্রেম দিয়ে অন্ত্যজ উদ্ধার।
শ্রীনিবাস সন্নিহিত সমুদ্র সৈকতে
মৎস্যজীবী হরিজন আসে অন্ধ্র হতে।
প্রতি বর্ষে তারা আসে হাজার হাজার
সাথে লয়ে পুত্র কন্যা আর পরিবার।
আশ্বিন কার্ত্তিক হতে চার পাঁচ মাস
পাতার ছাউনি রচি করে তায় বাস।

সমুদ্রের মাছ ধ'রে রোদ্দুরে শুকায়
শীতশেষে স্বীয় দেশে যায় পুনরায়।
পরিধানে নেংটি মাত্র প্রায় সবাকার
সরলতাভরা প্রাণ ভকতি অপার।
প্রভুর একটু খানি দরশন আশে
দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষিয়া রহে আশেপাশে।
দরশন ব্যতিরেকে কিছু নাহি চায়
দেখা মাত্র যুক্তকর কপালে ঠেকায়।
কাছে এসে বসে পড়ে বালুকা উপরে
হাততালি দিয়ে নাম করে উচ্চস্বরে।
প্রভুও এদের সাথে মিশে একাকার
সযত্ন প্রয়াস সদা নাম শিখাবার।।
যদুপতি নামে এক সেবকেরে লয়ে
একদা সমুদ্রে যান প্রভাত সময়ে
অকস্মাৎ সেবকের চড়ি স্কন্ধোপর
অগ্রসর হন প্রভু তীর বরাবর।
যত যান দেখা পান গোপাল গোপালী*
খালি নাই বালিময় জমি এক ফালি।
ধীবরগণের দ্বারা পরিপূর্ণ বেলা
প্রায় এক ক্রোশ জুড়ে যেন মহামেলা।
ফিরিলেন গো-শকটে ঘণ্টাধিক পরে
উৎকণ্ঠিত সেবকেরা স্বস্তি বোধ করে।
চলিল কৃপার এক সুমহাপ্লাবন
অন্ত্যজ-উদ্ধার তথা ধর্ম্ম সংস্থাপন।
শুক্রবার একাদশী নয়ই কার্ত্তিক
নাম প্রতিষ্ঠার শুভ দিন হল ঠিক।
গোপাল গোপালী দশ হাজারের মত
এ উৎসব উপলক্ষ্যে হল নিমন্ত্রিত।
ধীবর পল্লীতে গিয়ে শিষ্যভক্তগণ
বাক্-বিকিরণ যন্ত্রে করে নিমন্ত্রণ।

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় ধীবর = লাল গোপাল, ধীবরী = লাল গোপালী।

শুভক্ষণে শ্রীনামের অধিবাস শেষে
হাজির হলেন প্রভু প্রাতে মঞ্চে এসে।
'হরেকৃষ্ণ' নাম নিজে করি উচ্চারণ
করিলেন শ্রীনামের শুভ উদ্বোধন।
অতঃপর সাজালেন শ্রীনামের দল
শ্রীমুখমণ্ডল দিব্য হাসিতে উজ্জ্বল।
সম্মুখেতে মৎস্যজীবী শিশু অগণন
বিচিত্র পতাকা হাতে মুখে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যভাগে প্রভু নিজে ভক্তস্কন্ধ 'পরে
পশ্চাতে শিষ্যেরা নাম গাহে উচ্চস্বরে।
অচিরে সমুদ্রতীরে হলেন হাজির
তথা হতে মহাবীরজীউ-এর মন্দির।
সোনার গৌরাঙ্গে শেষে নাম নিয়ে যান
নামেতে ধীবরপল্লী যেন কম্পমান।
দুইটায় শুরু হয় প্রসাদ বণ্টন
চিপিটক আবশ্যক হল তের মণ।
নারিকেল কোরা শুরু সেই অনুপাতে
বহুজন বিতরণ করে হাতে হাতে।
ইতিমধ্যে ভক্তস্কন্ধে করি আরোহণ
ধীবর পল্লীতে প্রভু উপনীত হন।
সবারে দু'হাত তুলি জানিয়ে আহ্বান
দ্রুতগতি ইতি-উতি বহু স্থানে যান।
স্বল্প সময়েতে শিশু আসি শত শত
প্রভুরে বেষ্টন করি হয় নৃত্যরত।
ভাষাগত ব্যবধান যদিও বিরাট
তবু তাঁরে কেন্দ্র করে আনন্দের হাট।
তটস্থ তরীতে কভু করি আরোহণ
নর-নারায়ণ সেবা করেন দর্শন।
করতাল বাদ্য করি কখন আবার
উৎসাহ সঞ্চার নামে করেন সবার।
রাজ্যপাল শর্ম্মা আসি গুরু দরশনে
দেখে এই মহালীলা আনন্দিত মনে।

জীয়র মঠের কর্ম্মকর্ত্তা দুই জন
মেলাক্ষেত্র দেখা মাত্র অভিভূত হন।
প্রার্থনা জানায় তারা প্রভুর চরণে
"করুন উদ্ধার এই দীনদুঃখীগণে।
ধর্ম্মান্তর প্রক্রিয়ায় অত্যুৎসাহীগণ
চারিদিকে ওৎ পেতে আছে সর্ব্বক্ষণ।"

মহালীলা মহামেলা করি বিলোকন
শ্রীনিবাসে যারা আসে আনন্দে মগন।
বিস্ময়ের যেন কারো নাহি রহে সীমা
গায় সবে উচ্চরবে প্রভুর মহিমা।
প্রভু কন—"নাই 'এ'র কর্ত্তৃত্ব যেমন
তেমনি 'এ' নয় কোন কৃতিত্ব ভাজন।
গুরুদেব দেন যবে চরণে আশ্রয়
শিষ্য হয় নিঃস্ব কিছু নিজস্ব না রয়।
দেহে তার অধিকার না রহে তখন
যন্ত্ররূপে কর্ম্মমাত্র করে সম্পাদন।
গুরু ভগবান এই দেহাশ্রয় করে
করিছেন লীলা সপ্ত-আশী বর্ষ ধরে।
যা হল সে সবই তাঁর লীলার বিলাস
কর্ত্তা সেই গুরুদেব 'এ'টা তাঁর দাস।"

ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে প্রশ্নের উদয়
কে এ প্রভু ? কেবা তাঁর গুরু দয়াময় ?
যে প্রশ্নে গুরুর তব চিত্ত তোলপাড়
সেই তত্ত্ব হব জ্ঞাত মুই কোন ছার !
অজ্ঞানতা নাশি কর স্বরূপ প্রকাশ
দাস জনার্দ্দন করে শ্রীচরণ আশ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭৭)

।। গুরুকৃপা—১৩৮৫।। মৎস্যগন্ধ।। বিদ্যা বিতরণ লীলা।।
।। মাছি-উকুন মারার প্রায়শ্চিত্ত।। সাহেবের বিয়ে।।

শ্রীনিবাসে প্রভু পাশে করি অবস্থান
কৃষ্ণকান্ত হয়ে শান্ত করে জপ ধ্যান।
ভাগ্যদোষে করিল সে পুনঃ পলায়ন
প্রভুর প্রয়াসে শীঘ্র হল আনয়ন।
মূত্রকৃচ্ছ্র হেতু তার অবস্থা সঙ্গীন
আরোগ্য-আলয়ে ভর্ত্তি হল পরদিন*
রোজ তারে দেখিবারে অপরাহ্ণ কালে
সেবক সহিত প্রভু যান হস্‌পিটালে।
রোগী ভাল আছে দেখি কহিল সেবক—
"বাবার যাবার আর কীবা আবশ্যক।"
প্রভু লিখে করিলেন উত্তর প্রদান—
"এ গেলে আনন্দে তার ভরে যায় প্রাণ।
সীতারাম রোজ তাই যায় দেখিবারে
কেবা আর আছে তার এ বিশ্ব সংসারে।"
কৃষ্ণকান্ত ব্যাধিমুক্ত হয়ে পুনরায়
ফিরে আসে শ্রীনিবাসে কৃপার ছায়ায়।
গুরুর কৃপায় নিত্য সুদীর্ঘ সময়
রাম নাম লিখনে ও জপে রত রয়।
জোয়ারের পরে ভাটা আসে যে প্রকার
কান্তের জীবনে এল তেমন-ই আঁধার।
মুখেতে মদের গন্ধ পেয়ে সঙ্গীগণ
অবিলম্বে প্রভু পাশে করে নিবেদন।
প্রভুর জবাব এক শব্দে সীমাবদ্ধ
গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক সেই পদটি "প্রারব্ধ"।

---

* ৩১ শে আশ্বিন, ১৩৮৫

লিখিলেন পুনরায় প্রভু পরক্ষণে—
"কোন কিছু নাহি হেথা ঘটে অকারণে।
ভগবান শ্রীগুরুর কৃপা অফুরান
দিতে তাঁর মহিমার জীবন্ত প্রমাণ
শ্রীগুরুর লীলাতনু কান্তকে এখন
হয়েছে মাতাল বেশ করিতে ধারণ।
কত কৃপা আছে গুরুদেবের ভাণ্ডারে
ও দেখাল সেই সত্য তোদের সবারে।
ও যদি না সুরাসক্ত হত এ রকম
কৃপা বুঝিবারে তোরা হ'তি না সক্ষম।
যত্রতত্র পাত্রাপাত্র বিচার না করে
গুরুকৃপা ঝরিছে এ বিশ্ব-চরাচরে।"

রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু একজন
সবিনয়ে প্রভু পাশে করে নিবেদন—
"চারি মাস হেথা বাস নয় সমীচীন
মৎস্যগন্ধে নাসারন্ধ্রে ক্লেশ সীমাহীন।"
উত্তরে লেখেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
"এখন আসন ত্যাগ সম্ভব না হবে।
যে উদ্দেশে শ্রীনিবাসে হল আগমন
হয় নাই এখনো সে কার্য্য সমাপন।
যে অবধি কার্য্যে সিদ্ধি লব্ধ নাহি হবে
শ্রীগুরুর নির্দ্দেশে এ এখানেই রবে।"
একদিন দীনহীন রিক্সাওলা ঢুকে
অকস্মাৎ প্রণিপাত করিল প্রভুকে।
সঙ্গী শিষ্য বাধাদানে হলে অগ্রসর
প্রভু তারে নিবারণ করেন সত্বর।
লিখিলেন মাত্র এক মুহূর্ত্ত মাঝারে—
"দেখ্ মোর ভগবান কি বা বাঞ্ছা করে।"
প্রভুর ছোট্ট এই একটি কথায়
রিক্সাচালকের দৈন্য লুপ্ত হয়ে যায়।
এই ঘটনার অতি অল্পকাল পর
রিক্সাচালকের চিত্তে এল ভাবান্তর।

অর্থার্জ্জনে তার মনে নাই আকর্ষণ
সব ছেড়ে শ্রীচরণে লইল শরণ।
প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে এ ব্রাহ্মণ সন্তানে
শিখান সন্ধ্যাদি রাখি স্বীয় সন্নিধানে।
রামদাস নাম তার করিলেন দান
সমকালে বিদ্যাদানে প্রভু যত্নবান।
প্রথম দ্বিতীয় ভাগ দেয়া হল তারে
'সুধার ধারা'ও সাথে দেন পড়িবারে।
এমত আরও কত ভাগ্যবান জনে
করেন উৎসাহ দান বিদ্যা আহরণে।
জনৈক নেপালী শিষ্য নাম শ্যামদাস
বর্ত্তমান অবস্থান নিভৃত নিবাস,
বাঙলা জানে না ভাল তাই ব্যথা মনে
সম্প্রতি তা নিবেদিল প্রভুর চরণে।
লিখিলেন প্রভু—"তুই বাংলা শেখ্ তবে"
পুস্তক পেন্সিল স্লেট দেন অবিলম্বে।
সেই থেকে বই দেখে শিষ্য শ্যামদাস
অ-আ-ক-খ করে যত্নে লেখার অভ্যাস।
প্রভুও দেখেন সব পরম আদরে
প্রয়োজন স্থলে দেন সংশোধন করে।

হেথাকার মক্ষিকার মহা উপদ্রবে
তীর্থযাত্রী ভ্রমণার্থী ব্যতিব্যস্ত সবে।
সেবক শরণ এর প্রতিকার তরে
ঔষধ প্রয়োগ করে ঠাকুরের ঘরে।
অচিরে মরিল মাছি হাজার হাজার
ঝাড়ুর সহায়ে শিষ্য করে স্তূপাকার।
প্রভু সেই দৃশ্য হেরি করেন সন্ধান
কার দ্বারা অপকর্ম্ম হল অনুষ্ঠান।
অপরাধী শিষ্যে লিখে দিলেন নির্দ্দেশ—
"এত মাছি মেরে পাপ করিলি অশেষ।

হাজার গায়ত্রী জপ করিবি সত্বর
ওদের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে হবি তৎপর।
শত মুদ্রা ব্যয়ে মহাপ্রসাদাদি কিনে
ভোজন করাতে হবে পথবাসী দীনে*
হরিদাস হতে করি অর্থ আহরণ
খাওয়াবার ভার কর্ সংযমে[১] অর্পণ।
মৃত মাছিদের করি মস্তকে ধারণ
স-নাম সমুদ্রে গিয়ে দিবি বিসর্জ্জন।
বিধান শ্রবণে জাগে শিষ্যের বিস্ময়
কিছু আর বলিবার সাহস না হয়।
হয়ত বা হিতে শেষে বিপরীত হবে
আদেশ পালন তাই করিল নীরবে।

বেশ কিছু দিন ধরে দেখে সঙ্গীগণ
চুলকান মাথা প্রভু যখন তখন।
বহুজন সর্ব্বক্ষণ রহে ঘিরে তাঁকে
উকুন বেঁধেছে বাসা বুঝি এক ফাঁকে।
অনুমান করি হেন সঙ্গী যদুপতি
ঔষধ বাজার হতে আনে শীঘ্র অতি।
চুপিসারে প্রভু-শিরে করে তা লেপন
গন্ধ পেয়ে সন্দেহেতে ভরে ওঠে মন।
শুধান সেবকে শীঘ্র ইহার কারণ
শিষ্য সব সবিস্তারে করে নিবেদন।
লিখিলেন প্রভু—"তুই ঔষধ প্রয়োগে
করিলি কত না প্রাণী হত্যা একযোগে।
হেন মহাপাপ হতে পেতে পরিত্রাণ
বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত কর্ অনুষ্ঠান।
প্রভুর নির্দ্দেশে কাল না করি হরণ
করে দাস উপবাস মস্তক মুণ্ডন।

---

* প্রভুর ভাষায় 'পথের নারায়ণ'। ১ কিঙ্কর সংযমানন্দ (ধীরানন্দ)।

পরদিন প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রবিধিমত
এইমত চলে নিত্য মধু লীলা কত।

দীক্ষা আর ভগবৎ দরশন আশে
দু'জন হল্যাণ্ডবাসী এল প্রভু পাশে*।
যুবক যুবতী তারা বিবাহিত নয়
গ্রন্থ[1] পাঠে প্রভু পদে ভক্তি উপজয়।
ভগবান সমক্ষেতে হেথা দুই জনে
চাহে এবে মিলিবারে বিবাহ-বন্ধনে।
শুভকার্য্য সম্পাদনে হয়ে যত্নবান
অচিরে করান প্রভু গীর্জ্জায় সন্ধান।
পার হয়ে একে একে বিস্তর বিপত্তি
ক্যাথলিক চার্চ্চ হতে মিলিল সম্মতি।
গির্জ্জায় গমনে প্রভু করেন মনন
এ বার্ত্তা শ্রবণে ওঠে আশ্রমে গুঞ্জন।
জানালেন ইশারায় প্রভু অবিলম্বে—
"ওপরওলার ইচ্ছা তাই যেতে হবে।"
নূতন বর্ষের শুভ গোধূলি লগনে
বর-কনে সহ যান গির্জ্জায় সগণে।
নববর্ষ উৎসবের সায়াহ্ন বেলায়
ঝলমল করে গীর্জ্জা আলোর মালায়।
পাদরী সাহেব শীঘ্র করি আগমন
প্রভুরে সাদরে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
যীশু আর মেরী-মার নেহারি মূরতি
ভূমি 'পরে বসি প্রভু করেন প্রণতি।
সমাসীন হন পরে কম্বল আসনে
এক পাশে বর তাঁর আর দিকে কনে।
শুভারম্ভে একে একে জ্বালি মোমবাতি
পাদরী সাহেব পড়ে বাইবেল প্রভৃতি।

---

* ৭ই পৌষ, ১৩৮৫। ১। প্রভু পদাশ্রিত প্রাক্তন মেজর জেনারেল শ্রীসুজন সিং উবান প্রণীত **'The Gurus of India'** নামক গ্রন্থ।

অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিষয়
শোনালেন পাঠ করে পাদ্রী মহোদয়।
শপথ গ্রহণ কালে সানন্দ অন্তরে
পরস্পরে প্রেমভরে অঙ্গীকার করে।
আশীর্ব্বাদ সহ সব অনুষ্ঠান শেষে
সঙ্গীরা পাদ্রীকে দিল প্রভুর নির্দ্দেশে
নামাবলী অত্যুত্তম উলের চাদর
ফল এক ঝুড়ি আর মিষ্ট বহুতর।
পরদিন প্রাতঃকালে বসিয়ে আসনে
মন্ত্র ও তিলক দেন এদের দু'জনে।
দীক্ষালাভে আনন্দিত সাহেব দম্পতি*
পেল শুভ্র জ্যোতি সহ নানা অনুভূতি।
নামমঞ্চে নিয়ে গিয়ে প্রভু সীতারাম
করালেন প্রদক্ষিণ অপিচ প্রণাম।
দেব দরশন লাগি লয়ে দম্পতিরে
ভ্রমিলেন নিকটস্থ মন্দিরে মন্দিরে।
আরো বহু মঠাদিতে পরিক্রমা তরে
দিলেন দায়িত্ব শিষ্য ধ্রুবজ্যোতি 'পরে।
প্রভুর নির্দ্দেশে ধ্রুব দম্পতি সহিত
ট্যাক্সি করে চার্চ্চে অগ্রে হল উপস্থিত।
অতঃপর জগন্নাথ মন্দিরেতে এসে
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ হল বহির্দ্দেশে।
পশ্চিমদ্বারেতে যেথা অখণ্ড শ্রীনাম
পরিক্রমা অন্তে হল সেথায় প্রণাম।
গম্ভীরায় প্রবেশের পেয়ে অনুমতি
শ্রদ্ধাভরে দেখে ঘুরে সাহেব দম্পতি।
মহাপ্রভু করিতেন হেথা অবস্থান
তাঁর ছিন্ন কন্থাখানি আজো বিদ্যমান।
হরিদাস ঠাকুরের তপস্যার স্থল
সিদ্ধ বকুলেতে এসে আনন্দে বিহ্বল।

* নবদম্পতির প্রভুদত্ত নাম যোগানন্দ-যোগমায়া (পূর্ব্বনাম বেসিল-লিউনী, নিবাস হল্যাণ্ড)।

অনন্তর নীলাচল আশ্রম চত্বরে
অভ্যর্থনা হল উলু শঙ্খধ্বনি করে।
মন্দিরের নীচে থেকে প্রণমি গোবিন্দে
নামমঞ্চে প্রদক্ষিণ হল মহানন্দে।
গৌড়ীয় মঠেতে করি শ্রদ্ধা নিবেদন
সরোজিনী মঠে হল শুভ আগমন।
মায়েরা এগিয়ে করে স্বাগত জ্ঞাপন
তারামা মিষ্টির দ্বারা করে আপ্যায়ন।
ভারত সেবাশ্রম-এ হয়ে উপস্থিত
প্রণমে প্রণবানন্দে শ্রদ্ধার সহিত।
প্রভুর নির্দ্দেশে সব মঠে ও মন্দিরে
প্রণামী প্রদান হল দশ মুদ্রা করে।
এবার ফেরার পালা—কিছুদূর এসে
গাড়ী ছেড়ে হাঁটা শুরু প্রভুর নির্দ্দেশে।
অনন্ত আকাশ উর্দ্ধে দীপ্ত দিবাকর
শীতের মধ্যাহ্ন হয়ে ওঠে সুখকর।
দক্ষিণে অসীম সিন্ধু আনন্দে অপার
পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়ে বার বার।
এমন নয়ন-মনোমুগ্ধকর স্থানে
স্বতঃই আনন্দ জাগে সবাকার প্রাণে।
এখন সহজে সবে করে অনুমান
কেন এই হাঁটিবার 'নির্ম্মম' বিধান।
এখন বুঝিতে কারো কষ্ট নাহি হয়
ভগবান গুরুদেব কত প্রেমময়।

মায়ামোহে বদ্ধ মোরা বুদ্ধি বিপরীত
না বুঝি নিজেরা হায় নিজেদের হিত।
অজ্ঞানতিমিররাশি নাশি জ্ঞানাঞ্জনে
দাও দাস জনার্দ্দনে আশ্রয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭৮)

।। শুভ আবির্ভাব মহোৎসব—১৩৮৫ ।।

শীত শেষে রাজবেশে ঋতুরাজ আসে
সাজ সাজ মহারব পড়ে চারিপাশে।
সমাগতপ্রায় শুভ জন্ম-মহোৎসব
মহোৎসাহে চলে তার উদ্যোগ পরব।
দীর্ঘ-আয়ু কামনায় দশ দিন ধরে
চলে নানা অনুষ্ঠান আশ্রম চত্বরে।
নারায়ণে লক্ষাধিক তুলসী অর্পণ
সম্পাদন করে দশ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
শ্রীমধুসূদন আর দুর্গা নামদ্বয়
এক লক্ষ দশ হাজার করে জপ হয়।
একুশ অধিক শত শিবের পূজন
তদুপরি নিত্য পাঠ চণ্ডী রামায়ণ।
হোমাগ্নি দিবস দশ রহে অনির্ব্বাণ
হাজার দশেক হয় আহুতি প্রদান।
জন্মোৎসব লাগি হল কমিটি গঠন
রাজ্যপাল শর্ম্মা তার সভাপতি হন।
ভারতের নানা প্রান্ত হতে ভক্তগণ
উৎসবের পূর্ব্ব হতে করে আগমন।
জনাকীর্ণ নিকটস্থ আশ্রম মন্দির
হোটেল ধরমশালা লজেতেও ভিড়।
ফাল্গুনের চার হতে আটই পর্য্যন্ত
হল এই জন্মোৎসব পালনে সিদ্ধান্ত।
অবশেষে আসিল সে ঈপ্সিত লগন
ওঙ্কার পঞ্চমী আনে আনন্দ প্লাবন।
প্রাতে শুভ আবির্ভাব ক্ষণের প্রাক্কালে
এলেন মঞ্চেতে প্রভু লয়ে রাজ্যপালে।

কুসুম-বিকীর্ণ পথে সামগানরত
বেদজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ জানায় স্বাগত।
আনন্দে আবেগে ভক্ত হাজার হাজার
উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে বার বার।
যথাবিধি গুরুপূজা হলে সমাপন
রাজ্যপাল করে অগ্রে শ্রদ্ধা নিবেদন।
অতঃপর খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী
নিবেদয় ভাষাময় শ্রদ্ধার অঞ্জলি।
ন্যায়তীর্থ* নিবেদিল স্তুতি অনুপম—
"ভজ ভগবন্তম্ সীতারামম্........"
প্রসাদের পর্ব্ব শুরু মধ্যাহ্নের পরে
আকণ্ঠ ভোজন সবে করে তৃপ্তিভরে।
নরনারায়ণদের সংখ্যা অগণন
সন্ধ্যার পরেও চলে তাদের ভোজন।
প্রসাদ পর্ব্বের পর পুনরায় রাতে
সম্মিলিত হন সবে মহতী সভাতে।
প্রথমে পণ্ডিতবর্গ আর গুণীগণ
শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি করে নিবেদন।
অতঃপর পূর্ণদাস বাউল সম্রাট
শুনাল সে অলৌকিক কাহিনী বিরাট।
কেমনে চলন্ত ট্রেনে প্রথম দর্শন
দীনদশা হ'তে পূর্ণদাসে উত্তরণ।
হরিনাম সম্প্রচারে প্রভুর নির্দ্দেশে
কিভাবে রয়েছে রত দেশে ও বিদেশে।

শুভ আবির্ভাব তিথি করি উপলক্ষ্য
হেথাকার ক্যাথলিক চার্চ্চের অধ্যক্ষ
অভিনব বাণী এক করেছে প্রেরণ,
অনুবাদ হল তার সভায় পঠন।

---

* ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

দীর্ঘায়ু কামনা অন্তে তার আবেদন ঃ—
হে প্রেমী, হে ঈশ্বরের অতি প্রিয়জন,
আপনি আমার করি কল্যাণ কামনা
জানাবেন ভগবদ্ চরণে প্রার্থনা।
পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান রামায়ণ গান
শ্রীরাম ও নাবিকের অপূর্ব্ব আখ্যান।
গায়ক বেতার শিল্পী গঙ্গোঃ বিশ্বনাথ
শ্রোতাগণ ভাবাবেগে করে অশ্রুপাত।
এগারো ঘটিকা পর সভা শেষ হয়
স্বল্প বিরতির পর শুরু অভিনয়।
শ্যামসঙ্ঘ করে 'অশ্রুবাদল' নাটক
শিষ্যভক্ত অগণিত দেখে অপলক।
বৃন্দাবন প্রাণধন কৃষ্ণ ভগবান
ব্রজ ছেড়ে রথে চড়ে মথুরাতে যান।
কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন বিরহে বিহুল
হেন পরিবেশে শুরু এ অশ্রু-বাদল
সবা সাথে বসি প্রভু করেন দর্শন
অশ্রু ঝরে বক্ষোপরে প্রায় সর্ব্বক্ষণ
অভিনয় সাঙ্গ হয় রাত্রি শেষ যামে।
অনন্তর অবসর ক্ষণিক বিশ্রামে।

উৎসবের পূর্ব্ব হতে হেথা প্রতিদিন
নামসহ পুণ্যধাম চলে প্রদিক্ষণ।
শত আট খোল সহ নগর কীর্ত্তন
দ্বিতীয় দিনের নামে মুখ্য আকর্ষণ।
ভক্তেরা বিভক্ত হয়ে কতিপয় দলে
বিলাইবে মহানাম সারা নীলাচলে।
জগন্নাথ মন্দিরেতে সিংহদ্বারে এসে
সম্মিলিত হবে শেষে প্রভু পাদদেশে।
যদিও পূর্ব্বাহ্নে হেন হয়েছিল কথা
কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তবেতে ঘটিল অন্যথা।
পৃথক পৃথক দলে নামকারী যত
প্রভু লাগি প্রাতঃকালে প্রতীক্ষায় রত।

রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত প্রভু লীলাময়
হাজির হলেন বেলা নয় ঘটিকায়।
ডাকিলেন সকলেরে তুলি দুই হাত
সব দল একাকার হল অচিরাৎ।
গরজি উঠিল কণ্ঠ সহস্র অধিক
শ্রীনামের সিংহ নাদে কাঁপে দশদিক।
সাথে খোল শতাধিক বাজে সমকালে
করতাল ড্রাম-আদি বাজে তালে তালে।
পতাকা প্রতীক ধ্বজা লয়ে শত শত
চলে নাম উদ্বেলিত সমুদ্রের মত।
ভক্ত স্কন্ধে অগ্রে প্রভু পথপ্রদর্শক
পশ্চাতে কীর্ত্তনে মত্ত অসংখ্য সেবক।
একে একে ভ্রমি বহু মঠ ও মন্দির
অচিরে সাগরতীরে হলেন হাজির।
জগন্নাথ মন্দিরাদি বহু স্থান ঘুরে
নাম-নামী ফিরিলেন আশ্রমে দুপুরে।
প্রথমে গরুড়স্তম্ভ প্রদক্ষিণ করে
উদ্দণ্ড কীর্ত্তন চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে।
আকাশ বাতাস হয়ে ওঠে নামময়
অচিরে সে উন্মাদনা সংক্রামিত হয়।
শিষ্যভক্ত কর্ম্মী যত আছিল প্রাঙ্গণে
আসি ত্বরা মাতোয়ারা নামে ও নর্ত্তনে।
অবশেষে বেলা বার ঘটিকার পর
ফলভোগ গ্রহণের হল অবসর।
অতঃপর মঞ্চোপর বসি বহুক্ষণ
অকৃপণ কৃপাধারা করেন বর্ষণ।
রাতের সভাতে আজো নানা অনুষ্ঠান
ভাষণ বাউল আর রামায়ণ গান।
সুধাকণ্ঠ পূর্ণদাস রামায়ণ শেষে
নামগান শুরু করে প্রভুর নির্দ্দেশে।
অচিরে সকলে করে নামে যোগদান
আনন্দসাগরে যেন উথলিল বান।

শুভ আবির্ভাব দিন ফাল্গুনের ছ'য়ে
শুদ্ধাচারে গুরুপূজা প্রভাত সময়ে।
অনন্তর শুরু হয় শ্রদ্ধা নিবেদন
ভাষণ শ্রবণে প্রভু সমাধি মগন।
স্থানীয় পণ্ডিত রাতে পঞ্চবিংশ জন
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সম্বর্ধিত হন।
কাপড় চাদর ফল দক্ষিণা প্রভৃতি
সেবক তাদের দিয়ে জানায় প্রণতি।
রাজপুরোহিত সহ আরো বহু জন
ভাষণ মাধ্যমে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
তার আগে শ্রীনামের প্রতিযোগিতায়
কিঙ্কর বিপুলানন্দ শ্রেষ্ঠ স্থান পায়।
শিল্পী গঙ্গোঃ বিশ্বনাথ গাহে রামায়ণ
'লবকুশ' পালা শুনে মুগ্ধ শ্রোতাগণ।
উৎসব চতুর্থ দিন ফাল্গুনের সাতে
মায়েদের প্রতি কৃপা বর্ষিলেন প্রাতে।
অবশেষে সমারোহে ফাল্গুনের আটে
আবির্ভাব উৎসবের অবসান ঘটে।
মধুর লীলার কণা করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৭৯)

।। বাসুদেবের বিবাহে—১৩৮৫।।
।। মা আনন্দময়ীর আহ্বানে বৃন্দাবনে।।
।। কলিযুগে সত্য সম ধর্ম্ম নাই।।

গুরুগৃহে মাঙ্গলিক উৎসব কারণ
বঙ্গভূমে সঙ্গোপনে হল পদার্পণ।

শ্যামকুঞ্জে অন্নভোগ নিয়ে দ্বিপ্রহরে
পৌঁছিলেন দিগসুয়ে সায়াহ্নের পরে*।
অতি ভিড়ে শুভ কর্ম্মে বিঘ্ন হতে পারে
সে কারণ আগমন হেন চুপিসারে।
বর** নিয়ে অগ্রে যান সাধন সমিতি
রামানন্দ মঠ হয়ে মগরা প্রভৃতি।
অবশেষে গোঁয়াই-এতে বিবাহ বাসরে,
নৈশ অভিযান শুরু বিবাহের পরে।
কেদার ভবনে করি পদধূলি দান
গোপাল মিত্রের গৃহে ভোরবেলা যান।
পরদিন বহুস্থানে করি পদার্পণ
মধ্যাহ্নে মিলন মঠে উপনীত হন।
অপরাহ্নে অন্নভোগ নিয়ে এই স্থানে
নীলাচল অভিমুখে যাত্রা তৈলযানে।

ভক্তদের প্রার্থনায় শ্রীনিবাস হতে
ফাল্গুন ছাব্বিশে যান চটক পর্ব্বতে।
শ্রীনিবাসে এক বর্ষ হল অবস্থান
বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে হেথা অনুষ্ঠান।
কৃপা বিতরণ আর অন্নভোগ শেষে
ধামেশ্বরে দর্শনান্তে যান শ্রীনিবাসে।
সেবক গোপাল মিত্র প্রভুর নিমিত্ত
কলিকাতা হতে আসি প্রতীক্ষায় রত।
শ্রীআনন্দময়ী মাতা টেলিগ্রাম করে
গুরুভার করেছেন ন্যস্ত তারোপরে।
"দোলেতে বাবাকে নিয়ে এসো বৃন্দাবনে"
প্রভুও প্রস্তুত এই অভীপ্সা পূরণে।
যাত্রা শুরু রাত্রি দশে চড়ি তৈলযান
সাতাশে মিলন মঠে রাত্রে অবস্থান।

---

* ১৫ ই ফাল্গুন, ১৩৮৫। ** প্রভুর গুরুপৌত্র তথা শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ-এর পুত্র শ্রীমান্ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

ব্যোমযান আরোহণে প্রাতে দমদমে
দিল্লীর পালামে হন হাজির প্রথমে।
বিশ্বানন্দে হাসপাতালে দিয়ে দরশন
তৈলযানে অবিলম্বে যাত্রা বৃন্দাবন।
যেতে যেতে পথিপার্শ্বে পেয়ে জলাশয়
ফলভোগ হল সেথা মধ্যাহ্ন সময়।
অপরাহ্নে শ্রীমায়ের আশ্রমে হাজির
দোল উপলক্ষ্যে হেথা ভক্তদের ভিড়।
প্রভু দরশনে ত্বরা আসে ভক্তগণ
প্রণামের হুড়োহুড়ি চলে কিছুক্ষণ।
স্বল্পকাল মধ্যে মা'র মিলিল দর্শন
দোঁহে দোঁহাকারে করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
মা ও বাবা পাশাপাশি বসিবার পর
ঝুড়িতে আসিল ফল সঙ্গেতে চাদর।
প্রভু ক'ন—"হব না মা নগদ বিদায়।"
মাতা হেসে ক'ন—"যেতে কে বলে তোমায়।"
উপায়ন প্রতি করি দৃষ্টি আকর্ষণ
অনতিবিলম্বে প্রভু জননীরে ক'ন—
"এত ফল......এ সকল কিসের ইঙ্গিত ?"
কহে মাতা—"রহ হেথা কন্যার সহিত।"
কুশলাদি বিনিময় হলে সমাপন
গোপাল বিনীত কণ্ঠে করে নিবেদন—
"সরাসরি আমাদের হেথা আগমন
বাবার এখনো ভোগ হয়নি গ্রহণ।
আশ্রমেতে গিয়ে সেই কার্য্য সাঙ্গ হবে
মা'র অনুমতি হলে আসি মোরা সবে।"
প্রভু ক'ন—"আগমন মায়ের এখানে
কোথা তবে যাব এবে আহার সন্ধানে!"
সেবকে মা ক'ন ত্বরা করিতে ব্যবস্থা।
মায়ের সঙ্গেই হেথা হল শুধু কথা,
অন্যদের ক্ষেত্রে মৌন রহে বলবৎ
লিখে লিখে কার্য্য সেথা চলে পূর্ব্ববৎ।

মায়ের সম্মতি নিয়ে সন্ধ্যার সময়
বাহির হলেন প্রভু লয়ে সঙ্গীত্রয়*।
স্বল্প পরিক্রমা অন্তে গোবিন্দে প্রণাম
কবীন্দ্র কুঞ্জেতে রাত্রে ভোগ ও বিশ্রাম।
পরদিন প্রতিপদে দোল মহোৎসব
আবীর ও রং-এ লাল পথঘাট সব।
পাগলাবাবা আর প্রভুদত্তে কৃপা করে
মায়ের আশ্রমে যান প্রায় দ্বিপ্রহরে।
আশ্রম প্রাঙ্গণ দোল উৎসবে মুখর
শত খোল শত ঘট মঞ্চের উপর।
বস্ত্র ডাবযুক্ত প্রতি ঘট পূর্ণ জলে
মঞ্চ ঘুরে মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন চলে।
নামপ্রেমী প্রভু ত্বরা করি যোগদান
সগণে করেন ঘুরে ঘুরে নামগান।
মা-ও নারে রহিবারে দীর্ঘক্ষণ দূরে
গাহে নাম মধুসুরে মঞ্চ ঘুরে ঘুরে।
নামে মত্ত হয়ে নৃত্য প্রভু যত করে
আত্মহারা ভক্তদের আনন্দ না ধরে।
ভাবাবেশে মা-ও শেষে নাচে তালে তালে
দেব-দেবী বুঝি সব-ই নাচে সমকালে।
চারিদিক ভেসে যায় আনন্দ প্লাবনে
ভাষা দীন অসহায় এ দৃশ্য বর্ণনে।

প্রসাদ পর্ব্বের পর পরাহ্নেতে প্রায়
প্রভু বসে মা-র পাশে বিদায় বেলায়।
ফলের নৈবেদ্য এক আনিলা জননী,
সরল শিশুর মত প্রভুও অমনি
নিজে খান তুলে তুলে আগ্রহ সহিত
বিলান সকল ভক্তে যারা উপস্থিত।
মালসা ভোগেরও গতি অনুরূপ হয়
মাতা সহ আনন্দিত সবে অতিশয়।

---

* সর্ব্বশ্রী ভাস্কর (কিঙ্কর শরণানন্দ), গোপাল মিত্র (কিঙ্কর সহজানন্দ) ও বালকানন্দ (দিল্লী থেকে)।

অচিরাৎ ধুয়ে হাত যাত্রার প্রাক্-কালে
কেড়ে নিয়ে গায়ে দেন মায়ের তোয়ালে।
তোয়ালের পরিবর্ত্তে জননী সত্বর
দিতে চান অত্যুত্তম কাপড় চাদর।
'না'-সূচক ঘাড় নেড়ে অনতিবিলম্বে
ইশারায় ক'ন প্রভু—"ও দিয়ে কি হবে।
যার হেন বহির্বাস অতি সাধারণ
অত ভাল বস্ত্রে তার কি বা প্রয়োজন?"
মা কহেন হেসে—"হল আনন্দ অপার
প্রয়োজন ছিল খুব বাবার আসার।"

তৈলযানে যান দিল্লী বিমান বন্দরে
তথা হতে দমদম দশটার পরে।
মঠে ভোগ নিয়ে নৈশ বিশ্রামের তরে
দিগসুই যান দুই ঘটিকার পরে।
পরদিন প্রাতে বহু দেবালয় ঘুরে
গুরুগৃহে অন্নভোগ নিলেন দুপুরে।
অনন্তর তৈলযানে যাত্রা পুনরায়
শ্রীনিবাসে পরদিন ভোর পাঁচটায়।
বহরমপুর হতে চৌধুরী গোবিন্দ
আসিল বন্দিতে রাঙা চরণারবিন্দ।
তের চৈত্রে সন্ধ্যা রাত্রে তার আগমন
বিশ্রাম কারণ প্রভু শায়িত তখন।
রাত দশে অবশেষে হলে গাত্রোত্থান
গোবিন্দের প্রতীক্ষার হল অবসান।
সকাতরে ভক্ত করে প্রার্থনা প্রভুরে—
"....দিতে হবে পদধূলি বহরমপুরে।"
লিখিলেন প্রভু—"চল্, এখনি 'এ' যাবে।"
ভক্ত কহে—"অকস্মাৎ গেলে এইভাবে
অনেকেই নাহি পাবে ঈপ্সিত দর্শন
সে কারণে শ্রীচরণে এই নিবেদন—
অন্য এক দিন বাবা ঠিক করে দিন
দয়াময়ে নিয়ে যেতে আসিবে এ দীন।"

জানালেন লিখে লিখে প্রভু দয়াময়—
"যাব তো এখনি যাব পরে আর নয়।"
শিষ্য বলে—"বাবা, তবে রাতে নয় ভোরে।"
প্রভু ক'ন—"বাপধন! বলেছি তো তোরে
এখনি এ যাবে মনে নেই কি সে কথা
তা'হলে কেমনে তার করিব অন্যথা।
কলিযুগে সত্য সম নাই ধর্ম্ম আর
প্রাণপণে সত্যরক্ষা কর্ত্তব্য সবার।
অতএব হেন সত্য করিতে পালন
হেথা হতে যাত্রা করা আশু প্রয়োজন।
কাছে কিম্বা দূরে কোথা রাত্রিবাস করে
পুনরায় যাত্রা শুরু হতে পারে ভোরে।"
নৈশভোগ অন্তে যাত্রা তৈলযানে করে
রাত্রি তিনে পৌঁছিলেন ভুবনেশ্বরে।
প্রাতঃকালে লিঙ্গরাজে করি দরশন
একটায় লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন।
বহরমপুরে ভক্তে বিতরি করুণা
শ্রীনিবাস অভিমুখে রাত্রিতে রওনা।
যাবার সময় পথে সকাল বেলায়
হঠাৎ গাড়ীর এক চাকা ফেটে যায়।
গাড়ী মেরামতে লাগে দীর্ঘক্ষণ অতি
যাত্রার বিরতি আনে লেখনীতে গতি।
লিখিলেন—"......কলিগ্রস্ত শাসকের দল
কেমনে করিবে তারা দেশের মঙ্গল।
তাদের বিরুদ্ধে করি শত অভিযোগ
নাহি হবে প্রশমিত এ মহা দুর্য্যোগ।
নামে হোমে যজ্ঞধূমে আকাশ বাতাস
ভরে দিতে দৃঢ় চিতে কর গে প্রয়াস।
সব শান্ত হয়ে যাবে সত্ত্বের প্রভাবে
কলিরাজ পালাবার পথ নাহি পাবে।....."

বাণীমালা তথা লীলা অমৃত সমান
স্মরণে মননে দুঃখ জ্বালা অবসান।

দাও মতি নামে আর আদেশ পালনে
আর দাও ঠাঁই পদে দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮০)

।। বাংলায় প্রচার—যজ্ঞ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—১৩৮৫-৮৬।।
।। শ্যামকুঞ্জে বিশ্রাম লীলা।।

তৈলযান 'বিশ্বপ্রেমে' শ্রীনিবাস হতে
অন্নভোগ অন্তে যাত্রা চৈত্রের ষোলতে।
ভদ্রকের কাছে এক জঙ্গলে হঠাৎ
ধাবমান তৈলযান একদিকে কাত্।
একপাশ নেমে গেল উঁচু অন্যদিক
যান প্রায় উল্‌টে যায়—হেন বেগতিক।
দেখা গেল চাকা এক খুলে গাড়ী থেকে
যানের অনেক আগে চলে এঁকে বেঁকে।
কিছুদূর গিয়ে গতি স্তব্ধ হল যবে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে সঙ্গীগণ সবে।
দুর্ঘটনা হতে রক্ষা হল যে কেমনে
একথাই সবিস্ময়ে ভাবে তারা মনে।
প্রভু যেন কিছুমাত্র অবহিত ন'ন
চলিছে সমানে তাঁর নাসিকাগর্জ্জন।
পাঁশকুড়া পাশে পুনঃ প্রাতে পরদিন
আকস্মিকভাবে যান গতিশক্তিহীন।
স্থানীয় সন্তান আসি হেনকালে তথা
করিল সাগ্রহে ভাড়া গাড়ীর ব্যবস্থা।
ইতিমধ্যে জমে ওঠে ভিড় চারিধারে
যান তাই কোনক্রমে এগোতে না পারে।
সঙ্গীগণ আবেদন করে বার বার
তবুও না সমস্যার হয় প্রতিকার।
প্রভু পরে করজোড়ে করে আবেদন
ধীরে ধীরে পথ ছেড়ে দিল ভক্তগণ।

শ্যামকুঞ্জ হয়ে যান বরাহনগরে
গোপাল পণ্ডিত গৃহে ভোগ দ্বিপ্রহরে।
দিগসুই ধামসহ ভ্রমি বহু স্থানে
রাত্রি সাড়ে বারোটাতে যাত্রা ব্যোমযানে।
সঙ্গী শ্রীমাধবস্বামী কিঙ্কর ভাস্কর
পালামে পৌঁছান্ রাত তিনটার পর।
বসন্তবিহারে ত্বরা করি পদার্পণ
বিশ্বানন্দ গৃহে ভোগ বিশ্রাম গ্রহণ।
কথা ছিল আঠারোই হবে উদ্বোধন
'জয় ভগবান' নামে পত্রিকা নূতন
অর্থাভাব নিবন্ধন নির্দ্দিষ্ট সময়
পত্রিকার শুভারম্ভ সম্ভব না হয়।
তিন দিন করি হেথা কৃপা বিতরণ
বাঙলায় বিশে চৈত্র পুনরাগমন।
আশ্রিত কিরণ বৈদ্য সদ্য গতপ্রাণ
তার গৃহে গিয়ে হল সান্ত্বনা প্রদান।
বিশ্রামের লাগি ভোর চারিটায় প্রায়
যোগমায়া-মার গৃহে যান চুঁচুড়ায়।
পরদিন অন্নপূর্ণা মায়ের পূজনে
ব্রজনাথ নিকেতনে গেলেন সগণে।
রাতেও ডুমুরদহে শুভ অবস্থান
সতীসঙ্ঘ দ্বারা হল নানা অনুষ্ঠান।
চৈত্রের বাইশে রামনবমী লগনে
শ্রীরামআশ্রমে নব মন্দির ভবনে
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা প্রভৃতি বিগ্রহ
প্রতিষ্ঠিত হন নিষ্ঠা আড়ম্বর সহ।
মল রোডে মন্দিরের শুভ প্রতিষ্ঠাতে
করিলেন যোগদান পরদিন প্রাতে।
দু'দিন অজ্ঞাতভাবে ভ্রমি বহুস্থান
পঁচিশের রাতে বেদ-বিদ্যালয়ে যান।
লঘু বিষ্ণুযজ্ঞ এক ব্যাপি দিনত্রয়
ছাব্বিশে চৈত্রের প্রাতে হেথা শুরু হয়।

যজ্ঞশেষে ঊনত্রিশে মন্দিরে নূতন
সবাহন নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত হন।
নারায়ণ পাশে লক্ষ্মী শোভে মনোহর
আনন্দে পূরিল তায় সবার অন্তর।

নৈশ অভিযান অন্তে বৈশাখের চারে
শেষ রাতে পদার্পণ কানাই-এর দ্বারে।
রাণীগঞ্জবাসী শিষ্য শ্রীকানাই বগী
মহাবিষ্ণু যজ্ঞে হেথা হয়েছে উদ্যোগী।
পরদিন প্রাতে গুরুবরণের পরে
বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ যজ্ঞ শুরু করে।
যজ্ঞকালে সাত দিন হেথা অবস্থান
নিয়মিত চলে দীক্ষা উপদেশ দান।
বিশ্রামাদি উপেক্ষিত হয় অহরহ
শ্রীবিগ্রহ করে তাই কখন বিদ্রোহ।
এখানেও অনুরূপ ঘটে অঘটন
ছয়ই সন্ধ্যার পর শয্যাশায়ী হন।
সেই রাতে আর সাতে প্রায় সারাদিন
রহিলেন শয্যাবন্দী যেন সংজ্ঞাহীন।
সাতই রাত্রিতে প্রভু কহেন সেবকে—
"হ্যাঁরে 'এ'র হয়েছিল কি বা কাল থেকে।
কিছু হয়েছিল বলে না হয় স্মরণ
শুয়েছিনু বিশ্রামের ছিল প্রয়োজন।"
যজ্ঞশেষে সোমেশ্বর মঠে পদার্পণ
লোকালয় হতে দূরে শান্ত নিরজন।
যদ্যপি বিশ্রাম লাগি হেথা আগমন
ভিড় ত্যাগি মহাযোগী ধ্যানে নিমগন।
বারই প্রভাতে মৌন কুটীরে প্রবেশ
সেখানেই ধ্যানাসনে দীর্ঘ দিবা শেষ।
সন্ধ্যায় বাহিরে এসে উপদেশ দান
আনন্দে সবার তায় ভরে যায় প্রাণ।
ভোগান্তে শৌচেতে গিয়ে তেরই দুপুরে
বিপজ্জনকভাবে মাথা গেল ঘুরে।

পড়ে যেতে যেতে বাধা পেলেন দেয়ালে
সেবক সত্বর গিয়ে ধরিল সে কালে।
ঘরে ফিরে জানালেন লিখে অচিরাৎ—
"যে ভাবে চলিছে ঘোরা সারা দিন রাত
আহারে বিশ্রামে ধ্যানে নাই কিছু ঠিক
মাথাটা ঘোরাই বাবা খুব স্বাভাবিক।
কালও বিকেল বেলা দু'বার এমন
করেছিনু অনুভব মাথার ঘূর্ণন।
শিরোপরি ধ্যান করি শ্বেতবর্ণ পদ্ম
শিরঃপীড়া উপশম হল সদ্য সদ্য।
যো-সো করে চলিছে এ দেহটা এক্ষণে।"
সঙ্গীগণ নিবেদন করে শ্রীচরণে—
"ঘোরাঘুরি বন্ধ করি আপনি এখন
করুন নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ।"
সত্যসন্ধ সীতারাম সম্মত না হন
পূর্ব্বসূচী মত চলে কৃপা বিতরণ।
বার বার হয় তাঁর শ্রীঅঙ্গ বিকল
অবশেষে জ্যৈষ্ঠ মাসে সম্পূর্ণ অচল।
জ্যৈষ্ঠ পাঁচে মধ্যরাতে বিশ্রাম কারণ
আন্দুলেতে শ্যামকুঞ্জে উপনীত হন।
এখানেই আপাতত শুভ অবস্থান
ক্বচিৎ বিশেষ কার্য্যে বাহিরেতে যান।
'হোড়দা'র* বিবাহেতে বরকর্ত্তা হয়ে
বালী হতে বর লয়ে যান জ্যৈষ্ঠ ছয়ে।
অদূরে উত্তরপাড়া বিবাহ বাসর
ফিরিলেন শ্যামকুঞ্জে বিবাহের পর।
শ্রীঅঙ্গের লক্ষ্য করি ক্রম-অবনতি
সঙ্গী সেবকের দল উৎকণ্ঠিত অতি।
সাতই পরীক্ষা করি দেখে চিকিৎসক
রক্তচাপ নিম্নমুখী আশঙ্কাজনক**।

* বালীর পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রাজকুমার।

** ৮৫/৫০। সাধারণতঃ প্রভুর রক্তচাপ ১২০/৮০।

বৈদ্য কয়—"খাদ্য হয় এত কম যদি
কেন তবে নাহি হবে সুকঠিন ব্যাধি।"
প্রভু ক'ন লিখে লিখে—"কম নাহি খাই
ত্রুটি শুধু সময়ের কোন ঠিক নাই।
গীতাতেও বলেছেন কৃষ্ণ ভগবান
যুক্তাহার-বিহারাদি যোগের সোপান।
সকলই অযুক্ত হয়ে গিয়েছে এখন
এত রোগ এই দেহে এবে সে কারণ।—"
শুধায় প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গী একজন—
"কি বা হয় অসুবিধা বাবার এখন?"
জানালেন লিখে পুনঃ প্রভু লীলাময়—
"অসুবিধা সবেতেই অনুভূত হয়।
দেহটা কেমনতর রয়েছে বেহাল
অনুভূতিতেও আছে বেশ গোলমাল।
সারাটা শরীর যেন পূর্ণ বায়ু দ্বারা
কিছু নাহি লাগে ভাল নাম শোনা ছাড়া।
কোন ক্রমে কাটে কাল নামের মাঝার
লোকেরও অভাব বড় নাম শোনাবার।"
সঙ্গী কহে—"অতি দীর্ঘ হলে মৌনকাল
দেহেতে বায়ুর পারে হতে গোলমাল।"
প্রভুও করেন এই যুক্তি সমর্থন,
স্বামিজী এ সুযোগেতে করে নিবেদন—
"কৃপা করি মৌনত্যাগ করুন এবার।"
অচিরে করেন প্রভু প্রার্থনা স্বীকার।
"হরে কৃষ্ণ......" মহামন্ত্র করি উচ্চারণ
অভাবিতভাবে মৌন হল সমাপন।
আনন্দের সীমা নাই সঙ্গীদের মনে
জয় দিয়ে প্রণমিল সবে শ্রীচরণে।

সাধারণ কথাটিও কহেন যখন
রসনার স্পর্শে তাঁর হয় অতুলন।
দেবগৃহ হতে রাতে হয়ে বহির্গত
বাতি নিভাইতে হন একদা উদ্যত।

বহু খুঁজে সুইচের না পেয়ে সন্ধান
"কই রে মরণ কাঠি?"—সেবকে শুধান।....
'লেখা'র অভাবে বন্ধ পত্রিকা 'মাদার'
ক'ন কভু শুনি প্রভু হেন সমাচার—
"তোদের রয়েছে যত এম.এ. পাশ ভাই
তাদেরকে গাদা দেয়া হলে এক ঠাঁই,
মনুমেন্ট হয়ে যাবে একটা বিশাল,
তবু কেন পত্রিকার হল হেন হাল!"
একদা কহেন প্রাতে শৌচাদির পর
"কর্ম্মফল ভোগ বিনা নাই গত্যন্তর।
এই যে লোকের এত পাপ নেয়া হয়
ভোগ ব্যতিরেকে তাহা নাহি হয় ক্ষয়।
একটি আধ্‌লা কেহ করিলে অর্পণ
পাপভার হয় তার করিতে গ্রহণ।
দেখিস্ তো কত অর্থ দেয় কত জনে
যদিও তা লাগে লোক-কল্যাণ সাধনে,
তবু 'এ'র মাধ্যমেই পরিগ্রহ হয়
পাপরাশি করে আসি 'এ'কেই আশ্রয়।
ধর্ কারো কন্যাদায় পড়েছে বিপাকে
অর্থ দিয়ে রক্ষা করা প্রয়োজন তাকে।
সে কারণ বলা হল কাউকে এবার
অমুকেরে দিস্ বাবা দু-পাঁচ হাজার।
এই যে কাউকে বলা এ-ও প্রতিগ্রহ
এর ফলে বেড়ে চলে কলুষ সংগ্রহ।
লোকের অভাব দুঃখ দেখি যে সময়
না বলেও স্থির থাকা সম্ভব না হয়।

গোপালের* গুরুভক্তি তুলনাবিহীন
প্রভুরে দেখিতে আসে প্রায় প্রতি দিন।
সেদিন জ্যৈষ্ঠের ষোল অপরাহ্ণ কাল
প্রভু সনে আলাপনে নিরত গোপাল।

* শ্রীগোপাল মিত্র— শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম রসদদার।

বৈদ্য কয়—"খাদ্য হয় এত কম যদি
কেন তবে নাহি হবে সুকঠিন ব্যাধি।"
প্রভু ক'ন লিখে লিখে—"কম নাহি খাই
ত্রুটি শুধু সময়ের কোন ঠিক নাই।
গীতাতেও বলেছেন কৃষ্ণ ভগবান
যুক্তাহার-বিহারাদি যোগের সোপান।
সকলই অযুক্ত হয়ে গিয়েছে এখন
এত রোগ এই দেহে এবে সে কারণ।—"
শুধায় প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গী একজন—
"কি বা হয় অসুবিধা বাবার এখন?"
জানালেন লিখে পুনঃ প্রভু লীলাময়—
"অসুবিধা সবেতেই অনুভূত হয়।
দেহটা কেমনতর রয়েছে বেহাল
অনুভূতিতেও আছে বেশ গোলমাল।
সারাটা শরীর যেন পূর্ণ বায়ু দ্বারা
কিছু নাহি লাগে ভাল নাম শোনা ছাড়া।
কোন ক্রমে কাটে কাল নামের মাঝার
লোকেরও অভাব বড় নাম শোনাবার।"
সঙ্গী কহে—"অতি দীর্ঘ হলে মৌনকাল
দেহেতে বায়ুর পারে হতে গোলমাল।"
প্রভুও করেন এই যুক্তি সমর্থন,
স্বামিজী এ সুযোগেতে করে নিবেদন—
"কৃপা করি মৌনত্যাগ করুন এবার।"
অচিরে করেন প্রভু প্রার্থনা স্বীকার।
"হরে কৃষ্ণ......" মহামন্ত্র করি উচ্চারণ
অভাবিতভাবে মৌন হল সমাপন।
আনন্দের সীমা নাই সঙ্গীদের মনে
জয় দিয়ে প্রণমিল সবে শ্রীচরণে।

সাধারণ কথাটিও কহেন যখন
রসনার স্পর্শে তাঁর হয় অতুলন।
দেবগৃহ হতে রাতে হয়ে বহির্গত
বাতি নিভাইতে হন একদা উদ্যত।

বহু খুঁজে সুইচের না পেয়ে সন্ধান
"কই রে মরণ কাঠি?"—সেবকে শুধান।....
'লেখা'র অভাবে বন্ধ পত্রিকা 'মাদার'
ক'ন কভু শুনি প্রভু হেন সমাচার—
"তোদের রয়েছে যত এম.এ. পাশ ভাই
তাদেরকে গাদা দেয়া হলে এক ঠাঁই,
মনুমেন্ট হয়ে যাবে একটা বিশাল,
তবু কেন পত্রিকার হল হেন হাল!"
একদা কহেন প্রাতে শৌচাদির পর
"কর্ম্মফল ভোগ বিনা নাই গত্যন্তর।
এই যে লোকের এত পাপ নেয়া হয়
ভোগ ব্যতিরেকে তাহা নাহি হয় ক্ষয়।
একটি আধ্‌লা কেহ করিলে অর্পণ
পাপভার হয় তার করিতে গ্রহণ।
দেখিস্ তো কত অর্থ দেয় কত জনে
যদিও তা লাগে লোক-কল্যাণ সাধনে,
তবু 'এ'র মাধ্যমেই পরিগ্রহ হয়
পাপরাশি করে আসি 'এ'কেই আশ্রয়।
ধর্ কারো কন্যাদায় পড়েছে বিপাকে
অর্থ দিয়ে রক্ষা করা প্রয়োজন তাকে।
সে কারণ বলা হল কাউকে এবার
অমুকেরে দিস্ বাবা দু-পাঁচ হাজার।
এই যে কাউকে বলা এ-ও প্রতিগ্রহ
এর ফলে বেড়ে চলে কলুষ সংগ্রহ।
লোকের অভাব দুঃখ দেখি যে সময়
না বলেও স্থির থাকা সম্ভব না হয়।

গোপালের* গুরুভক্তি তুলনাবিহীন
প্রভুরে দেখিতে আসে প্রায় প্রতি দিন।
সেদিন জ্যৈষ্ঠের ষোল অপরাহ্ণ কাল
প্রভু সনে আলাপনে নিরত গোপাল।

---

* শ্রীগোপাল মিত্র— শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম রসদদার।

অতীত দিনের বহু কথা প্রভু ক'ন—
"ব্রজনাথ ধামে সে কি তীব্র অনটন!
এখন পাল্‌টে গেছে কাল আর হাল
আমেরিকা থেকে গাড়ী আনিছে গোপাল।....."
ক্ষণ পরে যুক্তকরে কহিল গোপাল—
জামাই যষ্ঠীর শুভ পর্ব্ব দিন কাল।
শ্বশুর আলয়ে কেউ নাই আপনার
আমরা জামাই যষ্ঠী করিব এবার।
বলুন কি খেতে তব অভিলাষ মনে
সেই মত চেষ্টান্বিত হব আয়োজনে।
প্রশ্নের পূর্ব্বেই যেন জবাব তৈয়ারী
প্রভু কন—"তুই আগে যা শ্বশুরবাড়ী।
দেখে আয় কি বা দেয় খেতে তারা সেথা
অবিকল সে সকল করিস্ ব্যবস্থা।"

প্রভুর লীলার কথা অমৃত সমান
স্মরণে মননে ভব ব্যাধি অবসান।
এ লীলার এক কণা করি আস্বাদন
বন্দে চরণারবিন্দ দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮১)

।। নীলাচলে অস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি।। আনন্দময়ী-মার দর্শনে।।
।। দৃষ্টি স্থির তো চিত্ত স্থির।। গুরুপূর্ণিমা—১৩৮৬।।

বাষ্পযান আরোহণে জ্যৈষ্ঠের বাইশে
বাংলা হতে যাত্রা পুণ্য পুরীর উদ্দেশে।
পরদিন প্রাতে যান এল লক্ষ্যস্থলে
স্বল্পকালে নীলাচলে গেলেন সদলে।

আশ্রমে এসেই শুরু ঊর্দ্ধ আকর্ষণ
বন্ধ ঘরে ত্বরা করে ধ্যানমগ্ন হন।
ধ্যানের আসনে কাটে সারাদিন প্রায়
স্বাভাবিক হন রাত্রি দশ ঘটিকায়।
সারাদিনে কারো আজি হয় নি দর্শন
ধ্যানভঙ্গে অসময়ে ভিড় সে কারণ।
এখানে রয়েছে মোট চারিটি * আশ্রম
দলে দলে দর্শনার্থী তাই সমাগম।
শ্রীআনন্দময়ী-মার দরশন তরে
পরদিন যান ফলভোগাদির পরে।
অসুস্থা মাতাজী উঠে পরম আদরে
প্রভু আর সঙ্গীগণে অভ্যর্থনা করে।
করজোড়ে প্রভু করে শ্রদ্ধা নিবেদন
মা-ও কহে যুক্তকরে—"নমো নারায়ণ"।
কুশলাদি বিনিময় হলে সমাপন
গমনে উদ্যত প্রভু বাড়ান চরণ।
"বাবা বাবা" বলি মাতা ডাকি উচ্চস্বরে
সেবকগণেরে কন—"নিয়ে আয় ধরে"
ফিরে এসে কাছে বসে প্রভু অতঃপর
মা'র গলা হতে খুলে নিলেন চাদর।
সত্বর সযত্নে সেটি জড়িয়ে শ্রীঅঙ্গে
কহেন—"এলেই কিছু নিয়ে যাই সঙ্গে।"
ছোট শিশু সম মাতা আনন্দে উচ্ছল
বার বার "বাবা বাবা" বদনে কেবল।
বিদায় গ্রহণ করি স্বল্পকাল পর
শ্রীনিবাস অভিমুখে হন অগ্রসর।
সাগর কিনারে এই স্থান মনোরম
বাঞ্ছিত স্বাচ্ছন্দ্য দানে না হয় সক্ষম।
নাদের প্রাবল্যে আর বায়ুর বিভ্রাটে
মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল কত কষ্টে কাটে।

---

* শ্রীনীলাচল আশ্রম, সরোজিনী মঠ, প্রেমকুঞ্জ, শ্রীনিবাস।

তখন গম্ভীর মুখে রহেন নীরব
অথবা সবার চিন্তা করিতে লাঘব
কহেন সেবকগণে অসহায়ভাবে—
"কারো এতে হাত নেই কীবা করা যাবে।"
কখন কহেন নাম করিতে কীর্ত্তন
নামে ক্লেশ সবিশেষ হয় নিবারণ।

দিন দিন আহারের মাত্রা হ্রাস পায়
আহার এখন তাঁর অনাহার প্রায়।
দিনে রুটি একখানি দুধ সহযোগে
পালো বা বার্লির সাথে ঝোল নৈশভোগে।
মাঝে মাঝে পরিস্থিতি দাঁড়ায় এমন
কিছু না গ্রহণ হয় সম্ভব তখন।
আহার্য্য হাতের কাছে রহে প্রতীক্ষায়
হাজার চেষ্টায় হাত সেথা না পৌঁছায়।
জোর করে মুখে পুরে দেয়া হলে পর
মুখের খাবার রহে মুখের ভিতর।
মুখ থেকে ফেলে দিতে হয় শেষে সব
এভাবেই সাঙ্গ হয় ভোজন পরব।
আবার যখন ক্লেশ না রহে বিশেষ
চলে কত হাসি গল্প আর উপদেশ।
বিভিন্ন সময়ে কন সঙ্গী শিষ্যদলে
"উচাটন হয় মন বলিস্ সকলে।
মন স্থির করিবার সহজ উপায়
নয়ন নিবদ্ধ নিত্য রাখ মৃত্তিকায়।
মাটি স্থির যত্নে শির করি অবনত
কর তারে দেখিবারে প্রয়াস সতত।.....
কি পুরুষ কি বা নারী—মুখ দরশনে
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মানবের মনে।
ভূমিপানে সযতনে রাখিলে নয়ন
বদন দর্শন হবে স্বতঃই বর্জ্জন।
সম্মুখস্থ চারিহস্ত অপ্রশস্ত স্থানে
পথে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখ সাবধানে।

বাহ্য দৃশ্যে যত যত পড়িবে নয়ন
তত তত হবে মন ধাবন-প্রবণ।
দৃষ্টি স্থির হলে মন হয় অচঞ্চল
ফোটে শীঘ্র সাধনার সিদ্ধি-শতদল।"

সেবকেরা একদিন দেখিবারে পায়
উকুন হয়েছে খুব প্রভুর মাথায়।
ঔষধ প্রয়োগ করি সঙ্গী শিষ্যগণ
সত্বর করিল সব উকুন নিধন।
প্রভু ক'ন—"লক্ষ্মণ রাজার সন্তান
পাহাড় উপরে কুঁড়ে করিল নির্ম্মাণ।
বল্ দেখি ঘর বাঁধা শিখিল কেমনে
এ সব তো করেনি সে কখন জীবনে!"
এত বলি বাহু তুলি মাধবের পানে
কহেন—"এদের লোকে সাধু বলি মানে।
উকুন মারিতে সাধু বড়ই নিপুণ
বল্ তো কেমনে রপ্ত করিল এ গুণ!"
তিন দিন পরে পুনঃ পুছিল মাধব—
"এখনো কি উকুনের আছে উপদ্রব?"
প্রত্যুত্তর—"সে খবর জান তোমরাই
আমি কি নিজের মাথা দেখিবারে পাই।......
লক্ষ জনে নিজগুণে গুরু দয়াময়
'এ'কে উপলক্ষ্য করি দিলেন আশ্রয়
পাপী তাপী রোগী শোকী ডাকাত মাতাল
দীন ধনী মূর্খ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল
কেহই তো কৃপা হতে পড়ে নাই বাদ
উকুন বাবারা কি বা কৈল অপরাধ।
অসহায় ওরা চায় একটু আশ্রয়
তোরা কেন হোস্ হেন নিঠুর নিদয়!"

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয় ভালয়-মন্দয়
আষাঢ়েতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি অতিশয়।

বুকে ব্যথা পিঠে ব্যথা বাড়ে দিন দিন
সেবকগণের মনে চিন্তা সীমাহীন।
অবস্থার অবনতি করি বিলোকন
কলিকাতা হ'তে বৈদ্য হল আনয়ন।
পরীক্ষান্তে দিল বৈদ্য ঔষধ উত্তম
বহুলাংশে ব্যাধি শীঘ্র হল উপশম।
বাংলায় প্রচার সহ ব্যাধির বিষয়
অতুলন বিবরণ দেন লীলাময়—
".......সে কি ঘোরা সীতারাম! চরকির মত
গাড়ীতে গাড়ীতে কাটে দিবারাত্রি কত
ভেতরের টান ক্রমে বাড়িল এমন
দেহেরে অচল করে রাখে দীর্ঘক্ষণ।
প্রয়োজন ছিল এই দেহ-যন্ত্রণার
তার ফলে সাঙ্গ হল অকালে প্রচার।
বাবাদের মায়েদের সে কি টানাটানি
সবাই স্বগৃহে চায় এই তনু খানি।
কারো গৃহে অন্নভোগ কোথা রাত্রিবাস
ক্ষণিকের পদধূলি কারো অভিলাষ।
কথা ছিল আরো দু'টি যজ্ঞ সাঙ্গ করে
যাওয়া হবে দ্বারকায় কোটায় পুষ্করে।
গুরুদেব দেখি এই দেহের দুর্গতি
মধ্যপথে কৃপা করে দেন অব্যাহতি।
নবাগত অতিথির শুভ আগমনে
নূতন ফ্যাসাদ দেখা দিল সেইক্ষণে।
নিমোনিয়া জানা শোনা বন্ধু পুরাতন
বুকে ব্যথা পিঠে ব্যথা—ইনি কোন্ জন।
ডাক্তার সরকার * আসি এ সময়ে
প্লুরিসি-রে জব্দ করে মাত্র দিবাত্রয়ে।
বর্ত্তমানে মিশ্রদশা ভাল আর মন্দে
কখন আনন্দে আছি কভু অস্বাচ্ছন্দ্যে।

* ডাঃ জে.এন. সরকার—কলিকাতাস্থ বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক।

সুস্থ স্বাভাবিক থাকে দেহটা যখন
কোন কালে কষ্ট ছিল না হয় স্মরণ।
আবার ব্যাধির বাড়ে যন্ত্রণা যে কালে
সুস্থ অবস্থার কথা না আসে খেয়ালে।"

গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথি সমাগত
বাংলা থেকে ভক্ত এল প্রায় তিন শত।
ইতিপূর্ব্বে পত্রিকায় দিয়ে বিজ্ঞাপন
ভক্তজনে আগমনে হয়েছে বারণ।
তাই কম সমাগম হেথায় এবার
অন্যথা এ সংখ্যা হত কয়েক হাজার।
যে প্রভু রথোৎসবে ক্ষণিকের লাগি
যান নাই শ্রীনিবাস সীমানা তেয়াগি,
গুরুপূর্ণিমার প্রাতে চব্বিশে আষাঢ়
নীলাচলে হল শুভ পদার্পণ তাঁর।
শুদ্ধাচারে গুরুপূজা হলে সমাপন
সমবেত পুষ্পাঞ্জলি হল নিবেদন।
অবশেষে সারিবদ্ধভাবে সর্ব্বজন
ধন্য হয় একে একে স্পর্শি শ্রীচরণ।
নরনারায়ণ সহ পাঁচ শত জন
মধ্যাহ্নে সানন্দে করে প্রসাদ গ্রহণ।
রাত্রিকালে সভাস্থলে বসি মঞ্চোপরে
দীর্ঘক্ষণ দরশন দেন কৃপা করে।
অধ্যাপক সদানন্দ চিহ্নিত সন্তান
প্রভুর নির্দ্দেশে করে ভাষণ প্রদান।
অবশেষে এল বহু বাঞ্ছিত লগন
শুরু করিলেন প্রভু মধুর ভাষণ।
শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী করিয়া শ্রবণ
সমাগত শিষ্যভক্ত আনন্দে মগন।
সভার অন্তিম পর্ব্বে নাম সঙ্কীর্ত্তনে
যোগদান করে সবে আনন্দিত মনে।
রাতে মহাপ্রসাদের মহা আয়োজন
আনন্দ-উৎসবে করে আনন্দ বর্দ্ধন।

আশ্রমেতে রাত্রিকালে করি অবস্থান
পরদিন অপরাহ্নে শ্রীনিবাসে যান।
অতঃপর বৈদ্যদের পরামর্শ মত
পুণ্য পুরী পরিত্যাগে প্রভু সমুদ্যত।
নীলাচল লীলাকথা করি আস্বাদন
শ্রীচরণ বাঞ্ছা করে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮২)

।। কাশীধামে গঙ্গাতটে—১৩৮৬।।
।। দর্শন দানে অনীহা।। কাশী ভাল না পুরী?।।
।। টিকটিকি বিতাড়ন।। স্বাধ্যায় লীলা।।

আষাঢ় তিরিশে ত্যজি পুরীধাম রাতে
পরদিন পৌঁছিলেন প্রাতে হাওড়াতে।
সারাদিন ক্লান্তিহীন কৃপা বিতরণে
করেন কৃতার্থ কত ভাগ্যবান জনে।
রাত্রিকালে বাষ্পযানে পুনঃ আরোহণ
পরদিন কাশীধামে উপনীত হন।
গঙ্গাতীরে রামাশ্রমে শুভ অবস্থান
ভরা গঙ্গা দরশনে ভরে যায় প্রাণ।
গঙ্গামা-র উপস্থিতি আশ্রমে এখন
প্রভুর অন্তরে করে আনন্দ বর্দ্ধন।
স্থানীয় সেবকগণ সাগ্রহে জানায়—
"স্ফীতকায়া গঙ্গা মাতা বিগত বর্ষায়
করেছিল প্রভু-কক্ষ মাঝে অবস্থান
ঘরে জল হয়েছিল হাঁটু পরিমাণ।"
উপাদেয় এ সংবাদে হয়ে উল্লসিত
হাত তালি দেন প্রভু শিশুদের মত।

হেসে কন—"ভারী মজা আছিল তখন
তক্তপোশে ঘরে বসে গঙ্গা দরশন!........"
কাশীধামে কাটে দিন ধ্যানে নিরজনে
শ্রীনাম শ্রবণে আর গঙ্গা দরশনে।
প্রভুর বিশ্রামকক্ষ নামমঞ্চ-পাশে
সদা সেথা সুমধুর নাম ভেসে আসে।
দুই বার হন বা'র দিনে ঘর ছেড়ে
প্রাতে নামমঞ্চে আর ঠাকুরের ঘরে।
অতঃপর স্কন্ধোপরি করি আরোহণ
মা-গঙ্গারে স্পর্শিবারে অগ্রসর হন।
পিচ্ছিল সোপানশ্রেণী করিতে লঙ্ঘন
সাবধানে বয়ে আনে সেবক শরণ।
ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে চলার সময়
সেবকেরে কৃপা করে কন রসময়—
"কাঁধ থেকে যেন 'এ'কে দিও নাকো ফেলে
কু-কথা কহিবে তবে তোমায় সকলে।"
ধীরে ধীরে এসে তীরে শেষে হেসে ক'ন—
"এবার ঝপাং করে দাও বিসর্জ্জন।"

অপরাহ্নে কক্ষলগ্ন বারান্দায় এসে
গঙ্গামায়ে দরশন চলে নির্নিমেষে।
দিবাশেষে দিনমণি যান অস্তাচলে
অপূর্ব্ব সোনালী ছটা উর্দ্ধে নভস্থলে
পূত গঙ্গাজলে ধরাতলে সন্ধ্যাকাল
আলো আর আঁধারের বোনে মায়াজাল।
স্নিগ্ধ শান্ত মনোরম এই সন্ধিক্ষণ
সাধনার অন্যতম মাহেন্দ্র লগন।
আরতির ঘণ্টা বাজে মন্দিরে মন্দিরে
আর ভক্ত ভিড়ে ভরা ভাগীরথী তীরে
ঘাটে ঘাটে দীপমালা ভাসে গঙ্গাজলে
আঁধারের বুক চিরে হেলে দুলে চলে।
এ সময় সাঙ্গ হয় গঙ্গা দরশন
ধীরে ধীরে যান ফিরে কুটিরে আপন।

বহুজন আসে নিত্য দর্শন আশায়
ব্যর্থতার ব্যথাভার নিয়ে ফিরে যায়।
স্বামিজীর প্রার্থনায় প্রভু অবশেষে
স্বল্পক্ষণ দরশন দেন দ্বারদেশে।
আশ্রমে প্রবেশ পথে অপরাহ্ন বেলা
ভক্তদের আনন্দের জমে ওঠে মেলা।
কহিলেন একদিন প্রভু দয়াময়—
"দর্শন দানেই কার্য্য সাঙ্গ নাহি হয়,
'এ'কেও করিতে হয় দর্শন বিস্তর
যা মোটেই 'এ'র পক্ষে নয় স্বস্তিকর।
পঞ্চাশোর্দ্ধ মায়ীদের হাতে বাঁধা ঘড়ি
পাতলা রঙিন শাড়ী আসে কেহ পরি।
কি অন্যায়! আমি কেন দেখিব এ সব
কাল থেকে দেয় যেন দর্শন মাধব।"

সদ্য সদ্য পুরী হতে কাশী আগমন
শুধায় বিনীত কণ্ঠে সঙ্গী একজন।
"কাশী আর পুরী দুই ধাম চমৎকার
কোন্‌টি অধিক ভাল লাগে আপনার?"
অনতিবিলম্বে প্রভু কহেন উত্তরে—
"সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে
ভগবান রামানুজ গোবিন্দে শুধান—
লেগেছে তোমার কাছে ভাল কোন্ স্থান?
সেবক গোবিন্দ কহে বিনয়ে তখন—
আমি তো করিনি দেব দেশ দরশন।
সর্ব্বক্ষণ শ্রীচরণ সেবা ব্যতিরেকে
পারি নাই দিতে মন অন্য কোন দিকে।
সেবা বিনা নাই জানা এ দীনের আন
কেমনে কহিব দেব ভাল কোন্ স্থান।
দীর্ঘ বনবাসে গিয়ে রাম রঘুপতি
পঞ্চবটী বনে ক'ন মা জানকী প্রতি—
চিত্রকূট ভাল কিম্বা ভাল এই বন?
সব থেকে ভাল তুমি—মা উত্তরে ক'ন।

পুরী কিম্বা কাশী 'এ'ও দেখেনি তেমন
নাদব্রহ্ম মাঝে ডুবে আছি সর্ব্বক্ষণ।
সেথায় সম্মুখে ছিল অনন্ত সাগর
এখানে রয়েছি মা-র কোলের উপর।"

যষ্টিহাতে সঙ্গীশিষ্য প্রবেশিল ঘরে
রসময় প্রভু ক'ন ভীত ভীত স্বরে—
"লাঠি লয়ে এ সময়ে কেন আগমন
বুড়োটারে মারিবারে চাস্ বাপধন?"
"টিক্‌টিকি তাড়াইব"—সঙ্গীশিষ্য বলে।
প্রভু ক'ন—"ওরা যাবে কোথায় তাহলে?
ওরা কারো করে নাই এতটুকু ক্ষতি
কেন তবে তোর এবে এমত দুর্ম্মতি!"
শিষ্য কয়—"ওরা হয় সংখ্যায় বিস্তর
মলত্যাগ করে সদা ঘরের ভিতর।
নোংরা পড়ে শয্যা'পরে কাপড়ে চাদরে
খাবার রেখেও স্বস্তি নাই ক্ষণ তরে।"
অগত্যা কহেন প্রভু—"বেশ দেখ্ তবে।"
অভিযান হল শুরু অনতিবিলম্বে।
তাড়া খেয়ে ওদিকের টিক্‌টিকি যত
প্রভুর ঘরেতে শীঘ্র হল সমাগত।
এখানেও উচ্ছেদের প্রস্তুতি দর্শনে
কহেন কাতর কণ্ঠে সেবক শরণে—
"এদিকে এসেছে ওরা কত ভয়ে দুঃখে
তাড়াস্ নে যেন 'এ'র চোখের সুমুখে।"
প্রভুর এবম্বিধ ব্যাকুলতা দেখে
ক্ষান্ত হল সঙ্গীশিষ্য যষ্টি এল রেখে।
দেখেন শয্যায় বসি প্রভু রাত্রিকালে
একদল টিক্‌টিকি অদূরে দেয়ালে
উজ্জ্বল আলোর কাছে করে অবস্থান,
ওদের মালিন্য তাঁরে করে ম্রিয়মাণ।

স্থিরভাবে কিছুক্ষণ করি দৃষ্টিপাত
সেবকেরে লক্ষ্য করে ক'ন অকস্মাৎ—
"ওদেরই এ ঘর বাড়ী ওদেরই সকল
উড়ে এসে জুড়ে বসে করিলি দখল।
এখন ওদেরই তোরা তাড়াইতে চাস্
অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর দেখ্ পরিহাস!
দুঃখানলে যেন জ্বলে মরিছে এক্ষণে
লাগিস্ নে আর যেন ওদের পেছনে।"

বিগত কয়েক মাস অবস্থা এমন
কোন গ্রন্থ পাঠে প্রভু সক্ষম না হন।
শয্যাপার্শ্বে সংরক্ষিত গ্রন্থ সমুদয়
এই কালে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়।
নিত্যসঙ্গী গীতাখানি প্রিয় অতিশয়
স্পর্শিতেও না পারেন সময় সময়,
তবু অদর্শনে প্রাণ করে আনচান
সত্বর করেন শুরু সেটির সন্ধান।
কহেন—"নাই বা হল পাঠ যথারীতি
কাছে যদি রাখা হয় কি বা তায় ক্ষতি।"
আবার কহেন কভু—"কেমনে বা পড়ি
গীতা ধরে অর্জ্জুনেরে হেরি রথোপরি।
ঠাকুর আমার সেই রথের সারথি
পড়িবার মত আর না রহে শকতি।
জোর করে যদি পাঠে দিতে চাই মন
ধর্ম্মক্ষেত্রে-এ-এ-এ-এ হয় উচ্চারণ।
বহু কষ্টে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিবার পরে
পুনরায় গতি রুদ্ধ হয় অন্ত্যস্বরে।
ওঙ্কারেতে শেষে সব হয়ে যায় লয়।"
শ্রাবণের আট থেকে পাঠ শুরু হয়।
রামলীলা বিষয়ক গ্রন্থ রামায়ণ
প্রথমতঃ পাঠে রত র'ন স্বল্পক্ষণ।
ক্রমশঃ পাঠের বিঘ্ন হয় অবসান

পুস্তক ধরিলে আর ছাড়িতে না চান।
স্বামিজী কহেন—"যদি এত পাঠ চলে
চোখের অবস্থা হবে সঙ্গীন তা'হলে।"
অনতিবিলম্বে প্রভু কহেন উত্তরে—
"এক চোখ গেছে 'এ'র অষ্টাশী বছরে।
আরো অষ্ট-আশী হবে বয়স যখন
তখন খারাপ হবে আরেক নয়ন।
আপাততঃ তাই অত চিন্তা অকারণ
এখন কোরোনা আর বিঘ্ন উৎপাদন।"

বর্ষাশেষে শরতের শুভ আগমনে
আনন্দের ছোঁয়া লাগে গগনে পবনে।
বেজে ওঠে আনন্দের মধু আগমনী
তারই পাশে বিদায়ের বিষণ্ণ রাগিণী।
ত্যজিবেন কাশীধাম প্রভু এইবার
ভারাক্রান্ত তাই চিত্ত হেথা সবাকার।
শিষ্যভক্তদের ব্যথা করিতে মোচন
নন্দোৎসবে সবাকার হল নিমন্ত্রণ।
পুণ্যদিনে অবারিত আশ্রমের দ্বার
শ্রীচরণ দরশনে আনন্দ সবার।
প্রসাদ প্রাপ্তিতে সেই আনন্দ বর্দ্ধন
শিষ্য ভক্ত সহ তৃপ্ত রবাহূতগণ।
কাশীতে সংক্ষিপ্ত লীলা করি সমাপন
ভাদ্র সাতে হেথা হতে বিদায় গ্রহণ।
শ্রীচরণ অভিলাষী দাস জনার্দ্দন
ধন্য এ লীলার কণা করি আস্বাদন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮৩)

।। দিল্লী, পুষ্কর প্রভৃতি পরিক্রমা অন্তে বেট দ্বারকায়—১৩৮৬।।
।। নির্জ্জনতা লাগি ব্যাকুলতা।। বিচিত্র কালীপূজা।।

ভাদ্র আটে প্রভু প্রাতে দিল্লী পঁহুছান
নিকলসন স্কোয়ারেতে শুভ অবস্থান।
অবস্থিতি একরাতি আর দিবাদ্বয়
বহু শিষ্যভক্ত কৃপা স্পর্শে ধন্য হয়।
আসে বহু গণ্যমান্য মন্ত্রী আর নেতা
প্রণমি চরণতলে বসে রাজমাতা*।
প্রভু ক'ন—"দে আসন তাড়াতাড়ি করে
রাজমাতা দেখ্ হেথা বসি ভূমি 'পরে।"
মাতা কয় সবিনয় প্রভু বিদ্যমান—
"আপনার কাছে মোরা সবাই সমান।"
ক্ষণ পরে প্রশ্ন করে ব্যাকুলতাভরে—
"কেন এত বিশৃঙ্খলা দেশ-দেশান্তরে?
ধর্ম্মরাজ্য কতদিনে হবে সংস্থাপন?
প্রত্যুত্তরে প্রভু তারে অবিলম্বে ক'ন—
"প্রচলিত রয়েছে যে আইন এখন
তা কেবল অমঙ্গল করিছে সাধন।
দেশবাসী কমবেশী সবে উচ্ছৃঙ্খল
এ হল সে সত্যধর্ম্ম বর্জ্জনের ফল।
ধর্ম্মদ্বেষীদের দ্বারা সৎকার্য্য না হয়
অধর্ম্মের পরিণতি ধ্বংস সুনিশ্চয়।
ওলটপালট হবে ধ্বংসের তাণ্ডবে
তারপর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।
এই যে বিশৃঙ্খলা সারা দেশে আজ

---

* গোয়ালিয়রের রাজমাতা শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া।

তার মূলে রয়েছেন কলি মহারাজ।
সবাকার ভাবনার হোক্ অবসান
যা করার করিবেন কালে ভগবান।”
জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্যে বিশেষ কারণে
নিয়োজিত করা হল ভোগাদি রন্ধনে।
নৈষ্ঠিক সন্ন্যাস ব্রত করিলে গ্রহণ
অগ্নিস্পর্শ অবিধেয়—শাস্ত্রের বচন।
শাস্ত্রমূর্ত্তি প্রভু ক'ন এ বিষয় পরে—
“কেহ যদি গুরুসেবা দেবসেবা তরে
বাধ্য হয় কোনকালে নিয়ম লঙ্ঘনে
প্রত্যবায় না স্পর্শায় তা'হলে সে জনে।......”

দিল্লি হতে বাষ্পযানে যাত্রা অতঃপর
ভাদ্রের দশম দিনে এলেন পুষ্কর।
পবিত্র এ তীর্থক্ষেত্র তুলনাবিহীন
কৃপা বিতরণ চলে প্রায় তিন দিন।
আজমীঢ় সহ ভ্রমি কতিপয় স্থান
ভাদ্রের ষোড়শ দিনে দ্বারকা পৌঁছান।
অবস্থান করি হেথা অতি অল্পক্ষণ
সদলে দ্বারকাধীশে করেন দর্শন।
ওখা হতে তরণীতে করি আরোহণ
বেট দ্বারকাতে শীঘ্র উপনীত হন।
বেটবাসী দলে দলে সাগর বেলায়
সায়াহ্ন বেলায় আসি স্বাগত জানায়।
হরিনাম গানে মাতি অগ্রে বহুজনা
নামপ্রেমী সীতারামে করে অভ্যর্থনা।
ছোট বড় মায়ীগণ পূর্ণকুম্ভ শিরে
জানায় স্বাগত সেই সাগরের তীরে।
বেটস্থ বিদ্যার্থীবৃন্দ বেদ গান করে,
সুবিশাল শোভাযাত্রা শুরু স্বল্প পরে।

মন্দিরাদি পরিক্রমা করি সমাপন
রণছোড় আশ্রমেতে শুভ পদার্পণ।
পরদিন শ্রীবামনদ্বাদশী প্রত্যুষে
অখণ্ড শ্রীনাম শুরু প্রভুর নির্দ্দেশে।

এখানেও প্রতিদিন অতি দীর্ঘক্ষণ
সকালে সন্ধ্যায় ধ্যানে রহেন মগন।
তা ছাড়াও আছে 'টান'—উর্দ্ধ আকর্ষণ
জমে যায় দেহ মন যখন-তখন।
সে কালেও 'বসা' বিনা না রহে উপায়
আত্মমগ্ন অবস্থায় কাটে নিরালায়।
সারাদিন যায় চলে অন্নজল ছাড়া
কখন প্রসাদ করে দেন স্পর্শ দ্বারা।
স্বাভাবিক অবস্থায় রহেন যে ক্ষণে
কত হাসি কত কথা চলে সবা সনে।
মহালয়া পুণ্য তিথি আশ্বিনের চারে
উপদেশ দেন ডাকি সকালে সবারে—
"যে উদ্দেশ্য নিয়ে এলে এপথে সবাই
তা পূরণে প্রাণপণে চেষ্টা করা চাই।
কঠোর তপস্যা ছাড়া কিছু নাহি হয়
তপোবলে ধরাতলে লভিবে বিজয়।
সে কারণে জপধ্যানে নামে দীর্ঘক্ষণ
নিরত রহিতে নিত্য করিবে যতন।
যে ক'জন আছ হেথা তোমরা এখন
পালা করে মৌন রবে নিত্য একজন।"
নিরজনে তপস্যার উপযোগী ঘর
সঙ্গীদের জন্য হল ব্যবস্থা সত্বর।

এ বৎসর দুর্গাপূজা নিঃশব্দেই প্রায়
কাটিল সুদূর এই বেট দ্বারকায়।
এ অঞ্চলে এ পূজার নাই প্রচলন
মায়ের মূর্ত্তিও নাহি হল দরশন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র পূত অতিশয়
দেবীপক্ষে হেথা শুধু নবরাত্রি হয়।
চন্দ্রভাগা জননীরে করিতে দর্শন
মহাসপ্তমীর দিনে করেন গমন।
দশমীতে সন্ধ্যারতি হলে সমাপন
প্রভুরে প্রণমি ধন্য হয় সঙ্গীগণ।
বিজয়ার আশীর্ব্বাদ করি সঙ্গীগণে
সবারে করেন কৃপা মধুর বচনে—
"করুণাধারায় মার সবে স্নাত হবে
জপিবে সতত নাম মহাশান্তি পাবে।"

নির্জ্জনতা লাগি এই স্থানে আগমন
সে উদ্দেশ্য এখানেও না হয় পূরণ।
কভু তাই উঁকি দেয় অভিলাষ মনে
পালিয়ে যাবেন কোন সুদূর নির্জ্জনে।
সেবক শরণ সাথে সময় সময়
সঙ্গোপনে শলা চলে এ গূঢ় বিষয়।
সঙ্গীশিষ্য সবিনয়ে কহে প্রভু ঠাঁই—
"পলায়ন করেও কি পাবেন রেহাই?
যেথায় যাবেন বাবা সেখানেই ভিড়
দরশন লাগি ভক্ত সর্ব্বত্র অধীর।
বাবা তো কঠোরভাবে কাউকে কখন
না পারেন এ ব্যাপারে করিতে বারণ।"
স্বল্পকাল পরে প্রভু সেবকেরে ক'ন—
"পলায়ন যুক্তিযুক্ত না হবে এখন।
'বাবার' দৃষ্টিতে সারা সৃষ্টি ইষ্টময়
সে কারণ 'এ' কখন কঠোর না হয়।
এখন কিছুই আর প্রয়োজন নাই
ধ্যানের আবেশে আছি বিভোর সদাই।
লোকজন সঙ্গে যদি থাকে একাধিক
ধ্যান থেকে উঠে মন ছোটে অন্য দিক।

ওরে কার পালা আছে নামের এখন
ওরে তোর হয়েছে কি প্রসাদ গ্রহণ?
এ প্রকার নিত্যকার নানা ভাবনায়
ধ্যান টুটে মন ছোটে হেথায় হোথায়।
এ সবেতে মন দিতে না চাই এখন
চাই ধ্যান-উপযোগী প্রশান্ত জীবন।"

কালীপূজা কার্ত্তিকের দ্বিতীয় দিবসে
এ পূজার-ও প্রচলন নাহিক এ দেশে।
সহসা পূজার চিন্তা ভাসিল অন্তরে
উদ্যোগ পরব শুরু মধ্যাহ্নের পরে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গীশিষ্যগণ
অপরাহ্নে মাতৃ মূর্ত্তি করে আনয়ন।
অপূজিত ভগ্নমূর্ত্তি পাঁচ ফুট প্রায়
আছিল মন্দিরে এক অতীব হেলায়।
সবে ভাবে সন্ধ্যা হতে দেরী নাই আর
কি উপায়ে হবে এই মূরতি সংস্কার।
কেমনে বা আয়োজন হবে অন্য সব
আজই রাতে মার পূজা হবে কি সম্ভব!
প্রভু ক'ন—"নাই কোন চিন্তার কারণ
মায়ের ইচ্ছায় সব হবে সম্পাদন।"
শিষ্য প্রেমানন্দে ডেকে ক'ন অতঃপর—
"মাটি এনে শীঘ্র সব মেরামত কর্।"
ইতিমধ্যে পূজাদ্রব্য সংগ্রহ কারণ
ফর্দ্দসহ শিষ্যে এক হয়েছে প্রেরণ।
সব কিছু এসে গেল সায়াহ্নের পরে
প্রেম আর সেবা মূর্ত্তি মেরামত করে।
দরজা ও জানালায় লাগাবার তরে
রঙ এনে রাখা ছিল আশ্রমের ঘরে।
সেই রঙ মার গায়ে করিলে লেপন
জীর্ণ মূর্ত্তি হয়ে ওঠে জীবন্ত নূতন।

মায়েরা নৈবেদ্য আদি করে আয়োজন
পূজারীর ভূমিকায় স্বামী সঙ্কর্ষণ।
প্রায় মধ্যরাত্রে পূজা হলে সমাপন
শিষ্যভক্তগণে প্রভু কহেন তখন—
"কোনই সঙ্কল্প মনে নাহি ছিল আগে
আজই হঠাৎ এই অভিলাষ জাগে।
জোর করে তাই ধরে মাকে হল আনা
প্রস্তুতি বিনাই পূর্ণ হল ষোল আনা।"
প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা করিয়া স্মরণ
অভয় চরণ বন্দে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮৪)

।। দ্বারকায় জগদ্ধাত্রীপূজা—১৩৮৬।।
।। ছোট সাপও সাপ।। যোগের শেষ।। অভ্যাগতের সৎকার।।
।। অজ্ঞাতবাসে বিঘ্ন।। ক্লান্তিহীন উপদেশ।।

ভাদ্রের তিরিশে প্রভু নিদ্রায় মগন
জগদ্ধাত্রী মাতৃমূর্ত্তি স্বপ্নে দরশন।
স্বপনের রূপায়ণে কার্ত্তিকের নয়ে
বাংলা থেকে ভক্তগণ এল মূর্ত্তি লয়ে।
দিল্লী থেকে বিশ্বানন্দ নামে ভক্তবর
আনিল অপর মূর্ত্তি সায়াহ্নের পর।
প্রভুর সম্মতি নিয়ে সে এই বৎসর
করেছে দিল্লীর পূজা হেথা স্থানান্তর।
প্রভু লাগি নিরমিত কক্ষেতে নূতন
সযতনে দুই মূর্ত্তি হল সংস্থাপন।
ধরে না আনন্দ আজ সবার অন্তরে
স্বল্প পরে যান প্রভু বড় হলঘরে।

পরিপূর্ণ সেই কক্ষ শ্রীনামে মুখর
যোগ দেন স্বয়ং সে নামেতে সত্বর।
সুকণ্ঠ বিপুলানন্দ নামে মাতোয়ারা
প্রভুর নির্দ্দেশে গায় প্রথমে কেদারা।
অনন্তর ছায়ানট দেশ ও বেহাগ
দরবারী সহ বহু রাগিণী ও রাগ।
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নাম সঙ্কীর্ত্তন
নামী সহ ভক্তগণ আনন্দে মগন।

শত শত শিষ্য আর ভক্ত সমাগমে
আনন্দের হাট যেন বসেছে আশ্রমে।
জগদ্ধাত্রী মার পূজা এগার কার্ত্তিকে
দুই পূজা পাশাপাশি সূর্য্যোদয় থেকে।
পুরোহিত দুই জন মধ্যে তন্ত্রধার
মন্ত্র-শঙ্খ-ঘণ্টানাদে পূর্ণ চারিধার।
হঠাৎ প্রভুর চণ্ডী পাঠে ইচ্ছা জাগে
পাঠ শুরু মধ্যাহ্নের স্বল্পক্ষণ আগে।
অষ্টমীর পূজা মার চলিছে তখন
হেন কালে হন প্রভু পাঠে নিমগন।
অধ্যায়ান্তে ঘণ্টা বাজি উঠিছে যখনি
যুক্ত হয় সেই সাথে শঙ্খ-উলুধ্বনি।
তৃতীয় অধ্যায় পাঠ হলে সমাপন
প্রভু ক'ন—"মা এখন করিছে শ্রবণ
তন্ত্রধারকাদি সহ চুপ কর সবে
পাঠ সাঙ্গ হলে পুনঃ পূজারম্ভ হবে।"
শুরু হল পুনরায় পাঠ স্বল্প পর
ঘর বা'র চারিধার নীরব নিথর।
কণ্ঠস্বর বার বার রুদ্ধ হয়ে আসে
বক্ষঃস্থল অবিরল অশ্রুধারে ভাসে।
প্রায় দুই ঘণ্টা পর পাঠ সারা হয়
কার্য্য শুরু করে পুনঃ পুরোহিতদ্বয়।

লঞ্চে করে সাড়ম্বরে আরব সাগরে
পরদিন নিরঞ্জন মধ্যাহ্নের পরে।
সাঙ্গ হল সন্ধ্যারতি শান্তিজল দান
বিজয়ার প্রণামান্তে নৃত্য অনুষ্ঠান।
পাঁচ সাত বছরের ছোট বালাগণ
নৃত্যযোগে কৃষ্ণলীলা করে প্রদর্শন।
এ প্রসঙ্গে পরে প্রভু প্রেমানন্দে ক'ন—
(নৃত্যাদির করেছিল সে-ই আয়োজন)
"দেখ্ বাবা এটা সাধুসন্তের আশ্রম
হোক্ না সে কৃষ্ণলীলা অতি মনোরম,
হোক্ না বয়সে খুব ছোট মায়ীগণ
তথাপি তাদের নৃত্য হেথা অশোভন।
বড় সাপও সাপ আর ছোট সাপও সাপ
এ কথা ভুলিলে বাপ শেষে মনস্তাপ।"

প্রবল আকার ধরে নাদ যে সময়
দেহে মনে অস্বোয়াস্তি বাড়ে অতিশয়।
আর এক 'ব্যাধি' তাঁর ঊর্দ্ধ্ব আকর্ষণ
জমে যায় দেহ মন যখন-তখন।
ধ্যান ভিন্ন গতি অন্য না রহে তখন
ধ্যান থেকে উঠে হন ধ্যানে নিমগন।
সারাদিন কাটে ধ্যানে কখন কখন
না হয় বিশ্রাম কিম্বা আহার গ্রহণ।
কোথায় যোগের শেষ দেখিবারে চান
হেস্তনেস্ত করিবারে ব্যাকুলিত প্রাণ।
কহেন—"যোগের শেষ নাহি জানি কোথা
শেষ অর্থ শব্দশূন্য বিচিত্র অবস্থা,
যা এখনো পাই নাই যা আছে অজানা
চাই পেতে সে অরব রাজ্যের ঠিকানা,
কল্পনা সহায়ে নয়—চাই অনুভবে
যোগ শেষ করে সেথা পঁহুছিতে হবে।

প্রাতে * প্রভু ফলভোগ গ্রহণে উদ্যত
হেনকালে আশ্রমেতে সাধু সমাগত।
নাদ-এর সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে অন্তরে
সে কারণ আগমন প্রভুর গোচরে।
সেবকে পাঠিয়ে শীঘ্র করেন সন্ধান
হয়েছে কি তারে ফল প্রসাদ প্রদান।
স্বল্প পরে সন্ন্যাসীর সম্যক্ সৎকারে
পাঠালেন প্রেমময় প্রভু পুনঃ তারে।
সাধুসেবা শেষে শিষ্য ফিরিল যখন
প্রভুর ভোজনপাত্রে হল হস্তার্পণ।
ফলভোগ নিতে নিতে সঙ্গীগণে ক'ন—
"শুধাই 'খেয়েছো কিনা' যে আসে যখন।
যতনে অভুক্ত জনে করাই ভোজন
স্বভাব বশেই করি হেন আচরণ।
সবার কল্যাণকামী সীতারাম চায়
এই ধারা যেন তোরা রাখিস্ বজায়।"

অতঃপর কার্ত্তিকের সংক্রান্তি দিবসে
কার্ত্তিকেয় পূজা হল প্রভুর নির্দ্দেশে।
সাড়ম্বরে হল এই পূজা অনুষ্ঠান
সমগ্র আশ্রম তবু বেদনায় ম্লান।
অজ্ঞাত আবাসে প্রভু যাবেন সত্বর
ভারাক্রান্ত তাই হেথা সবার অন্তর।
হঠাৎ খবর এল দোসরা অঘ্রাণে
ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় এখন সেখানে।
অবস্থার উন্নতি না হয় যতদিন
তাবৎ তথায় যাওয়া নয় সমীচীন।
এ সংবাদ করে হেথা অমৃত বর্ষণ
বিষাদিত বেটবাসী আনন্দে মগন।

---

* ২৮ শে কার্ত্তিক, ১৩৮৬।

অজ্ঞাতবাসের ক্ষেত্রে এমত সংবাদ
জাগায় সবার চিত্তে বিষম বিষাদ।
শত শত শিষ্যভক্ত ব্যাকুল অন্তরে
সেথায় প্রতীক্ষারত দরশন তরে।
প্রভুও তাদের ব্যথা করিতে মোচন
এ সময় অতিশয় ব্যাকুলিত হন।
কতিপয় শিষ্য সহ অঘ্রাণের চারে
জামনগরেতে যান তন্নার* আগারে।
দুই দিন করি হেথা কৃপা বিতরণ
ছয়ই গন্তব্য পানে বহির্গত হন।
রাজকোটে বহু জনে করি দীক্ষাদান
'সুন্দরী ভবানী' গ্রামে বৈকালে পৌঁছান।
অজ্ঞাতবাসের এই স্থান মনোরম
বিরাজে হেথায় কণ্ব মুনির আশ্রম।
পরদিন যাত্রা পুনঃ মধ্যাহ্নের পর
সঙ্গে এক জীপ আর দু'খানি মোটর।
অপরাহ্নে ধাঙ্‌থ্রী-তে শুভ পদার্পণ
অধিকাংশ অধিবাসী ধার্ম্মিক সজ্জন।
বহু পূর্ব্বে নামপ্রেমী ভক্ত এক জনা
করেন হেথায় অতি কঠোর সাধনা।
সিদ্ধিলাভ অন্তে সেই ভক্ত মহাজন
করেন সুন্দর এই আশ্রম স্থাপন।
হেথায় অখণ্ড নাম প্রতিষ্ঠার তরে
ভক্তগণ নিবেদন করে সকাতরে।
নামীর কৃপার স্পর্শে মহানন্দে মাতি
উদ্দণ্ড কীর্ত্তন তারা করে সারা রাতি।
অনন্তর জামনগর তন্নার আলয়ে
তথা হতে দ্বারকায় অঘ্রাণের নয়ে।

---

* শ্রীগোবর্ধন তন্না।

অঘ্রাণের শেষে এল অবস্থা নূতন
অকাতরে চলে নিত্য কৃপা বিতরণ।
কলিজীবে করিবারে পথ প্রদর্শন
দেন দীর্ঘ উপদেশ যখন তখন।
ভোরবেলা ছেলেদের প্রণামের পর
মায়েদের অধিকারে যায় তাঁর ঘর।
প্রণামান্তে ঘর ছেড়ে দিত মায়ীগণ
ধ্যানে নিমগন প্রভু হতেন তখন।
ইদানীং মায়েদের প্রণামের পরে
উপদেশ চলে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে।
মায়েদের পর আসে 'বাবাগণ' তাঁর
চলে কৃপা অনুরূপ বর্ষণ আবার।
শিষ্যভক্ত কেহ আসে আশ্রমেতে যবে
শুরু হয় উপদেশ অনতিবিলম্বে।
সবার কল্যাণ লাগি ব্যাকুলিত প্রাণ
তাই হেন জনে জনে উপদেশ দান।

শ্রীমুখের উপদেশ অমৃত সমান
পথের সন্ধান তায় পায় ভাগ্যবান।
এ কিঙ্করে করেছেন প্রভু ভারবাহী
দাস জনার্দ্দন রহে পদপানে চাহি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮৫)

।। হরিদ্বারে গিরিবালা পান্থনিবাসে—১৩৮৬।।

।। 'বিবিক্ত দেশে' কৃপাবিতরণ লীলা।।

শ্রীকৃষ্ণরমণ কুণ্ডু গুরুগতপ্রাণ
গিরিবালা পান্থশালা করেছে নির্ম্মাণ।
হরিদ্বারস্থিত এই নূতন ভবন
শ্রীগুরুচরণে ভক্ত করে সমর্পণ।
পুণ্য পৌষ সংক্রান্তিতে শুভ উদ্বোধন
চব্বিশে দ্বারকা হতে যাত্রা সে কারণ।
ছাব্বিশে দিল্লীতে প্রাতে হলেন হাজির
ষ্টেশনেতে শিষ্যভক্ত করে বহু ভিড়।
সুব্রত'র বাসস্থান নিকলসন স্কোয়ার,
প্রভুর বিশ্রামস্থান সেথায় এবার।
জয়ের জননী যেন সেবা মূর্ত্তিমতী
সঙ্গীগণ সহ হন প্রভু তৃপ্ত অতি।
প্রভুর দর্শনে আসে ভক্ত অগণন
আসে মন্ত্রী সহ বহু গণ্যমান্যজন।
পরদিন অপরাহ্নে যাত্রা পুনর্ব্বার
রাত্রি নয়ে উপনীত হন হরিদ্বার।
পৌষের আটাশে প্রাতে ফলভোগ শেষে
হরিদ্বার হতে প্রভু যান হৃষীকেশে।
ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার শুভ অনুষ্ঠানে
জানালেন আমন্ত্রণ সাধু সন্তগণে।
অন্নভোগ অন্তে যাত্রা করি সন্ধ্যারাতে
যান ফিরে হরিদ্বারে ধরমশালাতে।
ঊনত্রিশে পৌষ প্রাতে মহামন্ত্র রথে
নামকারী দল এল রাজস্থান হতে।

নামপ্রেমী প্রভু লয়ে শ্রীনামের দল
করিলেন প্রদক্ষিণ পূত যজ্ঞস্থল।
রাজপথে বহির্গত হয়ে অনন্তর
মহামন্ত্রে চতুর্দ্দিক করেন মুখর।
তিরিশে সংক্রান্তি দিনে প্রত্যূষ সময়
অখণ্ড শ্রীনাম হেথা প্রতিষ্ঠিত হয়।
ধর্ম্মশালা ভবনের শুভ উদ্বোধন
প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী* করে সম্পাদন।
শ্রীরাম-সীতাদি মূর্ত্তি মহা আড়ম্বরে
প্রতিষ্ঠিত হল হেথা দোতলার ঘরে।
নামের প্রসঙ্গে ক'ন সঙ্গীগণে প্রভু—
"অখণ্ড নামের কথা ভাবি নাই কভু।
শ্রীগুরুর অলৌকিক কৃপার প্রভাবে
শ্রীনাম প্রতিষ্ঠা হল আকস্মিকভাবে।"
সাধুমণ্ডলীর সেবা বিরামবিহীন
প্রাতঃকাল হতে প্রায় চলে সারা দিন।
অন্ন বিতরণ সাথে চলে নাম দান
অপরাহ্নে নাম নিয়ে নগরেতে যান।
মাঘ দু'য়ে বৃন্দাবনে শুভ পদার্পণ
ধীরসমীরেতে ভোগ বিশ্রাম গ্রহণ।
পরদিন অপরাহ্নে দিল্লী পঁহুছান
স্বল্পক্ষণ সুব্রতর গৃহে অবস্থান।
বাষ্পযানে যাত্রা পুনঃ নৈশভোগ শেষে
অজ্ঞাতবাসের লাগি নিভৃত প্রদেশে।
যাত্রার সমাপ্তি ঘটে মাঘের পঞ্চমে
সরস্বতী নদীতীরে প্রাচীন আশ্রমে।
প্রসিদ্ধ এ সিদ্ধপুরে পদার্পণ করে
অপার আনন্দ জাগে প্রভুর অন্তরে।
নির্জ্জনতা অভিলাষী প্রভু সীতারাম
রাখেন 'বিবিক্ত দেশ' এ স্থানের নাম।

---

* শ্রীগুলজারীলাল নন্দা।

আশ্রমে এসেই ক'ন সেবকে অচিরে—
"চল্ আগে ঘুরে আসি সরস্বতী তীরে।"
ইতিমধ্যে গাড়ী থেকে নামিবার কালে
বহির্বাস গেছে খুলে নাই তা খেয়ালে।
সঙ্গীশিষ্য শীঘ্র সেটি করি আহরণ
যথাস্থানে সংস্থাপনে যত্নপরায়ণ।
"আরে দূর্ সীতারাম"—প্রভু ত্বরা ক'ন—
"বহির্বাসেরই হেথা নাহি প্রয়োজন।"
ক্ষণ পরে কাঁধে চড়ে নদীতীরে যান
প্রণাম ও পরশান্তে পূত বারি পান।
ফিরে এসে স্কন্ধদেশে পুনঃ আরোহণ
আশ্রমের চতুর্দ্দিক করেন দর্শন।
নিম বেল অশ্বত্থাদি দেখি ঘুরে ঘুরে
যত্র তত্র বৃক্ষপত্র দেন মুখে পুরে।
ছিঁড়িছেন লতাপাতা টানিছেন ডাল
আনন্দেতে মত্ত যেন চপল গোপাল।

মনোরম পরিবেশে নির্জ্জন এ দেশে
নাহি র'ন দীর্ঘক্ষণ প্রভু ধ্যানাবেশে।
জীবনের ধারা বয় স্বাভাবিক খাতে
যথারীতি মিতাহার স্বল্প নিদ্রা রাতে।
হেথা প্রায় আটটায় প্রাতে সূর্য্যোদয়
সে কারণে সঙ্গীগণে ক'ন রঙ্গময়—
"এ দেশের সূয্যিমামা বড় সুখী লোক
দেরী করে উঠিবারে তাই তার ঝোঁক।
বার্ধক্য বশতঃ বুঝি বেজায় বেহাল
কেমনে উঠিবে বল সকাল সকাল।"
অতি ভোরে নিয়মিত করি গাত্রোত্থান
প্রাতঃকৃত্য শেষে প্রভু বাহিরেতে যান।
সরস্বতী মাতা প্রতি অন্তরের টান
আগে তারে স্পর্শিবারে নদীতীরে যান।

প্রণাম ও জলপান হলে সমাপন
কাঁধে উঠে নদীতটে করেন ভ্রমণ।
আশ্রমের শিবালয়ে বারাণ্ডার 'পর
উন্মুক্ত আকাশতলে স্থিতি অতঃপর।
লেখাপড়া আলোচনা উপদেশ দানে
দিবসের সিংহভাগ কাটে এই স্থানে।
যদ্যপি নির্জ্জন স্থানে এক্ষণে বসতি
লোকসঙ্গ হ'তে তবু নাই অব্যাহতি।
শুরু হয় ভক্তদের নিত্য আনাগোনা
কেহ যাচে দরশন কেহ কৃপাকণা।
উপদেশামৃত পানে ধন্য ভাগ্যবান
অভয় চরণে কেহ করে আত্মদান।
সবারে করেন প্রভু সাদরে গ্রহণ
অকৃপণভাবে চলে কৃপা বিতরণ।
এমনটি হবার তো নাহি ছিল কথা
কী কারণ আচরণ বিপরীত হেথা!
সেবকগণের চিত্তে জাগিছে বিস্ময়
কহিলেন একদিন প্রভু এ বিষয়—
"ভেবেছিনু সিদ্ধপুরে নির্জ্জন এ স্থানে
রাত দিন র'ব ডুবে সমাধি ও ধ্যানে।
অবশেষে হেথা এসে বুঝেছি এখন
ওসবের জন্য জন্ম করিনি গ্রহণ।
জন্মেছি জীবের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াতে
সত্যধর্ম্ম শ্রীনামের কেতন উড়াতে।"
স্বেচ্ছায় স্বাচ্ছন্দ্য স্বীয় দিয়ে বিসর্জ্জন
জীবহিত ব্রতে রত প্রভু সর্ব্বক্ষণ।

লক্ষ্য যাঁর এ প্রকার জীবের কল্যাণ
সে প্রভুর লীলাকথা অমৃত সমান।
এ মহালীলার কণা আস্বাদন করি
দাস জনার্দ্দন মাগে শ্রীচরণ তরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮৬)

।। জন্মোৎসব —স্থান মেহেসনা-পুষ্কর-দিল্লী—১৩৮৬।।

।। পীর সাহেব ও শ্বেতাঙ্গ ভক্তগণে কৃপা।। নামকরণ লীলা।।

কালচক্র অবিরত সম্মুখেতে ধায়
শুভ আবির্ভাব তিথি এল পুনরায়।
মেহেসনা এ বৎসর উৎসবের স্থান
মাঘের একুশে প্রভু সেথা পঁহুছান।
স্থানীয় ভক্তের দল পরম শ্রদ্ধায়
শহরে প্রবেশপথে স্বাগত জানায়।
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত খোলা অশ্বযানে
জীপ থেকে তোলা হল প্রভুরে যতনে।
সুবিশাল শোভাযাত্রা চলে ধীরে ধীরে
কুমারী মায়েরা অগ্রে পূর্ণঘট শিরে।
অতঃপর ছোট ছোট ছেলে বহুজন
ঝুমুর বাজিয়ে নৃত্য করে প্রদর্শন।
যুবাদল বাহুবল করি মূলধন
দেখায় যষ্টির কত বিচিত্র ঘূর্ণন।
অন্যদলে যষ্টি স্থলে বংশী শোভা পায়
জুড়ায় শ্রবণ মন সুরমূর্চ্ছনায়।
ব্যাণ্ডবাদ্য লাঠিখেলা নাম সঙ্কীর্ত্তন
এ শোভাযাত্রার শোভা করিছে বর্দ্ধন।
সুশোভিত যানে প্রভু প্রায় প্রান্তভাগে,
নামে মত্ত শিষ্য ভক্ত চলে তাঁর আগে।
পশ্চাতেও হরিনামে ভরি দশ দিক
নামকারী পুরনারী চলে শতাধিক।
রাজপথে ঘুরে ঘুরে দিবা অবসান
সন্ধ্যায় তোরণবালী মন্দিরে পৌঁছান।

শিষ্যভক্তগণ সেথা শ্রদ্ধাভরে অতি
ধোয়াল শ্রীপাদপদ্ম করিল আরতি।
উৎসবের ক্ষেত্রে পরে করি পদার্পণ
যজ্ঞমণ্ডপাদি প্রভু করেন দর্শন।
পরদিন পুণ্য তিথি ওঙ্কার পঞ্চমী
পাঁচ ছয় শত ভক্ত দীর্ঘ পথ ভ্রমি
দূর দেশ হতে এই দুর্লভ লগনে
এসেছে কৃতার্থ হতে পুণ্য দরশনে।
উৎসবের মঞ্চে প্রভু এলেন যেমন-ই
চারিদিকে ওঠে উলু শঙ্খ জয়ধ্বনি,
অবশেষে তোপধ্বনি বিদারি গগন
সমবেত ভক্তগণ আনন্দে মগন।
পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত মঞ্চের উপর
শ্রীগুরুর প্রতিকৃতি শোভে মনোহর।
ভূমি 'পরে বসে পড়ে প্রভু সীতারাম
অবিলম্বে গুরুদেবে করেন প্রণাম।
সেবক সযত্নে শীঘ্র বসিয়ে আসনে
গুরুপূজা শুরু করে শুভ জন্মক্ষণে।
সর্ব্বাধীশ শ্রীতারক মহাভাগ্যবান
পূজাকালে উৎসর্গিল চক্র ধনুর্বাণ।
এ সময় রসময় প্রভু হেসে কয়—
"এ বারের অস্ত্র 'নাম' এ সকল নয়।"
যথাশাস্ত্র পূজাপর্ব্ব হলে সমাপন
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ।
হৃষ্টচিত্ত শিষ্যভক্ত একে একে এসে
নতি করে ভক্তিভরে পূত পাদোদ্দেশে।
রাত্রিকালে সভাস্থলে জ্ঞানীগুণীজন
বাঙ্ময় কুসুমে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
লঘু বিষ্ণুযজ্ঞ শুরু পরদিন প্রাতে
মেহেসনা শহরের প্যাটেলওয়ারীতে।
মাঘের পঁচিশে যজ্ঞ হলে সমাপন

বাষ্পযানে রাজস্থানে করেন গমন।
চলন্ত শকটে নিশা প্রায় অবসান
আজমীঢ়ে অতি ভোরে পঁহুছিল যান।
নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ ভক্ত বহুজন
ষ্টেশন প্রাঙ্গণে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
মহামন্ত্র রথে করে স্বল্প কাল পরে
পৌঁছিলেন নাম-নামী সদলে পুষ্করে।
পরিক্রমা করি ব্রহ্মা প্রভৃতি মন্দির
সপ্তর্ষি ঘাটেতে হন আশ্রমে হাজির।
দূর-দূরান্তর হতে ভক্ত শত শত
শ্রীচরণ দরশনে হেথা সমাগত।
কত গণ্যমান্য জন কত রাজা-রাণী
ধন্য হল বন্দি রাঙা চরণ দু'খানি।
চারিদিন হেথা কৃপা করি বিতরণ
ফাল্গুনের দু'য়ে দিল্লী উপনীত হন।
ষ্টেশনেতে দর্শনার্থী ছিল বহুজন
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ।
দুর্গাপুরী আশ্রমেতে যান ত্বরা করে
হেথা আজি জন্মোৎসব মহা আড়ম্বরে
আশ্রম নামীয় এই নির্জ্জন প্রান্তর
বহু জন সমাগমে আনন্দে মুখর।
অস্থায়ী তাঁবুর মাঝে এই মহোৎসব
পূজা ভোগ ধর্ম্মসভা বিশ্রামাদি সব।

সুজন সিং-এর গৃহে রাতে অবস্থান
প্রভাতে বিদেশী ভক্তে দরশন দান।
সুজনের গ্রন্থে * পড়ি প্রভুর বিষয়
এদের দর্শন ইচ্ছা জাগে সাতিশয়।
দলের প্রধান পীর সাহেব ** সহিত
দেড় শতাধিক ভক্ত তাই উপস্থিত।

---

* শ্রীসুজন সিং প্রণীত **'The Gurus of India'**. ** সুফী সাধক এনায়েৎ খান।

পীরবরে প্রেমভরে দিয়ে আলিঙ্গন
সবারে করেন প্রভু নিমেষে আপন।
এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণন না যায়
আনন্দেতে আত্মহারা সব শ্বেতকায়।
সাহেব মেমের মুখে হাসি নাহি ধরে
কারো আঁখি জলে ভরে কেহ নৃত্য করে।
প্রভুও সানন্দে কৃপা করিতে বর্ষণ
দিলেন দু'ঘণ্টা প্রায় হিন্দীতে ভাষণ।
সাথে সাথে ইংরাজীতে অনুবাদ করে
শুনায় সুজন সিং সবারে সাদরে।
আজি অমাবস্যা তায় সূর্য্যের গ্রহণ
নাম জপ ধ্যানাদির প্রশস্ত লগন।
বিদেশীয় ভক্তদের প্রার্থনা পূরণে
বসেন তাদের সাথে ধ্যানে শুভ ক্ষণে।
নিস্তব্ধ বিশাল কক্ষে দেড়শত জন
পটে আঁকা চিত্রসম ধ্যানে নিমগন।
ধ্যান শেষে সবে এসে এক এক করে
ধন্য হয় পাদদ্বয় স্পর্শি ভক্তিভরে।
পরদিন পতি-পত্নী শ্বেতাঙ্গ দু'জনা
সুজন মারফৎ দীক্ষা করিল প্রার্থনা।
প্রভু কন—"যা এখন প্রয়োজন অতি
তা হল এদের গুরুদেবের সম্মতি।
দীক্ষাপ্রার্থী সে দম্পতি আসি স্বল্প পরে
প্রভু-ক্রোড়ে মাথা রেখে কান্না শুরু করে।
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে করে নিবেদন—
"বহু ভাগ্যে কাল তব পেলাম দর্শন।
অতঃপর নিরন্তর বাড়ে আকর্ষণ
বাবা যেন প্রাণ মন করিল হরণ।
আপনি মোদের সব মোরা তব দাস
ক্রমশঃ মোদের করে এ ভাবনা গ্রাস।
পীর সাহেবেরে সব কহিনু তখন
তিনিই মোদের হেথা করেন প্রেরণ।

এইবার যা করার করুন আপনি
মোদের মঙ্গল কিসে তা মোরা না জানি।"
বিলম্ব না করি আর প্রভু দয়াময়
এ দু'জনে শ্রীচরণে দিলেন আশ্রয়।

পাঁচই প্রভাতে পুনঃ পুষ্করে পৌঁছান
শুরু হল লঘু বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠান।
শুভ আবির্ভাব দিন ফাল্গুনের ছয়
যথোচিত মর্য্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়।
দুপুরে শ্রীঅঙ্গ হল অসুস্থ হঠাৎ
রহিলেন শয্যাশায়ী সারা দিন রাত।
তিন চারি দিন ব্যাধি রহিল প্রবল
পথ্য স্বল্প পরিমাণ হরলিক্স কেবল।
সাতই যাত্রার দিন ছিল পূর্ব্বে ঠিক
উলটিয়া দিল সব ব্যাধি আকস্মিক।
ব্যাধিতেও রসময় রূপ অমলিন,
রোগশয্যা হ'তে হেসে ক'ন একদিন—
শিশুর বয়স উননব্বই বছর
হতে না হতেই জ্বর—ব্যাধি ঘোরতর।
নামকরণাদি কিছু নাহি হল তার।"
হাসিতে হাসিতে পরে কহেন আবার—
"মেহেসনা শহরেতে জনম গ্রহণ
অনায়াসে পার নাম রাখিতে 'মোহন'।
আরো বহু আছে নাম শোন কিছু তার
'দেবতা' রাখিল নাম রাজেন্দ্রকুমার।
'শ্বশুর' বলিয়া ডাকে ধ্রুবানন্দ স্বামী
ভক্ত পুরঞ্জয় নাম রাখে 'নামপ্রেমী'।
'প্রবোধ' পোশাকী নাম রাখিল স্বজন
ঘনিষ্ঠেরা 'পেবো' নামে করে সম্ভাষণ।
আর এক অপভ্রংশ প্রচলিত 'পেবা'
শিষ্যগণ সর্ব্বক্ষণ ডাকে 'বাবা বাবা'।

এইমত আমিই তো জানি নাম কত
সংখ্যায় হয়ত হবে অষ্টোত্তর শত।”
এত বলি ব্যাধি ভুলি রসরাজ হাসে
সঙ্গীদের শঙ্কা দূর হয় অনায়াসে।

জন্মোৎসব লীলাকথা করিয়া স্মরণ
অভয় চরণ বন্দে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮৭)

।। সেবক গুরুর সম্পত্তির রক্ষক মাত্র—১৩৮৬।।
।। মহামন্ত্র রথ।। স্বাবলম্বী সীতারাম।। সত্যই ভগবান।।
।। বিন্দু সরোবরে।। বেদখল শিবালয়ে প্রার্থনা।।
।। শ্রীগুরুর জন্মোৎসব।। জপই শ্রেষ্ঠ গুরুসেবা।।

শ্রীঅঙ্গ কিঞ্চিৎ সুস্থ হল ধীরে ধীরে
দশই পুষ্কর হতে যান আজমীঢ়ে।
সজ্জনের গুরুভক্তি তুলনাবিহীন
তার গৃহে অবস্থান পুরো এক দিন।
এগারই যাত্রা পুনঃ চড়ি বাষ্পযান
পরদিন মেহেসনা প্রাতে পঁহুছান।
একদিন হেথা কৃপা বিতরণ শেষে
তেরই ফাল্গুন যান বিবিক্ত প্রদেশে।
নদী-বারি স্পর্শ করি আশ্রমেতে ফিরে
দর্শন প্রণাম হল শিবের মন্দিরে।
খোলা বারান্দায় হেথা বিশ্রামের ছলে
সেবক সহিত নানা আলাপন চলে।

কহেন প্রসঙ্গক্রমে প্রভু এ সময়—
"না বলে কাউকে কিছু দেয়া ঠিক নয়।
শিষ্যভক্তদের দত্ত সামগ্রী সকল
গুরুর সম্পত্তি—তুমি রক্ষক কেবল।
গুরুদেব হয়ত বা ভেবেছেন মনে
এটা নিজে রাখিব বা দিব কোন জনে।
খুশী মত সেই দ্রব্য দিয়ে দেয়া হলে
অবশ্যই অপরাধ হয় তার ফলে।
স্বেচ্ছাচারে অহং-এর হয় অধিবাস
অধীনতা হ'তে হয় আমিত্ব বিনাশ।
তুমি যে স্বাধীন নও শ্রীগুরুর দাস
সে সত্য স্মরণে সদা করিবে অভ্যাস।
'আমিও গুরুর' মুখে এই কথা বলে
কোরো না আপন দোষ আড়াল কৌশলে।
'গুরুর সম্পত্তি' হতে যাহা প্রয়োজন
কোথা সেই সর্ত্তহীন আত্মসমর্পণ!
কায়বাক্যমনে আত্মনিবেদন বিনা
'আমিও গুরুর' বলা আত্ম-প্রবঞ্চনা।"

আজমীঢ় অধিবাসী আশ্রিত সন্তান
শ্রীমান্ সজ্জন সিং গুরুগতপ্রাণ।
মূল্যবান তৈলযান করি আহরণ
শ্রীনামের সেবা লাগি করেছে অর্পণ।
সুগম হয়েছে তায় প্রচারের পথ
প্রভু নাম রেখেছেন 'মহামন্ত্র রথ'।
সম্প্রতি সংস্কৃত শ্লোক সুললিত ছন্দে
রচিলেন সে স্বর্গীয় শকট সম্বন্ধে —
"কলিকল্মষ নাশায় বিশ্বকল্যাণ হেতবে।
আবির্ভূতো ভারতেঽস্মিন্ মহামন্ত্রো মহারথঃ।।"
তেরই আরেক শ্লোক করি সংযোজন
করিলেন এ রথের মাহাত্ম্য খ্যাপন ঃ—
"দৃষ্টা স্পৃষ্টা প্রণমিত্বা সংপূজ্য কুসুমাদিভিঃ।
প্রেমভক্তি প্রলভন্তে সর্ব্বে সুকৃতকারিণঃ।।"

ফাল্গুনের সতেরোই যথারীতি ভোরে
উঠিলেন নিজে নিজে হাতে ভর করে।
কহেন সেবকে—"এবে হয়েছি ডাগর
কর্ম্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য হব স্বনির্ভর।"
শয্যা 'পরে বসে বসে চিরাভ্যাস মত
লণ্ঠনের স্বল্পালোকে পাঠে হন রত।
আঁধারের অপগমে শৌচাদির পর
ঠাকুর ঘরের দিকে হন অগ্রসর।
তথা হতে দণ্ড হাতে মন্থর গতিতে
চলিলেন হেঁটে হেঁটে অদূরে নদীতে।
যেতেন তথায় পূর্ব্বে স্কন্ধ-আরোহণে
সেবক বেদনাহত সেবার বিহনে।
প্রভু কন—"এ-কে আরো বহু বৎসর
এ দেহে থাকিতে হবে এ ধরার 'পর।
তোকে যদি সে অবধি পাওয়া নাহি যায়
বল তবে কি বা হবে তখন উপায়।
হাত-পা যখন আছে করি ব্যবহার
পরে আর হাহাকার নাহি হবে সার।
যদি না নির্ভর করে অন্যের উপরে
'এ' নিজে আপন কার্য্য সম্পাদন করে,
দণ্ডোপরি ভর করি নিজে যদি চলে
বল্ তো হবি না খুশী তুই কি তাহলে!"

রামপ্রকাশের প্রতি প্রভু কৃপা করে
আদেশ করেন জল আনয়ন তরে।
শিষ্য অনিরুদ্ধ স্বামী আছিল নিকটে
গুরু আজ্ঞা পালিবারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।
বাধা দিয়ে কহিলেন প্রভু সীতারাম—
"দাও তারে করিবারে যারে কহিলাম।
যে কথাটি মুখ দিয়ে হবে উচ্চারণ
তা পালনে প্রাণপণে করিবে যতন।

তার ফলে সত্যরক্ষা হবে সুনিশ্চয়
এ জগতে সত্য হতে বড় কিছু নয়।
সত্যে আর ধর্ম্মে কোন নাই ব্যবধান
ভগবানই সত্য আর সত্য ভগবান।"

আঠারোই প্রাতে ফলপ্রসাদের পর
সদলে গেলেন প্রভু বিন্দু সরোবর।
কর্দ্দম মুনির এটি তপস্যার স্থান,
তার তীব্র তপে তুষ্ট হয়ে ভগবান
দিলেন দর্শন যবে মহামুনিবরে
বিধাতার নেত্র হতে আনন্দাশ্রু ঝরে।
অশ্রুবিন্দু হতে সৃষ্ট এই জলাশয়
বিন্দু সরোবর নামে খ্যাত বিশ্বময়।
"বহু দিন ডুব দিয়ে করি নাই স্নান......."
এত বলি দৃঢ় পদে হয়ে আগুয়ান
জলে নেমে দেন ডুব প্রভু ত্বরা করে।
প্রায় তিন বর্ষ পূর্ব্বে পুণ্য রামেশ্বরে
করেছেন সেতুবন্ধে ডুব দিয়ে স্নান,
তারপর আজিকার এই ডুব দান।
কপিল কর্দ্দম আর মাতার বিগ্রহ*
স্নানান্তে দর্শন হল শিষ্যগণ সহ।
রুদ্রমহলেতে পরে করি পদার্পণ
ভগ্নপ্রায় শিবালয় হল দরশন।
মন্দিরের এক অংশ করি বেদখল
নির্ম্মিয়াছে মসজিদ যবনের দল।
সবাকার তরে মুক্ত আর এক দিক
দর্শনাদি করে সেথা হিন্দু বৌদ্ধ শিখ.....।
প্রভু সব ঘুরে ঘুরে করি দরশন
রহিলেন চোখ বুজে বসি দীর্ঘক্ষণ।
আঁখি মেলে সঙ্গীদলে কহিলেন পরে—

* ভগবান কপিলদেব, ভগবান কর্দ্দম মুনি, এবং মাতা দেবহুতি।

"জানালাম মনে মনে প্রার্থনা কাতরে—
ভগবান রুদ্রদেব স্বীয় মূর্ত্তি ধরে
তোমার জিনিষ রক্ষা কর কৃপা করে।"

পূজ্যপাদ যোগেশ্বর গুরু দাশরথি
ফাল্গুন বাইশে তাঁর আবির্ভাব তিথি।
মেহেসনা শহরেতে শুভ জন্মোৎসব
জীপযোগে যাত্রা প্রাতে লয়ে সঙ্গী সব।
অসমান পথে যান যে সময় চলে
বেসামাল হয় হাল ঝাঁকুনির ফলে।
কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত সহযাত্রীদের
প্রভুর ভাবের রাজ্যে নাই হেরফের।
রসময় হেসে কন—"জীপে চড়া নয়
এ তো দেখি জিভ যেন বের হয় হয়।"
যথাকালে মেহেসনা শহরে সদলে
পৌঁছিলেন মন্দিরেতে উৎসবের স্থলে।
পূজা পাঠ নামগান অন্ন বিতরণ
শ্রদ্ধাভরে সাড়ম্বরে হল সম্পাদন।
উৎসবান্তে পুনর্যাত্রা দিবসের শেষে
এলেন সন্ধ্যার পরে বিবিক্ত প্রদেশে।

ভিন্ন ভিন্ন সেবাকর্ম্ম করি সম্পাদন
ধন্য হয় আশ্রমেতে সঙ্গীশিষ্যগণ।
যারোপর ন্যস্ত রহে যে সেবার ভার
প্রাণপণে সে আগলায় সেই অধিকার।
সেবায় বঞ্চিত হয় সেবক যখন
বেদনায় অভিমানে ভরে ওঠে মন।
আজকাল শৌচাদিতে যাবার সময়
নির্দ্দিষ্ট সেবক যদি সম্মুখে না রয়।
প্রভু আর নাহি তার করেন সন্ধান
বিকল্প উপায়ে কার্য্য হয় সমাধান।

ডাকিতেন পূর্ব্বে তারে প্রয়োজন স্থলে
সেবক তা সবিনয়ে একদিন বলে।
প্রভু কন—"তা শোভন নয় কদাচন
সেবা যার করিবার মনে আকিঞ্চন,
সেই জন সর্ব্বক্ষণ সম্মুখেতে রবে
ঠিকভাবে সেবা তবে সম্পাদিত হবে।
শ্রীগুরুর সেবা নয় সুলভ ব্যাপার
বহু ভাগ্যে লভে শিষ্য সেই অধিকার।
যত সেবা আছে বাবা সাধন জগতে
গুরুদত্ত মন্ত্রজপ শ্রেষ্ঠ সবা হ'তে।"

ফাল্গুনের অবসানে আসে চৈত্রমাস
হয় সাঙ্গ সঙ্গোপনে সিদ্ধপুরে বাস।
প্রভুর চরণ স্পর্শে ধন্য সিদ্ধপুর
কত লীলা হ'ল হেথা কিবা সুমধুর!
সে লীলার এক কণা করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮৮)

।। লাদুনা সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচার—১৩৮৬।।
।। উজ্জয়িনী কুম্ভমেলায়—১৩৮৬-৮৭।।
।। অগ্রহণ আমাদের রীতি।।

চৈত্র তিনে যাত্রা রাতে চড়ি বাষ্পযান
পরদিন প্রাতঃকালে দিল্লী পঁহুছান।
দুই দিন চলে হেথা কৃপা বিতরণ
সুব্রতর গৃহে সেবা করেন গ্রহণ।
অতঃপর পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার হয়ে
হৃষীকেশধামে যান রাতে চৈত্র ছয়ে।

শ্রীবাসন্তী অন্নপূর্ণা রামের পূজন
একে একে সমারোহে হল সম্পাদন।
বারই প্রতিষ্ঠা কূপ পঞ্চবটী সহ
নূতন মন্দিরে গঙ্গা প্রভৃতি বিগ্রহ।
শিষ্যভক্ত শত শত নিত্য সমাগমে
আশ্রমেতে আনন্দের মেলা ওঠে জমে।
অন্ন-বস্ত্র-অর্থদান চলিছে যেমন
তেমনই ব্যাপকভাবে দীক্ষা ও ভাষণ।
বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ *
শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে বন্দে চরণারবিন্দ।
প্রভুর প্রেমের পেয়ে পরশ মধুর
বুদ্ধিজীবীদের চিত্ত হর্ষে ভরপুর।
শ্বেতকায় দীক্ষাপ্রার্থী চার পাঁচ জনে
দেন প্রভু কৃপা করে আশ্রয় চরণে।
প্রভুর তপস্যা ত্যাগ প্রেমে আত্যন্তিক
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ যত শিষ্য বৈদেশিক।
ষোল চৈত্রে হরিদ্বারে প্রাতে পদার্পণ
পর দিন ভোগ অন্তে যাত্রা বৃন্দাবন।
আঠারোতে দিল্লী হতে চড়ি বাষ্পযানে
মধ্যপ্রদেশেতে যান প্রচারাভিযানে।
পরদিন বহু স্থানে ভ্রমি অবশেষে
পৌঁছিলেন লাদুনাতে পল্লী পরিবেশে।
দলে দলে গ্রামবাসী নর-নারীগণ
পথোপরি আসি করে স্বাগত জ্ঞাপন।
সুমধুর নাম গান চলে দিনে রাতে
ত্রুটি নাই বিন্দুমাত্র ব্যবস্থাপনাতে।
দূর-দূরান্তর হতে দরশন আশে
শত শত নরনারী প্রতিদিন আসে।
নিশীথেও ভিড় খুব নাহি পায় হ্রাস
বহু জনে খুশীমনে করে রাত্রিবাস।

* গজেন্দ্র কুমার মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, শঙ্কু মহারাজ, উমা রায়।

এ প্রকার ভক্তিভাব করি বিলোকন
প্রভুও বিশেষ কৃপা করেন বর্ষণ।
দুইবেলা চলে পাঠ প্রার্থনা ভাষণ
সেই সাথে মাইকেতে মন্ত্র বিতরণ।
প্রার্থনান্তে ভাষণের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে
গুরুমন্ত্র, মহামন্ত্র ** দেন সর্ব্বজনে।
প্রথমে বলেন মন্ত্র প্রভু দয়াময়
হাজার কণ্ঠেতে তার প্রতিধ্বনি হয়।
অযাচিতভাবে হেন মন্ত্র বিতরণ
প্রকাশ্য সভায় নিত্য চলে দীর্ঘক্ষণ।
মন্ত্রদান প্রসঙ্গেতে কহিলেন পরে—
"তিন চারিদিনে যাব দফারফা করে।
এই নাম কানে যার করিবে প্রবেশ
অচিরে অবশ্য হবে তার দফা শেষ।"
একুশেতে জলাধার উদ্বোধন তরে
গেলেন নিকটবর্ত্তী সীতামৌ শহরে।
মহামন্ত্র রথে নাম কীর্ত্তন সহিত
শহর সমীপে যবে হন উপস্থিত,
দেখা গেল নরনারী ভক্ত শত শত
বড় 'ব্যাণ্ড পার্টি' সহ প্রতীক্ষায় রত।
প্রভুরে বসিয়ে এক সুসজ্জিত যানে
সুবিশাল শোভাযাত্রা শুরু এই স্থানে।
মহামন্ত্র-রথে চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন
পুরোভাগে পূর্ণকুম্ভ শিরে মায়ীগণ।
সুরে তালে ব্যাণ্ড বাজে অতি চমৎকার
শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠে বারংবার।
পথিপার্শ্বে প্রতিগৃহে অভাবিত ভিড়
পথের দু'ধারে শুধু মানুষের শির।
লক্ষ্যস্থল বৈদ্যনাথ শিবের মন্দির
এখানেও অগণিত ভকতের ভিড়।

** তারকব্রহ্ম নাম।

মন্দির প্রাঙ্গণে বসি অত্যুচ্চ আসনে
পাঠের নির্দ্দেশ দেন প্রভু সঙ্গীগণে।
অচিরে 'অভয় বাণী' প্রভৃতি পুস্তক
পাঠ করে একে একে মাইকে সেবক।
ভক্তি আর সংযমের সহ-অবস্থানে
ভিড়েতেও বিরাজিত শৃঙ্খলা এখানে।
পাঠান্তে মন্দিরে করি দেব দরশন
জলাধার উদ্বোধন হল সম্পাদন।
ফিরিবার সময়েও ভক্ত অগণন
করিল সুদীর্ঘ পথ প্রত্যুদ্‌গমন।
লাদুনায় প্রভু প্রায় চারি দিন ধরে
বর্ষিলেন অহৈতুকী কৃপা অকাতরে।
এইকালে কমবেশী ছয় শত জন
ধন্য হল মন্ত্রদীক্ষা করিয়া গ্রহণ।
উদ্যোক্তা প্রধান হেথা শ্রীমধুসূদন
যশপাল সিং আর শ্রীরামশরণ।
অখণ্ড শ্রীনাম সহ আশ্রম নির্ম্মাণে
জেগেছে বাসনা হেথা ভক্তদের প্রাণে।
দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এদের সঙ্গতি
নামপ্রেমী প্রভু প্রীত প্রস্তাবেতে অতি।
তেইশে চৈত্রের ভোরে তৈলযানে চড়ে
দ্বিপ্রহরে পৌঁছিলেন ওঙ্কারেশ্বরে।
নাম নিয়ে নিত্য প্রায় স্ক[illegible] আরোহণে
ওঙ্কারেশ্বর শিরে যা[illegible]রশনে।
মহামন্ত্র রথে ক[illegible]ন সদলে
যান নাম বিতরণে পার্শ্বস্থ অঞ্চলে।
শিষ্যভক্তগণে কৃপা করিতে বর্ষণ
মন্দির প্রাঙ্গণে দেন কখন ভাষণ।
চৈত্রের আটাশে পুনঃ যাত্রা অতি ভোরে
কৃপা বিতরণ চলে এদিন ইন্দোরে।

ফলভোগ অন্তে যাত্রা প্রাতে পরদিন-ই
কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে যান উজ্জয়িনী।
রামঘাটে পুণ্যতোয়া শিপ্রানদীতীরে
অবস্থান শ্রীমদনমোহন মন্দিরে।
এই স্থান কুম্ভস্নান-ঘাটের উপর
হেথা হতে প্রচারেতে সুবিধা বিস্তর।
পরদিন পুণ্য মহাবিষুব সংক্রান্তি
কুম্ভস্নানযোগ তথা বর্ষের সমাপ্তি।
কাঁধে উঠে নদীতটে গিয়ে লীলাময়
সদলে করেন স্নান যোগের সময়।

কালচক্র আবর্ত্তিত হয় অবিরত
তেরশ' সাতাশি সাল হল সমাগত।
শুভ নব বৎসরের ভোরের সময়
নেমে এল লেখনীতে বাণী মধুময়—
" তোমার দরশ হেতু নূতন বরষে,
নব উদ্দীপনা নাথ কর হে প্রদান।
প্রপন্ন হইয়া মোরা পরম হরষে,
অবিরাম সবে মিলি করি নাম গান।।"
পরদিন ঘটে গেল মহা অঘটন
খাট থেকে পড়ে প্রভু হন অচেতন।
কপালেতে রক্ত জমে ফুলে ঢিবিমত
সদ্য সদ্য আসি বৈদ্য চিকিৎসায় রত।
সচেতন হয়ে শুনি পতনের কথা
লজ্জায় প্রভুর যেন কাটা যায় মাথা।
ক'ন ত্বরা—"হেন পড়া ছিল না অভ্যাস
বৃদ্ধ হলে কি তাহলে বুদ্ধি হয় নাশ?
তোদের মওকা বাবা লাগা এইবার
বরফ-টরফ যত আছে লাগাবার।"
দারুণ দুর্দ্দৈবে যাঁর হেন রঙ্গরস
কেবা তাঁরে বুঝিবারে করে দুঃসাহস!

অবস্থার অবনতি পরদিন থেকে
চারের উপর জ্বর সাথে ব্যথা বুকে।
দিন দুই তিন পর সঙ্গীগণে ক'ন—
"এত কেন ঔষধাদি করাস্ সেবন।
যোগের শরীর এটা—ঔষধেতে নয়
আপনা-আপনি সব হবে নিরাময়।...."
ব্যাধির প্রাবল্য ক্রমে মন্দীভূত হয়
পাঁচ ছয় দিনে জ্বর হল নিরাময়।
মুখের গলার ক্ষত শীঘ্র নাহি সারে
ফলে হয় সাতিশয় বিঘ্ন পানাহারে।
ক্ষীণ তনু ক্ষীণতর হয় দিন দিন
শ্রীঅঙ্গের প্রতি প্রভু চির উদাসীন।
যেই মাত্র স্বল্প সুস্থ হয় কলেবর
আহারে বিশ্রামে নাহি জোটে অবসর।
কখন বাহির হন প্রচার কারণ
কভু যান পুণ্যস্থান করিতে দর্শন।
কখন বা নামকারী শিষ্যের সহিত
সন্তদের ছাউনীতে হন উপস্থিত।
আশ্রমেও পুণ্যার্থীর ভিড় সর্ব্বক্ষণ
সন্ত ও মোহন্ত সহ আসে ভক্তগণ।

এগারোই নাম গান শুনাতে প্রভুরে
ইস্কনের সাহেবেরা হাজির দুপুরে।
সাদরে সবারে প্রভু দিয়ে আলিঙ্গন
সেবকেরে কন পরে ধোয়াতে চরণ।
নাম শেষে পাশে বসে যত্ন সহকারে
খাওয়ালেন পেট পুরে প্রসাদ সবারে।
বিদায়ের আগে 'সুর লহরী' সাদরে
সকলের হাতে দেন একখানি করে।
সন্ন্যাসীগণের মনে সংশয় তখন—
সাহেবেরা অগ্রভাগ করেছে ভক্ষণ,
'সে প্রসাদ গ্রহণ কি সমীচীন হবে?

উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
"অভ্যাগত নারায়ণ—শাস্ত্রের বচন
হোক্ সে সাহেব কিম্বা বিধর্ম্মী যবন।
অগ্রে তার আপ্যায়ন কর্ত্তব্য যতনে
অবশ্যই অপরাধ অন্যথাচরণে।"
ত্যাগীগণে দ্বিধাগ্রস্ত দেখি প্রভু ক'ন—
"যার মন না চাহিবে খাবে না সেজন।"
কিঙ্কর বিরাগানন্দ করে নিবেদন—
"ওদের ওখানে যাব আমরা যখন
ওরাওতো আপ্যায়ন করিবে ভোজনে,
মোদের কি করণীয় সে সঙ্কটক্ষণে ?"
প্রভু ক'ন—"অগ্রহণ আমাদের রীতি
এ বিধিতে দৃঢ় চিতে র'ব লগ্ন নিতি।
সমাধানে আছে অতি সহজ উপায়
সম্ভাব্য ভোজনকালে যাব না তথায়।
এমন সময়ে যাব যেন একেবারে
ভোজনের প্রসঙ্গই তুলিতে না পারে।"
একদিন হেথাকার নামকারীগণ
ওদের তাঁবুতে গেল প্রচারে যখন
ভোজন করাতে ওরা হল যত্নবান,
নামকারীগণ তায় করি বাধাদান
"আমাদের রীতি নাই"—এ কথা বলাতে
প্রসাদের ফল মিষ্টি দিল হাতে হাতে।
ফিরিবার পথে পেয়ে নরনারায়ণ
সে সব তাদের মধ্যে হল বিতরণ।
সব শুনে প্রভু ক'ন—"গোটা ফল হলে
ওখানেও নিবেদন করে খাওয়া চলে।"

বৈশাখের সতেরোই পুণ্য পূর্ণিমায়
শেষ স্নানযোগ তথা অন্তিম পর্য্যায়।
পূর্ব্বরাত্রি হতে ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত
স্নানঘাট অবারিত সবার নিমিত্ত।

লক্ষ লক্ষ গৃহীভক্ত পুণ্যার্থীর ভিড়ে
রাত থেকে মহামেলা নদীর দু'তীরে।
সাধুদের স্নান শুরু ছয়টার পর
স্কন্ধে আরোহণে প্রভু হন অগ্রসর।
বিরাট নামের দল সাথে সাথে চলে
সেবকের কাঁধে চড়ে নামিলেন জলে।
পূতবারি শিরোপরি সিঞ্চনের দ্বারা
সংক্ষেপতঃ স্নানকৃত্য করিলেন সারা।
ফিরে এসে ছাদে বসে অতি দীর্ঘক্ষণ
সাধুদের স্নানযাত্রা করেন দর্শন।
নাগা দশনামী আদি নানা সম্প্রদায়
সুসজ্জিত শোভাযাত্রা সহ স্নানে যায়।
স্বর্ণ সিংহাসনে আর হস্তীপৃষ্ঠ 'পরে
সন্ত ও মোহন্ত কত চলে সাড়ম্বরে।
সঙ্গীশিষ্যদের সংখ্যা বেড়ে ক্রমাগত
এখন তা দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড়শত।
সন্ধ্যাকালে লয়ে এই বিশাল বাহিনী
ত্যজিলেন তৈলযানে প্রভু উজ্জয়িনী।

শিপ্রানদীতীরে সাঙ্গ হল কুম্ভমেলা
সাঙ্গ নাহি হয় কৃপা বিতরণ লীলা।
অকৃপণ কৃপাধারা করি বরিষণ
বিশ্বের কল্যাণে প্রভু রত অনুখন।
লীলাসিন্ধু হতে বিন্দু করি আহরণ
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৮৯)

।। রাজস্থানে প্রচার—১৩৮৭।।

।। বালকানন্দের বিবাহ।। বাংলায় প্রচারের ফাঁকে দাক্ষিণাত্যে।।

।। দেবস্থলীতে আশ্রম গ্রহণ।। "চামচা পেটাও"।।

উজ্জয়িনী পুণ্যক্ষেত্রে কুম্ভমেলা শেষে
শুরু হল পরিক্রমা প্রচার উদ্দেশে।
বৈশাখের তীব্র তাপে তপ্ত ধরাতল
সুপ্রকাণ্ড অগ্নিভাণ্ড যেন মরুস্থল।
প্রথমে সে মরুদেশে প্রচারাভিযান
কৃপা বিলাইতে প্রভু যান রাজস্থান।
বৈশাখের আঠারোতে কোটায় পৌঁছান
তিন দিন হল হেথা শুভ অবস্থান।
এদেশবাসীর নাই ভক্তির তুলনা
দলে দলে আসি করে চরণ বন্দনা।
ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজা বৈশাখের বিশে
শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রাতঃকালে এসে।
উদয়পুরের পথে পরদিন প্রাতে
জীপগাড়ী ভাড়া করি যান কোটা হতে।
যেতে যেতে চিতোরেতে থামি কিছুক্ষণ
প্রথমতঃ সুবিখ্যাত 'গড়' দরশন।
দেখেন মহল সহ মীরার মন্দির
জহরব্রতের স্থান সতী পদ্মিনীর।
দেখি ইতিহাস-খ্যাত আরো বহু স্থান
নিশীথে·উদয়পুরে সদলে পৌঁছান।
মহারাণা সহ বহু মান্য ভক্ত জন
পরদিন প্রাতে করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
দীক্ষার্থী সংখ্যায় আজি আশি জন প্রায়
কেহ নাহি বাদ যায় কৃপার ধারায়।

তেইশেতে দরশন নাথ ভগবানে*
সন্ধ্যায় সদলে পুনঃ যাত্রা বাষ্পযানে।
পরদিন জয়পুরে প্রাতে পঁহুছান
স্বর্গত ঝালার গৃহে শুভ অবস্থান।
দু'দিন তুলনাহীন সেবায় যতনে
ঝালা-মা তুষিল প্রভু আর সঙ্গীগণে।
হেথাকার গোবিন্দের খ্যাতি চারিধার
দুই দিনে দরশনে যান তিন বার।
বিস্তর বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকুলতাভরে
প্রভু পাশে দীক্ষা আশে আনাগোনা করে।
সনাতন শাস্ত্রপথে চলিবার তরে
সবারে উদ্বুদ্ধ প্রভু করেন সাদরে।
পঁচিশেতে হেথা হতে যাত্রা পুনরায়
পৌঁছিলেন বৃন্দাবনে রাত্রি দশটায়।
ধীর সমীরেতে চলে অখণ্ড কীর্ত্তন
নাম মঞ্চ পার্শ্বে রাতে বিশ্রাম গ্রহণ।
অদূরে কবীন্দ্রকুঞ্জ গোবিন্দ বাজারে
প্রাতে যান সেথা শিষ্য সমভিব্যাহারে।
এ কুঞ্জেও চলে সদা অখণ্ড কীর্ত্তন
গোপালের** মাতা করে যোগ্য আপ্যায়ন।

হঠাৎ বালকানন্দ দুপুরে হাজির
তার শুভবিবাহের দিনক্ষণ স্থির।
শুভ কর্ম্ম আর মাত্র দিন দুই পর
দ্বিমনা পাত্রের চিত্তে তীব্র ভাবান্তর।
সবিনয়ে প্রভু পদে জানায় মিনতি—
"এ বন্ধন হ'তে দাসে দিন অব্যাহতি।....."
পাত্র-পাত্রী দু'পক্ষই আশ্রিত সন্তান,
প্রভু চান সমাধান—সবার কল্যাণ।

---

* নাথদ্বারায় অবস্থিত শ্রীনাথজীউ। ** শ্রীগোপাল মিত্র।

বোঝালেন সেবকেরে সুদীর্ঘ সময়
অবশেষে উপদেশে হল ফলোদয়।
বালকানন্দেরে লয়ে স্বল্পক্ষণ পর
রাজধানী অভিমুখে হন অগ্রসর।
পাত্রীপক্ষ কন্যা সহ দিল্লীতে হাজির
পাত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হেরি চিন্তায় অস্থির।
দয়াময় সকলেরে আশ্বাসিত করে
ফিরিলেন সে রাতেই অন্তিম প্রহরে।
বৈশাখের উনত্রিশে প্রায় দ্বিপ্রহরে
আবার এলেন দিল্লী বিবাহ বাসরে।
শুভকার্য্য যথাকালে হল সম্পাদন
পাত্রপাত্রী দু'পক্ষই আনন্দে মগন।

উত্তরে প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
জ্যৈষ্ঠ দু'য়ে ব্যোমযানে বঙ্গে পদার্পণ।
শুরু হল বাঙলাতে প্রচারাভিযান
নাম দান অন্ন দান যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
যেখানেই পদধূলি পড়িছে প্রভুর
সেখানেই জনতার ভিড় সুপ্রচুর।
একদল প্রভু-প্রেমী পাগলের প্রায়
নিত্য প্রায় হানা দেয় কি এক নেশায়!
রোজ তাঁর সঙ্গ আর দরশন তরে
'নিত্যযাত্রী' সম ছোটে স্থানে স্থানান্তরে।
সর্ব্বনাশা প্রেমে তাঁর কি যে আকর্ষণ
এ কেবল তার এক ক্ষুদ্র নিদর্শন।

ভারতের শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারিকা
সেথায় জ্বালাতে নাম প্রেমের বর্ত্তিকা
প্রচারের অবকাশে জ্যৈষ্ঠের আটাশে
ব্যোমযানে যান প্রভু দক্ষিণের দেশে।
পরদিন 'রামানুজ মঠে' পঁহুছান
সম্প্রতি এ মঠ হেথা হয়েছে নির্ম্মাণ।

আষাঢ় দোসরা মঠে লক্ষ্মীনারায়ণ
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা যত্নে হল সম্পাদন।
পদাশ্রিত নিরাসক্ত সন্ন্যাসীরা যাতে
নিমগ্ন রহিতে পারে ধ্যান-ধারণাতে
প্রধানতঃ পুরাতে সে উদ্দেশ্য মহান
নিভৃত সমুদ্রতটে এ মঠ নির্ম্মাণ।
সেবকের স্কন্ধে নিত্য করি আরোহণ
সিন্ধুনীরে স্পর্শিবারে করেন গমন।
শ্রীবিবেক শিলা* আর কুমারী মাতার
দরশনে হল হেথা আনন্দ অপার।
আষাঢ় চারের প্রাতে সাত ঘটিকায়
কন্যাকুমারিকা হতে নিলেন বিদায়।
পথিমধ্যে ত্রিবান্দ্রামে থামি কিছুক্ষণ
পদ্মনাভ মন্দিরেতে শুভ পদার্পণ।
বিষ্ণুর বিস্ময়কর বিশাল বিগ্রহ
বিলোকনে পুলকিত হন সঙ্গীসহ।
ফলভোগ গ্রহণান্তে মধ্যাহ্নের পরে
ব্যোমযান চড়ি যান বোম্বাই শহরে।
শ্রীনরেশ সাঙ্গেরিয়া মহাভাগ্যবান
তার ঘরে এ শহরে শুভ অবস্থান।
প্রভু ও শঙ্করপন্থী সন্ত একজনে **
প্রেমপুরী আধ্যাত্মিক সৎসঙ্গ ভবনে
পরদিন ধর্ম্মসভা করি আয়োজন
সম্বর্দ্ধনা আর শ্রদ্ধা হল নিবেদন।
প্রভু এই সভাস্থলে সুদীর্ঘ সময়
দিলেন ভাষণ নাম-মাহাত্ম্য বিষয়।
প্রভুরে দৃষ্টান্তরূপে করি সংস্থাপন
গুরু তথা সদ্‌গুরুর কিবা প্রয়োজন,
শ্রদ্ধেয় অখণ্ডানন্দ স্বামিজী যতনে
করিলেন ব্যাখ্যা তাঁর মধুর ভাষণে।

---

* বিবেকানন্দ রক ও কন্যাকুমারী মাতার মূর্ত্তি।

** শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতী মহারাজ।

মাত্র তিন সঙ্গীসহ আষাঢ়ের সাতে
বিমানে আমেদাবাদে যাত্রা সন্ধ্যা রাতে।
শিষ্য সোমানীর গৃহে রাত্রে অবস্থান
ভোরে শিব দরশনে দেবস্থলী যান।
সরস্বতী নদীতীরে আশ্রম সুন্দর
প্রাচীন মন্দিরে সেথা শিব বটেশ্বর।
প্রভুর 'বিবিক্ত দেশ' তথা সিদ্ধপুর
এতদ্ অঞ্চল হতে নহে বেশী দূর।
জনশ্রুতি যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভ্রাতা
করেছেন এক কালে অবস্থান হেথা।
পুরাণোক্ত শ্রীদধীচি মহামুনিবর
করেছেন তপ হেথা বহু বৎসর।
প্রভু সেই পুরাকথা করিয়া স্মরণ
'দধীচি আশ্রম' নাম রাখেন নূতন।
আশ্রমের ধর্ম্মপ্রাণ সব অছিগণ
করিল শ্রীগুরুপদে প্রভুরে বরণ।
মনোরম এ আশ্রম গ্রহণের তরে
অছিগণ নিবেদন করে সকাতরে।
সানন্দে করেন প্রভু প্রার্থনা স্বীকার
স্থির হল চাতুর্ম্মাস্য এখানে এবার।
আশ্রমের গৃহাদির সংস্কার উদ্দেশ্যে
অর্থের ব্যবস্থা হল প্রভুর নির্দ্দেশে।
ইতিমধ্যে নির্জ্জন এ বিশাল প্রান্তর
ভক্তজন সমাগমে আনন্দে মুখর।
মধ্যাহ্নের অন্নভোগ আজি এই স্থানে
রাত্রিতে আমেদাবাদে যান তৈলযানে।

বম্বে হতে শূন্যপথে দশই আষাঢ়
কৃপা বিলাইতে বঙ্গে এলেন আবার।
দিনে রাতে দিকে দিকে করি পর্য্যটন
অবিশ্রান্তভাবে চলে কৃপা বিতরণ।

মধ্যাহ্নের ভোগ কভু মধ্যরাত্রে হয়
বিশ্রামেও নাহি জোটে পর্য্যাপ্ত সময়।
মন্দির প্রতিষ্ঠা হল মুগেশ্বরী-মার
যান মুগবেড়িয়াতে বারই আষাঢ়।
চোদ্দই প্রতিষ্ঠা 'নাম' কাঁসারীপাড়াতে
ক.লনাতে হল যেতে তাই পূর্ব্ব রাতে।
সাগরসঙ্গমে যাত্রা আঠারই প্রাতে
অন্নভোগ পথিমধ্যে কচুবেড়িয়াতে।
বিশেতে সাগর হতে ফেরার সময়ে
পদধূলি দেন বহু ভক্তের আলয়ে।
শিষ্য মদনের গৃহে উত্তরপাড়াতে
মধ্যাহ্নের অন্নভোগ হল মধ্যরাতে।
ভোগ অন্তে তৈলযানে যাত্রা পুনরায়
পৌঁছিলেন নৈহাটীতে রাত্রি তিনটায়।
পরদিন প্রাতে শুরু যজ্ঞ অনুষ্ঠান
দিন দুই সে কারণ হেথা অবস্থান।
যজ্ঞস্থলে সর্ব্বক্ষণ ভিড় ভয়ানক
দুই দিনে দীক্ষা দেড় হাজার সংখ্যক।
'গুরুপূজা' নাটকের রাতে অভিনয়,
সভায় ভাষণে কন প্রভু দয়াময়—
"....বহু ধর্ম্মগ্রন্থ আছে বিশ্ব-চরাচরে
তার মধ্যে গীতা খানি সকলের তরে।
কাম ক্রোধ লোভ খোলা নরকের দ্বার
এই তিনে সযতনে কর পরিহার।
নিরুদ্ধ কামনা হতে লোভ তোলে ফণা
যাবৎ কামনা আছে তাবৎ যাতনা।
ক্রোধজয়ে যদি জাগে অভিলাষ মনে
কর যত্ন কামনার মূল-উৎপাটনে।
সঙ্কল্প উদয় মনে হবে যেইক্ষণে
সব ভার দাও ছেড়ে ঈশ্বর চরণে।
ভগবান যা করেন সুমঙ্গল তায়
এই বোধ হলে ক্রোধ লইবে বিদায়।

লোকে বলে সংসারে কি ক্রোধ ছাড়া চলে,
করিস্ তা'হলে ফোঁস প্রয়োজন স্থলে।....."

প্রেমী ভক্ত ব্যতিরিক্ত আর এক দল
বাহুবলে ধরাতলে যাহারা প্রবল,
প্রভু সঙ্গ লভিবারে কখন কখন
করে হীন আসুরিক পন্থাবলম্বন।
সুখচরে গাড়ী করে রাতে ঊনত্রিশে
সবে মাত্র যাত্রা শুরু মঠের উদ্দেশে,
হেনকালে এক দল স্থানীয় যুবক
হৈ-হৈ করে গাড়ী করিল আটক।
অনুষ্ঠান আছে এক এদের সংস্থায়
প্রভুরে সে উপলক্ষ্যে নিয়ে যেতে চায়।
সময় অভাবে প্রভু সম্মত না হন
নাছোড় যুবকগণ না শোনে বচন।
দাবী আদায়ের লাগি হয়ে তৎপর
শকট সম্মুখে করে শয়ন সত্বর।
বেগতিক দেখি সঙ্গী শিষ্য এক জন
অবস্থা সামাল দিতে নামিল তখন।
যুবকেরা আসি ত্বরা টুঁটি টিপে ধরে
পটাও চামচাদের"—কহে উচ্চস্বরে—
"বাবাকে আগলে রাখে এরা সর্ব্বক্ষণ
মোরা তাই নাহি পাই সঙ্গ কদাচন।"
উদ্ধতযুবকগণ উদ্যত প্রহারে
"বাবা" বলি সঙ্গী শিষ্য ডাকে বারে বারে।
যুবাবৃন্দ চিন্তান্বিত ভয়ার্ত চীৎকারে
এ সুযোগে বন্দী ছোটে নৈশ অন্ধকারে।
সেবকের মুখে সব শুনি সমাচার
রুদ্রমূর্ত্তি ধরি প্রভু দিলেন হুঙ্কার—
"কে তুলেছে হাত 'এ'র সন্তানের গায়
দেখি কার এত স্পর্দ্ধা আয় হেথা আয়।"

দিশেহারা যুবকেরা পলায়নপর
সারথি নিমাই গাড়ী চালাল সত্বর।

রঘুনাথগঞ্জেতে পহেলা শ্রাবণ
ঘটে গেল আর এক মহা অঘটন।
মুখ্য ভূমিকায় এক উদ্ধত যুবক
প্রথম শিকার তার গাড়ীর চালক।
কেন গাড়ী তাড়াতাড়ি করায় নি দাঁড়
এই অতি বিগর্হিত অপরাধ তার!
যুবাগৃহে যেতে প্রভু সম্মত না হন
সর্ব্বাধীশ অপরাধী হল সে কারণ।
এরাই তো গতিবিধি করে নিয়ন্ত্রণ
সর্ব্বাধীশে যুবা তাই করে আক্রমণ।
বাম চক্ষে করিল সে হেন মুষ্ট্যাঘাত
ক্ষত হতে তৎক্ষণাৎ শুরু রক্তপাত।
তারক * পুলিশকর্ত্তা আছিল অতীতে
পারে দুষ্টে সহজে সে শায়েস্তা করিতে।
এ কথা শ্রবণে প্রভু কহেন সত্বর—
"যে তোকে মেরেছে তুই তাকে ক্ষমা কর্।
ভগবানে হোক্ তার ভক্তির উদয়
সেই সাথে হোক্ তোর প্রারব্ধের ক্ষয়।"
এ প্রসঙ্গে কন প্রভু স্বল্প কাল পরে—
"চামচা পেটাও রব ওঠে সুখচরে।
সেদিন সেবার** গায়ে তুলেছিল হাত
তারকের মুখে আজ মহামুষ্ট্যাঘাত।
ঘটনা পরম্পরা হতে মনে হয়
চামচা-টামচা আর বেশী দিন নয়।
পরবর্ত্তী আকর্ষণ 'পেটাও ঠাকুর'

* শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্ব্বাধীশ, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়। প্রাক্তন Spl. Supdt. of Police. ** কিঙ্কর সেবানন্দ, পরমপ্রেমী প্রাচীন সেবকদের অন্যতম।

সেই শুভ দিন আর নয় বেশী দূর।......
ভয় নাই সার কথা শোন এইবার
অপরাধ করে কেউ না পায় নিস্তার।
সৎকর্ম্মে শুভফল কুকর্ম্মে দুর্গতি
কর্ম্মফল ভোগ বিনা নাই অব্যাহতি।"
বিচিত্র লীলার কথা অমৃত সমান
দাস জনার্দ্দন ভুঞ্জে কণা পরিমাণ।
ভাগ্যবান করে পান মহানন্দে মাতি
এত বলি করে দাস শ্রীচরণে নতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯০)

।। গুরুপূর্ণিমা—১৩৮৭।। দধীচি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্য শুরু।।
।। নেশা নিরসনে।। নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি।।

শ্রাবণের এগারই শ্রীগুরুপূর্ণিমা
দিল্লীবাসীদের নাই আনন্দের সীমা।
উৎসব উপলক্ষ্যে দশই শ্রাবণ
দিল্লী নগরীতে প্রভু উপনীত হন।
সন্ত-সদনেতে হল শুভ অবস্থান
বিতরেন যেচে যেচে কৃপা অফুরান।
ভক্তদের প্রার্থনায় উৎসবের দিন
সুসজ্জিত মঞ্চে প্রাতে হন সমাসীন।
রাজবেশে সাজায়েছে সেবকেরা আজ
মাথায় মুকুট সারা দেহে ফুল সাজ।
অঙ্গে নব বহির্বাস নূতন চাদর
আহা কি বা অপরূপ শোভা মনোহর।
প্রাণের দেবতা পদে শ্রদ্ধা নিবেদিতে
দলে দলে আসে ভক্ত ব্যাকুলিত চিতে।

ভক্তবর বিশ্বানন্দ সশ্রদ্ধ অন্তরে
সকল ভক্তের হয়ে গুরুপূজা করে।
পূজা পাঠ পুষ্পাঞ্জলি হলে সমাপন
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ।
উৎসবের মঞ্চ হতে পরাহ্ণ সময়
পাঠ হয় মধুময় গ্রন্থ সমুদয়।
সুধাসম সমবেত সঙ্কীর্ত্তন শেষে
আনন্দ প্লাবনে যেন সভাকক্ষ ভাসে।
পরদিন দীক্ষাপ্রার্থী ভক্ত বহুজন
করিল অভয়পদে আত্ম নিবেদন।
এক রাজমাতা আর রাজা এক জনা*
শ্রদ্ধাভরে দীর্ঘকাল করে আনাগোনা।
এবার এরাও ত্যজি সকল সংশয়
প্রভু পদাশ্রয়ে হল নিশ্চিন্ত নির্ভয়।
তিন দিন হেথা কৃপা বিতরণ শেষে
শ্রাবণের ত্রয়োদশে যান হৃষীকেশে।
অতঃপর হরিদ্বার হয়ে দিল্লী যান
সর্ব্বত্রই একদিন ক'রে অবস্থান।
বঙ্গভূমে স্বল্পকাল করি পর্য্যটন
পুনরায় দ্বারকায় তেইশে শ্রাবণ।
জামনগরেতে যান শ্রাবণ ছাব্বিশে
পরদিন দেবস্থলী প্রায় দিবা শেষে।
হেথাকার ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসী যত
প্রভুর পথের পাশে প্রতীক্ষায় রত।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি সানন্দে সকলে
প্রভুরে সম্মুখে রেখে চলে দলে দলে।
দধীচি আশ্রমে যাত্রা হল সমাপন
এবার চাতুর্ম্মাস্য হেথা উদ্‌যাপন।
গাড়ী থেকে নেমে আগে যান নদীকূলে

---

* গোয়ালিয়রের রাজমাতা ও কোটার যুবরাজ।

সেবক অঞ্জলি ভরি জল আনে তুলে।
পূত বারি শিরোপরি করিয়া সিঞ্চন
চারিধারে ঘুরে সব করেন দর্শন।
প্রধান মন্দিরে শোভে শিব 'বটেশ্বর'
দধীচির সৌম্যমূর্ত্তি মন্দিরে অপর।
অদূরে মন্দির পাঁচ অতি পুরাতন
পঞ্চপাণ্ডবের স্মৃতি করিছে বহন।
পাঞ্চালীর শিবালয় পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকার
মালিকার মত সেথা শোভে চমৎকার।
এক পাশে প্রভু লাগি সুপ্রশস্ত কুটী
পাশে সঙ্গী শিষ্যদের বড় ঘর দু'টি।
দেবগৃহ পাকশালা ভাঁড়ারের ঘর
হয়েছে ব্যবস্থা সব অতীব সুন্দর।
প্রভু ক'ন দরশন করি চারিদিক—
"সব কিছু ভাল হেথা আছে সব ঠিক।
দু'টি মাত্র জিনিষের প্রয়োজন আর
চাই এক নামমঞ্চ বৃহৎ আকার।
গ্রামের মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি
করিবে একত্রে নাম সেথা সব জাতি।
মন্দিরের এক আর আছে প্রয়োজন
রাম সীতা সহ সেথা রবেন লক্ষ্মণ।"
প্রথমতঃ কথা ছিল একাদশী হতে
অখণ্ড শ্রীনাম শুরু হবে আশ্রমেতে।
নাম বিনা মনে হয় সবই প্রাণহীন
সাত দিন প্রতীক্ষা না তাই সমীচীন।
বাহ্য বিচারের রীতি দিয়া বিসর্জ্জন
অচিরে আরম্ভ হল অখণ্ড কীর্ত্তন।
এ দেশের নর-নারী সহজ সরল
সন্ত-প্রীতি অন্তরেতে অতীব প্রবল।
দলে দলে আসে তারা সাধু দরশনে
ধীরে ধীরে বাঁধা পড়ে প্রেমের বন্ধনে।

নামগানে যোগদানে পড়ে যায় সাড়া
সুরে ছন্দে মহানন্দে সবে আত্মহারা।
রজনী যখন হয় ক্রমশঃ গভীর
তখনো আশ্রমে ভিড় বহু পুণ্যার্থীর।
তখনো সমানে চলে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন
তখনো আনন্দে মত্ত আশ্রম প্রাঙ্গণ।

'সুন্দরী ভবানী' হতে ফিরিবার পথে *
চলে নানা আলোচনা চলমান রথে।
নেশায় আসক্ত এক বিরক্ত সন্তান
শুরু হয় সে বিষয় তথ্যানুসন্ধান।
এ প্রসঙ্গে কন প্রভু—''নেশা যারা করে
পথহারা সেই তা'রা না পায় ঈশ্বরে।
স্থূলদেহে বাঁধা পড়ে নেশাগ্রস্ত জন
দেহাতীত হলে তবে ঈশ্বরদর্শন।
নেশার সময় মুখে দেয়া হয় যদি
তুলসী-মঞ্জরী-পাতা লবঙ্গ ইত্যাদি,
পবিত্র সুবাসে নেশা ফিকে হয়ে আসে
সুফল সুলভ স্বল্প সময় অভ্যাসে।''
সেবক শুধায়—''বাবা চায়ের বদলে
বোর্ন ভিটা কোকোমল্ট গ্রহণ কি চলে?
এ সবে না নেশা হয় নাহি করে ক্ষতি
পক্ষান্তরে পুষ্টিকর উপাদেয় অতি।''
প্রভু কন—''সাধুগণ করিবে গ্রহণ
ন্যূনতম যতটুকু দেহে প্রয়োজন।
পুষ্টিকর খাদ্যে স্থূল দেহের তোয়াজ
প্রকৃত সাধুর পক্ষে নহে যোগ্য কাজ।''
''সকালে ত্রিফলা আর ভোগান্তে মশলা
হেন অভ্যাসেরে নেশা হবে কি না বলা।''

---

* ৯ই ভাদ্র, ১৩৮৭।

এ প্রশ্নের সূত্রে কন প্রভু লীলাময়—
"আগে বুঝে নিতে হবে নেশা কারে কয়।
মাদকতা বিদ্যমান যে বস্তু মাঝার
দেহ ধারণেতে নাই প্রয়োজন যার,
অথচ তা নিয়মিত না পেলেই নয়
হেন দ্রব্যে আসক্তিকে নেশা বলা হয়।
ত্রিফলা বা মুখশুদ্ধি মশলা যা খাই
মাদকতা এতটুকু ওসবেতে নাই,
শরীরেও কোনরূপ ক্ষতি নাহি করে
আর ওটা চাই-ই তা কে বলিল তোরে।.....
সাধু ও গৃহীর নয় বিধান সমান
গৃহস্থ ভোজন অন্তে খেতে পারে পান।
সাধুরাও মুখশুদ্ধি নিলে নাই ক্ষতি
তবে শুধু হরিতকী জোয়ান প্রভৃতি।"
"গৃহীর চা-পানে বাধা নেই তো তা'হলে?"
প্রভু কন—"এ' কখন সে কথা না বলে।
সাধুগণে চা সেবনে করিব বারণ
গৃহীকে কহিব ডেকে শোন বাপধন,
চা-পানের পরিণামে সমূহ অনিষ্ট
সযতনে চা বর্জ্জনে হইবে সচেষ্ট।"
যাকে উপলক্ষ্য করি এত আলোচনা
সুকৌশলে তার কথা হল বহু জানা।
সঙ্গীশিষ্য অবশেষে নিবেদন করে—
"এই যে আমরা তব প্রশ্নের উত্তরে
জানালাম সতীর্থের কুকীর্ত্তির কথা
অপরাধ হল তায় মোদের অযথা।"
প্রভু কন—"অকারণ এই আপশোষ
এক্ষেত্রে তোদের কোন হয় নাই দোষ।
আশ্রিত সন্তান যদি ভুল পথে চলে
সংশোধন করা 'এ'র কর্ত্তব্য তা'হলে।
তার সব ভুল দোষ প্রকাশের দ্বারা
সংশোধনে সহায়তা করেছিস্ তোরা।

সদুদ্দেশ্যে হয় যদি কর্ম্ম সম্পাদন
অপরাধ নাহি সেথা স্পর্শে কদাচন।"
প্রাতঃকাল হতে যান দ্রুতবেগে ধায়
দধীচি আশ্রমে এলো প্রায় চারিটায়।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে ক্লান্ত দেহ মনে
দর্শনার্থী ঘরে ফিরে গেছে বহু জনে।
তবুও কয়েক শত ভাগ্যবান জন
পুণ্য দরশন লভি আনন্দে মগন।
বাংলা হতে পরিক্রমা করি দীর্ঘ পথ
হয়েছে হাজির হেথা মহামন্ত্র রথ।
স্বচ্ছন্দ প্রচার হবে সম্ভব এবার
প্রভুর অন্তরে তাই আনন্দ অপার।

দধীচির নামাঙ্কিত আশ্রম প্রাঙ্গণে
নূতন দধীচি যেন সক্রিয় এক্ষণে।
ভোরে প্রায় তিনটায় নিত্য গাত্রোত্থান
শৌচাদি সমাধা হলে ঘণ্টাধিক ধ্যান।
মঙ্গল আরতি সাঙ্গ হয় যথাকালে
নদীকূলে যান চলে মুক্তাকাশ তলে।
নীরবে রহেন বসি বালুকা উপর
পূর্ব্বভাগে রক্তরাগে ওঠে দিবাকর।
বেলা প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকা সময়
সমুদয় দেবালয় পরিক্রমা হয়।
ধীরে ধীরে যান ফিরে আপনার ঘরে
ফলভোগে আহ্বান আসে স্বল্প পরে।
প্রার্থনা প্রভৃতি শেষে অন্নভোগ হলে
বিশ্রাম গ্রহণে যান নিম্ববৃক্ষতলে।
একালে প্রায়শঃ বহু ভক্ত গ্রামবাসী
কিম্বা ক্ষুদে পড়ুয়ারা ভিড় করে আসি।
সমবেত সুরে সবে শোনায় সঙ্গীত
অথবা দেখায় নৃত্য শ্রদ্ধার সহিত।

বেলা যায় হয়ে আসে দিবা অবসান
নদীতটে সুনির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে যান।
অস্তাচলে সোনা ঢেলে ডোবে দিনমণি
প্রভু ও আপনা মাঝে ডোবেন আপনি।
সন্ধ্যারতি সাঙ্গ হলে মাইকে যখন
ভেসে আসে স্তবমালা অথবা কীর্ত্তন,
আসেন আশ্রমে সেই বিশ্রামের স্থলে
শ্রীনাম উত্তাল হয় নিমগাছ তলে।
তাঁরই নির্দ্দেশে গীত হয় সুর সব
ইমন কল্যাণ আর কেদারা মাধব।
ছায়ানট প্রেমানন্দ সাহনা প্রভৃতি,
নানারূপে নামব্রহ্ম হন মূর্ত্ত নিতি।
শ্রীনামের বাঁধভাঙ্গা প্রবল বন্যায়
নামদাতা নামী শ্রোতা যেন ভেসে যায়।
রাত প্রায় এগারোতে ভোগের আহ্বান
মধ্যরাতে বিশ্রামেতে অবসর পান।
তিনটায় পুনরায় ভোরে জাগরণ
এ ভাবেই কর্ম্মচক্র করে আবর্ত্তন।
মাঝে মাঝে এ নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটে
নাম নিয়ে যান যবে দূরে বা নিকটে।
কিম্বা ভক্ত সমাগম যবে অত্যধিক
ভোজনে বিশ্রামে কিছু নাহি রহে ঠিক।

গুরুর নির্দ্দেশ করি মস্তকে ধারণ
লোক-উপকার রত প্রভু সর্ব্বক্ষণ।
অনুপম এ লীলার কণামাত্র স্মরি
দাস জনার্দ্দন মাগে শ্রীচরণতরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯১)

।। দধীচি আশ্রমে দুর্গোৎসব—১৩৮৭।।

।। গুরুমাতাকে বিজয়ার প্রণাম।। প্রার্থীর অভাব মোচন।।

।। কালীপূজা ও বাজী।। রণছোড় আশ্রমে মহোৎসব।।

পুণ্য সরস্বতী তীরে দধীচি আশ্রমে
চাতুর্ম্মাস্য মহাব্রত চলে পূর্ণোদ্যমে।
যত যত হয় গত দিন আর রাত
এ দেশীয় ভক্তদের বাড়ে যাতায়াত।
দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে আসে বহু জন
গো-শকট উষ্ট্রযান কাহার বাহন।
দিনে রাতে অগণিত ভকতের ভিড়ে
আনন্দের মহামেলা সরস্বতী তীরে।
শিষ্যভক্ত ক্রমাগত পায় বৃদ্ধি যত
মহানাম তত তত হয় প্রাণবন্ত।
ভক্তসনে মহানন্দে কাটে হেথা দিন
ভাদর সমাপ্ত হল আসিল আশ্বিন।
আনন্দের ছোঁয়া লাগে আকাশে বাতাসে
ফুলে ফলে সেজে যেন বসুন্ধরা হাসে।
আসিছে আনন্দময়ী জগৎ-জননী
দুর্গতিনাশিনী দেবী শিবের ঘরণী।
দিকে দিকে আজি তার শুভ আগমনী
হৃদয় বীণার তারে তারই প্রতিধ্বনি।
আশ্রমেও চলে মার পূজা আয়োজন
বাংলা হতে মৃৎ-মূর্ত্তি হল আনয়ন।
নব নিরমিত নাম মঞ্চে সযতনে
মায়েরে বসানো হল সুন্দর আসনে।
গুরুসঙ্গ অভিলাষে পূজা অবকাশে
বঙ্গীয় সন্তানগণ দলে দলে আসে।

আশ্রমেতে স্থানাভাব জলের সঙ্কট
এ সকলই অর্থহীন ভক্তের নিকট।
প্রভুর মধুর হাসি প্রেমের ছোঁয়ায়
সকল অভাব কষ্ট দূর হয়ে যায়।
সাধ্যমত হয় সবে সেবায় তৎপর
আশ্রম প্রাঙ্গণ সদা আনন্দে মুখর।

বিশাল এ কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনার
নিলেন দায়িত্ব প্রভু স্কন্ধে আপনার।
একদিকে শুদ্ধাচারে পূজা অনুষ্ঠান
সেই সাথে নাম আর অন্নবস্ত্র দান।
শ্রীকোষে যদিও টান চলিছে ভাঁটার
সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই এতটুকু তাঁর।
পূজার কাপড় আর চাদর নূতন
পূজার মধ্যেই চান হোক বিতরণ।
আর যারা সঙ্গহারা দূরদেশে থাকে
এই কালে প্রতি সালে টাকা যায় ডাকে।
বিলম্বের সম্ভাবনা করি অনুমান
'তার'-এ * পাঠাবার হল নির্দ্দেশ প্রদান।
হেথাকার ডাকঘরে মাষ্টার মশায়
প্রভুর পত্রের ভিড়ে হিমসিম খায়।
অর্থ প্রেরণের এই নূতন হিড়িক
অবস্থা ঘোরালো করে তোলে অত্যধিক।
শ্রীকোষের দীনদশা দরশন করি
উদ্বিগ্ন সেবকবৃন্দ উঠিছে শিহরি।
চিরস্থির দানবীর প্রভু হেসে কন—
"অচিরে অঝোরে অর্থ হবে বরিষণ।"
স্বল্পকাল মধ্যে লিপি এল এক হাতে
বাংলার সেবক তায় চাহিছে জানিতে—

* Telegram Money Order.

হাজার পাঁচেক মুদ্রা পাঠাবার তরে
জেগেছে বাসনা এই দাসের অন্তরে।
কোন্ ঠিকানায় অর্থ করিলে প্রেরণ
শ্রীচরণে যথাযথ হবে সমর্পণ।
এখানে বিরল নয় ঘটনা এমন,
বিশেষতঃ তীব্র যবে হয় অনটন।

শুভ অধিবাস হতে বিজয়া পর্য্যন্ত
সময় নির্ঘণ্ট যত্নে হল অনুসৃত।
অষ্টমীতে ভাবাবিষ্ট হয়ে লীলাময়
করিলেন পাঠ চণ্ডীগ্রন্থ সমুদয়।
এদেশবাসীও ওঠে আনন্দেতে মাতি
অভিনয় করে তারা আশ্রমে দু'রাতি।
গুজরাটী লোকনাট্য 'রামপীর' আর
'অভিমন্যু বধ' পালা অতি চমৎকার।
সকলের সাথে প্রভু বসি দীর্ঘক্ষণ
সমুদয় অভিনয় করেন দর্শন।
আনন্দের দিনগুলি দ্রুত চলে যায়
বিষাদের ছায়া নামে দশমী সন্ধ্যায়।
অত্যুৎসাহী পঞ্চায়েত সমিতি প্রধান
করেছে ব্যবস্থা যত্নে একাধিক যান।
উষ্ট্রযান পত্রেপুষ্পে সুসজ্জিত করে
মায়ের প্রতিমা তোলা হল তারোপরে।
প্রভু যান পরবর্ত্তী সজ্জিত গো-যানে
অতঃপর ভক্তগণ মত্ত নামগানে।
স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে গ্রামবাসীগণ
বর্ণাঢ্য মিছিলে অংশ করিল গ্রহণ।
ঢাক ঢোল শঙ্খসহ মহা আড়ম্বরে
বিসর্জ্জন যাত্রা হল গ্রাম্যপথ ধরে।
গ্রামের বহির্দেশে জলাশয়ে এসে
মাতৃমূর্ত্তি বিসর্জ্জন হল অবশেষে।

* মহাত্মা রামপীর

সন্ধ্যারতি প্রার্থনাদি হলে সমাপন
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ।

গুরুমায়ে বিজয়ার প্রণাম জানাতে
কার্ত্তিকের তিনে যাত্রা বাষ্পযানে রাতে।
পরদিন সন্ধ্যাকালে দিল্লী পঁহুছান
নিকলসন স্কোয়ারেতে শুভ অবস্থান।
গুরুমাতা গিয়েছেন তীর্থ পর্য্যটনে
সাগ্রহে প্রতীক্ষারত প্রভু সে কারণে।
হরিদ্বার হতে মাতা শঙ্কর সহিত
পরদিন রাত্রিকালে হন উপস্থিত।
গুরুভক্ত সীতারাম বিলম্ব না করে
লুটিয়ে করেন নতি পথের উপরে।
কার্ত্তিকের সাতে মাতা দিবা অবসানে
বঙ্গদেশ অভিমুখে যান বাষ্পযানে।
ষ্টেশনে বিদায়বেলা জানিয়ে প্রণতি
প্রভুরও আরম্ভ হল যাত্রার প্রস্তুতি।
সায়াহ্নের স্বল্প পরে লয়ে সঙ্গীগণ
পুণ্য হৃষীকেশ পানে করেন গমন।
অতঃপর হরিদ্বার হয়ে বৃন্দাবন
সর্ব্বত্রই একদিন কৃপা বিতরণ।
কার্ত্তিক বারই রাতে চাতুর্ম্মাস্য স্থলে
দধীচি আশ্রমে ফিরে এলেন সদলে।
ঘুমন্ত আশ্রম জেগে উঠিল সত্বর
ভক্ত সমাগমে পুনঃ আনন্দে মুখর।

আর্ত্ত আর অর্থার্থীর সমধিক ভিড়
কদাচিৎ আগমন হয় মোক্ষার্থীর।
ভোগ-চুষি পেয়ে খুশী যারা অতিশয়
তাদের প্রতিই প্রভু অধিক সদয়।
অহরহ কী দুঃসহ তাদের জ্বলন
প্রভু বিনা কে বা তাহা করে নিবারণ।

জনৈক প্রার্থীর দুঃখ করিতে মোচন
একদা শিষ্যের কাছে নিজে প্রার্থী হন।
হরিদাস নামে সেই বিরক্ত সন্তান
নিবেদিল অবিলম্বে প্রভু বিদ্যমান—
"প্রণামীর অর্থ কিছু নাহিক সম্বল
'পুস্তকের বিত্ত স্বল্প আছয়ে কেবল।
'জয়গুরু' প্রকাশন গ্রন্থের মালিক
তাদেরকে হবে দিতে হিসাব সঠিক।"
মৃদু হেসে কন প্রভু—"এ হল লেখক
'এ'র যদি হয় কিছু অর্থ আবশ্যক
দু' চার হাজার তারা দেবে না কি 'এ'কে
লেখকেরও প্রাপ্তিযোগ থাকে গ্রন্থ থেকে।"
ব্যর্থ হল এড়াবার সকল প্রয়াস
বাধ্য হয়ে অর্থ দিল শিষ্য হরিদাস।
সে অর্থে প্রার্থীর করি অভাব মোচন
গ্রহীতার চেয়ে দাতা বেশী খুশী হন।

দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্ত্তিক একুশে
গ্রামের বালকবৃন্দ ভিড় করে এসে।
বাজী পোড়াইতে প্রাণে প্রবল বাসনা
অর্থ আশে প্রভু পাশে তাই আনাগোনা।
কচি কাঁচাদের মাঝে মুহূর্ত্ত ভিতর
প্রভুরও শিশুত্বে যেন হল রূপান্তর।
সবা সাথে কন তাই—"বাজী চাই-ই চাই"
"দাও দাও" বলি হাত পাতিল সবাই।
প্রভু কন—"বাজী চাই কিম্বা ডিগবাজী
যা চাহিবে তাই দিতে 'এ' সদাই রাজী।"
রসে রঙ্গে শিশু সঙ্গে কাটে দীর্ঘক্ষণ
অবশেষে অর্থ পেয়ে তৃপ্ত শিশুগণ।
সমারোহে কালীপূজা হলে সমাপন
শুরু হল আশ্রমেতে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।

"জয় মা জয় মা জয় মা জয়
জয় মা জয় মা জয় জয় মা জয়।।"
ভাব সমাধিতে প্রভু হয়ে নিমগন
মায়ের মণ্ডপে বসি শোনেন কীর্ত্তন।
পরদিন বিসর্জ্জন দিবা অবসানে
গো-শকটে যান প্রভু মূর্ত্তি উষ্ট্রযানে।
শোভাযাত্রা করি চলে ভক্ত অগণন
পূর্ব্বোক্ত পুকুরে মা-র হল নিরঞ্জন।

মঙ্গল আরতি ভোরে হলে সমাপন
চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্র হতে বিদায় গ্রহণ।
মেহেসনা সহ নানা স্থান ভ্রমি শেষে
বেট দ্বারকায় যান কার্ত্তিক পঁচিশে।
আশ্রমে দ্বিতলে এক হয়েছে মন্দির
তিরিশে প্রতিষ্ঠা সেথা রণছোড়জীর।
পূজা চলে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের মাঝার
দেব সেনাপতি আর জগদ্ধাত্রী মা-র।
সমকালে নিম্নতলে শাস্ত্রীয় নিষ্ঠায়
পণ্ডিতমণ্ডলী রত কূপ প্রতিষ্ঠায়।
একই দিনে চারি স্থানে আশ্রমাভ্যন্তরে
রাজসূয় যজ্ঞ যেন চলে সাড়ম্বরে।
পার্শ্ববর্ত্তী ধর্ম্মশালা হল অন্নশালা
অকাতরে অন্নদান চলে সারা বেলা।
বেটবাসী সবাকার আজি নিমন্ত্রণ
চর্ব্বচূষ্যে পরিতৃপ্ত সর্ব্ব সাধারণ।

বুঝিতে না পারি প্রভু এ লীলা মহান
কোথা আদি কোথা অন্ত না পাই সন্ধান।
শুধু এক কণা মাত্র করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯২)

।। শ্রীআনন্দময়ী মার সংযম সপ্তাহে—১৩৮৭।।

।। হিন্দুর ভগবান নিজেই আসেন।।

।। হৃষীকেশ আশ্রমে শ্রীমায়ের অভ্যর্থনা।।

শ্রীআনন্দময়ীমার সাদর আহ্বানে
হৃষীকেশ পানে যাত্রা তেসরা অঘ্রাণে।
কৈলাস আশ্রমে মাতা লয়ে সঙ্গীগণ
'সংযম সপ্তাহ' ব্রত করেন পালন।
এক এক করে সব দিন চলে যায়
সপ্তাহ সমাপ্তি লগ্ন সমাগত প্রায়।
পাঁচই অঘ্রাণ রাত দশটার পর
সাময়িকভাবে দেড় ঘণ্টা অবসর।
বাকী শুধু অর্ধ ঘণ্টা মহানিশা ধ্যান
তার পর মধ্যরাত্রে সাঙ্গ অনুষ্ঠান।
বিশ্রামের লাগি মাতা মঞ্চের উপর
এলিয়ে দিলেন দিব্য ক্লান্ত কলেবর।
বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ মঞ্চে উপস্থিত
ভক্তেরা প্রতীক্ষারত আগ্রহ সহিত।
হেন পরিবেশে প্রায় অন্তিম সময়
হাজির হলেন মঞ্চে প্রভু লীলাময়।
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করি কোনক্রমে
এসেছেন সরাসরি কৈলাস আশ্রমে।
ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে হয়ে অগ্রসর
মাতৃ-সন্নিধানে গিয়ে বসেন সত্বর।
আনন্দে মা উঠে বসে মৃদুকণ্ঠে কন—
"বাবা নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ।
তোমা লাগি আছি বসে ব্যাকুলিত চিতে।"

সেবকে কহেন শীঘ্র আসন আনিতে।
যে আসনে সাধারণে বসেন হেথায়
বসিলেন নির্ব্বিধায় প্রভু ত্বরা তায়।
কহিলেন জননীরে প্রভু সীতারাম—
"দীর্ঘপথ পার হয়ে হাজির হলাম
দুই দিন দুই রাত কেটেছে গাড়ীতে
সে কারণ আগমন এমত দেরীতে।"
মাতা কন—"পদার্পণ হলই যখন
কিছু বল শুনে ধন্য হোক্ সর্ব্বজন।"
প্রভু কন—"ভাঙ্গা হাটে কি বলিব আর?"
বার বার তবু মা-র আসে আবদার—
"দেখ বাবা দেখ চেয়ে কত লোক হেথা
এখনো ভাঙ্গেনি হাট বল দু'টি কথা।"
"মা-মা-মা" শব্দ করি উচ্চারণ
"কহিনু তিনটি কথা"—প্রভু হেসে কন।
মাতা কন—"কি কারণ কণ্ঠে কুণ্ঠা তব
আরো কিছু বল মোরা শুনে সুখী হব।"
এইবার গুরু আর ধরমের জয়
ঘোষিলেন উচ্চকণ্ঠে প্রভু লীলাময়।
শুরু হল অতঃপর মধুর ভাষণ ঃ—
"বিচিত্র কাহিনী এক বর্ণিব এখন।
ঐতিহাসিক এই অপূর্ব্ব আখ্যান
বলিতেন গোপীনাথ* পণ্ডিত মহান
দিল্লীশ্বর আকবর মন্ত্রী বীরবলে
কথাচ্ছলে সভাস্থলে একদিন বলে—
তোমাদের ভগবান বড় অসহায়
সন্তানের জন্য নিজে আসেন ধরায়।
মোদের আল্লার কত চর-অনুচর
প্রয়োজনস্থলে আসে পীর-পয়গম্বর।
ভগবান কেঁন নিজে আসে বার বার
বল মোরে সবিস্তারে কারণ ইহার।

* মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ।

বীরবল বলে—আমি মূর্খ নরাধম
যথার্থ উত্তরদানে নিতান্ত অক্ষম।
বিজ্ঞজনে জিজ্ঞাসিব প্রকৃত রহস্য
অতঃপর আপনাকে জানাব অবশ্য।

সম্রাটের প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ সন্তান,
বীরবল মূর্ত্তি তার করাল নির্ম্মাণ।
বহু অর্থব্যয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দ্বারা
সংগোপনে জীবন্ত সে মূর্ত্তি হল গড়া।
অতঃপর আকবর বজরা আরোহণে
চলেছেন সপার্ষদ প্রমোদ ভ্রমণে।
গল্পে আলাপনে ক্রমে ওঠে সবে মেতে,
বীরবল বস্ত্রাঞ্চল অন্তরাল হতে
সুপরিকল্পিতভাবে অতীব কৌশলে
ফেলে দিল মূর্ত্তিটিরে যমুনার জলে।
অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য দেখি অকস্মাৎ
সম্রাটের শিরে যেন হল বজ্রপাত।
উচ্চস্বরে বারে বারে করে চীৎকার—
হায় হায় ডুবে যায় সন্তান আমার!
এত বলে ছুটে চলে ঝাঁপ দিতে জলে
বাধা দিয়ে সবিনয়ে বীরবল বলে—
আমরা তো আছি হেথা ভৃত্য এত জনা
নামিবেন নিজে কেন জলে জাঁহাপনা।
দিশেহারা দিল্লীশ্বর পাগলের প্রায়
খরস্রোতা যমুনায় ঝাঁপ দিতে যায়।
অবিচল বীরবল বলে বার বার—
আদেশ করুন মোরা করি কার্য্যোদ্ধার।
সম্রাটের ধৈর্য্য আর বাঁধ নাহি মানে
নিজেই গেলেন ছুটে তুলিতে সন্তানে।
বীরবল খুলে সব বলিল তখন,

অবশেষে মৃদু হেসে করে নিবেদন—
ভগবান নিজে কেন আসে বার বার
পেলেন কি জাঁহাপনা সদুত্তর তার!
আকবর নিরুত্তর ছবির মতন
ভাষাহীন উদাসীন রহে দীর্ঘক্ষণ।

ভূভার হরণ লাগি নানা রূপ ধরে
আসেন শ্রীভগবান নিজে পৃথ্বী 'পরে।
মাতৃরূপ ধরি কভু আসি ভূমণ্ডলে
করেন দমন দুষ্ট দানবের দলে।
নরাকারে ধরা 'পরে আসি নারায়ণ
করিছেন যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগ হল চার
প্রতি যুগে বার বার আগমন তাঁর।
সাতাশটি সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি
এসেছে এ ধরণীতে গিয়াছেও চলি।
অষ্টাবিংশ কলিযুগ চলিছে অধুনা
কলির তাণ্ডব হেরি হতাশ হ'য়ো না।
এ কলিও যাবে চলি আয়ু শেষ হলে
ধরমের ধ্বজা পুনঃ উড়িবে ভূতলে।
কি আর কহিব মাগো কী আছে বলার
আয় মা পেন্নাম করি তোকে এইবার।"
করজোড়ে ত্বরা করে সংকোচে মা ক'ন
"নমো নারায়ণ বাবা নমো নারায়ণ।"
প্রভু কন—"বেশী কিছু কহিব না আর
হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব এবার তোমার।
মনোযোগ সহ এবে শুনে রাখ সবে
মা কি এই একবার এলেন এ ভবে!
মা আমার বার বার নাশিতে দুর্গতি
এসেছেন এ ধরায়—এহ গুহ্য অতি।......"
মহানিশা ধ্যানকাল সমাগত প্রায়
ভাষণান্তে প্রভু তাই নিলেন বিদায়।

উপস্থিত সন্তগণ বিদায়ের ক্ষণে
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে প্রভুর চরণে।

ঊর্দ্ধ আকর্ষণ হেতু পরদিন প্রাতে
যেতে না পারেন প্রভু মায়ের সাক্ষাতে।
সেবক মাধ্যমে শীঘ্র পৌঁছিল সংবাদ
মাতা নিজে আসিবেন তিনটা নাগাদ।
শুনি শুভ সমাচার সানন্দ অন্তরে
মধ্যাহ্নের অন্নভোগ গ্রহণ না ক'রে
প্রবেশ পথের পাশে প্রতীক্ষায় প্রভু
তিনটা বাজিল মার দেখা নাই তবু।
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি প্রভু অতঃপর
নগ্ন পদে ধীরে ধীরে হন অগ্রসর।
দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ সদর রাস্তায়
এগিয়ে চলেন পুনঃ তীব্র ব্যস্ততায়।
কৈলাস আশ্রমস্থিত সাধু সন্তগণ
পথ রোধি সকাতরে করে নিবেদন—
"অচিরেই আসিবেন শ্রদ্ধেয়া জননী
অধিক না অগ্রসর হবেন আপনি।"
গাড়ী নিয়ে শিষ্য এক পিছু পিছু ধায়
প্রভুরে সে তৈলযানে উঠাইতে চায়।
বারে বারে সকাতরে করে নিবেদন
গাড়ীতে উঠিতে প্রভু সম্মত না হন।
কহিলেন অবশেষে সেবকের প্রতি
"তোমাদের এটিকেট ফ্যাশান প্রভৃতি
প্রাণহীন প্রেমহীন শুষ্ক আড়ম্বরে
তুলে রেখে দাও যত্নে তোমাদেরই তরে।"
অচিরেই প্রতীক্ষার হল অবসান
পথপ্রান্তে দেখা গেল দূরে মা-র যান।

প্রভুরে প্রতীক্ষারত দেখি পথ 'পরে
মায়ের মুখেতে আর হাসি নাহি ধরে।

হৃষীকেশ আশ্রমেতে পরম যতনে
মায়েরে বসান হল সুন্দর আসনে।
প্রণাম করিতে প্রভু হলে অগ্রসর
চীৎকার করিয়া মাতা কহেন সত্বর—
"এ কী কাণ্ড পিতা তুমি আমি কন্যা তব
স্নেহ ও আশীষ শিরে ধরি ধন্যা হব।"
সময় সংক্ষেপ মাতা যাবেন কঙ্খল
মিনিট পনের কুড়ি রহেন কেবল।
তারই মধ্যে মাতৃপদে হল নিবেদন
শ্রদ্ধাঞ্জলি পুষ্পমাল্য ফল ও বসন।
প্রভু কন শ্রদ্ধাঞ্জলি সমাপন হলে—
"শুনেছি মা পারিবে না উঠিতে দ্বিতলে।
ওখানে তো আছে মার সতীনের ঘর*
হয়ত তা' মার কাছে নয় প্রীতিকর।
আর এই আশ্রমেতে দেখাবার মত
বিশেষ কিছুই নাই শ্রীনাম ব্যতীত।"
মাতা কন—"গতবার এসেছি যখন
দেখেছি শ্রীনামমঞ্চ শুনেছি কীর্ত্তন।"
বিদায় গ্রহণ করি মাতা অতঃপর
হরিদ্বার অভিমুখে হন অগ্রসর।
সারি সারি চলে গাড়ী সবে চেয়ে থাকে
অচিরে অদৃশ্য হল পাহাড়ের বাঁকে।
সারাদিন উপবাসী প্রভু এ সময়
পেলেন প্রসাদ প্রায় পাঁচটা সময়।
হেন অভ্যর্থনা শুধু প্রভুতে সম্ভব
বিশেষত্ব বিমণ্ডিত তাঁর কার্য্য সব।

---

* শ্রীগঙ্গা মন্দির— মা হলেন দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
সতীন তাঁহার গঙ্গা পতিতপাবনী।।

সম্মুখেতে অনাবৃত পুস্তকের পানে
অজ্ঞজন চেয়ে রয় বিহ্বল নয়ানে।
বিদ্বানবৃন্দের মহাপ্রজ্ঞার ভাণ্ডার
নাগালের মধ্যে তবু কত দূরে তার!
তেন্নি তব নব নব লীলার বিলাস
আস্বাদনে সক্ষম না হয় এই দাস।
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শুধু দেখে লীলাময়ে
লীলার মহিমা যায় অধরাই রয়ে।
এ অজ্ঞতা ক্ষমা করি দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই শ্রীচরণে জনমে মরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯৩)

।। বহুস্থানে পরিক্রমা অন্তে বাণপুরে নাম প্রতিষ্ঠা—১৩৮৭।।
।। হরিনাম শুধু বৈষ্ণবের নয়—সকলের জন্য।।
।। নীলাচল আশ্রমে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও আকস্মিক অসুস্থতা।।

শ্রীআনন্দময়ীমার বিদায়ের পরে
হৃষীকেশ হতে প্রভু যান স্থানান্তরে।
সন্ধ্যাগতে বাষ্পরথে করি আরোহণ
পরদিন প্রাতে দিল্লী উপনীত হন।
একদিন মাত্র হেথা শুভ অবস্থান
বিমানে মাদ্রাজ যান আটই অঘ্রাণ।
শ্রীরঙ্গমে রাত্রি নয়ে উপনীত হন
জীয়র মঠেতে ভোগ বিশ্রাম গ্রহণ।
দশই দক্ষিণ দিকে তৈলযানে যান
কন্যাকুমারিকা ধামে রাতে পঁহুছান।

তিন দিন হেথা কৃপা বিতরণ শেষে
শ্রীরঙ্গম হয়ে পুনঃ যান বঙ্গদেশে।
মিলন মঠেতে রাতে প্রসাদ গ্রহণ
অতঃপর তৈলযানে আনন্দ কানন।
দিগসুয়ে পৌঁছিলেন শেষ রাতে প্রায়
শ্রদ্ধা নিবেদন হল গুরুমার পায়।
স্বল্পক্ষণ অবস্থান পুণ্য গুরুধামে
রাতভর অবসর নাহিক বিশ্রামে,
তৈলযান আরোহণে যাত্রা অনন্তর
আপাততঃ লক্ষ্যস্থল ভুবনেশ্বর।
সারাদিন 'বিশ্বপ্রেম' দ্রুতবেগে ধায়
লিঙ্গরাজ মন্দিরেতে দর্শন সন্ধ্যায়।
অতঃপর শ্রীশঙ্কর মঠে* পদার্পণ
প্রসাদের পর স্বল্প বিশ্রাম গ্রহণ।
রাত্রি তিনে যাত্রা পুনঃ সদলে প্রভুর
লক্ষ্যস্থল বাণপুর নহে বেশী দূর।
অখণ্ড শ্রীনাম হেথা প্রতিষ্ঠা প্রভাতে
ভাষণে কহেন পরে মহতী সভাতে ঃ—
"......কলিকবলিত জীবে করিবারে ত্রাণ
এসেছেন নামরূপে স্বয়ং ভগবান।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
শৈব শাক্ত গাণপত্য সৌর ও বৈষ্ণব
সবাকার তরে এই শ্রীনাম-বৈভব।
হরিনাম বৈষ্ণবের—ভ্রান্ত এ ধারণা
এ নাম কীর্ত্তনে জপে নাই কারো মানা।
হরি অর্থে বৈষ্ণবের বিষ্ণু শুধু ন'ন,
তিনিই শ্রীহরি যিনি করেন হরণ।
আঁধার হরেন যিনি তিনি দিবাকর
অজ্ঞান হরেন যিনি তিনি মহেশ্বর।

---

* শ্রীশ্যামাশঙ্কর মঠ , ভুবনেশ্বর।

মহাশক্তি দুর্গামাতা হরেন দুর্গতি
বিঘ্নহর্ত্তা সিদ্ধিদাতা দেব গণপতি।
হরেন সংসার-মায়া বিষ্ণু-ভগবান
শিবশক্তি কালীকৃষ্ণে নাই ব্যবধান।
মহামন্ত্রে তিন নাম—হরে কৃষ্ণ রাম
হরি অর্থ সংক্ষেপতঃ কিছু কহিলাম।
সেইরূপ কৃষ্ণ শুধু বাসুদেব নয়
শিব দুর্গা সবই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিশ্বময়।
ভক্তজনে আকর্ষণে, পাপাদি কর্ষণে
রত যিনি তিনি কৃষ্ণ এ বিশ্বভুবনে।
সবারে আনন্দ যিনি দেন অবিরাম
তিনি রাম প্রাণারাম তিনি সীতারাম।
তিনি শ্যাম তিনি শ্যামা শঙ্কর পার্ব্বতী
তিনি সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ তিনি গণপতি।
অতএব এই নাম সবাকার তরে
জপ নাম গাও নাম সদা প্রেমভরে।
আর কোন সাধনের নাই প্রয়োজন
কলিযুগে পথ এক—নাম সঙ্কীর্ত্তন।
উঠিতে বসিতে নাম গাও অবিরত
আবির্ভূত হবে জ্যোতি নাদ অনাহত।
অবশেষে দরশন দিবে ভগবান
সব জ্বালা যন্ত্রণার হবে অবসান।

যে দিন গিয়েছে চলে শত প্রাণপাতে
তারে আর কখন না পারিবে ফিরাতে।
আছে বর্ত্তমান আর আছে ভবিষ্যৎ
প্রাণপণে ধর নাম সাধনের পথ।
বৃথা যেন নাহি যায় একটিও শ্বাস
থাক্ বা না থাক্ নামে ভক্তি ও বিশ্বাস।
আগুনেতে হাত যদি দাও হেলা করে
তবু নাই অব্যাহতি অবশ্য তা' পোড়ে।

অবিশ্বাসে বিষপানে মৃত্যু পরিণতি
অবিশ্বাসে নামজপে তেন্নি উর্দ্ধগতি।
রত্নাকর ভয়ঙ্কর দস্যু নরাধম
রাম নাম উচ্চারণে রসনা অক্ষম,
'মরা মরা মরা' মন্ত্র জপি অনুক্ষণ
মুনি বাল্মীকিতে হল কালে উত্তরণ।
অন্তে অজামিল হেরি যমদূতগণে
মৃত্যুভয়ে ডেকেছিল পুত্র নারায়ণে,
আনমনে নারায়ণে করিয়া স্মরণ
পেয়েছিল শ্রীহরির অভয় চরণ।
পড়াতো জীবন্তী বেশ্যা শুকে রাম নাম
তার ফলে গেল চলে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
নামবলে এইরূপ ভক্ত অগণন
পেয়েছে পাচ্ছে পাবে শ্রীহরি-চরণ।
বল্‌ছি প্রতিজ্ঞা করে প্রকাশ্য সভায়
নামকারী ভগবৎ-দরশন পায়।
ক'রো না বিলম্ব আর বেলা বয়ে যায়
মানব জনম ব্যর্থ ক'রো না হেলায়।
নাম হতে কলিযুগে কিছু নয় বড়
মুখে মনে প্রাণপণে সদা নাম কর।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।....."

সারাদিন অবস্থান হেথায় প্রভুর
রাতে যান গঞ্জামের বহরমপুর।
কৃপাস্পর্শে ধন্য হল গোবিন্দ চৌধুরী
পরদিন আঠারোই পঁহুছান পুরী।
ভগবান জগন্নাথে করি দরশন
নীলাচল আশ্রমেতে শুভ পদার্পণ।
দুই রাত হেথা কৃপা বিতরণ শেষে
শ্রীনিবাস হয়ে বিশে যাত্রা বঙ্গদেশে।

বঙ্গভূমে বহু স্থানে ভ্রমি সাত দিন
বিতরেন কৃপাধারা বিরামবিহীন।
অতঃপর কটকাদি করি পর্য্যটন
পুনঃ পুণ্য পুরীধামে শুভ পদার্পণ।
সংক্রান্তি দিবসে ঊনতিরিশে অঘ্রাণ
কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার হল অনুষ্ঠান।
পরদিন পৌষের প্রথম প্রভাতে
ধ্যানে নিমগন প্রভু রহেন নিভৃতে।
অপরাহ্নে বহু স্থানে করি পদার্পণ
ভক্ত সাথে জগন্নাথে করেন দর্শন।
মধ্যরাত্রে হল এক মহা অঘটন
মারাত্মকভাবে প্রভু রোগাক্রান্ত হন।
শ্রীঅঙ্গ প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপে থরথর
সেই সাথে বমি আর কাশি ভয়ঙ্কর।
নিরন্তর বাড়ে জ্বর কষ্ট বৃদ্ধি পায়
বৈদ্যেরে ডাকিতে হল রাত্রি তিনটায়।
আশ্রমেতে উপস্থিত লাহিড়ী ডাক্তার
তারোপরে দেয়া হল চিকিৎসার ভার।
স্থানীয় ডাক্তার প্রাতে রক্ত পরীক্ষায়
ম্যালেরিয়া জীবাণুর সন্ধান না পায়।
অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লেগে বিপত্তি এমন
অপরাহ্নে যাত্রা বঙ্গে চিকিৎসা কারণ।

কত রূপে কত লীলা কর অনুখন
কভু শান্ত সমাহিত ধ্যানে নিমগন।
কভু শত কর্ম্মে রত বিরামবিহীন
কভু প্রায় সংজ্ঞাহীন ব্যাধিতে কঠিন।
অনন্ত লীলার কণা করি আস্বাদন
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯৪)

।। যোগবলে রোগ সংবরণ—১৩৮৭।।
।। ভাগবত পারায়ণ।। বোম্বাই পরিক্রমা।।
।। গঙ্গাসাগরে বিচিত্র লীলা।।

বৈদ্যের নির্দ্দেশ মত পৌষ তিন প্রাতে
পুরী হতে পৌঁছিলেন প্রভু হাওড়াতে।
কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ অঞ্চলে
বিরলে বিশ্রাম আর চিকিৎসাদি চলে।
রোগলীলা স্থায়ী হল দিন পাঁচ ছয়
অবশেষে হয়ে আসে ব্যাধি নিরাময়।
পৌষ আটে ভোগ রাতে হলে সমাপন
একে একে সঙ্গীগণ করিল শয়ন।
আপন শয্যায় প্রভু হয়ে উপবিষ্ট
ধ্যানে প্রায় সারা রাত রহেন আবিষ্ট।
ভোরবেলা ধ্যান লীলা করি সমাপন
অতি অল্পক্ষণ মাত্র করেন শয়ন।
পরদিনও এই মত রাতভর প্রায়
রহিলেন ধ্যানমগ্ন আপন শয্যায়।
যোগবলে রোগলীলা করি সংবরণ
সত্বর সহজরূপ করেন ধারণ।

বরাহনগরে মহামিলন মঠেতে
ভাগবত পারায়ণ এগারই হতে।
বাসুদেব সাক্সেরিয়া আশ্রিত সন্তান
ধর্ম্মপ্রাণ বিত্তবান গুরুগতপ্রাণ,
পত্নী পদ্মাসহ গুরুপ্রীতির কারণ
করেছে এ সাড়ম্বর পাঠ আয়োজন।

শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নামক
এসেছেন ব্রজবাসী বিশিষ্ট পাঠক।
তার মুখে কৃষ্ণ কথা অতি চমৎকার
শ্রোতা ভক্ত আসে নিত্য হাজার হাজার।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রভুর দর্শন
ভক্তদের অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ।
প্রভুর কৃপাও হয় অঝোরে বর্ষণ
চাওয়ার অধিক পায় শিষ্যভক্তগণ।
পাঠের বিরতি কালে বসি মঞ্চোপরে
দরশন দেন নিত্য দীর্ঘক্ষণ ধরে।
সারিবদ্ধ ভক্তগণ একে একে আসে
প্রণতি জানায় রাঙা চরণের পাশে।
শ্রীগুরুপাদুকা দু'টি ধরি দুই করে
কৃপা ক'রে দেন স্পর্শ সবাকার শিরে।
কভু কৃপা সমধিক হয় কারোপরে
পাদুকার স্পর্শে তার রক্তবিন্দু ঝরে।
বুঝি কোন অনাগত বিষম বিপত্তি
স্বল্প রক্তপাতে হয় সহজে নিষ্পত্তি।
রক্তারক্তি দেখেও না ভাটা পড়ে ভিড়ে
প্রভু পাশে সবে আসে নম্র নত শিরে।
দীক্ষা উপদেশ দান নিয়মিত চলে
ভক্তগৃহে পদধূলি দেন বহু স্থলে।
অন্নছত্রে সবা লাগি অবারিত দ্বার
আহূতে ও অনাহূতে সম অধিকার।
সতেরোই ভাগবত পাঠ সমাপন
পরদিন হোম অন্তে সাঙ্গ পারায়ণ।

উনিশে সকালে প্রভু সাঁইবোনা যান
পল্লী পরিবেশে এই সুপ্রাচীন স্থান।
অতি জীর্ণ দেবালয়ে শ্রীনন্দদুলাল
বিরাজেন ব্যাপি বহু শতবর্ষকাল।

অতীতে আছিল তাঁর বিশাল বৈভব
কালস্রোতে লুপ্ত প্রায় এবে সেই সব।
ইতিপূর্ব্বে হেথাকার ভক্ত অছিগণ
করেছে এ মন্দিরাদি প্রভুরে অর্পণ।
সারাদিন চলে হেথা কৃপা বিতরণ
ধন্য হয় দর্শনার্থী ভক্ত অগণন।
ভক্তগৃহে পদার্পণ সন্ধ্যায় অদূরে
মণিরামপুরে আর চন্দনপুকুরে।
পরবর্ত্তী তিন দিন ভ্রমি বহু স্থান
দিকে দিকে দেন জীবে পথের সন্ধান।

গঙ্গেশ্বরানন্দজীর জন্মশতাব্দীতে
বম্বেতে মহোৎসবে হবে যোগ দিতে।
উদাসীন গোষ্ঠীশ্রেষ্ঠ সন্ত বর্ষীয়ান
করেছেন শ্রদ্ধাভরে প্রভুরে আহ্বান।
বিমানে তেইশে পৌষ প্রভু সে কারণ
বোম্বাই-এর সান্তাক্রুজে উপনীত হন।
উৎসবের প্রতিনিধি সহ বহু জন
মাল্যাদির দ্বারা করে স্বাগত জ্ঞাপন।
বিমান-সেবিকাগণ আর পাইলট
প্রণমিল আসি ত্বরা প্রভুর নিকট।
বাসুদেব সাঙ্গেরিয়া মহাভাগ্যবান
দরিয়ামহলে তার গৃহে অবস্থান।
পরদিন প্রাতে যান মহোৎসব স্থলে
ব্যবস্থার বিশালত্বে বিস্মিত সকলে।
লক্ষাধিক নরনারী বসিবার মত
রয়েছে অভাবনীয় সুষ্ঠু বন্দোবস্ত।
বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ শত আট জন
পাঠ করে শ্রদ্ধাভরে শ্রীশ্রীরামায়ণ।
অন্যদিকে অনুরূপ সংখ্যক পণ্ডিত
ভাগবত পাঠ করে নিষ্ঠার সহিত।

মা আনন্দময়ী সহ বহু মহাজন
উৎসব কারণ হেথা হাজির এখন।
মা-র দ্বারা উৎসবের হল উদ্বোধন
পঁচিশে প্রভুর হিন্দী লিখিত ভাষণ।
এম.পি এম.এল.এ. মন্ত্রী সহ বহু জন
এ দু'দিনে শ্রীচরণে লইল শরণ।
ছাব্বিশে বিমান যোগে যাত্রা পুনরায়
দমদমে উপনীত হলেন সন্ধ্যায়।
অর্দ্ধশতাধিক ভক্ত বিমানবন্দরে
প্রভুরে ঘিরিয়া ধরে মুহূর্ত্ত ভিতরে।
প্রতীক্ষালয়েতে শুরু করেন প্রার্থনা
যোগ দেয় ক্রমে আরও শতাধিক জনা।
প্রার্থনার পর শুরু ভাষণ মধুর
আনন্দে সবার তায় প্রাণ ভরপুর।
পরে বেদবিদ্যালয়ে শুভ পদার্পণ
দরশন হল সেথা লক্ষ্মীনারায়ণ।
মিলন মঠেতে গিয়ে স্বল্পকাল পরে
দরশন শ্যামরাণী শ্রীশ্যামসুন্দরে।
কলিকাতাবাসী দুই ভক্তগৃহে যান
স্বজনপ্রয়াণ শোকে তারা মুহ্যমান।
সান্ত্বনা প্রদানে শোক করি নিবারণ
আর এক রোগিণীকে দেন দরশন।
সাদার্ন এভিন্যু-এ দ্বাদশ তলায়
ভোগ ও বিশ্রাম হল রাতের বেলায়।
প্রাতে পুনঃ পরদিন পৌষের সাতাশে
ফলভোগ অন্তে যাত্রা সাগর উদ্দেশে।
দুপুরের অন্নভোগ কচুবেড়িয়াতে
যোগেন্দ্রমঠেতে যান দশটায় রাতে।
ক্রমে ক্রমে ভিড় জমে সাগর সঙ্গমে
সংক্রান্তির সমাগমে ওঠে তা চরমে।
লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সঙ্গে মিলে মিশে
করেন সাগরে স্নান পরম হরিষে।

করিলেন পরিক্রমা কপিল মন্দির
শ্বাসরোধকারী সেথা মারাত্মক ভিড়।
স্নান সারা—পুণ্যার্থীরা যায় ফিরে ঘরে
যায় যত সাধুসন্ত বিলম্ব না করে।
সদলে আছেন শুধু প্রভু ভাঙ্গা হাটে
পুণ্য মাঘে যজ্ঞ যাগে সিংহভাগ কাটে।
ছ'টি লঘু বিষ্ণুযজ্ঞ তিন দিন ক'রে
মাঘের দশই হতে চলে নিষ্ঠাভরে।
প্রভুর প্রেমের টানে প্রাণের আহ্বানে
ভক্তগণ ভিড় পুনঃ করে এই স্থানে।
অন্তরঙ্গ কণ্ঠে ক'ন আগন্তুকগণে—
"প্রায়শ্চিত্ত সেরে কাল বসিবি আসনে।
তোদেরকে চাই দিতে 'লিফ্‌ট্‌' এইবার
ঘুচাইতে চাই সব দুঃখ হাহাকার।"
এ প্রকার প্রেম আর ব্যাকুলতা হেরি
আঁখিদ্বয় সিক্ত হয় শীঘ্র অনেকের-ই।
চলে অযাচিতভাবে কৃপা বিতরণ
দীক্ষা উপদেশ মন্ত্র-চৈতন্যকরণ।
এখানেই শেষ নয় এ মহালীলার
কৃপার ভাণ্ডার দ্বার উন্মুক্ত এবার।
প্রেমময় সীতারাম হেথা অবশেষে
নিজেরে বিলিয়ে যেন দিলেন নিঃশেষে।
কল্পতরুরূপে মত্ত হয়ে জীবোদ্ধারে
সুদুর্লভ ব্রাহ্মীদীক্ষা দেন নির্বিচারে।

কালনা-নিবাসী এক শিষ্যা বার বার
নিজেরে 'কমলা' বলি করিছে প্রচার।
'তুমি মোর স্বামী' বলে ওঙ্কারেশ্বরে
সে সবা সমক্ষে আত্মসমর্পণ করে।
সে সময় রসময় হেসে তারে বলে—
"'আর্য্যপুত্র' বলি 'এ'কে ডাকিস্ তা'হলে।
এ ব্যাপারে লভিবারে প্রভুর স্বীকৃতি
মায়ীটি তৎপর হয় অতঃপর অতি।

সরল শিশুর মত প্রভু নির্ব্বিকার
কহিলেন—"কোষ্ঠী কোথা করাব বিচার।"
জ্যোতিষীরা অনেকেই বিচারের পরে
মায়ীটির অনুকূলে মত ব্যক্ত করে।
এ খবর চারিদিকে রটিল যেক্ষণে
গুঞ্জনের রূপান্তর ঘটে আলোড়নে।
জানালেন লিখে তাই প্রভু এ বিষয়—
"কমলা তো জোনাকীর মত তুচ্ছ নয়
জেনে রাখ বাস্তবিক কমলা যে হবে
'এ'র মত হবে তার প্রকাশ এ ভবে।
ত্যাগে তপস্যায় ফুটে উঠিবে সে জন
প্রচারের নাহি তার হবে প্রয়োজন।
ওসব ভেবে কি কিছু হবে সমাধান?
তপোবলে কর্ লাভ তোরা ভগবান।
কমলা তোদের লক্ষ্য নয় কদাচন
তোদের জীবনে লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন।"

বিচিত্র অবস্থা এল প্রভুর এবার
দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা আচরণ তাঁর।
ক'ন—"যোগ হল শেষ এল ধ্রুবা স্মৃতি
নেমেছেন ভগবান এল অনুভূতি।
অচিরেই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে
স্বধর্ম্মে স্বকর্ম্মে রবে নিয়োজিত সবে।
শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজক অবস্থা এখন
পাঠ্যসূচী পাল্টে দেয়া আশু প্রয়োজন।
কৃত্তিবাস কাশীদাস ভক্তকবি কৃত
মহাকাব্য দু'টি পাঠ্য হবে প্রথমতঃ।
তারপর ভাগবত-আদি ক্রমে ক্রমে
সব শেষে পাঠ্য বেদ শিক্ষার চরমে।"
পরিবর্ত্তিত এই অবস্থার সাথে
শিষ্যভক্তগণ খাপ না পারে খাওয়াতে।
এ দাসও লীলার জালে পড়ে দিশেহারা
না পারে বুঝিতে কোথা শুরু আর সারা।

যদিও তুমিই দেব চালাও সর্ব্বথা
এ সত্য বিস্মৃত হয়ে কর্ত্তা সাজি বৃথা।
তোমারি ইচ্ছায় লীলাচিন্তার প্রয়াস
তোমারি কৃপায় এই ছন্দের বিন্যাস।
তোমারি ভাব ও ভাষা করি মূলধন
লীলাচিন্তনের এই ক্ষুদ্র আয়োজন।
তব ইচ্ছা এ জীবনে হোক্ শেষ কথা
বিচার করিতে যেন না যাই অযথা।
চরম আশ্রয় হোক্ ও দু'টি চরণ
এত বলি করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯৫)

।। মহামিলন মঠে অন্নসত্র—১৩৮৭।।
।। দিল্লীতে জন্মোৎসব।। সবাই শ্রীগুরুর বিগ্রহ।।
।। স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত কীর্ত্তনাদি বর্জ্জনীয়।।
।। গুরুমার প্রতি আনুগত্য।। নাটকাভিনয়।।

সাগর সঙ্গম হতে ভোরে* যাত্রা করি
এলেন মিলন মঠে প্রভু সরাসরি।
শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাণী করিয়া স্মরণ
দাশরথি অন্নসত্র আজি উদ্বোধন।
ইতিমধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার সাম্রাজ্য
হয়েছে বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠার কার্য্য।
এ প্রসঙ্গে শ্রীলেখনী বিনিঃসৃত বাণী—
"....শ্রীশ্যামসুন্দর রাজা রাণী শ্যামরাণী।

* মাঘী সংক্রান্তি (১৩৮৭) র ভোরে।

দানের বিভাগে শিব আর অন্নপূর্ণা
গরুড় ও মহাবীর সেবায় দু'জনা।
নরনারায়ণগণে প্রার্থনা জানাই
কৃপা করি আপনারা আসুন সবাই,
অন্নপূর্ণা মাতাজীর প্রসাদ গ্রহণে
করুন কৃতার্থ দীন এ সেবকগণে।"
যাত্রায় বিলম্ব কিছু ঘটেছে সাগরে
পৌঁছিলেন তাই মঠে মধ্যাহ্নের পরে।
গুরুমার পাদপদ্মে প্রণাম না করে
অন্নভোগ আজ নাহি হবে দ্বিপ্রহরে।
শ্রীডুমুরদহ সহ ভ্রমি বহু স্থান
গুরুধাম দিগসুয়ে রাতে পঁহুছান।
গুরুমাতা পদে শ্রদ্ধা নিবেদন করে
ফিরিলেন মঠে পুনঃ স্বল্পকাল পরে।
অতঃপর ফাল্গুনের প্রথম দিবসে
সন্ধ্যার বিমানে যাত্রা দিল্লীর উদ্দেশে।
সুজন সিং-এর গৃহে শুভ অবস্থান
হেথায় সে জন্মোৎসবে উদ্যোগী প্রধান।
পরদিন অভিজাত বিজ্ঞান ভবনে
উৎসবেতে যোগ দিতে গেলেন সগণে।
এই অনুষ্ঠানে অংশ করিতে গ্রহণ
এল বহু গণ্যমান্য ধর্ম্মনেতাগণ।
বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধি শত শত
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সমাগত।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ খৃষ্ট সুফীগণ
সভায় প্রভুরে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
জৈনগুরু মুনিবর সুশীল কুমার
প্রভুপদধূলি যাচে গৃহে আপনার।
বিজ্ঞান ভবনে সভা হলে সমাপন
করিলেন প্রভু তার গৃহে পদার্পণ।
রাত্রিকালে গুরু এক অভিনব লীলা
সঙ্গীদলে 'তুই' স্থলে 'আপ্‌নি' করে বলা।

প্রভু কন—"শ্রীগুরুর বিগ্রহ সবাই
সবারে 'আপনি' তাই বলিবারে চাই।"
পরদিন ব্যাখ্যা করি বলেন আবার—
"যিনি নিত্য বিরাজিত সবার মাঝার,
সে দেহীরে আর স্থূল দেহেরে এখন
পৃথক্ ভাবেতে করি স্পষ্ট বিলোকন।
এই দৃষ্টি বলবৎ রহে যতক্ষণ
'তুই' 'তুমি' মুখে নাহি হয় উচ্চারণ।
অবশভাবেই বলি 'আপ্‌নি' সর্ব্বজনে
আপ্‌নাদেরও অনুরূপ বলিব এক্ষণে।"

জন্মোৎসবে বঙ্গদেশে কৃপা বর্ষিবারে
দিল্লী হতে যাত্রা পুনঃ ফাল্গুনের চারে।
ব্যোমযানে প্রথমতঃ পাটনাতে নেমে
রাঁচীতে গেলেন এক বিখ্যাত আশ্রমে।
প্রবেশ করেই সেথা দেখিবারে পান
চলিছে কীর্ত্তন-আদি নানা অনুষ্ঠান।
পুরুষমণ্ডলী মাঝে বসি মায়ীগণ
করিছে একত্রে একই মঞ্চেতে কীর্ত্তন।
অনতিবিলম্বে প্রভু বাহিরেতে এসে
লেখেন আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশে—
"পুরুষের মাঝে বসি মায়েরা যেথায়
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে কিম্বা গান গায়,
সেইস্থানে অবস্থানে আছে 'এ'র মানা
'এ'র এই অক্ষমতা করুন মার্জ্জনা।
মায়েদের স্থান হল অন্দর মহল
বিপর্য্যয়ে বিড়ম্বনা বাড়য়ে কেবল।
মায়েদের পাদপদ্মে জানিয়ে প্রণাম
পুনরায় ক্ষমা চায় দাস সীতারাম।"

পরদিন গুরুমার পূজিতে চরণ
সন্ধ্যাকালে দিগসুয়ে উপনীত হন।

দানের বিভাগে শিব আর অন্নপূর্ণা
গরুড় ও মহাবীর সেবায় দু'জনা।
নরনারায়ণগণে প্রার্থনা জানাই
কৃপা করি আপনারা আসুন সবাই,
অন্নপূর্ণা মাতাজীর প্রসাদ গ্রহণে
করুন কৃতার্থ দীন এ সেবকগণে।"
যাত্রায় বিলম্ব কিছু ঘটেছে সাগরে
পৌঁছিলেন তাই মঠে মধ্যাহ্নের পরে।
গুরুমার পাদপদ্মে প্রণাম না করে
অন্নভোগ আজ নাহি হবে দ্বিপ্রহরে।
শ্রীডুমুরদহ সহ ভ্রমি বহু স্থান
গুরুধাম দিগসুয়ে রাতে পঁহুছান।
গুরুমাতা পদে শ্রদ্ধা নিবেদন করে
ফিরিলেন মঠে পুনঃ স্বল্পকাল পরে।
অতঃপর ফাল্গুনের প্রথম দিবসে
সন্ধ্যার বিমানে যাত্রা দিল্লীর উদ্দেশে।
সুজন সিং-এর গৃহে শুভ অবস্থান
হেথায় সে জন্মোৎসবে উদ্যোগী প্রধান।
পরদিন অভিজাত বিজ্ঞান ভবনে
উৎসবেতে যোগ দিতে গেলেন সগণে।
এই অনুষ্ঠানে অংশ করিতে গ্রহণ
এল বহু গণ্যমান্য ধর্ম্মনেতাগণ।
বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধি শত শত
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সমাগত।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ খৃষ্ট সুফীগণ
সভায় প্রভুরে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
জৈনগুরু মুনিবর সুশীল কুমার
প্রভুপদধূলি যাচে গৃহে আপনার।
বিজ্ঞান ভবনে সভা হলে সমাপন
করিলেন প্রভু তার গৃহে পদার্পণ।
রাত্রিকালে গুরু এক অভিনব লীলা
সঙ্গীদলে 'তুই' স্থলে 'আপ্‌নি' করে বলা।

প্রভু কন—"শ্রীগুরুর বিগ্রহ সবাই
সবারে 'আপনি' তাই বলিবারে চাই।"
পরদিন ব্যাখ্যা করি বলেন আবার—
"যিনি নিত্য বিরাজিত সবার মাঝার,
সে দেহীরে আর স্থূল দেহেরে এখন
পৃথক্ ভাবেতে করি স্পষ্ট বিলোকন।
এই দৃষ্টি বলবৎ রহে যতক্ষণ
'তুই' 'তুমি' মুখে নাহি হয় উচ্চারণ।
অবশভাবেই বলি 'আপ্‌নি' সর্ব্বজনে
আপ্‌নাদেরও অনুরূপ বলিব এক্ষণে।"

জন্মোৎসবে বঙ্গদেশে কৃপা বর্ষিবারে
দিল্লী হতে যাত্রা পুনঃ ফাল্গুনের চারে।
ব্যোমযানে প্রথমতঃ পাটনাতে নেমে
রাঁচীতে গেলেন এক বিখ্যাত আশ্রমে।
প্রবেশ করেই সেথা দেখিবারে পান
চলিছে কীর্ত্তন-আদি নানা অনুষ্ঠান।
পুরুষমণ্ডলী মাঝে বসি মায়ীগণ
করিছে একত্রে একই মঞ্চেতে কীর্ত্তন।
অনতিবিলম্বে প্রভু বাহিরেতে এসে
লেখেন আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশে—
"পুরুষের মাঝে বসি মায়েরা যেথায়
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে কিম্বা গান গায়,
সেইস্থানে অবস্থানে আছে 'এ'র মানা
'এ'র এই অক্ষমতা করুন মার্জ্জনা।
মায়েদের স্থান হল অন্দর মহল
বিপর্য্যয়ে বিড়ম্বনা বাড়য়ে কেবল।
মায়েদের পাদপদ্মে জানিয়ে প্রণাম
পুনরায় ক্ষমা চায় দাস সীতারাম।"

পরদিন গুরুমার পূজিতে চরণ
সন্ধ্যাকালে দিগসুয়ে উপনীত হন।

কালনা ও বিদেশেতে গমন ব্যাপারে
করেন বারণ গুরুমাতা বারে বারে।
কিছু কটু কথা কেহ করে সংযোজন,
আবেগ-জড়িত কণ্ঠে প্রভু ত্বরা ক'ন—
"শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা করি উল্লঙ্ঘন
কেমনে করিব তব আদেশ পালন!
পারিব না করিবারে আমি হেন কাজ
আপনি করুন ক্ষমা এ দাসেরে আজ।"
অতঃপর জন্মস্থান কেওটাতে যান
মাতুল-আলয়ে রাতে শুভ অবস্থান।
সে রাতে বিরত র'ন আহার্য্য গ্রহণে
বিনিদ্র রজনী কাটে 'কণ্টক' শয়নে।
ভোর হতে না হতেই দিগসুয়ে গিয়ে
গুরুমার পা দু'খানি ধরেন জড়িয়ে।
কহেন কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে—
"করুন করুণা দাসে সুপ্রসন্ন চিতে।
সব অপরাধ 'এ'র করুন মার্জ্জনা,
কালনা বা আমেরিকা কোথাও যাব না।
আমি দাস আপনার বুঝিয়াছি সার
তব আজ্ঞা বিনা কোথা নাহি যাব আর।"
গুরুমার অশ্রু আর না মানে শাসন
তিনিও করেন শুরু কাঁদিতে তখন।
আঁখিজলে এক পলে সব পরিস্কার
গ্লানিমুক্ত হল চিত্ত সত্বর দোঁহার।
কেওটায় ফিরিলেন প্রভু ত্বরা করে
আজ হেথা জন্মোৎসব মহা আড়ম্বরে।
এই কালে শুরু লীলা আরেক নূতন
গোবর ও গঙ্গামাটি শ্রীঅঙ্গে লেপন।
স্নানের আগে ও পরে অতি যত্ন সহ
মাখেন এ দ্রব্য দুটি সর্ব্বাঙ্গে প্রত্যহ।

কেওটা মিলনমঠ সহ নানা স্থলে
বঙ্গভূমে জন্মোৎসব সাত দিন চলে।

মঠেতে উৎসব হল ফাল্গুন দ্বাদশে
সেই সাথে জন্মোৎসব সাঙ্গ বঙ্গদেশে।
ফাল্গুনের ত্রয়োদশে মঠে রাত্রিবেলা
হল অতি অনুপম অভিনয় লীলা।
পূর্ব্ব প্রস্তুতির কোন নাই অবসর
নাট্যগ্রন্থাদির প্রশ্ন হেথা অবান্তর।
স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনয় কি বা অতুলন
অত্যুত্তম এ লীলায় আত্ম-উন্মোচন।
তাঁর দিব্য দৃষ্টিপথে যে সত্য মহান
মধ্যাহ্নের শত সূর্য্য সম দীপ্যমান,
যে সত্য বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা কারণে
চলিছে সংগ্রাম সদা কায়বাক্যমনে।
জগতের সামূহিক কল্যাণের তরে
সেই সত্য যেন মূর্ত্ত নাট্যমঞ্চোপরে।
অলিখিত নাটকের দুইটি পর্য্যায়
প্রভু অবতীর্ণ দুই মুখ্য ভূমিকায়।
প্রথমাংশে ছদ্মবেশে পুরুষ-উত্তম
পরে কৃষ্ণরূপে যেন কৃষ্ণই স্বয়ম্।
সেবক গোপাল মিত্র ব্রহ্মাবেশধারী
কিঙ্কর মহিমানন্দ শিব ত্রিপুরারী।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত আরো বহু জন
নানাবিধ ভূমিকায় দিল দরশন।
মঞ্চে ভগবান কৃষ্ণ ক'ন ব্রহ্মা প্রতি—
"কলিজীব পাপে দুষ্ট তাই তো দুর্গতি।
কলিকবলিত জীবে উদ্ধার কারণ
ভগবৎ-নাম মর্ত্ত্যে হল প্রবর্ত্তন।
নাম করে করে যবে হবে পাপক্ষয়
সে শুভ সময়ে হবে জ্ঞানের উদয়।
জ্ঞান হলে যাবে চলে বহুত্ব দর্শন
'তুমি সব' অনুভব আসিবে তখন।......
ভগবান পঞ্চানন করহ শ্রবণ
স্থূলে ধ্বংস আর নাহি হবে প্রয়োজন।

'বাসুদেব সব' এই জ্ঞানের প্রভাবে
ধ্বংসকার্য্য সম্পাদন সূক্ষ্মে হয়ে যাবে।''
যুধিষ্ঠির উদ্ধবাদি মঞ্চে উপস্থিত
কিছুক্ষণ কথা হল তাদের সহিত।
কহিলেন অতঃপর—''শোন ভীম দাদা
এবে আর প্রয়োজন নাহি হবে গদা।.....
এসো এসো প্রাণপ্রিয় হে অর্জ্জুন ভাই
গাণ্ডীব ধনুর আর প্রয়োজন নাই।.....
শোন শোন সহদেব নকুল সাত্যকি
কেন এ উৎসব আজি জান সে সত্য কি?
এসেছেন মা আমার জগৎ-জননী
তাঁরই অধীনে রবে সমগ্র ধরণী।....
অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োজন নাহিক এবার
নাম শুধু নামবলে হবে কার্য্যোদ্ধার।.....
শোন দাম বসুদাম শ্রীদাম সুদাম
হে সখা সুবল নাম কর অবিরাম।
এসো হে গরুড় আর এসো হনুমান
সেবাতেই সমর্পিত সদা তব প্রাণ।
কলিযুগে বিপর্য্যস্ত যদ্যপি সকল
সেবায় তোমরা তবু আজো অবিচল।
শোন হে মরীচি অত্রি পুলস্ত্য পুলহ
তোমরা দুঃসহ তপে মগ্ন অহরহ।
বিশ্বামিত্র কি বিচিত্র তপস্যা তোমার,
তপোবলে ধর্ম্মরক্ষা কর এইবার।
বৎসগণ ঋষিগণ সখা সঙ্গীগণ
বিশ্বের কল্যাণে এসো করি সঙ্কীর্ত্তন—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।''
অভিনব অভিনয় করি আস্বাদন
ধন্য আজি উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ।

কোন্‌টা যে অভিনয় কোন্‌টুকু লীলা
তা বোঝার বোধ প্রভু দাসেরে না দিলা।

তার ফলে গোলমেলে লাগে সবটাই
হিসাব মেলাতে গিয়ে হিমসিম খাই।
কখনো বা অভিনয় সত্য মনে হয়
লীলাটিরে মনে হয় কভু অভিনয়।
জয় জয় মহালীলা জয় লীলাময়
জয় মহা অভিনেতা জয় অভিনয়।
জয় জয় ভাগ্যবান ভকতমণ্ডলী
চর্ম্মচক্ষে অপরোক্ষে দেখিলা সকল-ই।
বার বার সবাকার ঘোষি উচ্চে জয়
দাস জনার্দ্দন বন্দে শ্রীচরণদ্বয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯৬)

।। দিল্লী বৃন্দাবন সহ বহু স্থানে পরিক্রমা—১৩৮৭ ।।
।। মূল্য হ্রাস-করণ লীলা ।। দিব্যজ্ঞান ।। গুরু নিষ্ঠা ।।
।। অযোধ্যায় ভাণ্ডারা ও ভাষণ ।। বাংলায় স্বল্পক্ষণ ।।
।। দোলে দিল্লী ।।

অভিনয় সাঙ্গ হয় নিশা অবসানে
অতঃপর দিল্লী যান চড়ি ব্যোমযানে।
পরদিন পনেরই গীতা জয়ন্তীতে
প্যাটেল নগরে প্রাতে যান যোগ দিতে।
শ্রীশঙ্করাচার্য্য সহ বহু ধর্ম্মনেতা
মহাসম্মেলনে হন উপস্থিত হেথা।

নিকলসন স্কোয়ারেতে স্নানের সময়
শ্রীঅঙ্গে লেপন লাগি না জোটে গোময়।
বিকল্প বস্তুর বহু করেন সন্ধান
গঙ্গা কিম্বা যমুনার মাটিও না পান।

যে পদার্থ প্রয়োজন প্রায় প্রতিদিন
সঙ্গীগণ আহরণ কার্য্যে উদাসীন।
সবাকার এ প্রকার হেরি আচরণ
দয়াময় অতিশয় কোপাবিষ্ট হন।
সেবকের অপরাধ করিবারে ক্ষয়
এ ক্রোধ কেবল বুঝি বাহ্য অভিনয়।
স্বল্প পরে স্নিগ্ধস্বরে কহেন আবার—
"পাপক্ষয় তরে করি তোদের প্রহার।
লাগুক আমার হাতে মারের সময়
তবু তো তোদের তা'তে হবে পাপক্ষয়।"
সতেরোই* দিল্লী হতে বৃন্দাবনে যান
গায়ে মাটি মেখে হল যমুনাতে স্নান।
মাল্যবতী আশ্রমেতে ভোগ দ্বিপ্রহরে
বাহির হলেন পথে স্বল্পক্ষণ পরে।
বাজারে চালের মূল্য হ্রাস করিবারে
দিলেন প্রচুর অর্থ ** এক দোকানদারে।
চারি আনা সেরে চাল করিতে বিক্রয়
দিলেন নির্দ্দেশ তারে প্রভু এ সময়।
বোঝালেন পণ্যমূল্য হ্রাসের পদ্ধতি
উদ্ভাবিত হয়েছে যা অতীব সম্প্রতি।
এ বিষয় দয়াময় কহেন তখন—
"দোকানেতে গেল, ধর্, কেউ একজন।
সহস্র সংখ্যক মুদ্রা করিয়া প্রদান
খরিদ করিল চাল বহু পরিমাণ।
বিক্রেতারে চুপিসাড়ে কহে এক ফাঁকে—
চাল টাকা দুই-ই দেয়া হল আপনাকে।
চারি আনা সের দরে আপনি এক্ষণে
আমাদের প্রাপ্য চাল দিন ক্রেতাগণে।
দীন-দুঃখীদের দূর হবে দুর্গতি
আপনারও লাভ ছাড়া নাহি হবে ক্ষতি।
চাল ডাল নুন তেল বস্ত্র আদি সব
এইভাবে করা যাবে সহজে সুলভ।"

---

* ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ (1.3.1981)। ** ২৩০০ টাকা।

অতঃপর পুণ্য ক্ষেত্র হরিদ্বার ঘুরে
কানপুর হয়ে প্রভু গেলেন বিঠুরে।
সস্ত্রীক অমর মুখোঃ • মহাভাগ্যবান
তার গৃহে এক রাত্রি শুভ অবস্থান।
রাত্রিকালে ভোগপর্ব্ব হলে সমাপন
করেন এ দম্পতিরে কৃপা বরিষণ।
দেন দীর্ঘ উপদেশ অতি চমৎকার—
"…..যাবৎ বাসনা আছে তাবৎ সংসার।
স্থূল এই দেহ হল কোষ অন্নময়
পঞ্চপ্রাণে প্রাণময় কোষ বলা হয়।
মন বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় মনোময় কোষ
দিব্যজ্ঞান লাভে দূর হয় দেহ দোষ।
সুদুর্লভ এই দিব্যজ্ঞানের প্রকাশে
অজ্ঞানের অবসান—সর্ব্বজ্ঞতা আসে।
কে আমি কোথায় আমি আছিলাম আগে
এ সকল স্মৃতি চিত্তে এই কালে জাগে।
স্থূল তথা অন্নময় কোষের শোধন
আহার সংযম বিনা না হয় কখন।
বাহিরের খাদ্য করি সর্ব্বথা বর্জ্জন
ফল ও দুগ্ধাদি হবে করিতে গ্রহণ।
শুদ্ধাহার গুণে শেষে যায় দেহবোধ
তখন না রহে কাম নাহি রহে ক্রোধ।
….ইচ্ছা হয় সংসারেতে কর অবস্থান
অথবা বেরিয়ে এস যদি চায় প্রাণ।
কর্ম্ম বিনা কোন জনা এ ধরণী 'পরে
নাহি পারে তিষ্ঠিবারে ক্ষণিকের তরে।
গুরু-নির্দ্দেশিত কর্ম্ম করি হও ধন্য
আপন ইচ্ছারে কভু না দিবে প্রাধান্য।
শ্রীগুরুর ইচ্ছাটাই হোক্ শেষ কথা
বিচার করিতে তাঁরে যেও না অযথা।
'এ'র দিকে লক্ষ্য করে দেখ একবার
গুরুদেব চেয়েছেন শ্রীনামপ্রচার,

• শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায় ও মুক্তিমা (কানপুর)—শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট সেবক।

চেয়েছেন আর তিনি লোক-উপকার
'এ' তা-ই করিছে সদা ভৃত্যরূপে তাঁর।
এভাবে হয়ত 'এ'কে পাবেনা কখন
কহিলাম এত কথা তাই এতক্ষণ।
তোমাদের দেয়া হল দীক্ষাদানে ভার
তদুপরি ব্রহ্মমন্ত্র দানে অধিকার।
'এ'র কাজ মিটে এল তোমরা এখন
কর 'এ'র কার্য্যভার সযত্নে গ্রহণ।
মিটে গেল অর্থ হল এ দেহের দ্বারা
বেশী কিছু কাজ আর নাহি যাবে পারা।
এ দেহে অমিত শক্তি আসিবে আবার
আসিবে এ সিদ্ধ দেহে কর্ম্মের জোয়ার।...."
প্রয়াগ ও লক্ষ্ণৌয়েতে পরিক্রমা শেষে
সন্ধ্যারাতে অযোধ্যাতে পৌঁছান পঁচিশে।
কিঙ্কর সচ্চিদানন্দ মহা সমাদরে
গুরুধাম আশ্রমেতে অভ্যর্থনা করে।
প্রভুর নির্দ্দেশে স্বল্প সময় মাঝার
ব্যবস্থা সম্পন্ন হল সাধু ভাণ্ডারার।
সে রাতেই সাধু প্রায় পাঁচ শত জন
চর্ব্ব্য চূষ্য ভোজনেতে পরিতৃপ্ত হন।
সব শেষে ভোর রাতে প্রভু লীলাময়
ভাষণ দিলেন সেথা সুদীর্ঘ সময়।
শিব দরশন হতে বিবিধ ঘটনা
একে একে সবিস্তারে করেন বর্ণনা।
মহাজীবনের এক আলেখ্য অচিন্ত্য
ভাবে ও ভাষায় হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।
সাম্প্রতিক ঘটনার সূত্র ধরে কন—
"সব খেলা খেলিছেন সেই একজন।
সীতারাম করে নাই কোন অপরাধ
খেলাঘরে তবু তার কত অপবাদ।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে 'এ' নাহি হয় পাপী
যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে তথাপি।

রামচন্দ্র জানিতেন নিষ্কলুষ সীতা
তবু লোকশিক্ষা লাগি মাতা নির্ব্বাসিতা।
কীটাদির হয় যদি অধর্ম্মেতে মতি
তার ফলে ধরাতলে নাহি হয় ক্ষতি।
সাধুগণ যবে হন পাপ-পথচারী
ফল হয় বিষময় সুদূরপ্রসারী।
ভগবান সমাধান মানসে তখন
ধরা 'পরে ত্বরা করে অবতীর্ণ হন।..."
বেশ কিছুক্ষণ আগে হয়েছে প্রভাত
সেদিকে খেয়াল হল এবার হঠাৎ।
সেবকেরে ব্যস্তভাবে কহেন সত্বর—
"চল্ সস্তা করে আসি জিনিসের দর।"
অবিলম্বে পুণ্যধামে ভ্রমি বহু স্থান
চালালেন দ্রব্যমূল্য হ্রাস অভিযান।
ভোগ অন্তে তৈলযানে করি আরোহণ
ভোর রাতে কাশীধামে উপনীত হন।
গঙ্গাতীরে রামাশ্রমে সারাদিন প্রায়
বহু জনে ব্রাহ্মীদীক্ষা দানে কেটে যায়।
গয়া-মধুপুর আদি পরিক্রমা শেষে
এলেন দোসরা চৈত্র প্রাতে বঙ্গদেশে।
সর্ব্বত্রই ব্যাকুলিত শিষ্যভক্তগণে
করেন কৃতার্থ কৃপাধারা বরিষণে।
সেই সাথে পণ্যমূল্য করিবারে হ্রাস
যথারীতি চলে নিতি অক্লান্ত প্রয়াস।
হাওড়া ষ্টেশন হতে চড়ি তৈলযান
কলিকাতা নগরীর উত্তরেতে যান।
অসুস্থ জিতেন দে-কে দিয়ে দরশন
পুস্তক ভাণ্ডারে * নিম্নে করেন গমন।
কতিপয় গ্রন্থ ক্রয় করি তথা হতে
চলিলেন গুরুধামে কাঁকুড়গাছিতে।
স্বরূপানন্দের** নাহি মিলিল দর্শন
ফিরিলেন তথা হতে ত্বরা সে কারণ।

* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ** শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ পরমহংস (বাবামণি)।

চাল বিক্রেতাকে এক দেখি পথ পাশে
অবিলম্বে চেষ্টান্বিত হন মূল্য হ্রাসে।
সস্ত্রীক সে চালওলা মহাভাগ্যবান
দু'জনারে যেচে মন্ত্র করিলেন দান।
মধ্যাহ্নে মিলন মঠে অন্নভোগ শেষে
তৈলযানে যাত্রা পুনঃ মগরা উদ্দেশে।
কুন্তীনদী তীরে শোভে 'আনন্দ কানন'
অখণ্ড কীর্ত্তন সেথা চলে সর্ব্বক্ষণ।
নামী সমাগমে নাম মুহূর্ত্তে উদ্দাম,
সম্মুখে বিরাজে এক চালের গুদাম।
মূল্য হ্রাস পর্ব্ব সেথা করি সমাপন
দিগসুয়ে গুরুগৃহে করেন গমন।
গুরুমার পদে শ্রদ্ধা নিবেদন করে
তাঁরই নির্দ্দেশে যান বিমানবন্দরে।
দিল্লী সহ বহুস্থানে পরিক্রমা শেষে
ফিরেছেন প্রাতঃকালে আজ বঙ্গদেশে।
দিবসের অবসানে আজই পুনরায়
নিতে হল বাংলা হতে প্রভুরে বিদায়!

লোক-উপকারে মত্ত প্রভু আজীবন
এবার নূতন মাত্রা তায় সংযোজন।
যেন জ্বালা-যন্ত্রণায় জর্জ্জর জগতে
স্বর্গের সুষমা সুখ চান এনে দিতে।
স্বার্থান্ধ এ ধরণীর অধিবাসীগণ
নাহি পারে করিবারে যোগ্য মূল্যায়ন।
আবিল দৃষ্টিতে তারা দেখিতে না পায়
উন্মাদে ও প্রেমোন্মাদে প্রভেদ কোথায়।
পরিণতি যথারীতি হল মারাত্মক
এও তব লীলা অতি বেদনাদায়ক।
এ লীলার এক কণা করি আস্বাদন
দাস জনার্দ্দন বন্দে অভয় চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯৭)

।। দোলে দিল্লী—১৩৮৭।। পঞ্চশীল পার্কে রোগ লীলা।।
জটা ছেদন—১৩৮৮।। হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে।। চালক-গুরু ভগবান।।

চৈত্র দু'য়ে বাংলা হতে দিল্লী পঁহুছান
নিকলসন স্কোয়ারেতে শুভ অবস্থান।
জয়ের জননী সহ গৃহবাসীগণ
সেবার সৌভাগ্য লাভে আনন্দে মগন।
চৈত্র ছয়ে পুণ্য তিথি দোলপূর্ণিমাতে
আনন্দে ওঠেন মাতি প্রভু সবা সাথে।
প্রভাত সময়ে বসি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আবীরে রাঙান সব শিষ্যভক্তগণে।
অসীম আনন্দে আজি প্রাণ ভরপুর
কণ্ঠে আসে অনায়াসে সুর সুমধুর—
"হোরি খেলিতে হবে হরি বলিতে হবে
নীরস কে হেন নীরবে রবে।...."
এক দিকে চলে হাতে আবীরে রঞ্জন
সেই সাথে কণ্ঠে সুর নূতন নূতন—
"হরি তোমায় হোরি দিনে যতনে সাজাব হে।
আলো করা কালো রূপে আবীর মাখাবো হে।।
শুন ওহে বনমালী বুঝা যাবে নাগরালি।
কুঙ্কুম আঘাতে তব কালো নাম ঘুচাব হে।।"
অপূর্ব্ব এ হোলি লীলা করি বিলোকন
ধন্য আজি গৃহবাসী ধন্য ভক্তগণ।

প্রভুর বয়স ঊননব্বই অধিক
প্রাচীন শ্রীঅঙ্গ নয় সুস্থ স্বাভাবিক।
মানসিক স্বাস্থ্যেরও সুস্থতা বিষয়
বিশিষ্ট সন্তানদের যথেষ্ট সংশয়।

সে কারণ নিকলসন স্কোয়ারের স্থলে
আনয়ন হল এক নিভৃত মহলে* ।
নিশ্ছিদ্র নজরদারি হেথা দিবারাতি
গৃহের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ গতি,
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগ
বহির্বিশ্বের সাথে ছিন্ন যোগাযোগ।
পাগল 'প্রশস্তি' পত্র পূর্ব্বেও প্রভুর
প্রাপ্তির সৌভাগ্যোদয় হয়েছে প্রচুর।
পরবর্ত্তীকালে তাঁর কীর্ত্তি সুমহান
সে 'শংসা'র অসারত্ব করেছে প্রমাণ।
নিখাদ ভক্তেরা করে সখেদে স্মরণ
বলেছেন মহাজন যে আপ্ত বচন—
"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।...
গুরু হতে গুরুতর নাই কিছু আর
শিষ্যের উচিত নয় গুরুর বিচার।
বিচার যাবৎ দীক্ষা না হয় গ্রহণ,
দীক্ষা অন্তে পদ প্রান্তে আত্মসমর্পণ।
গুরুর গুরুত্ব যেথা মর্য্যাদা না পায়
গুরুর অস্তিত্ব আর রহে কি তথায়!
ধবলত্ব বিনা দুগ্ধ যেমন অলীক
গুরুত্ব বর্জ্জিত গুরু সেই রূপ ঠিক।"
যাঁকে কেন্দ্র করি সারা দেশে আলোড়ন
সে প্রভু সম্প্রতি শিষ্য বালকেরে** কন—
"এত দিন ভগবান বলে ভেবে এসে
পাগল বলিছে ওরা 'এ'কে অবশেষে।
এত তাড়াতাড়ি 'এ'র বুঝে নেবে সব!
এতই সহজে 'এ'কে চেনা কি সম্ভব!"
এই মত বহু জন বহু কথা বলে।

---

* পঞ্চশীল পার্কে। ** গুরুগতপ্রাণ কিঙ্কর বালকানন্দ।

প্রভুর-ই বিচিত্র লীলা এও তো আসলে।
জয় জয় লীলাময় গুরু ভগবান
জয় তব অভিনব লীলা উপাখ্যান।
জয় জয় সত্যময় গুরু ভগবান।
কৃপা করে দাও মোরে সত্যের সন্ধান।।
জয় জয় প্রেমময় গুরু ভগবান।
সত্যে প্রিয়ে হয় যেন সহ-অবস্থান।।
জয় জয় দয়াময় গুরু ভগবান।
অপ্রিয়ে অসত্যে যেন করি প্রত্যাখ্যান।।
জয় জয় ভবভয় বিনাশক গুরু
পদ স্মরি পুনঃ করি লীলাচিন্তা শুরু।

নিভৃত নিবাসে ব্যাধি বাড়ে দ্রুতগতি
সঙ্গীগণ সে কারণ চিন্তান্বিত অতি।
সবাকার ব্যথাভার করিতে মোচন
প্রভু কন—"নাই কোন ভয়ের কারণ।
এ সব যোগের ক্রিয়া—রোগ কিছু নয়
নিরাময়ে তিন দিন দে 'এ'কে সময়।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যার নাহি ওঠে পড়ে
ডাক্তার নাড়ী তার দেখিবে কি করে!"
তৃতীয় দিবসে ব্যাধি বাড়ে অতিশয়
প্রতীক্ষার ধৈর্য্য আর কাহারো না রয়।
বৈদ্য আসি দেখে প্রভু শয্যায় আসীন
বোঝা ভার নিদ্রামগ্ন কিম্বা সংজ্ঞাহীন।
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্য্য চলে দীর্ঘক্ষণ
তবু না সম্ভব হয় রোগ নিরূপণ।
শিষ্যভক্তদের সাথে পাশে এক ঘরে
ব্যাধির বিষয় বৈদ্য আলোচনা করে।
চিন্তান্বিত কণ্ঠে শেষে কহে চিকিৎসক—
"রোগীর অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।
হতে পারে অঘটন যখন তখন
হাসপাতালে ভর্ত্তি করা শীঘ্র প্রয়োজন।"

এদিকে হঠাৎ প্রভু বসি শয্যা 'পরে
সঙ্গীশিষ্যদের ডেকে ক'ন উচ্চস্বরে—
"ওরে তোরা নিয়ে আয় খাবার সত্বর
নিয়ে আয় যত আছে ওষুধপত্তর।"
অনতিবিলম্বে দেখে সবে সেথা আসি
প্রভুর প্রশান্ত মুখে সুমধুর হাসি।
ক্ষণকাল আগে যাঁর না ছিল চৈতন্য
সে তিনি ও এ ইনি কি এক ও অভিন্ন !
শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদ্যবর
না পায় সহজ এই প্রশ্নের উত্তর।
আবার দেখিয়ে যেন দিল এ ঘটনা
মোটেই সহজসাধ্য নয় তাঁকে চেনা।

নির্ব্বাসন দণ্ড সাথে পরিচয় তাঁর
অনেক দিনের এক পুরনো ব্যাপার
কঠোর তপস্যাকালে অতীত জীবনে
রয়েছেন বহু বার স্বেচ্ছা নির্ব্বাসনে।
সীমিত গণ্ডীর মাঝে এখনো তেমন
রহেন স্বচ্ছন্দে সদা স্ব-ভাবে মগন।
দিবস ও রজনীর সিংহভাগ প্রায়
অধিকার করে তাঁর ধ্যান ও স্বাধ্যায়।
একদা বালকানন্দ হলে উপস্থিত
শুধান—"পাওয়া কি যায় এখানে নাপিত ?
উত্তর শ্রবণ করি ক'ন পুনরায়—
"সত্বর সাদরে তুই ডেকে নিয়ে আয়।"
গুরু আজ্ঞা পালনেতে হয়ে তৎপর
কিঙ্কর কিয়দ্দূর হল অগ্রসর
হেন কালে কহে এক সঙ্গী মহাবল—
"বল্ তো বাবা কি তোর একার কেবল ?
এখন বাবার জটা কাটা যদি হয়
সম্প্রদায়ে কি উত্তর দিব এ বিষয় ?"
ফিরে এসে জানাল সে বৃত্তান্ত সকল
প্রভু ক'ন—'এ'ই যাবে তুই সাথে চল্।

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা জটা কাটিবার
তা রোধিতে ত্রিজগতে সাধ্য আছে কার!"
এত বলি ধরি সেই সেবকের হাত
বাড়ালেন পথ পানে পদ অচিরাৎ।
সযতনে তুলে এনে সঙ্গীশিষ্যগণ
প্রভুরে পূর্ব্বের স্থানে করিল স্থাপন।
সঙ্কল্পে অটল প্রভু কালক্ষেপ বিনা
পরবর্ত্তী পদক্ষেপ করেন ঘোষণা—
"যাবৎ মাথার জটা না হবে ছেদন
তদবধি মৌনব্রত সাথে অনশন।"
দিন যায় রাত যায় আসে পুনঃ দিন
অনশন অবসানে সম্ভাবনা ক্ষীণ।
ব্যাকুল গোপাল মিত্র কাটাতে সঙ্কট
পাঠালো সেবকত্রয়ে প্রভুর নিকট।
শ্যামল অচল দেবু শিষ্য তিনজন
সত্বর * হাজির হল প্রভুর সদন।
উন্মুক্ত আকাশ তলে প্রভু সে সময়
রৌদ্রে বসে নগ্নপ্রায় বন্ধ আঁখিদ্বয়।
সঙ্গীশিষ্য আসি এক ডাকে বারে বারে
চোখ বুজে ক'ন প্রভু চলে যেতে তারে।
সঙ্গীগণ অনশন ভাঙ্গাবার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শ্রীচরণে নিবেদন করে।
আরেক সেবকে অতি কঠোর ভাষায়
তিরস্কার করি ত্বরা করেন বিদায়।
হেরি হেন পরিস্থিতি শ্যামল প্রভৃতি
এক কোণে ভীত মনে সঙ্কুচিত অতি।
সেদিকে ক্ষণিক পরে পড়িলে নয়ন
"এসে গেছ বাপধন"—হাসি মুখে ক'ন।
স্বল্পক্ষণ পরে ক'ন প্রভু পুনরায়—
"এখানে নাপিত পেলে ডেকে নিয়ে আয়।...."
শিষ্যত্রয় কালক্ষয় বিনা অতঃপর
ক্ষৌরকারে আনিবারে হল অগ্রসর।

---

* ৫ই বৈশাখ, ১৩৮৮

এ ব্যাপারে সহায়তা করে দারোয়ান
বাঞ্ছিত ব্যক্তির শীঘ্র মিলিল সন্ধান।
বয়সে যুবক শার্ট পায়জামা পরা
ক্রোড়স্থিত ধুতি প্রভু দেন তারে ত্বরা।
যুবক করিল সেই বস্ত্র পরিধান
প্রভু তার কানে মন্ত্র করিলেন দান।
না ছিল নূতন ক্ষুর—পুরাতনটিরে
গঙ্গাজল দ্বারা হল শোধন অচিরে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সেই শিষ্যত্রয়
পঞ্চাশ টাকায় সেটি করে নিল ক্রয়।
মস্তকমুণ্ডন শুরু হল অবশেষে
প্রভু কন এ সময় জটার উদ্দেশে—
"তোমরা আছিলে সঙ্গে বহু বৎসর
এখন বিরহে যেন হয়ো না কাতর।"
কার্য্যশেষে মৃদু হেসে পুনরায় ক'ন—
"আরশি আন্ দেখি হল শ্রীমুখ কেমন।"
পরক্ষণে সঙ্গীগণে ডেকে এনে ক'ন—
"জটাগুলি যত্নে তুলি কর্ সংরক্ষণ।
মিলন মঠেতে 'এ'র ষ্ট্যাচু হবে যবে
ডান পা ছড়ানো তার বাঁ পা মোড়া রবে,
সোজাভাবে বসা সেই মূর্ত্তির মাথাতে
অনায়াসে এই জটা পারিবি লাগাতে।"
পরে ক'ন—"আজ যদি মুক্ত রহিতাম
স্নান লাগি যমুনায় যেত সীতারাম।"
দেবু চায় যমুনায় নিয়ে যেতে ত্বরা,
সানন্দে শুধান প্রভু—"পারিবি কি তোরা ?"
বহু বাধা পার হয়ে যমুনাতে যান
গায়ে মাটি মেখে হল মহানন্দে স্নান।
স্নানান্তে আবার স্বল্প মৃত্তিকা লেপন
নিভৃত নিবাসে ফিরে ভঙ্গ অনশন।
বিদায় বেলায় প্রভু ক'ন শিষ্যত্রয়ে—
"গুরুদেব তোমাদের সঠিক সময়ে

করেছেন কৃপা করি হেথায় প্রেরণ
সুষ্ঠুভাবে হল তাই সঙ্কল্প পূরণ।"

গুরুমার আদেশেতে তেরই আষাঢ়
রাজধানী ত্যাগ করি যান হরিদ্বার।
নূতন অজ্ঞাতবাসে রাতে পঁহুছান
গঙ্গাতীরে অতিশয় রম্য এই স্থান।
সম্প্রতি কয়েকদিন মৃত্তিকা লেপনে
প্রভুর শৈথিল্য লক্ষ্য করে সঙ্গীগণে।
সেবক মাধব কহে প্রভু বিদ্যমান—
"গায়ে মাটি মেখে স্নান করে পালোয়ান।
স্নানের পরেও মাটি মাখেন আপনি,
লোমকূপ বন্ধ হয় ফলে স্বাস্থ্যহানি।"
প্রত্যুত্তরে প্রভু ক'ন—"সাধুসন্তগণ
ভস্ম বা মৃত্তিকা করে সর্ব্বাঙ্গে লেপন।
দুষ্ট পরমাণু তাই লোমকূপ পথে
দেহে প্রবেশিতে নাহি পারে কোনমতে।
গঙ্গাতীরে হরিদ্বার মহাতীর্থস্থল
দুষ্ট পরমাণু হেথা বড়ই বিরল।
সে কারণ সীতারাম ইদানীং আর
সর্ব্বাঙ্গে না মৃত্তিকার করে ব্যবহার।"
পুনরায় প্রশ্ন হয়—কোন কর্ম্মধারা
গ্রহণ-বর্জ্জন হয় স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা ?
কিম্বা কোন ঐশ্বরিক শক্তি সুমহান
করেন এ বিষয়েতে নির্দ্দেশ প্রদান ?"
প্রভু ক'ন—"একজন আছেন আপন
করেন চালনা 'এ'কে তিনি সর্ব্বক্ষণ।
এটা যন্ত্র নাই স্বাতন্ত্র্য বিন্দু পরিমাণ
যন্ত্রী গুরু-ভগবান তিনিই চালান।

অস্ত্র-পরীক্ষার কালে অর্জ্জুন যেমন
করেছিল পক্ষী-অক্ষি মাত্র বিলোকন,

এ ব্যাপারে সহায়তা করে দারোয়ান
বাঞ্ছিত ব্যক্তির শীঘ্র মিলিল সন্ধান।
বয়সে যুবক শার্ট পায়জামা পরা
ক্রোড়স্থিত ধুতি প্রভু দেন তারে ত্বরা।
যুবক করিল সেই বস্ত্র পরিধান
প্রভু তার কানে মন্ত্র করিলেন দান।
না ছিল নূতন ক্ষুর—পুরাতনটিরে
গঙ্গাজল দ্বারা হল শোধন অচিরে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সেই শিষ্যত্রয়
পঞ্চাশ টাকায় সেটি করে নিল ক্রয়।
মস্তকমুণ্ডন শুরু হল অবশেষে
প্রভু কন এ সময় জটার উদ্দেশে—
"তোমরা আছিলে সঙ্গে বহু বৎসর
এখন বিরহে যেন হয়ো না কাতর।"
কার্য্যশেষে মৃদু হেসে পুনরায় ক'ন—
"আরশি আন্ দেখি হল শ্রীমুখ কেমন।"
পরক্ষণে সঙ্গীগণে ডেকে এনে ক'ন—
"জটাগুলি যত্নে তুলি কর্ সংরক্ষণ।
মিলন মঠেতে 'এ'র ষ্ট্যাচু হবে যবে
ডান পা ছড়ানো তার বাঁ পা মোড়া রবে,
সোজাভাবে বসা সেই মূর্ত্তির মাথাতে
অনায়াসে এই জটা পারিবি লাগাতে।"
পরে ক'ন—"আজ যদি মুক্ত রহিতাম
স্নান লাগি যমুনায় যেত সীতারাম।"
দেবু চায় যমুনায় নিয়ে যেতে ত্বরা,
সানন্দে শুধান প্রভু—"পারিবি কি তোরা?"
বহু বাধা পার হয়ে যমুনাতে যান
গায়ে মাটি মেখে হল মহানন্দে স্নান।
স্নানান্তে আবার স্বল্প মৃত্তিকা লেপন
নিভৃত নিবাসে ফিরে ভঙ্গ অনশন।
বিদায় বেলায় প্রভু ক'ন শিষ্যত্রয়ে—
"গুরুদেব তোমাদের সঠিক সময়ে

করেছেন কৃপা করি হেথায় প্রেরণ
সুষ্ঠুভাবে হল তাই সঙ্কল্প পূরণ।”

গুরুমার আদেশেতে তেরই আষাঢ়
রাজধানী ত্যাগ করি যান হরিদ্বার।
নূতন অজ্ঞাতবাসে রাতে পঁহুছান
গঙ্গাতীরে অতিশয় রম্য এই স্থান।
সম্প্রতি কয়েকদিন মৃত্তিকা লেপনে
প্রভুর শৈথিল্য লক্ষ্য করে সঙ্গীগণে।
সেবক মাধব কহে প্রভু বিদ্যমান—
“গায়ে মাটি মেখে স্নান করে পালোয়ান।
স্নানের পরেও মাটি মাখেন আপনি,
লোমকূপ বন্ধ হয় ফলে স্বাস্থ্যহানি।”
প্রত্যুত্তরে প্রভু ক'ন—“সাধুসন্তগণ
ভস্ম বা মৃত্তিকা করে সর্ব্বাঙ্গে লেপন।
দুষ্ট পরমাণু তাই লোমকূপ পথে
দেহে প্রবেশিতে নাহি পারে কোনমতে।
গঙ্গাতীরে হরিদ্বার মহাতীর্থস্থল
দুষ্ট পরমাণু হেথা বড়ই বিরল।
সে কারণ সীতারাম ইদানীং আর
সর্ব্বাঙ্গে না মৃত্তিকার করে ব্যবহার।”
পুনরায় প্রশ্ন হয়—কোন কর্ম্মধারা
গ্রহণ-বর্জ্জন হয় স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা?
কিম্বা কোন ঐশ্বরিক শক্তি সুমহান
করেন এ বিষয়েতে নির্দ্দেশ প্রদান?”
প্রভু ক'ন—“একজন আছেন আপন
করেন চালনা ‘এ'কে তিনি সর্ব্বক্ষণ।
এটা যন্ত্র নাই স্বাতন্ত্র্য বিন্দু পরিমাণ
যন্ত্রী গুরু-ভগবান তিনিই চালান।

অস্ত্র-পরীক্ষার কালে অর্জ্জুন যেমন
করেছিল পক্ষী-অক্ষি মাত্র বিলোকন,

উপেক্ষিত বিহঙ্গের অন্য অবয়ব
উপেক্ষিত রাজকীয় জলুস-আদি সব,
প্রভুর-ও সমগ্র সত্তা জুড়িয়া তেমন
লোকোপকারের চিন্তা চেষ্টা অনুখন।
পরিণতি লাভ-ক্ষতি সাফল্য-ব্যর্থতা
এ সকল নিয়ে কোন নাই মাথাব্যথা।
গুরু নির্দ্দেশিত কর্ম্ম শুধু ধ্যানজ্ঞান
বিশ্বের কল্যাণে তাই উৎসর্গিত প্রাণ।
এ প্রসঙ্গে সামরিক শৃঙ্খলা বিষয়
সহসা স্মরণ পথে হইল উদয়।
সেবাধর্ম্মী সেনাকর্ম্মী চাকুরী জীবনে
রত নিত্য নির্ব্বিচারে আদেশ পালনে।
হয়ত হুকুম হল—"যাও অচিরাৎ
পদাঘাতে সৌধটিরে কর ভূমিসাৎ।"
সম্ভব কি অসম্ভব এ প্রশ্ন করার
অনুগত সৈনিকের নাই এক্তিয়ার।
বিনা বাক্যে স্বীয় লক্ষ্যে গিয়ে তৎক্ষণাৎ
শুরু করে সজোরে সে সৌধে পদাঘাত।
নূতন নির্দ্দেশ নাহি আসে যতক্ষণ
স্ব-কর্ম্ম সাধনে সেনা রহে নিমগন।
হেরি তার এ প্রকার 'উদ্ভট' প্রয়াস
সাধারণ জনগণ করে পরিহাস।
মূল তথ্য অবগত অনেকেই নয়
সৈনিক তাদের চোখে উন্মাদ নিশ্চয়।
প্রভুও এবম্‌বিধ ভ্রান্তির শিকার
প্রভেদ মূলতঃ এই দুয়ের মাঝার—
(সৈনিকে হার্দ্দিক শ্রদ্ধা করি নিবেদন
সবিনয়ে করি এই সত্য সংযোজন—)
সৈনিকের সুমহান সেবার সহিত
বিজড়িত বৃত্তিগত ব্যক্তিগত হিত।
প্রভুর শৃঙ্খলাবোধ আর আনুগত্য
সীমাহীন গুরুভক্তি হতে উৎসারিত।

এ প্রেম ও ভকতির যে না জানে স্বাদ
আবিল দৃষ্টিতে তার প্রভুও উন্মাদ।
এ দীন দাসের দৃষ্টি দুষ্টিমুক্ত নয়
তোমায় চিনিতে দেব তাই ভুল হয়।
অজ্ঞানতা ক্ষমা করি ওহে দয়াময়
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯৮)

।। হৃষীকেশে ভক্তসমাবেশ—১৩৮৮।।
।। বিদেশীয় ভক্তে কৃপা।। দুর্গাপূজায় পুষ্পাঞ্জলি।।
।। মহাযোগী হৈড়াখান বাবা।। প্রেমের ঠাকুর।।

হরিদ্বারে মাস দুই অবস্থান শেষে
অদূরে গঙ্গার তীরে যান হৃষীকেশে।
নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে শিথিল এবার
তাই প্রায় অবারিত আশ্রমের দ্বার।
নিয়মিত যাতায়াত করে ভক্তগণ
দরশনে ধন্য বহু তৃষিত নয়ন।
মন্ত্রদীক্ষা লাভে কারো পুরে অভিলাষ
ভাগ্যগুণে কেহ করে গুরুসঙ্গে বাস।
স্বামী চিদানন্দ * নামে সন্ন্যাসীপ্রবর
ভাদ্র সতেরোতে এল প্রভুর গোচর।
সুদূর সুইজারল্যাণ্ডে যোগ সম্মেলনে
চলেছেন যোগ দিতে স্বামীজী এক্ষণে।
যাত্রার প্রাক্কালে তার চাই আশীর্ব্বাদ
পরম প্রসন্ন প্রভু শুনি এ সংবাদ।

* শ্রীশিবানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ।

শুধালেন—"অসুবিধা হয় না সে.দেশে?
কতদিনে ফিরিবে এ পরিক্রমা শেষে?"
কহিলেন সবিনয়ে স্বামীজী তখন—
"পক্ষকাল চলিবে এ যোগ সম্মেলন।
নিরামিষভোজী তারা ভক্তিমান অতি
সাতিশয় শ্রদ্ধাশীল সাধুসন্ত প্রতি।"
হাততালি দিয়ে প্রভু কহেন ইঙ্গিতে
সে দেশের জনগণে হরিনাম দিতে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি প্রভুর চরণে
বিদায় নিলেন পরে স্বামীজী সগণে।

বিদেশীয় শিষ্যভক্ত দর্শনার্থীগণ
নিয়মিত আশ্রমেতে করে আগমন।
সীমাহীন প্রেমপ্রীতি প্রভুর ভাণ্ডারে
অযাচিতভাবে কৃপা বিলান সবারে।
ফরাসী যুবক নাম ড্যানিয়েল** তার
পেয়েছে পরশ পূর্ব্বে প্রভুর কৃপার।
গুরুপদে ভক্তি তার তুলনাবিহীন
আসে পুণ্য দরশন আশে প্রতিদিন।
প্রভুর ক্রোড়েতে করি মাথাটি স্থাপন
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অতি দীর্ঘক্ষণ।
প্রভুও পরম স্নেহে এই অবসরে
শ্রীহস্ত বুলান তার মস্তক উপরে।
চিন্তাশীল মোহনের মাথার ভিতর
নানা চিন্তা ঘুরপাক খায় নিরন্তর।
প্রশ্নের উত্তরে প্রভু কহিলেন তারে—
"স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার নাহিক ওঙ্কারে।
মন্ত্রদাতা গুরু আর স্ত্রী-শূদ্র জাপক
ভোগ করে জন্মান্তরে কঠিন নরক।"
প্রভুরে শুধায় শিষ্য আরেক সময়—
"জগতে শিক্ষার আছে বিবিধ বিষয়।

** শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত নাম কিঙ্কর মোহনানন্দ।

সর্ব্বোত্তম কোন্ বিদ্যা যত্নের সহিত
এখন আমার শেখা একান্ত উচিত?"
প্রভু ক'ন—"সর্ব্বোত্তম সে বিদ্যা অর্জ্জন
যে বিদ্যা সহায়ে হয় ঈশ্বর দর্শন।"
জ্যোতিষ-শিক্ষার্থী এই শ্বেতাঙ্গ সাদরে
শ্রীহস্তের ছাপ নিয়ে গবেষণা করে।
প্রভু পদে ভক্তি তার কত যে গভীর
দেয় পরিচয় এই লিপি বিদেশীর ঃ—
"বিশ্বজুড়ে ঘুরে ঘুরে আমি দীর্ঘকাল
তোমারে খুঁজিয়া নাথ হয়েছিঁ নাকাল।
এখনো হয়নি শেষ সে খোঁজার পালা
এখনো মেটেনি মোর না-পাওয়ার জ্বালা।
তোমার হাতের ছাপ পেয়েছি এবার
জাগিছে আশার আলো অন্তর মাঝার।
হাতের ছাপের দ্বারা চোরেরে যেমন
সহজে সম্ভব হয় সনাক্তকরণ,
তেমনি হে চিতচোর তোমারে ধরার
স্বপন সফল হবে সত্বর আমার।......"
এমত বিদেশী কত আসি দরশনে
বাঁধা পড়ে যায় তাঁর প্রেমের বাঁধনে।

ভক্তসঙ্গে পুণ্যধামে কাটে হেথা দিন
আনন্দের বার্ত্তা লয়ে আসিল আশ্বিন।
আশ্বিনের গায়ে যেন পূজা-পূজা গন্ধ
সে পূজায় কী বেজায় জাগায় আনন্দ।
সদানন্দময়ী-মার শুভ সমাগমে
আনন্দের বন্যা যেন বহিছে আশ্রমে।
ঊনিশেতে মহাষ্টমী সন্ধিপূজা রাতে
পুষ্পাঞ্জলি দেন মায়ে প্রভু নিজ হাতে।
দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ ব্যবধানে
হলেন সক্ষম পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি দানে।
নবমীর সন্ধ্যারতি করিতে দর্শন
চিদানন্দ স্বামীজীর হল আগমন।

অভ্যর্থনা করি প্রভু পরম আদরে
কহিলেন স্বামীজীরে আরতির পরে—
"যোগীরাজ লাহিড়ীর* গুরু হৈড়া খান**
করিবেন এ আশ্রমে পদধূলি দান।
হেথা যবে তাঁর হবে শুভ আগমন
আপনিও আসিবেন এই নিবেদন।"
একুশে দশমী তিথি পূজা সমাপন
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাজলে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন।
পরদিন একাদশী—শ্রীহৈড়া খান
যোগের সাম্রাজ্যে যিনি সম্রাট মহান
হৃষীকেশ আশ্রমেতে পূর্ব্বাহ্ন বেলাতে
এলেন চল্লিশজন শিষ্যভক্ত সাথে।
ইনিই 'ত্র্যম্বক বাবা' প্রভুর বিচারে
পূজেন পরমগুরুরূপে নিত্য যাঁরে।
মহাসমাদরে করি স্বাগত জ্ঞাপন
ধোয়ালেন নিজ হাতে যোগীর চরণ।
যথাযথ মর্য্যাদায় প্রণামাদি হলে
নীরব ভাষায় ভাব বিনিময় চলে।
উপদেশ শ্রবণের অভিলাষী হয়ে
জানায় মাধব স্বামী প্রার্থনা বিনয়ে।
তিন শব্দে সীমাবদ্ধ যুগ-উপযোগী
করিলেন উপদেশ সেই মহাযোগী।
"সত্য-সরলতা-প্রেম"—ছোট্ট এই বাণী
এরই মাঝে যেন রাজে কত কী না জানি।
সার আছে ধার আছে নাই ভার বৃথা
ঈশ্বরত্বে উত্তরণে অত্যুত্তম পন্থা।
দ্বিপ্রহরে মাননীয় অভ্যাগতগণে
ভোজন করান হল পরম যতনে।
তাদের বিদায় পর্ব্ব সমাপ্তির পর
প্রভুর প্রসাদ পেতে হল অবসর।
অপরাহ্ন প্রায় সাড়ে চারিটা তখন
এ যাবৎ জলবিন্দু হয় নি গ্রহণ।

* যোগীরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী। ** প্রভুর ভাষায় মহাযোগী শ্রীশ্রীত্র্যম্বকবাবা।

শিষ্যেরা জটার শোক ভুলিতে না পারে
পূর্ব্ব মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে ভাসে বারে বারে।
সেবক সখেদে তাই করে নিবেদন—
"জটাযুক্ত মূর্ত্তি তব ছিল্ অতুলন।
মোদের ধ্যানের সেই মূর্ত্তি মনোহর
আজো যেন আছে জুড়ে সমগ্র অন্তর।"
লিখিলেন প্রত্যুত্তরে প্রভু লীলাময়—
"জটাই সাধুর পক্ষে কালে কাল হয়।
জটাতে মমতা জাগে সন্তের অন্তরে
মমতা দেহাত্মবোধে উদ্বোধিত করে।
দেহাত্মবোধের যবে হয় সে শিকার
সাধু নাহি রহে সাধু-পদবাচ্য আর।
তদুপরি জটা হতে আসে অহঙ্কার
বিশেষতঃ বড় যার জটার আকার।
যে জটা ঘটায় হেন হিতে বিপরীত
তার তরে বিবেকীর শোক অনুচিত।"

দূর দূরান্তর হতে পূজা অবকাশে
এসেছে অনেক ভক্ত প্রভুর সকাশে।
গুরুপুত্র শঙ্করের আদেশানুসারে
যেতে হবে ঘরে ফিরে সত্বর সবারে।
কতিপয় শিষ্যভক্ত ভারাক্রান্ত মনে
নিবেদিল সকাতরে অভয় চরণে—
"তব পদতলে করি ক'টি দিন বাস
আনন্দে কাটাব কাল ছিল অভিলাষ।
কিন্তু হায় সে আশায় দিয়ে জলাঞ্জলি
দাদার আদেশে শীঘ্র যেতে হবে চলি।....."
জানালেন লিখে লিখে প্রভু প্রেমময়—
"শ্রীমান্ শঙ্কর 'এ'র গুরুপুত্র হয়।
আজ্ঞা তার লঙ্ঘিবার 'এ'রও সাধ্য নাই
কাল প্রাতে হবে যেতে তোমাদের তাই।
মালপত্র নিয়ে যাবে হরিদ্বারে চলে
গিরিবালা ধর্ম্মশালা আছে কন্‌খলে।

মধ্যাহ্ন সময়ে পেয়ে প্রসাদ সেথায়
'এ'র আদেশে হৃষীকেশে এসো পুনরায়।''
ক্ষণ পরে কৃপা করে ক'ন অন্য জনে—
''সব মাল নিয়ে কাল প্রাতে শুভক্ষণে
যাবে ওই পাকা রাস্তা অবধি অদূরে
তথা হতে আশ্রমেতে এসো হেথা ঘুরে।''
এ বচনে ভক্ত মনে আনন্দ না ধরে
শ্রীগুরুর জয়ধ্বনি করে উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বিস্বাদ এই সংবাদ অচিরে
গুরুপুত্র রহিলেন বসি নত শিরে।
কিছু আর বলিবার ভাষা না যোগায়
কিছু আর বলিতেও মন নাহি চায়।
ওলট-পালট একি হল অকস্মাৎ
অভাবিত এক চালে যেন কিস্তিমাত!
এমত গৌরবময় পরাজয়ে আজ
মুছে গেল শীঘ্র তার সব খেদ লাজ।
জাগিল নূতন করে শ্রদ্ধা সীমাহীন
জানালেন গুরুপুত্র পত্রে পর দিন—
''....ভ্রমের বশেও যেন আমি কদাচন
না করি ইচ্ছার তব মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
সন্তোষ বিধানে তব হয়ে যত্নবান
পারি যেন ত্যজিবারে কর্ত্তৃত্বাভিমান।''
একদিকে সমাগত শিষ্যভক্তগণ
প্রভুর বিধানে মহা আনন্দে মগন।
প্রতিপক্ষ গুরুপুত্র শ্রদ্ধেয় শঙ্কর
সমকালে তারও এল শুভ ভাবান্তর।
সকল দুঃখের উৎস কর্ত্তৃত্বাভিমান
অহরহ করে যাহা জীবে পীড়া দান,
সেই অহমিকা-গ্রাস হতে পরিত্রাণে
জাগালেন ব্যাকুলতা প্রভু তার প্রাণে।
বিশ্বের কল্যাণ নিত্য যে প্রভুর লক্ষ্য
তাঁর অভিধানে নাই স্বপক্ষ-বিপক্ষ।

প্রভুর প্রেমের রাজ্যে সকলে সমান
পরহিত তরে তাই উৎসর্গিত প্রাণ।
এই হ্ল সীতারাম প্রেমের ঠাকুর
ভিতর বাহির যাঁর প্রেমে ভরপুর।
মুই ছার এ লীলার পার নাহি পাই
কৃপা করে এ দাসেরে দিও পদে ঠাঁই।
তোমায় যদি বা ভোলে দাস জনার্দ্দন
দিও তুমি ওগো স্বামী বাড়িয়ে চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(১৯৯)

।। কন্যাকুমারিকায় রোগলীলা—১৩৮৮।।
।। দীক্ষার্থী দম্পতিকে বিশেষ কৃপা।।
।। জপনীয় মন্ত্র।। পাদোদক দানে অনীহা।।
।। 'সব তুমি' বোধে প্রণাম।। গান ও কাশি।।

হৃষীকেশে লীলাশেষে অঘ্রাণের চারে
শ্রীনাম প্রতিষ্ঠা লাগি যান হরিদ্বারে।
রাজধানী দিল্লীতে সন্ধ্যায় পৌঁছান
নিকল্‌সন স্কোয়ারেতে রাতে অবস্থান।
পরদিন প্রাতঃকালে যান বৃন্দাবনে
ব্রাহ্মীদীক্ষা দেন সেথা বহু ভক্তজনে।
দিবাশেষে ফিরে এসে দিল্লী পুনরায়
রাত্রিবাস গোপালের অস্থায়ী ডেরায়।
কন্যাকুমারিকা যাত্রা নিশা অবসানে
প্রথমে মাদ্রাজ যান ভোরের বিমানে।
অতঃপর বাষ্পযানে শ্রীরঙ্গম ঘুরে
পৌঁছিলেন লক্ষ্যস্থলে আটই দুপুরে।

রামানুজ মঠে হেথা করি পদার্পণ
অগ্রে লক্ষ্মীনারায়ণে হল দরশন।
অচিরে সাগরতীরে হয়ে উপস্থিত
স্পর্শিলেন পূত বারি শ্রদ্ধার সহিত।
স্বল্প পরে মঠে ফিরে প্রভু সীতারাম
কহেন—"আপন গৃহে আবার এলাম।"
বিগত ক'দিন ধরে শ্রীঅঙ্গ কাতর
শ্লেষ্মাধিক্য হেতু কাশি মাঝে মাঝে জ্বর।
ক্রমশঃ কাশির কষ্ট বাড়ে অতিশয়
বসে বসে রাত কাটে বিশ্রাম না হয়।
সঙ্গীগণ সাধ্যমত সেবা যত্ন করে
ব্যাধির বিরাম তবু নাই ক্ষণ তরে।
সকাল থেকেই শুরু কাশির পরব
বিকেলে ক্রমশঃ তার বাড়ে উপদ্রব।
প্রচণ্ড কাশির ফাঁকে সেবকেরে ক'ন—
"জীবনে এমন কাশি হয় নি কখন।
সব অবস্থায় ফেলে গুরু দয়াময়
নিলেন করিয়ে পূর্ব্ব কর্ম্মরাশি ক্ষয়।"
কভু ক'ন—"সময়ের অপেক্ষা কেবল
সময় হলেই সেরে যাবে এ সকল।
তোদের চিন্তার কোন নাহিক কারণ
এত সব ওযুধেরও নাই প্রয়োজন।
ওযুধের দ্বারা ব্যাধি হতেছে কি বশ
দিবি শুধু ঘি-মরিচ তুলসীর রস।"
আহারেও রুচি নাই কহিলেন পরে—
"খেতে হবে তাই এবে খাই জোর করে।"

দীক্ষার্থী দম্পতি এক ব্যাকুলিত প্রাণে
কলিকাতা হতে এল চোদ্দই অঘ্রাণে।
দীর্ঘকাল চেষ্টাতেও হয়নি সুযোগ
অবশেষে দূর দেশে হেথা যোগাযোগ।
ইষ্টমন্ত্র সহ দীক্ষা দিয়ে প্রথমতঃ
ইষ্টের গায়ত্রী দানে প্রভু সমুদ্যত।

সবিনয়ে সর্ব্বাধীশ তারক তখন
প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গের করে উত্থাপন।
প্রভু ক'ন—"পর্য্যটন করি কত ক্লেশে
কত অর্থ ব্যয়ে শেষে এসেছ এ দেশে।
মন্ত্রপ্রাপ্তি তরেই তো এ কৃচ্ছ্র-সাধন
এর পরও প্রায়শ্চিত্ত আছে প্রয়োজন!
সঙ্কল্প যখন মনে হয়েছে উদয়
গায়ত্রীও দেয়া হবে এদের নিশ্চয়।"
সকালে বিকালে প্রভু প্রতিদিন প্রায়
কাটান সুদীর্ঘ কাল বালুকাবেলায়।
বালির উপর শুয়ে রহেন কখন
কখন সমুদ্র শোভা করেন দর্শন।
কভু হন নিমগন সুগভীর ধ্যানে
কভু রত ভক্তগণে উপদেশ দানে।
অধিক অসুস্থ রহে শ্রীঅঙ্গ যখন
সঙ্গীরা ওদিকে যেতে করয়ে বারণ।
প্রভু কন—"তোমরা তো নও অবগত
মুক্ত বায়ু 'এ'র পক্ষে উপকারী কত।"
একদিন প্রাতঃকালে সঙ্গী এক জনে*
বসালেন সাগরের তীরেতে আসনে।
প্রশ্নোত্তরে ক'ন তারে—"ব্রাহ্মী দীক্ষা হলে
পূর্ব্বেকার মন্ত্র যায় কালক্রমে চলে।
আপাততঃ পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মন্ত্র প্রতি দিন
নবলব্ধ মন্ত্র সাথে জপ সমীচীন।
পাঁচ তরকারী ভাত রোজ খাওয়া হয়
এখন সে সব্জী সংখ্যা বেড়ে হল ছয়।"
বারান্তরে প্রশ্নোত্তরে কন দয়াময়—
"সকলেরে একাধিক মন্ত্র দেয়া হয়।
গুরু-ইষ্ট-মহামন্ত্র গায়ত্রী প্রভৃতি
সকলই জপিতে হয় নিত্য যথারীতি।
তার মধ্যে যেটি যার প্রিয় সবিশেষ
জ'পে জ'পে সেই মন্ত্র করে ফেল শেষ।"

---

* কিঙ্কর বিপুলানন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক।

সঙ্গীশিষ্য হরিদাস পাদোদক তরে
একদা হাজির হল প্রভুর গোচরে।
প্রভু কন—"এ'র ভাব গুরু সর্ব্বজন
পত্রে 'গুরুবিগ্রহেষু' লিখি সে কারণ।
সকলি যখন 'এ'র গুরু ভগবান
তা'হলে কেমনে করি পাদোদক দান।
স্বেচ্ছাক্রমে পাদোদক দেয়া হয় যদি
সীতারাম তা'হলে যে হবে মিথ্যাবাদী।"
শিষ্য পুনঃ নিবেদিল চরণ কমলে—
"গুরুপাদোদক পেয়—শাস্ত্রকার বলে।
তা'হলে সে উপদেশ করিতে পালন
কি করিবে এ অধম কিঙ্কর এখন ?"
কহিলেন অবিলম্বে প্রভু লীলাময়—
"গুরুগীতা ঠিক কথা বলেছে নিশ্চয়।
সে এক ভাবের লেখা শিষ্যের কল্যাণে
এ এক ভাবের ভাষা বিশ্বের কল্যাণে।
'সব গুরু' এই হল আমাদের পথ
পক্ষান্তরে অতি শুভ তব মনোরথ।
সেহেতু নিয়মরক্ষা সম্মুখেতে ক'রে
করিস্ যা প্রাণে চায় 'এ'র অগোচরে।"

আর এক দিন ক'ন প্রভু সীতারাম—
"'সব তুমি' এই বোধে করিলে প্রণাম
চরিত্রগঠন হয় সহজ যেমন
হয় আশু ফলপ্রসূ সাধন ভজন।"
প্রশ্ন হল—"সব তুমি বলে কি তা'হলে
প্রণাম করিতে পারে সবারে সকলে ?
কি কারণে অব্রাহ্মণে পরশি চরণ
নাহি পারে নমিবারে কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ?
অব্রাহ্মণ যদি হন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ পায়ে নোয়াবে মস্তক ?"
প্রভু কন—"'তুমি সব' অনুভব হলে
কুকুরে গর্দ্দভে ভেদ বুদ্ধি যায় চলে।

তার আগে নির্ব্বিচারে করিলে প্রণতি
রাঁচীতে পাঠাবে ধরে বাড়িবে দুর্গতি
'সব তুমি' এই বোধে হাতের সহায়ে
করিবি প্রণাম তুই ক'জনার পায়ে?
কায়িক প্রণাম নয় আসল ব্যাপার
প্রণাম অভ্যাস মনে আগে দরকার।
অব্রাহ্মণ শিক্ষকেরে শ্রদ্ধা প্রদর্শন
অবশ্য করিবে সব বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ,
তবে সেই শিক্ষকের পদে হস্তার্পণ
ব্রাহ্মণের পক্ষে নয় বিধেয় কখন।"

নিমোনিয়া আর কাশি বাড়ে দিন দিন
শ্রীবিগ্রহ প্রতি প্রভু চির উদাসীন।
হেলায় উপেক্ষা করি ব্যাধির যন্ত্রণা
যখন তখন চলে সঙ্গীত সাধনা —
"তোমারি দেওয়া প্রাণে
তোমারি দেওয়া দুঃখ
তোমারি দেওয়া বুকে
তোমারি অনুভব........."
কখন আপন মনে এক এক করে
গেয়ে যান বহু গান দীর্ঘক্ষণ ধরে।
পরযায়ক্রমে চলে গান আর কাশি
দু'য়ে যেন হাত ধরে চলে পাশাপাশি।
যাঁর কষ্ট দেখিলেও কষ্টে ভরে প্রাণ
সে কেমনে এক মনে গাহে এত গান!
যে সময় সাতিশয় বৃদ্ধি যন্ত্রণার
মা মা বলে কোঁথ চলে মুখে বার বার।
ব্যথাভরা প্রশ্ন ত্বরা করে সঙ্গী সব—
"কি কারণে শ্রীবদনে এত মা-মা রব?"
প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে রসময় কন—
"বাবা বাবা করিব কি তা'হলে এখন?"
নিজমনে পরক্ষণে ক'ন পুনরায়—
"প্রাণ ভরি কোঁথ পাড়ি নাই সে উপায়।"

আজব দেশের এক আজব বিগ্রহ
এসেছে মানব দেহ করি পরিগ্রহ।
চলন-বলন তার সবই বিপরীত
নিজেরে ভুলিয়া চায় অপরের হিত।
সংসার-সঞ্জাত বিষ নিজে করি পান
জনে জনে খুশী মনে অমৃত বিলান।
ব্যাধি-বিষে প্রাণ যবে ওষ্ঠাগতপ্রায়
তখনো শ্রীমুখ হতে হাসি না মিলায়।
যেথায় করুণ রস স্বতঃই হাজির
সেথায় বহায় বন্যা বিমল হাসির।
প্রেম-জাদুদণ্ড স্পর্শে চোখের পলকে
পুষ্পে পরিণত করে ব্যথার কণ্টকে।
আজব প্রেমের এক কণা বিতরণে
লও টেনে শ্রীচরণে দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০০)

।। গো-সেবা ও সমুদ্র দর্শন লীলা—১৩৮৮।।
।। বিষাদযোগ।। কঠোর মৌন।। জন্মোৎসব ও ভাষণ।।

কন্যাকুমারিকা মঠে প্রভু দুই বেলা
খাওয়ান গোমাতাগণে গুড় আর কলা।
বাঁশ বাঁধা চেয়ারের উপর বসিয়ে
সেবকেরা গোশালায় আনে তাঁরে বয়ে।
ক্ষুধার্ত্ত শিশুরা মাতৃদর্শনে যেমন
তেমনই ব্যাকুল হয়ে ওঠে গাভীগণ।
বিদায়বেলায় করে পথ অবরোধ
অবলা প্রাণীর সে কি ভালবাসা বোধ!

পরবর্ত্তী পরিক্রমা সমুদ্রের ধারে
সেবকেরা আনে তাঁরে বসিয়ে চেয়ারে।
কুকুর ও আশ্রমের গো-শাবকদ্বয়
নিয়মিত এ সময় সহযাত্রী হয়।
কুকুর সবার আগে চলে চটপট
রসময় হেসে কয়—"মাই পাইলট।"
ফলাদি কিছু-না-কিছু প্রভুর নির্দ্দেশে
নিবেদিত হয় নিত্য সমুদ্র উদ্দেশে।
ঢেউগুলি আছাড়িয়া পড়ে এসে তীরে
পূত বারি স্পর্শ করি দেন প্রভু শিরে।
চেয়ারে বসেই কভু মাতি নানা রঙ্গে
"আ যাও আ যাও" বলি ডাকেন তরঙ্গে।
বড় বড় ঢেউ দেখি ক'ন মহোল্লাসে—
"ঐ যে ঢেউ-এর দাদা পিসে তার পাশে।"
ঢেউ এলে জল তুলে মুখে দিয়ে ক'ন—
"কি মিষ্টি ! তোরাও দেখ্ করি আস্বাদন।"
মধুলীলা সাঙ্গ করি সাগরের তীরে
আসেন চেয়ারে বসে আশ্রমেতে ফিরে।
বংশদণ্ড সংযোজিত চেয়ার বাহন
সমকালে ধন্য হয় বাহি চারিজন।
সম্মুখেতে রহে দুই শিষ্য শ্বেতকায়
ডানদিকে কৃষ্ণানন্দ দুর্গানন্দ বাঁয়।
দৈবক্রমে এ নিয়মে হলে ব্যতিক্রম
প্রভু নিজে সংশোধন করেন সে ভ্রম।
ধুতি পরিহিত দুই শ্বেতাঙ্গ নন্দন
পথে করে সবাকার দৃষ্টি আকর্ষণ।
মাধব স্বামীজী কহে প্রভু বিদ্যমান—
"দুর্গানন্দ যথেষ্টই অনুভূতিমান্।"
প্রভু ক'ন—"স্ত্রী-রতন ছেড়ে গেল ওকে
ও বেচারা দিশেহারা সেই থেকে শোকে।
ভয়ানক সেই শক্ (Shock) সহায়ক হয়ে
পরিণামে দিল ওকে এপথে এগিয়ে।

বিষাদ বিস্বাদময় দুঃখ মাত্র নয়
পবিত্র বিষাদ হতে বৈরাগ্য উদয়।
বিষাদ সাধনরাজ্যে প্রবেশের দ্বার
বিষাদ পথের বাধা করে পরিস্কার।
বিষম বিষাদে চিত হলে আলোড়িত
এ দিকের কাজ শুরু হয় ঠিকমত।"

বাংলা হতে আসি বৈদ্য জে.এন.সরকার
পৌষ দশে নিল হাতে চিকিৎসার ভার।
স্বল্পকালে নিমোনিয়া হল নিরাময়
অতঃপর প্লুরিসির আবির্ভাব হয়।
বৈদ্য তারে জব্দ করে সুষ্ঠু চিকিৎসায়
ধীরে ধীরে প্লুরিসি-ও লইল বিদায়।
অতঃপর সংক্রান্তির রাত্রিকাল হতে
লোকসঙ্গ ত্যজি প্রভু রত মৌনব্রতে।
তপস্যার কক্ষে তাঁর প্রবেশাধিকার
সঙ্গীদের মধ্যে পেল মাত্র জনা চার।
প্রধানতঃ শ্রীঅঙ্গের সেবার কারণ
এ ক'জনে ছাড় দেয়া হল প্রয়োজন।
মাধব স্বামিজী আর কিঙ্কর শরণ
সযত্নে করায় নিত্য প্রভুরে ভোজন।
সেবানন্দ নানা সেবা করে দিবাযামী
সংকটের সংরক্ষণ শঠকোপ স্বামী।
এই চারিজন ভিন্ন অপর কাহারে
দর্শন না চান দিতে কিম্বা করিবারে।
সাধন কুটীর মাঝে অধিকাংশ ক্ষণ
রহেন গভীর ধ্যানে প্রভু নিমগন।
একে একে দিন আর রাত চলে যায়
শুভ আবির্ভাব তিথি সমাগত প্রায়।
ভারতের নানা প্রান্ত হতে ভক্তগণ
দলে দলে আশ্রমেতে করে আগমন।

মাঘী সংক্রান্তির রাতে প্রভু সে কারণ
করিলেন মাসব্যাপী মৌন সমাপন।
রাত পোহাতেই শুরু হবে জন্মোৎসব
আনন্দে উঠিল মাতি শিষ্যভক্ত সব।
ফাল্গুনের পহেলাতে মূল অনুষ্ঠান,
মঠে সমবেত প্রায় সহস্র সন্তান
সে মহা মাহেন্দ্রক্ষণ তরে নিরন্তর
অসীম আগ্রহভরে গণিছে প্রহর।

নিশা অন্তে বসন্তের প্রথম প্রভাতে
ভরিল ভুবন নব অরুণ আভাতে।
হাসিল আনন্দে যেন সারা মর্ত্ত্যভূমি
আসিল কাঙ্খিত তিথি ওঙ্কার পঞ্চমী।
অবশেষে রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে
উঠিলেন মঞ্চে প্রভু নির্দ্দিষ্ট সময়ে।
শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসগুরু লক্ষ্মণ জীয়র
করিলেন অলংকৃত আসন অপর।
বহু প্রতীক্ষিত শুভ আটটা একেতে
সারা মঠ একযোগে ওঠে যেন মেতে।
একদিকে অত্যুৎসাহী যুবকের দল
ফাটায় প্রচণ্ড শব্দে পটকা সকল।
একানব্বইবার হেন তোপধ্বনি
ঘোষিল উৎসব-বার্ত্তা কাঁপিয়ে অবনী।
উলু শঙ্খ জয়ধ্বনি শ্রীনামকীর্ত্তন
সব মিলেমিশে এক তুমুল গর্জ্জন।
বালক ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য সহিত
শোভাযাত্রা করি মঠে হল উপস্থিত।
অর্দ্ধশতাধিক সেই ব্রাহ্মণ সন্তান
সুললিত কণ্ঠে করে বেদমন্ত্র গান।
পাঠশেষে দেয়া হল শ্রদ্ধা সহকারে
বস্ত্র-উত্তরীয় সহ দক্ষিণা সবারে।

গুরু-প্রতিকৃতি মঞ্চে না করি দর্শন
গুরুগতপ্রাণ প্রভু বিচলিত হন।
পাদুকা ও প্রতিকৃতি করি আনয়ন
সযতনে শিষ্য মঞ্চে করিল স্থাপন।
যথোচিত মর্য্যাদায় সেবকের দ্বারা
গুরু আর পাদুকার পূজা হল সারা।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সন্ন্যাস গুরুরে
অনন্ত স্বামিজী অগ্রে পূজে শ্রদ্ধাভরে।
অনন্তর সবাকার প্রতিনিধি হয়ে
সর্ব্বাধীশ পূজে প্রভু পাদপদ্মদ্বয়ে।
পূজাশেষে সারিবদ্ধ ভকতমণ্ডলী
ধন্য হয় শ্রীচরণে দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি।
আকণ্ঠ প্রসাদে পরে সবে তৃপ্ত হয়
ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠান সন্ধ্যার সময়।
মঞ্চোপরি উপস্থিত রহি সর্ব্বক্ষণ
সবার আনন্দ প্রভু করেন বর্দ্ধন।
চক্রবর্ত্তী সদানন্দ ভক্ত অধ্যাপক
প্রভুর ইচ্ছায় হল সভা-সঞ্চালক।
বিশিষ্ট ভক্ত ও বক্তা অতি দীর্ঘক্ষণ
একে একে করে লীলা-বৈচিত্র্য বর্ণন।

ওঙ্কার পঞ্চমী হতে ছয় দিন ধরে
চলিল এ মহোৎসব মহা আড়ম্বরে।
নগরকীর্ত্তন পাঠ দীক্ষা উপদেশ
একালে না পড়ে বাদ কিছুই বিশেষ।
ফাল্গুন পঞ্চম দিনে সন্ধ্যার সময়
সুদীর্ঘ ভাষণ দেন প্রভু লীলাময়।
শুভারম্ভে যথারীতি মঙ্গলাচরণ
অতঃপর শ্রীনামের মহিমা কীর্ত্তন।
কহেন কাহিনী কত কি বা চমৎকার
উপদেশপূর্ণ সেই ভাষণের সার ঃ—
"...হও পাপী হও তাপী হও দীনহীন
যে কেহ হও না নাম নাও নিশিদিন।

নাম কর পাবে তুমি অলৌকিক নাদ
নাম কর যাবে ঘুচে সব পরমাদ।
নাম কর হবে তব জ্যোতি দরশন
নাম কর যাবে ভরে আলোয় ভুবন।........
আছেন শ্রীভগবান তাঁকে পেতে হলে
বাড়ীঘর ছাড়ি নাহি যেতে হবে চলে।
মানব জীবনে লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন
কর তাঁরে লভিবারে চেষ্টা প্রাণপণ।
কাতরে ডাকিলে তিনি দেন দরশন
নাম ধরে ডাক তাঁরে ডাক অনুখন।
উঠিতে বসিতে খেতে শুতে কর নাম
দিবেন অচিরে দেখা সেই প্রাণারাম।
সকল দুঃখের তব হবে অবসান
অপার আনন্দে ভরে যাবে মন প্রাণ।.......

পুরুষের চরিত্র ও সতীত্ব নারীর
সমুন্নত করেছে এ ভারতের শির।
পাতিব্রত্য ভারতের বৈশিষ্ট্য প্রধান
জগতে অন্যত্র এর না মিলে সন্ধান।
পবিত্র ভারতভূমি বৈকুণ্ঠ প্রাঙ্গণ
সতীধর্ম্ম হেথাকার নারীর ভূষণ।
সতীনারী স্বভাবতঃ জাতিস্মরা হন
সতী পারে করিবারে অসাধ্য সাধন।
সতীর দেবতা পতি,পতি নারায়ণ
পতির দেহান্তে সতী অনুমৃতা হন।"
আবেগ মথিত কণ্ঠে ক'ন শেষ দিকে—
"সূর্য্যের দুর্ব্বার গতি রোধ কৈল কে?
করেছিল ভারতের নারী মহীয়সী
যার পদে নত নিত্য রহে রবি-শশী।
এ অসাধ্য সাধিল সে কোন্ বা কৌশলে?
সতীত্বের বলে তথা পাতিব্রত্য বলে।....."

ভাবোদ্দীপ্ত কণ্ঠোত্থিত মধুর ভাষণ
জাগায় সবার দেহে মনে শিহরণ।
ভাষণান্তে সম্মিলিত নাম সঙ্কীর্ত্তন
অবশেষে সবাকার প্রণাম গ্রহণ।

অনন্ত প্রভুর লীলা অপার মহিমা
দীন দাস নাহি পায় সীমা-পরিসীমা।
শ্রীচরণ অভিলাষী দাস জনার্দ্দন
ধন্য এ লীলার কণা করি আস্বাদন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০১)

।। গঙ্গা বনাম সমুদ্র ।। দোকানে সওদা ।। স্বাধ্যায় লীলা ।।
।। শিবনামামৃতলহরী ।। শ্রীনাম প্রতিষ্ঠা ।। ন্যূনতম আহার—১৩৮৮ ।।

কন্যাকুমারিকা হতে জন্মোৎসব শেষে
শিষ্যভক্ত যায় ফিরে নিজ নিজ দেশে।
মন্দীভূত হয় ভিড় যদিও আশ্রমে
প্রভুর কাজের চাপ তথাপি না কমে।
শিষ্য এক গঙ্গা আর সমুদ্র মাঝারে
মহিমা অধিক কার চাহে জানিবারে।
প্রভু কন—"সমুদ্রের জলে নোনা স্বাদ
রসনায় স্পর্শমাত্র ঘটে পরমাদ।
পক্ষান্তরে গঙ্গাজল স্বাদু অতিশয়
গঙ্গার মহিমা তাই অধিক নিশ্চয়।"

রসাত্মক ব্যাখ্যা শুনি শ্রীমুখে এমত
হেসে ওঠে উপস্থিত শিষ্যভক্ত যত।
এ প্রসঙ্গে আরো কিছু শ্রবণের আশে
সেবক মাধব নিবেদিল প্রভু পাশে—
"গঙ্গামাতা দ্রবীভূতা ব্রহ্মের মূরতি
আর এই সমুদ্র তো তাঁরই বিভূতি।"
সমাধান কল্পে প্রভু কহেন উত্তরে—
"সবই সেই একজন বিশ্বচরাচরে
আবার সকলই তাঁর বিভূতিও বটে
ছোট বড় বিচারেতে বিড়ম্বনা ঘটে।
আপন আপন ক্ষেত্রে মহান সবাই
মূল কথা কিছু হেথা ছোট বড় নাই।"

সকালে সমুদ্র হতে আশ্রমেতে ফিরে
মাঝে মাঝে যান প্রভু মায়ের মন্দিরে।
দরশন অন্তে যান পার্শ্বস্থ দোকানে
অশালীন চিত্র বহু বিরাজে সে স্থানে।
অচিরে দোকানদারে কন ক্ষুব্ধ সুরে—
"এ সব এখানে কেন ফেলে দাও ছুঁড়ে।
কুমারী মায়ের ছবি রাখ সযতনে
আর রাখ অন্য সব দেবদেবীগণে।
মন্দিরের এলাকায় তোমার দোকান
বিকৃত রুচির চিত্র হেথা বেমানান।"
এমন তো কেহ কভু কহে নাই আর
দোকানীর মনে হয় ক্ষোভের সঞ্চার।
সেবক তৎপর হয়ে উঠিল সত্বর
পাছে কিছু ঘটে যাহা নয় প্রীতিকর।
সঙ্গীর ইঙ্গিত বুঝি চতুর দোকানী
অমনি নূতনভাবে সাজাল বিপণি।
এ প্রকার ব্যবহার হেরি প্রীত হয়ে
উদ্যোগী হলেন প্রভু নানা দ্রব্য ক্রয়ে।

যখনি আসেন তিনি এই এলাকাতে
করেন কিছু না কিছু ক্রয় নিজে হাতে।
শাঁখ কিনে দেন দুই শ্বেতাঙ্গ কিঙ্করে
নিলেন পুঁথির মালা গোমাতার তরে।
কৃষ্ণ আর খ্রীষ্ট মূর্ত্তি করি আহরণ
কৃষ্ণানন্দে একদিন করেন অর্পণ।
কহিল সাহেব শিষ্য সানন্দে সত্বর—
কৃষ্ণের হাতের বাঁশী কি বা মনোহর।
বাঁশী নাই যীশু তাই অত ভাল নয়।"
অচিরে কহেন হেসে প্রভু রঙ্গময়—
"তাই তো ওদেশ থেকে পালিয়ে সকলে
আসিছে বাঁশীর টানে এদেশেতে চলে।"
কখন খেলনা কিম্বা টুপীতে আগ্রহ
কখন পাউডার ডিব্বা করেন সংগ্রহ।
কভু হয় ছবি ক্রয় কুমারী মাতার
এসব রাখেন কাছে দিন দুই চার।
অচিরেই কৌতূহল হলে অবসান
খুশী মনে যোগ্য জনে করেন প্রদান।
কিছুতে আসক্তি নাই বিন্দু পরিমাণ
গ্রহণ বর্জ্জন যেন দুই-ই সমান।
কিনিলেন গ্রন্থ এক একদা হরষে
'তামিল শিখিয়া লও তিরিশ দিবসে'*।
কহিলেন মহানন্দে এই গ্রন্থ কিনে
"তামিল শিখিব এবে মাত্র ত্রিশ দিনে।
একবার অতি অল্প কালের ভিতর
শিখেছিনু উড়িয়া ও তেলেগু অক্ষর।
লিখেও ছিলাম গীতা ওদের ভাষায়
হাঁড়িপারা গোল লিপি ভুলে গেছি প্রায়।"
আর আছে নিয়মিত ধ্যান দীর্ঘক্ষণ
শাস্ত্রপাঠ পত্রসেবা তত্ত্ব সংকলন।

* গ্রন্থটির প্রকৃত নাম—'Learn Tamil in 30 days'

অধ্যয়নে আকর্ষণ কি যে সীমাহীন
না দেখিলে অনুমান করাও কঠিন।
সমগ্র শ্রীগীতাখানি কখন কখন
একাধিক বার হয় দিনে সমাপন।
একদা কহেন এই গীতার বিষয়—
"অপূর্ব্ব এ শাস্ত্রগ্রন্থ বিশ্বের বিস্ময়।
যতবার সযতনে করি অধ্যয়ন
আবির্ভূত হয় তত্ত্ব নূতন নূতন।
স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন সবার সমান
সাধ্যমত স্বাধ্যায়েতে হবি যত্নবান।"
শাস্ত্রগ্রন্থে স্বাধ্যায় না সীমাবদ্ধ রহে
রবীন্দ্র-বঙ্কিম আদি পড়েন সাগ্রহে।

পুণ্য তিথি শিবরাত্রি ফাল্গুনের দশে
সবারে নির্দ্দেশ প্রভু দেন উপবাসে।
করিলেন স্বল্প পরে পুনঃ সংযোজন—
"ক্ষিদেয় রোদন যদি করে কোনজন,
সহ্যশক্তি সবাকার সমান তো নয়
ফল দুধ দিস্ তারে মধ্যাহ্ন সময়।
দ্বিপ্রহরে ভোগ নিত্য হয় যে প্রকার
আজো কিছু ব্যতিক্রম নাহি হবে তার।"
শিব সম্বন্ধীয় শাস্ত্র স্বাধ্যায়ে সম্প্রতি
নিয়মিত র'ন রত দীর্ঘক্ষণ অতি।
কহিলেন কৃপাবশে সঙ্গীশিষ্যগণে—
"শুধু 'শিবনামামৃতলহরী' পঠনে
কিছু আর জানিবার বাকী নাহি রয়
এ গ্রন্থ জাগায় তাই অপার বিস্ময়।
সন্নিবিষ্ট এতে শ্রেষ্ঠ সকল বিষয়
বিচিত্র ব্যাপার হল লেখার সময়—
এ কেবল লেখনীটি ছিল হাতে ধরি
লিখেছেন কৃপা করি স্বয়ং সে হর-ই।"

ফাল্গুনের বাইশেতে প্রভাত সময়
অখণ্ড শ্রীনাম মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়।
মহামন্ত্রে মুখরিত আশ্রম প্রাঙ্গণ
নামপ্রেমী প্রভু মহা আনন্দেতে ক'ন—
"এতদিন প্রাণহীন আছিল এ স্থান
শ্রীনামের কৃপাস্পর্শে পেল আজ প্রাণ।"
ফাল্গুন পঁচিশে দোল প্রভাত সময়
সঙ্গীরা আবীর দিয়ে স্পর্শে পদদ্বয়।
প্রভুও সবারে দেন রাঙিয়ে আবীরে
বেলা বাড়ে খেলা জমে ওঠে ধীরে ধীরে।
শ্রমিক কাজের লোক গোমাতা প্রভৃতি
না পায় প্রভুর হাতে কেহ অব্যাহতি।
আবার সপ্তম দোলে প্রভাত সময়
এ লীলার হল যেন পুনরাভিনয়।
চৈত্র সাতে একাদশী—ক'ন রসরাজ—
"একাদশ বার মাত্র খেতে হয় আজ।"
দ্বিপ্রহরে হল যবে ভোগ নিবেদন
এক আঙ্গুলে প্রভু সাঙ্গ করেন ভোজন।
আরো কিছু খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের তরে
সঙ্গীগণ নিবেদন করে সকাতরে।
সেবানন্দে ক'ন ডেকে প্রভু এ সময়ে—
"বলে দে ক'বার আজ গেছি শৌচালয়ে।"
আহারের পরিমাণ বরাবরই কম
ইদানীং তবুও তা না হয় হজম।
এ প্রসঙ্গে ক'ন পরে প্রভু লীলাময়
"চলিছে যোগের ক্রিয়া সকল সময়
পেটের অবস্থা কেন তবুও বেহাল
আহারে অবশ্য কিছু আছে গোলমাল।"
দৃঢ়তর হল ত্বরা সংযমের ফাঁস
আহারের পরিমাণ পুনঃ পেল হ্রাস।
দিনে স্বল্প দুধ সহ একখানি রুটি
রাত্রিকালে এ ব্যাপারে একেবারে ছুটি।

শিষ্য অনিরুদ্ধ স্বামী আঠারোই রাতে
কৌশলে প্রভুরে কিছু চাহিল খাওয়াতে।
কহিল—"শুনেছি তব মুখে বহু বার
শিষ্যের না রহে স্বীয় দেহে অধিকার।
পরমগুরুর এই দেহটির প্রতি
অতএব অনাদর অনুচিত অতি।
শ্রীঅঙ্গ না রহে যদি সুস্থ আপনার
কেমনে সাধিত হবে লোক-উপকার।
শ্রীগুরুদেবের দেহ রক্ষার কারণ
কিঞ্চিৎ আহার্য্য রাত্রে করুন গ্রহণ।"
প্রভু কন—"কি কারণ কর কসরৎ
বুঝেছি উদ্দেশ্য তব সত্যই মহৎ।
শ্রীগুরুর এ দেহটি জীর্ণ অতিশয়
বারে বারে শৌচে যেতে বড় কষ্ট হয়।
হও যদি সেই কষ্ট লাঘবে সচেষ্ট
গুরু-ইষ্ট তবে তুষ্ট হবেন যথেষ্ট।
'এ'র হয়ে শৌচে যেতে থাক যদি রাজী
আহার করিব রাতে অবশ্যই আজ-ই।"
অনিরুদ্ধ স্বামী দ্বারা হয়ে অনুরুদ্ধ
করিলেন তারই জালে তারে অবরুদ্ধ।

অনন্ত অচিন্ত্য লীলা কি বা চমৎকার
নাহি পাই আদি আর অন্ত খুঁজে তার।
এ লীলার কণামাত্র করি আস্বাদন
প্রণতি জানায় পদে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০২)

।। কন্যাকুমারিকায় মৌনব্রত—১৩৮৮-৮৯।।
।। শ্বেতাঙ্গিনী নারায়ণী।। মা আনন্দময়ীর অসুস্থতায়।।
।। বিবেকানন্দপুরমে গুরুপূর্ণিমা উৎসব।।
।। কন্যাকুমারিকায় জলকষ্ট।।

কন্যাকুমারিকা ক্ষেত্রে সমুদ্রের তটে
মৌনব্রতে রত প্রভু রামানুজ মঠে।
চৈত্র মাসে একত্রিশে সংক্রান্তির দিন
শুরু এই মৌনলীলা কঠোর কঠিন।
বিগত মাঘের মত মৌনে এইবার
লোকসঙ্গ সযতনে হল পরিহার।
সেবা লাগি সঙ্গী মাত্র তিন চারি জনা
সাধন কক্ষের মাঝে করে আনাগোনা।
মৌনের প্রথম রাত্রি হলে সমাপন
পুরাতন বর্ষ কৈল বিদায় গ্রহণ।
দিন যায় রাত যায় মাস হয় গত
সুকঠোর মৌনব্রত তবু অব্যাহত।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের পর আসিল আষাঢ়
মঠবাসী নাহি দেখে আলোক আশার।

শ্বেতাঙ্গিনী নারায়ণী প্রভু-পদাশ্রিতা
প্যারিস শহরে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা।
বহু ব্যয়ে দীর্ঘপথ ভ্রমি ব্যোমযানে
আষাঢ়ের চারে এলো প্রভু সন্নিধানে।
প্রভুও পরম প্রীত প্রিয় পুত্রী পেয়ে
বহু দিন পরে যেন ঘরে এল মেয়ে।
প্রভু পদে প্রণিপাত করি ভক্তিভরে
শিষ্যা কহে—“বহু বাধা অতিক্রম করে।

এলাম চরণ প্রান্তে কত কাল বাদে
কিন্তু হায় মাত্র পাঁচ দিনের মেয়াদে।"
প্রভু কন—"এলি তো মা বহু দিন পরে
কি আনিলি বুড়ো এই বাবাটির তরে?"
শিষ্যা কয় সবিনয়—"কি আছে আমার
ভালবাসা বিনা আছে কি আর দিবার?"
এমত উত্তর শুনি প্রভুর আনন্দ
কন—"মাগো এ যে বহু জন্মের সম্বন্ধ।
জন্মান্তরের প্রেম প্রীতির বন্ধন
নিয়ত করিছে তোকে হেথা আকর্ষণ।
যে অবধি নাহি হবে ঈশ্বর দর্শন
ঘুরে ঘুরে হবে তোরে আসিতে এমন।"
কথায় কথায় কহে শিষ্যা অতঃপর
শ্রীআনন্দময়ী মার ব্যাধির খবর।
বিচলিত প্রভু ক'ন সেবকে সত্বর—
"মায়ের খবর নিতে টেলিগ্রাম কর্।"
পাঁচ দিন গেল কেটে দেখিতে দেখিতে
বিদায় লইল শিষ্যা ভারাক্রান্ত চিতে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত শিষ্য একজন
ত্রিবান্দ্রমে তুলে দিতে করিল গমন।
গাড়ী করে যেতে যেতে নারায়ণী কয়—
"কি বিপদে পড়েছিনু আসার সময়!
পথিমধ্যে ড্রাইভার মদ্যপান করে
মাতলামি শুরু করে গাড়ীর ভিতরে।
অবশেষে বন পাশে নির্জ্জন প্রদেশে
হঠাৎ থামাল গাড়ী অসৎ উদ্দেশে।
'বাবা রক্ষা কর' বলে আমি বার বার
করিলাম প্রাণপণে উচ্চ চীৎকার।
বন থেকে এসে এক ব্যক্তি বলবান
করিলেন সে বিপদ হতে মোরে ত্রাণ।

অতঃপর অন্য এক যান আরোহণে
হাজির হলাম মঠে বাবার চরণে।
আমার বিশ্বাস বাবা নিজে ছদ্মবেশে
করেছেন রক্ষা মোরে বন থেকে এসে।”

কালনার এক মায়ে প্রভু এ সময়
উপদেশ দেন পত্রে তপস্যা বিষয়—
“....যত দিন নাহি হবে সাক্ষাৎ দর্শন
ততদিন হবিষ্যান্ন করিবে গ্রহণ।
দেখিবে না কাহাকেও রবে নিরজনে
তোমাকেও দেখিবে না অন্য কোন জনে।”
লিখিলেন মাকে তার লিপিতে পৃথক্—
“....শ্রীমতীর তপস্যার লাগি আবশ্যক
গৃহের সংলগ্ন কোন নিরজন স্থান
বাড়ীর উত্তর দিকে আছে যে বাগান
সেথা ঘর একখানি সাথে শৌচস্থান
স্বতন্ত্র বাসের লাগি হবে নিরমাণ।......
শ্রীমতীরে এইকালে শুধু তুই বিনা
স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে কেহ দেখিবে না।”

খবর আসিল তারে মা আনন্দময়ী
বহুদিন সুকঠিন রোগে শয্যাশায়ী।
লিখিলেন প্রভু ত্বরা এ খবর জেনে
“কালই তারে দেখিবারে যাব এরোপ্লেনে।
জানিস্ তো মা হলেন দেবী যোগেশ্বরী
তাঁর সাথে সুসম্বন্ধ বহু জন্ম ধরি।”
ষোলই সকালে যাত্রা—সঙ্গী দুইজন
মাধব স্বামিজী আর কিঙ্কর শরণ।
পরদিন দেরাদুনে পূর্ব্বাহ্নে পৌঁছান
মাতৃসন্নিধানে হল মৌন অবসান।
প্রথমতঃ প্রভু আর সঙ্গী দুই জন
মায়েরে ওঙ্কার ধ্বনি করায় শ্রবণ।

পরে কন—"দ্বিজগণ প্রত্যহ এভাবে
মায়েরে প্রণব মন্ত্র অবশ্য শোনাবে।"
স্বল্পক্ষণ পরে আসি মায়ের সন্তান
প্রসাদ গ্রহণ লাগি জানায় আহ্বান।
প্রভু কন—"মাকে দাও আগে তাঁর হলে
মায়ের প্রসাদ পাব আমরা সকলে।"
সেবক জানায়—"মা না খাবেন এখন
বিশ্রাম গ্রহণ তাঁর আশু প্রয়োজন।"
মা নিজেও কন—"কিছু খাব নাকো আমি
খেলেই আবার সব হয়ে যাবে বমি।"
প্রভু কন—"এসেছি তো সারাতে বমন
ওঙ্কার শোনানো তাই হল এতক্ষণ।"
আহারে আপত্তি মার যেমন প্রবল
প্রভুও প্রয়াসে তাঁর তেমনি অটল।
অসহিষ্ণু সেবকেরা করে নিবেদন—
"আপনারা অন্য কক্ষে আসুন এখন।
মা এবার করিবেন বিশ্রাম গ্রহণ
ঘর তাই খালি করে দেয়া প্রয়োজন।"
শুনে না শোনেন প্রভু এ সকল উক্তি
তাঁর লক্ষ্য একমাত্র মার রোগমুক্তি।
স্বামিজী বুঝিয়ে বলে প্রভুরে তখন
"আমরা এখন হেথা অবাঞ্ছিত জন।
ভদ্রতার আবরণে হেন অপমান
আমাদের প্রাণে বড় করে পীড়াদান।"
অবিলম্বে মার শয্যা হতে নেমে এসে
নীচে বসে নতি করি জননী উদ্দেশে
কহেন কোমল কণ্ঠে প্রভু লীলাময়—
"এ'র স্থান নিম্নে হেথা শয্যা 'পরে নয়।"
স্বল্প পরে যাত্রা করে তৈলযানে চড়ে
হৃষীকেশে পঁহুছান প্রায় দ্বিপ্রহরে।

আশ্রমেতে অন্নভোগ মধ্যাহ্ন সময়
শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ আর ক্লান্ত অতিশয়।
সে কারণে ভোজনে না জাগে অভিলাষ
ব্যর্থ হয় সঙ্গীদের সকল প্রয়াস।
সন্ধ্যাকালে যাত্রা পুনঃ রাত্রে দিল্লী যান
মাতৃ মন্দিরেতে সেথা শুভ অবস্থান।
ব্যোমযানে সাঙ্গ করি সফর ঝটিকা
উনিশেতে উপনীত কন্যাকুমারিকা।
পরদিন প্রাতঃকালে চড়ি তৈলযান
অদূরে বিবেকানন্দপুরমেতে যান।
এবার এখানে গুরুপূর্ণিমা উৎসব
পূর্ণোদ্যমে চলে তার প্রস্তুতি পরব।
স্থানীয় বিদ্যার্থীবৃন্দ করি বেদগান
জানায় একুশে প্রাতে প্রভুরে আহ্বান।
অবিলম্বে স্কন্ধোপরি করি আরোহণ
উৎসবের মঞ্চে প্রভু উপনীত হন।
যথারীতি গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়
তন্দ্রাবেশে প্রভু বসে বন্ধ নেত্রদ্বয়।
পূজা শেষে সবে এসে এক এক করে
প্রদানিল পুষ্পাঞ্জলি পাদপদ্মোপরে।
প্রভুও মস্তকে হস্ত করি সংস্থাপন
করেন সবারে কৃপা আশীষ বর্ষণ।
বিকেলে ভজন গান হল সভাস্থলে
শ্রীঅঙ্গ কিঞ্চিৎ সুস্থ বিশ্রামের ফলে।
রাত্রিকালে হেসে হেসে কন লীলাময়
"এই যে অসুস্থভাব এটা কিছু নয়।
অকস্মাৎ দৌড়ঝাঁপ হয়েছে অধিক
সাময়িকভাবে দেহ নয় স্বাভাবিক।
সময় সুযোগ পেলে আসনে বসার
সব ঠিক হয়ে যাবে অচিরে আবার।
পরদিন রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকায়
ফিরিলেন রামানুজ মঠে পুনরায়।

এ অঞ্চলে বরাবর জলের সঙ্কট
অধুনা তা' তীব্ররূপে হয়েছে প্রকট।
মঠের বিশাল কূপ সুগভীর* অতি
বালতি না ডোবে আর সেথায় সম্প্রতি।
তার ফলে কেনা জলে কখন কখন
চলে স্নান আর পান ভোগাদি রন্ধন।
সে জলের ন্যূনতম শুচিতা বিষয়
সকলেরই কমবেশী রয়েছে সংশয়।
প্রভু তবু স্থান ত্যাগে নাহি হন রাজী
তিরিশে আষাঢ় লিখে জানাল মামাজী।
"....জলাভাবে হয় এবে প্রায়ই প্রয়োজন
কেনা জলে ঠাকুরের ভোগাদি রন্ধন।
সে জল কেবল নয় ম্লেচ্ছ-স্পর্শদুষ্ট
স্বচক্ষে দেখেছি ওটা ওদের উচ্ছিষ্ট।
ড্রাইভার নারায়ণও দেখেছে সকল
অবশ্য হিন্দুরা আনে বয়ে সেই জল।"
মাতুল প্রদত্ত তথ্য হয়ে অবগত
অকস্মাৎ প্রভু যেন বিশেষ বিব্রত।
কহিলেন সঙ্গীগণে—"জল হল প্রাণ
আর এক দিনও নয় হেথা অবস্থান।
চল্ তবে অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে সবে
সেখানেই এ বৎসর চাতুর্ম্মাস্য হবে।"
প্রভুর শ্রীমুখ হতে শুনি হেন বাণী
সঙ্গীরা সানন্দে শীঘ্র করে জয়ধ্বনি।
পরদিন ভোগপর্ব্ব হলে সমাপন
সদলে শ্রীরঙ্গমেতে করেন গমন।
ভগবান রঙ্গনাথ কত রঙ্গ জানে
করালেন চাতুর্ম্মাস্য এবার এখানে।
দুই নাথ অকস্মাৎ এল এক ঠাঁই
একের লীলারই আমি পার নাহি পাই।

---

* ১২০ ফুট।

ভগবান রঙ্গনাথ শ্রীওঙ্কারনাথ,
দাস জনার্দ্দন দোঁহে করে প্রণিপাত।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০৩)

।। শ্রীরঙ্গমে চাতুর্ম্মাস্য শুরু—১৩৮৯।।
।। বহু শিষ্যভক্ত সমাগম।। শ্রীচরণের স্ফীতি।।
।। মা আনন্দময়ীর মহাপ্রয়াণে।। মঠে স্থানাভাব ও সমাধান।।

অকস্মাৎ আষাঢ়ের অন্তিম লগনে
শ্রীরঙ্গমে হন প্রভু হাজির সগণে।
ফলাহারী জীয়র মঠেতে অবস্থান
শুরু হল চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অনুষ্ঠান।
অবিরাম হরিনাম চলে সঙ্কীর্ত্তন
অযাচিতভাবে চলে কৃপা বিতরণ।
পূজ্যপাদ দণ্ডীস্বামী লক্ষ্মণ জীয়র
রহেন হেথায় প্রায় সারা বৎসর।
দৈবক্রমে নানাস্থানে পরিক্রমা শেষে
সম্প্রতি ভ্রমণরত বিহার প্রদেশে।
মঠে ফিরিবার কোন তাড়া নাই মনে
হেন কালে অকস্মাৎ দেখেন স্বপনে ঃ—
কহিছেন ডেকে তারে প্রভু সীতারাম—
আপনার মঠে মোরা সদলে এলাম
রঙ্গনাথজীর শুভ ইচ্ছাতে এখন
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত হেথা চলে উদ্‌যাপন।
কি আশ্চর্য্য! মঠাধীশ আপনি এক্ষণে
রয়েছেন দূরদেশে নিশ্চিন্ত ভ্রমণে।

নিদ্রাভঙ্গে মহানন্দে সন্ন্যাসী সাধক
ভাবিলেন এতো নহে স্বপন নিছক।
বিলম্ব না করি তাই ব্যাকুলিত প্রাণে
ফিরিলেন শ্রীরঙ্গমে মঠেতে স্বস্থানে।
স্বপনেরে বাস্তবেতে করি বিলোকন
প্রভুর সেবায় হন সানন্দে মগন।

•

চাতুর্ম্মাস্যে সঙ্গ আশে গুরুপ্রেমীগণ
ক্রমে ক্রমে শ্রীরঙ্গমে করে আগমন।
অচিরেই স্থানাভাব দেখা দিল মঠে
বাড়ীভাড়া হল করা তাই সন্নিকটে।
যেচে যেচে পরমার্থ করিতে প্রদান
শিষ্যভক্তগণে প্রভু করেন আহ্বান।
বহু ক্ষেত্রে চিঠিপত্রে লিখে দেন স্পষ্ট
"....বাবারে এখন যদি থাকে অর্থকষ্ট
নির্দ্বিধায় চলে আয় ধার করে হেথা
সীতারাম ঋণশোধে করিবে ব্যবস্থা।"
ভাগ্যবান এ আহ্বান শুনি আত্মহারা
ছুটে আসে উর্দ্ধশ্বাসে প্রভু পাশে ত্বরা।
প্রভুও উজাড় করি কৃপার ভাণ্ডার
দেন যেথা যতটুকু যার দরকার।
ঐহিকের প্রতি যারা আকৃষ্ট অধিক
ভূমাসুখ ছাড়ি খোঁজে সুখ সাময়িক,
তাদেরও প্রার্থনা হয় সযত্নে পূরণ
অভাব যন্ত্রণা দুঃখ হয় বিমোচন।
প্রভুর প্রযত্ন হেরি কভু মনে হয়
এদের প্রতিই তিনি অধিক সদয়।
পতিত উদ্ধারে যাঁর মর্ত্ত্যে আগমন
সে প্রভুর এরাই তো একান্ত আপন।

শ্রীরঙ্গমে আসিবার স্বল্প কাল পর
ব্যাধিতে আক্রান্ত হল পূত কলেবর।
পদ স্ফীতি সহ ব্যাধি বিবিধ প্রকার
সঙ্গীদের চিত্তে করে ভীতির সঞ্চার।
সঙ্গীগণে আশ্বাসিতে প্রভু ত্বরা কন—
"ভয় নাই নাই কোন চিন্তার কারণ।"
নিরাময় লাগি যাহা অগ্রে প্রয়োজন
কোথায় সে বিশ্রামের অবসর ক্ষণ!
যাবৎ শ্রীঅঙ্গে রহে উত্থান শকতি
স্বেচ্ছাবৃত কর্ম্মযজ্ঞে না ঘটে বিরতি।
ভক্তশিষ্য চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষ্য করে
দূর দেশ হতে আসে ব্যাকুল অন্তরে।
এখানেও সাড়া পড়ে যায় চারিপাশে
স্থানীয় ভক্তেরা ক্রমে দলে দলে আসে।
যাঁর আকর্ষণে ছুটে আসে ভক্তগণ
সে প্রভুও ব্যাকুলিত কম নাহি হন।
চলে কৃপা বিতরণ দরশন দান
ত্রৈকালিক প্রার্থনাও নিজেই করান।
দীক্ষা উপদেশ দান সেই সাথে চলে
অসুস্থতা দিন দিন বাড়ে তার ফলে।
কলিকাতা হতে আসি বৈদ্য সরকার*
সাধ্যমত বন্দোবস্ত করে চিকিৎসার।
অবস্থান করি হেথা পক্ষাধিক কাল
বেহাল অবস্থা দিল আংশিক সামাল।
চরণের স্ফীতি ছাড়া উপসর্গ যত
কয়েকদিনের মধ্যে হল অন্তর্হিত।
স্বল্পকাল পরে ফোলা পায়েতে হঠাৎ
অভাবিত যন্ত্রণার হল সূত্রপাত।
সর্ব্বাধীশ তারক ও পুত্র রঘুনাথ
সবিনয়ে নিবেদন করে অচিরাৎ—

---

* ডাঃ জে. এন. সরকার। বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক।

"কৃপা করি ব্যাধিমুক্ত করুন চরণ
নতুবা চলুন বঙ্গে চিকিৎসা কারণ।"
স্থান ত্যাগে অভিলাষ নাহি জাগে মনে
প্রথম শর্তেই রাজী হন সে কারণে।
চাহিলেন মাত্র এক সপ্তাহ সময়,
অচিরে আংশিক স্ফীতি হল নিরাময়।

অভিশপ্ত এ বর্ষের বহু অঘটন
দিল দীন দুনিয়ারে দারুণ দহন।
একে একে ঘটে কত অশনি-সম্পাত
দিবাযামে নেমে আসে ঘোর অমারাত।
শ্রীআনন্দময়ী-মার জ্যোতি বিচ্ছুরণে
ফুটেছিল দিব্য আভা ভারত-গগনে।
সহসা সে সমুজ্জ্বল শিখা হল ম্লান
হল দিব্য জীবনের মহা অবসান।
সে মাতা অনাথা করি ভারতবাসীরে
গেলেন দশই ভাদ্র স্বধামেতে ফিরে।
মহাপ্রয়াণের এই বারতা ভীষণ
সেবক গোপাল মিত্র করে আনয়ন।
মর্ম্মভেদী এ সংবাদ শ্রবণের পর
শোকের আবেগে প্রভু অতীব কাতর।
শারীরিক অসুস্থতা হয়ে বিস্মরণ
অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে অভিলাষী হন।
শোকাবেগ প্রশমিত হলে স্বল্প পরে
পাঠান মাধবে তাঁর প্রতিনিধি করে।
গোপাল অত্যল্পকাল করি অবস্থান
মাধব স্বামিজী সহ করিল প্রস্থান।

প্রভুর কর্ষিণী শক্তি কত যে প্রবল
সে তা জানে যে এ টানে হয়েছে পাগল।
সুদূর দক্ষিণ দেশে পুণ্য শ্রীরঙ্গমে
নাহিক বিরাম তাই ভক্ত সমাগমে।

সমাসন্ন শারদীয়া পূজার সময়
জনতার সেই স্রোত বাড়িবে নিশ্চয়।
দিশেহারা সেবকেরা ভাবে বারে বারে
সেকালে আশ্রয় দান হবে কী প্রকারে।
সমাধান সূত্র নাহি হয় উদ্ভাবন
তাই শেষে প্রভু পাশে করে নিবেদন।
প্রভু কন—"কি কারণ ভাবিস্ অধিক
গুরুদেব রেখেছেন করে সব ঠিক।"
স্বল্প পরে মামাজীরে গৃহের সন্ধানে।
পাঠালেন এক পৌর কর্ম্মী সন্নিধানে।
চিদাম্বর রেড্ডি নামে ভদ্র মহোদয়
দৈবযোগে উপস্থিত সেথা সে সময়।
ধর্ম্মশালা আছে তার বৃহৎ আকার
সেথা পারে রহিবারে মূর্ত্তি দু'হাজার।
মামাজী রেড্ডির সাথে গিয়ে তাড়াতাড়ি
দেখিল প্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড সে বাড়ী।
গৃহটি গ্রহণে হয়ে অচিরাৎ রাজী
চাহিল ভাড়ার অঙ্ক জানিতে মামাজী।
রেড্ডি কয় সবিস্ময় অনতিবিলম্বে—
"সন্ত র'বে কেন তবে ভাড়া দিতে হবে!"
তখনো হয় নি তার চাক্ষুষ দর্শন
প্রভু-কথা শ্রবণেই অবস্থা এমন!
ভক্তবর অতঃপর মামাজী সহিত
আম্মা মণ্ডপম্ রোডে হল উপস্থিত।
মঠের বিগ্রহ আর নাম সঙ্কীর্ত্তন
হৃদয় মাঝারে তার আনে আলোড়ন।
প্রভুরে দর্শন করি আনন্দে মগন
অবশেষে করিল সে আত্মনিবেদন।
করজোড়ে স্বল্প পরে জানায় প্রার্থনা
"ওখানে আস্তানা হোক্ ওখানেই খানা।

দীন দাসে দিন এই সেবা অধিকার।"
প্রভু বসে মৃদু হাসে শান্ত নির্ব্বিকার।
সমস্যার এ প্রকার হেরি সমাধান
আনন্দে বিস্ময়ে ভরে সবাকার প্রাণ
সেবকেরা দেয় ত্বরা পরিচয় তার
প্রভু শুধু মৃদু মৃদু হাসেন আবার
ভাবখানা—ও অচেনা নয় নবাগত
যুগে যুগে ও করেছে হেন সেবা কত।
এ প্রসঙ্গ শীঘ্র সাঙ্গ করিবার তরে
ইঙ্গিতে প্রসাদ দিতে কন ভক্তবরে।

আগেও ছিল না তাঁর ভাবনা অন্তরে
ভাবান্তর এখনও না চোখে কিছু পড়ে।
অন্নাভাবে অর্থাভাবে রোগ যন্ত্রণায়
যখন জীবনপাত্র কানায় কানায়
ভরেছে অতীতে তাঁর, মানেন নি হার,
সে দিনও ছিলেন তিনি শান্ত নির্ব্বিকার।
সব ভার সমর্পণ করি গুরুপদে ;
সায়াহ্নবেলায় আজো সম্পদে বিপদে
জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নিত্য নিরন্তর
অনুরূপ নির্ভরতা গুরুর উপর।

পক্ষান্তরে তোমা 'পরে করেন নির্ভর
তোমার সর্ব্বস্ব সেই গুরু যোগেশ্বর।
দিব্য দরশন তাঁরে করালে যখন
আনন্দলোকেতে তাঁর হল উত্তরণ,
জাগিল জিজ্ঞাসা জুড়ি সারা সত্তা তাঁর—
"গুরু কিম্বা শিষ্য তুমি কে হও আমার ?.....
কহ মোরে ত্বরা করে রহিও না চুপ
কি দিয়ে গঠিত তুমি কি তব স্বরূপ।"
অতি গূঢ় এ প্রশ্নের সমাধান তরে
শ্রীগুরু নির্ভরশীল শিষ্যের উপরে!

মহাজ্ঞানী গুরু যাঁরে চিনিতে অক্ষম
লীলার কি আর বুঝি মুই নরাধম।
তোমার কৃপায় করি কণা আস্বাদন
শ্রীচরণ বাঞ্ছা করে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০৪)

।। ভক্ত রেড্ডির সেবা—১৩৮৯।।
।। শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতা বৃদ্ধি।।
।। চিকিৎসার্থ কলকাতায় আনয়ন।।

শ্রীরঙ্গমে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে প্রভু রত
বরষার বিদায়েতে ভাদ্র সমাগত।
ভক্তবর চিদাম্বর রেড্ডি মহাশয়
নিত্য আসে প্রভু পাশে পূজে পদদ্বয়।
প্রভুর সেবার লাগি বড়ই উতলা
রেখেছে প্রস্তুত তার মস্ত ধর্ম্মশালা।
সেথায় প্রভুর শুভ পদার্পণ তরে
প্রতীক্ষিয়া আছে ভক্ত ব্যাকুল অন্তরে।
অবশেষে আসিল সে বাঞ্ছিত সুদিন
স্থানান্তরণ হল দোসরা আশ্বিন।
রাজকীয় অভ্যর্থনা করিতে জ্ঞাপন
ভক্তবর রাতভর করে আয়োজন।
ঘরে ঘরে পথোপরে আর দেবালয়ে
দেয়া হল আলপনা মায়েদের লয়ে।
শুভ আগমন পথে তোরণ সজ্জায়
রজনীর অবশিষ্ট অংশ কেটে যায়।

উৎসবের সাজে সেজে ওঠে ধর্ম্মশালা
প্রাতঃকাল হতে শুরু প্রতীক্ষার পালা।
বেলা বাড়ে প্রভু তবু না হন হাজির
ব্যাকুলিত রেড্ডি নারে রহিবারে স্থির।
এদিকে মঠেতে স্বামী লক্ষ্মণ জীয়র
বিচ্ছেদ চিন্তায় হন অতীব কাতর।
বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে তাঁর নিবেদন—
"কবে হেথা হবে পুনঃ শুভ পদার্পণ? ......"

বেলা প্রায় বারটায় প্রভুর শকট
ধীরে ধীরে এল ধর্ম্মশালার নিকট।
মহামন্ত্রে মুখরিত করি নভঃস্থল
পূর্ব্বেই পৌঁছেছে হেথা নামকারী দল।
শুভ আগমন হল যে মাত্র প্রভুর
দ্বারদেশস্থিত হস্তী ঊর্দ্ধে তুলি শুঁড়
সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনিসম তিন বার
শুনালো বৃংহিত নাদ অতি চমৎকার।
দুয়ারে মঙ্গলঘট শোভে মনোহর
পূর্ণপাত্রে ফলাদি ও তিনটি মোহর।
শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ করে বেদগান
অত্যুত্তম গোলাপের মাল্য হল দান।
প্রভুরে বসিয়ে অগ্রে বারান্দার 'পরে
কন্যা সহ ভক্ত রেড্ডি আরাত্রিক করে।
বাজিয়া উঠিল ঢাক ঢোল ও সানাই
আনন্দের যেন সীমা পরিসীমা নাই।
যেমন বিশালকায় রেড্ডির এ ছত্র
তেমনি ব্যবস্থাপনা নিখুঁত সর্ব্বত্র।
এমন স্থানের কোন তুলনা না হয়
সব কিছু দেখে প্রভু প্রীত অতিশয়।
সকলের সাথে তিনি করেন স্বীকার—
চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষ্যে পূর্ব্বে কভু আর

এর চেয়ে ভাল স্থান পাওয়া যায় নাই
আনন্দে নূতন স্থানে কাল কাটে তাই।

এ আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হতে নাহি পারে
শ্রীঅঙ্গের ব্যাধি বাড়ে আশ্বিনের চারে।
প্রভাত সময়ে শুরু কম্পযুক্ত জ্বর
সর্ব্বাঙ্গ প্রচণ্ডভাবে কাঁপে থরথর।
বিস্তর কম্বল আর গরম কাপড়
চাপা দেয়া হল সারা দেহের উপর।
সবলে যতনে চেপে রাখে সঙ্গীগণ
তথাপি না মন্দীভূত হয় সে কম্পন।
সাথে এক উপসর্গ থেকে থেকে বমি
যদিও শ্রীঅঙ্গে জ্বর আছে খুব কমই।
দিশেহারা সেবকেরা ভাবিয়া না পায়
এ ব্যাধির উপশমে কি আছে উপায়।
প্রভু প্রদর্শিত পন্থা পরম প্রত্যয়ে
প্রয়োগে প্রয়াসী তারা হল এ সময়ে।
সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা বিলম্ব না করে
শোনায় ওঙ্কার ধ্বনি অতি প্লুত স্বরে।
সমস্বরে উচ্চারিত সে ওঙ্কার ধ্বনি
মনে হয় অশ্রুসিক্ত করুণ রাগিণী।
প্রভু দরশনে মনে লয়ে অভিলাষ
রেড্ডির জামাতা এল নাম দেবদাস।
হেথাকার এ প্রকার হেরি পরিস্থিতি
প্রভুরে সে দেখিবারে হল ত্বরা ব্রতী।
এম.ডি. ডিগ্রিধারী এই বৈদ্যবর
পরীক্ষার্থে রক্ত মূত্র পাঠাল সত্বর।
ঘণ্টা দুই পরে হল সংকট মোচন
ক্রমে প্রভু হন সুস্থ থামিল কম্পন।
রক্তপরীক্ষার ফল পরাহ্নে দেখিয়া
বোঝা গেল এই জ্বর নয় ম্যালেরিয়া।

মূত্র পরীক্ষায় পাওয়া গেল সংক্রমণ
জ্বর ও স্ফীতির যাহা প্রধান কারণ।

চিকিৎসা বা সেবাদির নাই কোন ত্রুটি
রোগ নিরাময়ে তবু অন্তরায় দু'টি।
প্রথমতঃ হেথা নিত্য মহোৎসব চলে
যথাযোগ্য বিশ্রাম না হয় তার ফলে।
দ্বিতীয়তঃ প্রথাগত চিকিৎসার দ্বারা
প্রভুর ব্যাধির কভু না হয় কিনারা।
বঙ্গীয় বৈদ্যেরা সেবা করি বহু কাল
শ্রীঅঙ্গের চিকিৎসাতে ওয়াকিবহাল।
ভিনদেশী বহুদর্শী বৈদ্যের উপর
অনেকেই নাহি পারে করিতে নির্ভর।
মাধব স্বামিজী সহ সঙ্গীরা সকলে
কলিকাতা গমনের অনুকূলে বলে।
সব শুনে প্রভু হেসে কহেন উত্তরে—
"কলিকাতা শহরে কি কেহ নাহি মরে।
মরি যদি সেও ভাল তবুও এখন
হেথা হতে অন্যত্র না করিব গমন।"
স্বল্পক্ষণ পরে কন পুনরায় প্রভু—
"ও রকম বলা নয় সমীচীন কভু।
তার চেয়ে বলা ভাল-গুরু ভগবান
যা করেন তাই হবে তাতেই কল্যাণ।"
অবশেষে গুরুকন্যা শ্রদ্ধেয়া কুটাই
সবিনয়ে নিবেদন করে প্রভু ঠাঁই—
"কাকামণি যান আপনি কলিকাতা ত্বরা
এখানে যেমন আছি রহিব আমরা।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত হেথা চলুক এমনই
সুস্থ হয়ে শীঘ্র ফিরে আসুন আপনি।"
এবার প্রভুর আর আপত্তি না রহে.
গুরুকন্যা তো সামান্যা তাঁর চোখে নহে।

দূরভাষে বঙ্গদেশে পৌঁছিল খবর
অন্তরঙ্গগণ এল বিমানে সত্বর।
প্রশ্নের উত্তরে প্রভু কন গুরুজীরে—
"আসিব পূজার পূর্ব্বে পুনঃ হেথা ফিরে।"
শ্রীঅঙ্গ কি হবে সুস্থ এত তাড়াতাড়ি
বঙ্গবাসী ভক্তেরা কি দিবে তাঁকে ছাড়ি ?
গুরুজী এসব ভেবে পুনরায় কহে—
"ঈশ্বর স্বতন্ত্র কভু পরতন্ত্র নহে।
যেমন স্বাধীন তথা ভক্তাধীন তিনি
লীলার না পাই তাঁর অন্ত কোনদিনই।"
হাসিভরা মুখে কন প্রভু এইবার—
"এ-ও তাঁর ব্যাধি এক অতি চমৎকার।"

যাবেন আনন্দময় প্রভু বঙ্গভূমে
বিষাদের কালোছায়া নামে শ্রীরঙ্গমে।
শতাধিক ভক্ত আছে এখনো এখানে
কে যাবে কোথায় ভেবে স্বস্তি নাই প্রাণে।
প্রভু কন—"ভাবনার নাই প্রয়োজন
যেমন আছিস্ থাক্ সবাই তেমন।"
সীমিত সংখ্যক শিষ্য সেবকেরে লয়ে
বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা আশ্বিনের নয়ে।
পথিমধ্যে ব্যোমযানে গুরুপুত্রে কন—
"সরাসরি দিগসুয়ে করিব গমন।
আগে হবে গুরুমার চরণে প্রণাম
কলিকাতা গিয়ে পরে চিকিৎসা বিশ্রাম।"
গুরুপুত্র কহে—"মাকে করি আনয়ন
কালই করা হবে তব সঙ্কল্প পূরণ।
আপনার দেহ নয় সুস্থ স্বাভাবিক
দিগসুয়ে যাওয়া তাই নাহি হবে ঠিক।"
গুরুবৎ গুরুপুত্র তাই অবিলম্বে
কহিলেন প্রভু—"বেশ তাই হোক্ তবে।

গুরুমাতা কলিকাতা কৈলে আগমন
পুণ্য সঙ্গ লাভে ধন্য হবে বহু জন।"

গুরু তাঁর অলঙ্কার মস্তকের মণি
গুরুতুল্য গুরুপুত্র গুরুর ঘরণী।
গুরুনামে গুরুধামে শ্রদ্ধা অফুরান
প্রভুর লীলার কথা অমৃত সমান।
শ্রীচরণ অভিলাষী দাস জনার্দ্দন
ধন্য এ লীলার কণা করি আস্বাদন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০৫)

।। গুরুধামে চিকিৎসা ও বিশ্রাম—১৩৮৯।।
।। বৈদ্যসহ বহুজনে কৃপা।। মঠে দর্শন দান ও ব্যাধির বৃদ্ধি ।।
।। গুরুধাম ত্যাগে উদ্যোগ।।

ব্যোমযান আরোহণে আশ্বিন নবমে
উপনীত হন প্রভু রাতে দমদমে।
বিস্ফোরক ভক্তি হতে রক্ষার কারণ
এবার বিশ্রাম কেন্দ্র দাগার ভবন।
লক্ষ্মীনারায়ণজীর টানে আপাততঃ
সেথায় গমনে রাতে রহেন বিরত।
বিমানবন্দরে কালবিলম্ব না করে
যান বেদবিদ্যালয়ে বরাহনগরে।
গুরুমাতা আসি তথা পরদিন প্রাতে
সবারে করেন স্নাত কৃপার ধারাতে।
সত্বর সানন্দে প্রভু লয়ে সঙ্গীদল

বন্দিলেন গুরুমার চরণ-কমল।
ভোগান্তে বিশ্রাম করি অত্যল্প সময়
অপরাহ্ণ কালে যান দাগার আলয়।
শুরু হল যথাযোগ্য চিকিৎসা এবার
নেতৃত্বে বিশিষ্ট বৈদ্য প্রণব ডাক্তার।
চলিল পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা শ্রীঅঙ্গে
শলা করে বহু বৈদ্য বসি এক সঙ্গে।
স্বল্পাহার কৃচ্ছ্র আর কঠোর সাধনে
মারাত্মক রক্তাল্পতা প্রকট এক্ষণে।
সে কারণে শ্রীচরণে ভীতিকর স্ফীতি
সম্প্রতি ফুলিছে হাত নিম্নাঙ্গ প্রভৃতি।
তদুপরি মাঝে মাঝে বুকে জমে জল
ফুসফুস হৃৎপিণ্ড অতীব দুর্ব্বল।
অন্নজান পরিমাণমত সে কারণ
না পারেন ইদানীং করিতে গ্রহণ।
বিশেষজ্ঞগণ বলে প্রতিকার তরে
অক্সিজেন নিতে নিত্য চারি ঘণ্টা করে।
যদিও ঔষধে অতি অনাসক্তি তাঁর
অক্সিজেনে খুশী মনে করেন স্বীকার।
অক্সিজেন তাঁর পরিভাষায় অমৃত
অক্সিজেনে শ্বাসকষ্ট হয় নিবারিত।
চর্ম্মরোগ বিশেষজ্ঞ পাঁজা রণজিৎ
চরণ চিকিৎসা করে নিষ্ঠার সহিত।
আনাগোনা করে ঘোষ শীতল নামক
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।
আরো বহু বড় বড় বিশেষজ্ঞগণ
নিরাময় লাগি হয় যত্নপরায়ণ।
সুশৃঙ্খলভাবে চলে চিকিৎসা যেমন
তেমনি অতুলনীয় সেবা আয়োজন।
ভক্তবর রামেশ্বর ধর্ম্মপত্নী সহ
প্রাণপণে সেবাকর্ম্মে রত অহরহ।

অতন্দ্র প্রহরী সদা নিয়োজিত দ্বারে
মক্ষিকাও সহজে না প্রবেশিতে পারে।
কক্ষের সমক্ষে শোভে তুলসী কানন
যেমন আকারে বড় সুন্দর তেমন।
অতিশয় প্রীতিপ্রদ এই গুরুধাম
প্রভুর ব্যাধির হয় ক্রমশঃ আরাম।

বৈদ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়
সাতিশয় সচেতন প্রভু লীলাময়।
গুরুধামে একদিন সম্মেলন কালে
বৈদ্যগণ প্রতি ক'ন আপন খেয়ালে—
"কেন 'এ'কে এনেছেন এখানে ঠাকুর?
কেবল কি 'এ'র ব্যাধি করিবারে দূর?
বৈদ্যদেরও চিকিৎসার প্রয়োজন আজ
করান কৌশলে গুরুদেব সেই কাজ।
একবার এসে পড়ে এইস্থানে যারা
শত চেষ্টাতেও আর নাহি পায় ছাড়া।
কলেরা বসন্ত তুল্য এই সীতারাম
অতিশয় ভীতিময় ছোঁয়াচে ব্যারাম।"
বৈদ্যগণ প্রতি তাঁর করুণা অপার
ওঙ্কার রচনাবলী দেন উপহার।
আবার কখন ক'ন উপদেশ ছলে
"ভিতরে বিচিত্র নাদ অনুখন চলে।
কখন হাজির হয় অনন্ত আকাশ
কি আর ভাষায় তার করিব প্রকাশ।
দিবালোক সম সত্য এই অনুভব
ধরা কি সম্ভব তব যন্ত্রেতে এসব?
তবে কিনা দেখি এই মুখ হাসিভরা
অনায়াসে অনুমান যায় না কি করা—
বাহিরে যতই কেন থাকুক না ব্যাধি
অন্তরেতে আনন্দের নাহিক অবধি।...."

আসে আরো বহুজন বৈদ্যগণ ছাড়া
সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত যারা।
রাজ্য পুলিশের কর্ত্তা* শ্রদ্ধার সহিত
গুরুধামে একদিন হল উপস্থিত।
প্রভু পানে চেয়ে রয় সুদীর্ঘ সময়
তৃষাতুর নেত্র তবু তৃপ্ত নাহি হয়।
সেবক বিনয়ে কয় এমত সময়—
"বাবা ইনি সারাদিনই ব্যস্ত অতিশয়।
আপনারও নাই ঠিক কবে কোথা স্থিতি
সে কারণে শ্রীচরণে কাতর মিনতি—
দিন ওঁরে কৃপা করে চরণে আশ্রয়।"
প্রভু কন—"জোর করে দীক্ষা নাহি হয়।
ভগবান লাগি প্রাণ হলে উচাটন
শুরু হয় সে সময় গুরু অন্বেষণ।
'গুরুনাম মহামন্ত্র'—চলিত প্রবাদ
'গুরু'নাম গুরুদেবে ধরিবার ফাঁদ।
সুখে দুঃখে জপ মুখে 'গুরু' দিন রাত
গুরু লাভ করি ধন্য হবে অচিরাৎ।"
এই মত আরো কত ভাগ্যবান জন
পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দে মগন।

কুড়ি মাস ব্যবধানে বঙ্গে পদার্পণ
তৃষিত হেথায় সব ভক্তের নয়ন।
অধিক ব্যাকুল প্রভু দরশন দানে
চিকিৎসার ছলে তাই এলেন এখানে।
মিলন মঠেতে দিতে প্রকাশ্য দর্শন
আশ্বিনের শেষ ভাগে করেন মনন।
চিকিৎসায় সবে স্বল্প মিলেছে সুফল
শ্রীতনু এখনো নয় সুস্থ ও সবল।
অনিয়ম হবে মঠে এই আশঙ্কায়

* তদানীন্তন রাজ্য পুলিশের ডি. জি. শ্রীগোলোক মজুমদার।

শিষ্যভক্ত বৈদ্যগণ আপত্তি জানায়।
শুদ্ধচিত্তে যে ইচ্ছার হয়েছে উদয়
অব্যর্থ সে সঙ্কল্পের অন্যথা না হয়।
পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত দিনে দিতে দরশন
মিলন মঠেতে প্রভু উপনীত হন।
দু'দিন মঠেতে করি দরশন দান
গর্চ্চা রোডে বিশ্রামের কেন্দ্রে ফিরে যান।
এ দু'দিন হল মঠে খুবই অনিয়ম
হাতে হাতে ফল তার মিলিল বিষম।
বেড়ে গেল অচিরেই চরণের স্ফীতি
শ্বাসকষ্ট সহ দেহে দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি।
তবু নাহি হন ক্ষান্ত প্রভু লীলাময়
যেতে চান শ্রীরঙ্গমে পূজার সময়।
সত্যরক্ষা লাগি এই যাত্রার উদ্যোগ
সত্য যেথা প্রাণপ্রিয় তুচ্ছ সেথা রোগ।
চারিদিক হতে ওঠে আপত্তি প্রবল
আবেদন নিবেদন সকলই বিফল।
প্রভু কন—"প্রয়োজন হলে চিকিৎসার
পূজাশেষে বঙ্গদেশে আসিব আবার।
এলো সে যাত্রার দিন দোসরা কার্ত্তিক
গৃহের বাহিরে ভিড় জমে অত্যধিক।
দারোয়ান বাধা দান করে গৃহদ্বারে
দর্শনার্থী কেহ তাই প্রবেশিতে নারে।
কাঁদে যত আশাহত ব্যথাতুর প্রাণ
গৃহস্বামী প্রতি কেহ বর্ষে বাক্যবাণ।
প্রেমময় প্রভু কয় শুনি সমাচার—
"রামেশ্বর দে সত্বর মুক্ত করি দ্বার।
আজি এই শেষ দিনে বিদায় লগনে
কেহ না বঞ্চিত যেন হয় দরশনে।"
সেবক বিনীত কণ্ঠে করে নিবেদন—
"অবশ্যই হবে এই আদেশ পালন।

তবে যদি হয় কৃপা এ দাসের 'পর
কিঞ্চিৎ বিলম্বে আজ্ঞা হবে কার্য্যকর।
অচিরেই অন্নভোগ হবে নিবেদন
দ্বার মুক্ত যুক্তিযুক্ত না হয় এখন।
ভোগের প্রাক্কালে মুক্ত করিলে কপাট
ভিড়েতে ঘটিতে পারে যাত্রায় বিভ্রাট।
নির্ব্বিঘ্নে ভোগের পর্ব্ব হলে সমাপন
দরশন লাগি দ্বার হবে উন্মোচন।"
প্রভু কন—"কি রতন তুমি অনুপম
এ তা জানে অন্য জনে বুঝিতে অক্ষম।
যদি না করিতে তুমি ভিড় নিয়ন্ত্রণ
চলিত এ দেহ 'পরে নির্ম্মম পেষণ।"

মহতের জীবনেরে করিয়া আশ্রয়
ছোট বড় যাহা কিছু সংঘটিত হয়,
মহান উদ্দেশ্য সদা সে সব মাঝারে
লুক্কায়িত রহে অতি ক্ষুদ্র বীজাকারে।
মহীরুহে পরিণত হয় তা যখন
অশেষ কল্যাণ হয় জগতে সাধন।
প্রভুর ব্যাধিও তথা নয় অকারণ
ধন্য হয় বৈদ্য সহ অন্য বহুজন।
নিরাময় কামনায় শিষ্যভক্তগণ
শুরু করে দেশ জুড়ে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
উদয়াস্ত নবরাত্র চব্বিশ প্রহর
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ মুখর।
তুলসীদান মন্ত্রজপ যজ্ঞ পূজার্চ্চনা
নিষ্ঠাভরে সম্পাদন করে বহুজনা।
উৎকণ্ঠিত শত শত আশ্রিত সন্তান
অবশভাবেতে নিত্য করে গুরুধ্যান।
ধরমের হল যেন নব জাগরণ
এ কি তব অভিনব ধর্ম্মসংস্থাপন।

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

প্রভুর অপার লীলা অমৃত সমান
কোথা আদি কোথা অন্ত না পাই সন্ধান।
ক্ষুদ্র এক কণা মাত্র করি আস্বাদন
অভয় চরণ বন্দে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০৬)

।। শ্রীরঙ্গমে দুর্গাপূজায় ব্যাধির বৃদ্ধি—১৩৮৯।।
।। 'বৈকুণ্ঠে' বিশ্রাম ও চিকিৎসা।। দৈব চিকিৎসা।।
।। সঙ্কটজনক অবস্থায় অবারিত দর্শন।।
।। অধমে অধিক কৃপা।।

গুরুধামে কৃপাধারা বর্ষি ভক্তগণে
কার্ত্তিক দোসরা যাত্রা বিমানারোহণে।
পুণ্য শ্রীরঙ্গমে প্রভু চাতুর্ম্মাস্য স্থলে
যথাকালে উপনীত হলেন সদলে।
শারদীয়া দুর্গোৎসব সমাগত প্রায়
সে কারণ আগমন এবার হেথায়।
দুর্গাপূজা এ অঞ্চলে এবারই প্রথম
তায় প্রভু সশরীরে হাজির স্বয়ম্।
অবিলম্বে সাড়া পড়ে গেল চারিদিক
মঠে তাই সর্ব্বদাই ভিড় অত্যধিক।
শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ তবু পূজার ক'দিন
কৃপা বিতরণ চলে বিরামবিহীন।
একটানা একাসনে বসি দীর্ঘক্ষণ
চলে দরশন দান প্রণাম গ্রহণ।
যথারীতি চলে দীক্ষা উপদেশ দান
পর্য্যাপ্ত সময় তাই বিশ্রামে না পান।

অতিশ্রম অনিয়ম না সহে শরীরে
অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠিল অচিরে।
বৃদ্ধি পায় পুনরায় হস্তপদস্ফীতি
শ্বাসকষ্ট সহ বাড়ে বুকের অস্বস্তি।
চিন্তান্বিত সঙ্গীগণ অতীব সত্বর
বাংলায় পাঠায় এই বিষম খবর।
সেবক গোপাল মিত্র ব্যাকুলিত মনে
শ্রীরঙ্গমে এল ত্বরা বিমানারোহণে।
মহাপূজা সমাপন কার্ত্তিকের নয়ে
যাত্রা শুরু দশমীর মধ্যাহ্ন সময়ে।
মাদ্রাজেতে ভক্তগৃহে রাত্রে অবস্থান
পরদিন বিমানেতে বঙ্গে পঁহুছান।
মিলন মঠেতে অগ্রে শুভ পদার্পণ
বেদ বিদ্যালয়ে ভোগ মধ্যাহ্নে গ্রহণ।
কলিকাতা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে
অপরাহ্ন কালে হন হাজির সদলে।
সাদার্ন এভিন্যু-এ বারো তলা 'পর
বিরাজে 'বৈকুণ্ঠ'ধাম অতি মনোহর।
শ্রীগোপাল মিত্র আর সহোদরবর্গ
করেছে শ্রীগুরুদেবে এটি উৎসর্গ।
এবার চিকিৎসা আর বিশ্রাম কারণ
ভক্তগণ এই স্থান করে নির্ব্বাচন।
শ্রীঅঙ্গের দশা হেরি অতি গুরুতর
চিকিৎসার কার্য্য হল আরম্ভ সত্বর।
পরীক্ষা করিল তিন বিশিষ্ট সেবক
কর্ম্মসূত্রে এরা সবে দক্ষ চিকিৎসক।
বিখ্যাত শীতল ঘোষ বৈদ্য পি. সি. সেন
মণি ছেত্রী সহ আরো অনেকে এলেন।
বিশাল দর্শনী অঙ্ক করিয়া স্বীকার
যাদের সাক্ষাৎ লাভ দুরূহ ব্যাপার,
সে সব বিশিষ্ট বৈদ্য বিনা দক্ষিণায়
যেচে যেচে আসে হেথা প্রতিদিন প্রায়।

অর্থ সেথা হয়ে যায় তুচ্ছ অতিশয়
যেথায় বিলায় কৃপা প্রভু প্রেমময়।
অলৌকিক প্রেমে তাঁর কি যে আকর্ষণ
ঘটায় এমত নিত্য কত অঘটন।
সর্ব্বোপরি সেবা করি হতে চায় ধন্য
গণ্যমান্য বৈদ্যদের ভিড় সেই জন্য।
বৈদ্যগণে অহৈতুকী কৃপা বিতরণ
দয়াল প্রভুর এক লীলা অতুলন।

রোগ নিরাময় লাগি শুভাকাঙ্ক্ষীগণ
সমকালে বহুমুখী করে আয়োজন।
একদিকে চলে ভৌত চিকিৎসা যতনে
স্বস্তি নাই তবু শিষ্য ভক্তদের মনে।
দৈব হতে ত্রিজগতে নাই বল আর
হল তাই আয়োজন দৈব চিকিৎসার।
নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ পণ্ডিত মহান
নারায়ণে করে লক্ষ তুলসী প্রদান।
নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত ত্রিশোর্দ্ধ সংখ্যক
এ কার্য্য সাধনে তার হল সহায়ক।
অধ্যক্ষ গোপাল ভট্টা * বেদ বিদ্যালয়ে
হোম জপ আদি করে বহু বিপ্রে লয়ে।
শুরু হয় দিকে দিকে নাম সঙ্কীর্ত্তন
পূজা পাঠ প্রার্থনা ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন।
শিষ্যভক্ত শত শত ব্যাকুল অন্তরে
ইষ্টমন্ত্র জপ করে নিরাময় তরে।
লক্ষ চিতে সঞ্চারিতে অধ্যাত্ম পিয়াস
নবনীলকণ্ঠ করে কত না প্রয়াস।
স্বীয় দেহে করি ব্যাধি-বিষেরে বরণ
সবারে সুধার ধারা করেন বর্ষণ।

---

* শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কাব্য ব্যাকরণতীর্থ।

কিঞ্চিৎ উন্নতি হয় শ্রীঅঙ্গে লক্ষিত
যদিও তা অল্প অতি তবু আশাতীত।
কিছু দিন বন্ধ প্রায় ছিল পানাহার
আসিল সামান্য রুচি আহারে আবার।
শ্রীহস্ত ও চরণের স্ফীতি পায় হ্রাস
শিষ্যভক্তগণ ছাড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস।
দিন দশ বারো গত হয় ক্রমাগত
উন্নতির এই ধারা রহে অব্যাহত।
হঠাৎ ঘুরিল চাকা চব্বিশে কার্ত্তিক
শ্রীঅঙ্গে অস্বস্তি প্রাতে বাড়ে অত্যধিক।
চাপা তীব্র বেদনার চিহ্ন ক্ষণে ক্ষণে
ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে প্রশান্ত বদনে।
কিছুই গ্রহণ আর না হয় সম্ভব
কি ঔষধ কিবা পথ্য পড়ে থাকে সব।
শত চেষ্টাতেও নাহি হয় ফলোদয়
কথা কহিতেও কত কষ্ট যেন হয়।
সঙ্কটজনক হেন অবস্থায় যবে
সহিছেন সীমাহীন যন্ত্রণা নীরবে,
তখনো প্রগাঢ় প্রেমে পড়ে নাই টান,
তখনো ভক্তের তরে ব্যাকুলিত প্রাণ।
সহসা শুনিতে পান শিষ্যভক্তগণ
উৎকণ্ঠিত চিত্তে নিত্য আসে অগণন।
একবার শুধু তাঁর দরশন ছাড়া
আর কিছু লাগি নয় লালায়িত তারা।
বৈদ্যের নির্দ্দেশে বন্ধ সম্প্রতি দর্শন
ব্যথা নিয়ে যায় ফিরে দর্শনার্থীগণ।
দেহের দুঃসহ ব্যাধি হয়ে বিস্মরণ
সেবকেরে ত্বরা করে ডেকে এনে কন—
"যে কেহ দর্শনে এলে যে কোন সময়
অবশ্যই যেন তার আশা পূর্ণ হয়।"

অবারিত দর্শনের ঢালাও নির্দ্দেশ
আছে কি পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য বিশেষ!
এ প্রশ্নের সমাধানে অপরে অক্ষম
জানেন কেবল প্রভু রহস্য নির্ম্মম।

একদা প্রসঙ্গক্রমে কহেন অতীতে—
"সীতারাম নিতে নয় জানে শুধু দিতে।...."
শ্রীহস্ত উপুড় হয় নাহি হয় চিৎ
জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রে এই তাঁর রীত।
যেচে যেচে প্রেমপ্রীতি করুণা বিলান
নাহি চান প্রতিদান কণা পরিমাণ।
কেবল মনুষ্য নয় গোমাতা কুক্কুর
স্নাত হয় পূত প্রেম প্রবাহে প্রভুর।
এ প্রেমে নাহিক ভেদ অধমে উত্তমে
এ প্রেমে বিচার নাই স্থাবরে জঙ্গমে।
রৌদ্রে তপ্ত কাঁসরের জ্বালা নিবারণে
সেবকে করাতে হয় স্নান সযতনে।
ব্যাধিও বঞ্চিত বুঝি না হয় কৃপায়
অভয় আশ্রয় পায় সে-ও রাঙা পায়।
সবিস্ময়ে সদা সবে করে বিলোকন
অধমে অধিক কৃপা হয় বরিষণ।
তাঁর মতে এ জগতে ভাল নয় যারা
তাদেরই তো প্রয়োজন আগে ভাল করা।
পতিতের প্রতি প্রেম তাই অফুরান
দাস জনার্দ্দন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
নিজগুণে শ্রীচরণে দিয়েছ আশ্রয়
সুমহান এই দান রাখিও অক্ষয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০৭)

।। মহাজন সমাগম—১৩৮৯ ।।
।। উদ্বেগজনক অবস্থা ।। প্রখর স্মৃতিশক্তি ।।
।। সঙ্গীতে ইঙ্গিত ।। ব্যাধির কারণ ।।

ব্যাধি উপলক্ষ্যে কত সন্ত মহাজন
'বৈকুণ্ঠে'তে নিয়মিত সমাগত হন।
তারকেশ্বর হতে মোহন্ত সগণে
কার্ত্তিকের ছাব্বিশেতে এলেন দর্শনে।
সেকালে জগদ্গুরু আচার্য্য শঙ্কর
সদলে হাজির হেথা প্রভুর গোচর।
নিরখি এ পূজ্যপাদ মহাজনগণে
বিষম ব্যাধির কথা না রহে স্মরণে।
অপার আনন্দে যেন উদ্বেল অন্তর
ফুটে ওঠে হাস্যরেখা আস্যে মনোহর।
রোগক্লিষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে কহেন সত্বর—
"অহো ভাগ্য ! মম রোগ হল সুখকর।
যেহেতু আজিকে সেই ব্যাধি নিবন্ধন
হল লাভ সুদুর্লভ তব দরশন। *
যে সময় সাতিশয় কঠিন পীড়ায়
সীমাহীন যন্ত্রণায় প্রাণ যায় যায়,
শিষ্যভক্ত অগণিত চিন্তায় কাতর
সে কালে প্রভুর পক্ষে পীড়া প্রীতিকর!
কি এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে
এ চিন্তা বিস্ময়াবিষ্ট করিছে সবারে।
বিচিত্র সুরেতে বাজে জীবন সঙ্গীত
দেহেতে থেকেও প্রভু নিত্য দেহাতীত।

---

* " মম রোগঃ সুখকরো জাতো যস্মাদ্ ভবতাং দর্শনং জাতম্।"

দেহের পীড়ায় যবে ক্লেশ সবাকার
সে সময় লীলাময় শান্ত নির্ব্বিকার।
'দেহটিরে 'আমি' ভেবে কষ্ট পায় জীব
'আমি দেহাতীত' বোধে জীব হয় শিব।
এ তত্ত্ব জানা বা বোঝা নয় শেষ কথা
অনুভব ব্যতিরেকে সব জানা বৃথা।
তাঁর মহাজীবনের যত অনুভব
'ম্যাপে কাশী দেখা' সম নয় অবাস্তব।
সুখ দুঃখ তাঁর কাছে সমান সকল
সুকঠিন ব্যাধিতেও তাই অবিচল।

ক্রমশঃ কার্ত্তিক মাস হয়ে আসে শেষ
শ্রীঅঙ্গের নাই কোন উন্নতি বিশেষ।
চলিছে অবস্থা অতি উদ্বেগজনক
ব্যর্থ চেষ্টা করে কত দক্ষ চিকিৎসক।
হয়ত সামান্য ভাল সকালের দিক
অপরাহ্ণে অবনতি ঘটে ততোধিক।
যে দিন পরাহ্নে স্বল্প উন্নতি দৈবাৎ
ব্যাধির বিষম বৃদ্ধি রহে সারারাত।
শিষ্যভক্ত আর যত বৈদ্য অসহায়
সঙ্কট মুক্তির কোন উপায় না পায়।
অকস্মাৎ অগ্রাণের পঞ্চম দিবসে
হ্রাস পেল বহুলাংশে ব্যাধি দৈববশে।
শুরু হল পুনরায় পথ্যাদি গ্রহণ
আনন্দে উঠিল ভরি 'বৈকুণ্ঠ' ভবন।
দিবাত্রয় স্থায়ী হয় এমত উন্নতি
আবার সঙ্কটপূর্ণ পূর্ব্ব পরিস্থিতি।
আবার বিষাদমগ্ন বৈকুণ্ঠ প্রাঙ্গণ
চিন্তায় কাতর শিষ্যভক্ত অগণন।
অক্সিজেন দিতে হয় প্রায় সর্ব্বক্ষণ
স্পন্দহীন তনু ক্ষীণ মুদ্রিত নয়ন।

কখন অস্ফুট কণ্ঠে কিছু কথা কন
প্রায়শঃ তা বুঝিতে না পারে সঙ্গীগণ।
বৈদ্যের শঙ্কার কথা করিয়া স্মরণ
এ কি তবে প্রলাপোক্তি ভাবে সঙ্গীগণ।
সহসা সংস্কৃত শব্দ শুনি একদিন
সবার বিস্ময় মনে জাগে সীমাহীন।
কাছে ছিল দর্শনের পণ্ডিত মহান
দিগন্তবিস্তৃত যার খ্যাতি ও সম্মান,
সেও ব্যর্থ এর অর্থ করিতে উদ্ধার
অবস্থা করুণ অতি অপর সবার।
অবশেষে প্রভু পাশে আসি শিষ্যগণ
এ বিপদে তাঁরই পদে লইল শরণ।
প্রভু কন উন্মীলন করি স্বল্প নেত্র—
"পাতঞ্জল দর্শনেতে আছে এই সূত্র।"
সেবকের দ্বারা পুনঃ অনুরুদ্ধ হয়ে
ক'ন ধীরে সবিস্তারে সূত্রের বিষয়ে।
কোন্ অধ্যায়েতে আছে সূত্র সংখ্যা কত
সব জেনে শিষ্য ত্বরা সন্ধানেতে রত।
সহজেই করি সেই সূত্র আবিষ্কার
সেবকের চিত্তে জাগে বিস্ময় অপার।
কেমনে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব বিবরণ
এ বয়সে অনায়াসে রাখেন স্মরণ!
বিশেষতঃ দেহে যাঁর মারাত্মক রোগ,
গ্রন্থ সাথে দীর্ঘকাল নাই যোগাযোগ।

রবীন্দ্রগীতির এক সুপ্রসিদ্ধ কলি
শোনা যায় এই কালে শ্রীমুখে কেবলই—
"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই— ...." *

* "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।

অনাগত বিচ্ছেদের অমোঘ ঘটনা
কেহ না জানুক তাঁর না ছিল অজানা।
সন্তানে সান্ত্বনা দিয়ে বিনাশিতে ব্যথা
প্রভুর আশ্বাস যেন প্রাণবন্ত হেথা ঃ—
"তোমা পানে মনে প্রাণে হলে আগুয়ান
দুঃখ মৃত্যু বিচ্ছেদের চির অবসান।
ভুলি তোমা অহংকারে মেতে উঠি যবে
সবই হয় দুঃখময় মৃত্যুভয় সবে।
হৃতধন মৃতজন কিছু না হারায়
নাই ভয় সবই রয় সে পূর্ণের পায়।
গ্লানি আর ব্যথাভার হয় পলে লয়
যেমাত্র জীবনপাত্র হয় তুমি-ময়।"**
রয়েছে তো অগণিত প্রিয় তাঁর গীতি
অকস্মাৎ অনুরাগ কেন এর প্রতি।
এ সঙ্গীতে কি ইঙ্গিতে চান কহিবারে
সঙ্গীশিষ্য সে রহস্য খোঁজে বারে বারে।

ব্যাধিও প্রভুর এক লীলা অতুলন
রোগছলে নিত্য চলে কৃপা বিতরণ।
কি কারণ হেন ব্যাধি পূত কলেবরে
এ জিজ্ঞাসা বাঁধে বাসা অনেক অন্তরে
অনিয়ম অতিশ্রম তপ কৃচ্ছ্র সহ
ব্যাধির অপর এক উৎস প্রতিগ্রহ।

"মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।।
অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।।"
—গীতবিতান —পূজা/স্বদেশ ৫৯৬

** কবিগুরুর পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতের ভাবার্থ অবলম্বনে।

প্রতিগ্রহে অনাগ্রহ যদিও সদাই
প্রেমের দায়েতে তবু অব্যাহতি নাই।
একদিকে পুণ্যলোভী দাতাদের ভিড়
অন্যদিকে আবেদন অসংখ্য প্রার্থীর।
উভয় তরফে কৃপা বরিষণ তরে
গ্রহণ করিতে হয় দান অকাতরে।
দানের মাধ্যমে দাতা শুদ্ধ হয়ে যায়
গ্রহীতার 'পরে তার পাপাদি বর্তায়।
যদ্যপি এ প্রতিগ্রহ স্থায়ী স্বল্পক্ষণ
সত্বর দু'হাতে সব হয় বিতরণ।
অধিকন্তু দীক্ষাদানে প্রণাম গ্রহণে
পাপের বোঝাটি স্ফীত হয় ক্ষণে ক্ষণে।
এ প্রকার আগন্তুক নানা উপাদান
শ্রীবিগ্রহে ব্যারামের কারণ প্রধান।
তদুপরি দুরারোগ্য ব্যাধি সুকঠিন
চেয়েছেন কায়মনে প্রভু চিরদিন।
'পাগলের খেয়ালে'তে* করিলে সন্ধান
পাওয়া যাবে সহজেই সুস্পষ্ট প্রমাণ।
সম্প্রতি কহেন প্রভু ব্যাধির প্রসঙ্গে—
"কেন রোগ-আক্রমণ না হবে এ অঙ্গে।
লক্ষাধিক দীক্ষাদান হয়েছে নিশ্চয়
দীক্ষা দিলে শিষ্য হতে পাপ নিতে হয়।
বহু জন উপায়ন দেয় রাশি রাশি
সকলেই কমবেশী সেবা-অভিলাষী।
যে-ই যত হোক্ ভক্ত হোক্ যত ধনী
একটি পয়সা কেহ না দেয় অমনি।
একটি পয়সা নিলে পাপ নিতে হয়
দেখ ভেবে কত তবে হয়েছে সঞ্চয়।"
বিচিত্র প্রভুর লীলা কি বা চমৎকার
নাহি পাই কোথা আদি কোথা অন্ত তার।

---

* প্রভু-প্রণীত প্রথম পুস্তক।

তাঁরই কৃপায় করি কণা আস্বাদন
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(২০৮)

।। লীলা অবসান—১৯ শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
ইং - ৫/৬-১২-১৯৮২।।

প্রভুর পীড়ার নাহি হয় উপশম
প্রায়শঃই বাড়াবাড়ি কভু কিছু কম।
আলো আঁধারের হেন ক্রীড়া অকরুণ
ভক্তপ্রাণে নিত্য হানে শেল নিদারুণ।
দিন যেন দিন দিন দীর্ঘায়িত হয়
'বৈকুণ্ঠে'তে না কাটিতে চাহয়ে সময়।
তবু হয় একে একে দিবা অবসান
অবশেষে আসিল সে উনিশে অঘ্রাণ।
এ দিন দুর্দ্দিন অতি ঘোর দুঃসময়
এ দিন আনিল শোক দুঃখ বিশ্বময়।
এ দিন ধর্ম্মের রাজ্যে অশনি-পতন
এ দিন অধর্ম্ম ঊর্দ্ধে উড়ায় কেতন।
এ দিন সত্বের শোকে সন্তপ্ত আকাশ
এ দিন দানবদের দারুণ উল্লাস।
এ দিন ভূভারহারী আলোর দিশারী
যাবেন বৈকুণ্ঠপুরী ভূ-বৈকুণ্ঠ ছাড়ি।
এ দিনও সেবকগণ নিত্যকার মত
শ্রীগুরুর নানাবিধ সেবাকার্য্যে রত।
এ দিনও তাদের মুখ বিষাদে মলিন
যেমন গিয়েছে দেখা বিগত ক'দিন।

এ দিনও সবার মনে উৎকণ্ঠা অপার
সাথে আশা অমানিশা কাটিবে আবার।
এ দিনও ভাবে নি কেহ ভুলেও কখন
আজই রাতে ঘটে যাবে মহা অঘটন।
শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধিসহ উপসর্গ যত
বিগত দিনের মত আজো অব্যাহত।
পথ্যাদি গ্রহণ আজো আছে বন্ধ প্রায়
ঔষধে বজায় তথা আপত্তি বেজায়।

পূর্ব্বাহ্নে প্রভুরে দিতে পুণ্য দরশন
ত্র্যম্বকবাবার হল শুভ পদার্পণ।
বালিশে হেলান দিয়ে প্রভু অচিরাৎ
বসিলেন শয্যা 'পরে জুড়ি দুই হাত।
প্রভু পানে ধীরে ধীরে হয়ে অগ্রসর
যোগীশ্রেষ্ঠ উপবিষ্ট হন শয্যা'পর।
পরিবেশে পরিস্ফুট পরিবর্ত্তন
নিদারুণ ব্যাধি যেন উধাও এখন।
বিদায় নিয়েছে জ্বালা যন্ত্রণা সকল
শ্রীমুখমণ্ডল দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল।
যদিও অনেক দিন আহারে বিরতি
পানীয়ও করেছেন বর্জ্জন সম্প্রতি।
বহু চেষ্টাতেও শিষ্য শুভাকাঙ্খীদল
অনশন অবসানে হয় নি সফল।
বাবাজী প্রদত্ত পঞ্চ ফলের নির্য্যাসে
অনায়াসে হল আজি ইতি উপবাসে।
বাক্যালাপ হল দোঁহে অল্প অতিশয়
অন্তরে অন্তরে হল ভাব বিনিময়।
স্বল্পক্ষণ নিমগন হন যোগী ধ্যানে
ধ্যানভঙ্গে অবিলম্বে গেলেন স্বস্থানে।

কালচক্র আবর্ত্তনে বেলা বাড়ে যত
আবার ব্যাধির বৃদ্ধি পূর্ব্বেকার মত।
যথাকালে অস্তাচলে যায় দিবাকর
ধেয়ে আসে কালরাত্রি অতি ভয়ঙ্কর।
এ সময় লীলাময় ক্ষীণকণ্ঠে অতি
আপন খেয়ালে শ্লোক করেন আবৃত্তি—
'তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাকুলিতমানসাঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ।।'
"সূর্য্য এসে পূর্ব্বাকাশে অন্ধকারে গ্রাসে
কাক সব কা-কা- রব করে মহাত্রাসে।"
সারিবদ্ধভাবে আসি দর্শনার্থীগণ
প্রভুরে কাঁচের ঘরে করে দরশন।
চলমান দীর্ঘ সারি ক্রমবর্দ্ধমান
ক্ষণিক দর্শনে প্রাণে আনন্দের বান।
অপূর্ব্ব আনন্দঘন বিগ্রহ দর্শনে
আজিও সংশয় নাহি জাগে কারো মনে।
ভাবিতে পারে নি সেই শিষ্যভক্তগণ
আজিকার দরশনই শেষ দরশন।

একটু একটু করে রাত বাড়ে যত
শ্বাসকষ্ট সেই সাথে বাড়ে ক্রমাগত।
বড় বড় বৈদ্য করে আপ্রাণ প্রয়াস
তবু ব্যাধি বিন্দুমাত্র নাহি পায় হ্রাস।
হেন পরিস্থিতিতেও নির্দ্দিষ্ট সময়
নিত্যকার মত খোঁজ নেন দয়াময়—
রাতে আজ প্রসাদের কি বা আয়োজন
হল কি না সমাপন সবার ভোজন।
কাল কাটে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে
মধ্যরাত্রি সমাগত হল ক্রমে ক্রমে।
প্রভুরে ঘেরিয়া সঙ্গী যতেক ব্রাহ্মণ
সশির গায়ত্রী মন্ত্র করে উচ্চারণ।

অদূরে আরেকদল ভক্ত ও সন্তান
প্রাণের আবেগে করে মহানামগান।
কম্বলশয্যায় বসি প্রভু অচঞ্চল
হঠাৎ মাধবে ক'ন—"চল্ নিয়ে চল্।"
সত্বর সন্ন্যাসী শিষ্য সখেদে শুধায়—
"এত রাতে কোথা যেতে মনে অভিপ্রায়?"
অতীব গম্ভীর স্বরে তিনটি অক্ষরে
প্রত্যুত্তরে মাধবেরে কহেন—"অন্তরে।"
প্রশ্ন জাগে সেবকের শঙ্কাকুল চিতে
হেন সাধ কি কারণে জাগিছে চকিতে।
তবে কি এ স্থূল দেহে লীলা সমাপন
নূতন লীলার ক্ষেত্র হৃদি বৃন্দাবন!
হল সত্য সেবকের সে শঙ্কা সত্বর
আসিল চরম লগ্ন অতি ভয়ঙ্কর।
"নারায়ণ নারায়ণ" করি উচ্চারণ
মহাধ্যানে প্রভু যেন হন নিমগন।
অকস্মাৎ ভ্রূমধ্যেতে দৃষ্টি হল স্থির
ধ্যানাসনে উপবিষ্ট নিঃস্পন্দ শরীর।
অভাবিত এই দৃশ্য করি বিলোকন
দিশেহারা সেথা যারা হাজির তখন।
আকস্মিকতার ঘোর কাটে কিছু যবে
প্রভু বুঝি সমাধিস্থ ভাবে মনে সবে।
অবিরাম "সীতারাম সীতারাম" বলে
সমাধি ভাঙ্গাতে হল সচেষ্ট সকলে।
এমত প্রয়াস চলে সুদীর্ঘ সময়
তথাপি না অভীপ্সিত ফল লাভ হয়।
তবে কি সমাধি হতে হবে না ব্যুত্থান
হাহাকার করি উঠে সবাকার প্রাণ।
আলোর বন্যায় হেথা ভাসে চারিধার
তবু যেন মনে হয় সবই অন্ধকার।
অবেলায় কেন হায় লীলা অবসান?

এ প্রশ্নেতে আলোড়িত অগণিত প্রাণ।
পরমায়ু যদি তাঁর শতাধিক সাল
তবে তো এখনো বাকী বহু বর্ষ কাল।
তবু কেন আজি হেন অকাল প্রস্থান
ভেবে ভেবে কেহ নাহি পায় সমাধান।

কে বলে গিয়েছে চলে প্রভু সীতারাম
কোথায় যাবেন তিনি ত্যজি ধরাধাম!
বাহিরে ছিলেন তিনি স্থূল দেহ ধরে
আছেন এখনো হেথা সবার অন্তরে।
ছিলেন আছেন তিনি রহিবেনও পরে
কখন বাহিরে আর কখন অন্তরে।
তবু তাঁর অদর্শনে তীব্র তুষানলে
তনু মন অনুখন যায় যেন জ্বলে।
কৃপা বিনা কেহ তাঁর পুণ্য দরশন
পেয়েছে কি স্থূলে তিনি ছিলেন যখন।
এখনো তেমনি কৃপা যাবৎ না হয়
কে পারে দেখিতে তাঁরে সারা বিশ্বময়!
ওই তাঁর লেখনীর অমৃতবাণীতে
রয়েছেন রত নিত্য কৃপা প্রদানিতে ঃ—

"স্বরূপ হারান জীব শোন একবার
হতেছে ধ্বনিত ঐ দিগ্ দিগন্তরে
ভয় নাই ভয় নাই ভয় নাই আর।
সবে আমি সব আমি আমি আছি ওরে।।"

বল মোরে কৃপা করে ওগো দয়াময়
কি উপায়ে হবে এই জ্ঞানের উদয়।
বল প্রভু প্রেমময় বল আর কবে
সবেতে তোমার দেখা পাব এই ভবে।

দাসের কৃতিত্ব কি বা এ লীলাচিন্তনে
পঙ্গুরে করেছো কৃপা গিরি উল্লঙ্ঘনে।

বেতার যন্ত্রাদি নিজে গাহিতে না পারে
সে শুধু শিল্পীর সুর সম্প্রচার করে।
ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্র দেয় যন্ত্রণা দুঃসহ
মধুর সঙ্গীতও নাহি হয় সুখাবহ।
তেমনি এ লীলা যদি বেসুরো শোনায়
এ দাসে বর্ত্তায় সেই বিচ্যুতির দায়।
তোমার এ যন্ত্র দেব মলিন ভঙ্গুর
বাজে নাই এতে তাই যথাযথ সুর।
আবর্জ্জনা স্তূপ হতে তুলেছ যেদিন
সে দিন এ যন্ত্র ছিল বাক্‌শক্তিহীন।
অপার প্রেমের আর স্নেহের ছোঁয়ায়
শুরু হল জীবনের নূতন অধ্যায়।
মূঢ় মূক যন্ত্র হল মুখর এবার,
তোমার প্রেমের কিবা মহিমা অপার!
এ মহাপ্রেমের মূল্য বুঝিনি কখন
এ প্রেমের যোগ্য হতে করিনি যতন।
পক্ষান্তরে এ প্রেমের অমর্য্যাদা করে
তোমা হতে গেছি সরে দূরে দূরান্তরে।
জীবের কল্যাণে যবে প্রেমের প্লাবনে
ভাসাতে উদ্যত তুমি নিখিল ভুবনে,
তখনো বুঝিনি হায় স্বরূপ তোমার,
ভেবেছি এ বুঝি তব মনের বিকার।
অসীম ঔদ্ধত্যবশে তোমায় সেকালে
রেখেছি আবদ্ধ লোকচক্ষু অন্তরালে।
তুমি শুধু নও প্রভু দিব্য চক্ষুষ্মান
জ্ঞানাঞ্জনে জীবগণে কর চক্ষুদান।
কলির কৌশলে সেই তুমি মহীয়ান
মোহান্ধ এ দাস দ্বারা হলে 'নীয়মান'!
উচ্চাঙ্গের এ কৌতুক সহিতে না পেরে
গেলে কি অকালে এই ধরাধাম ছেড়ে।
এও তো করিতে হবে অবশ্য স্বীকার
তোমায় আবদ্ধ করে হেন সাধ্য কার!

লীলাছলে দিয়েছিলে ধরা সে সময়,
দেখালে এ দাস কত নীচ প' াশয়।
আর একবার ধরা দাও কৃপা করে
এবার করিব বন্দী হৃদয় মন্দিরে।

বুঝিতে পারি না তব লীলা সুমহান
তেমনই বুঝি না এই লীলা অবসান।
হস্ত দ্বারা হস্তী স্পর্শ করি অন্ধজন
অংশেরে সমগ্ররূপে করয়ে কীৰ্ত্তন।
সর্প নয় সূর্প নয়, নয় তো সে স্তম্ভ
বিবাদী অন্ধের তবু কি দারুণ দম্ভ!
না জেনে লীলার ব্যাপ্তি আর গভীরতা
তেমনই এ অজ্ঞানান্ধ করে বাচালতা।
নিজগুণে করি সেই ধৃষ্টতা মাৰ্জ্জন
দাও দাস জনার্দ্দনে অভয় চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা সমাপ্ত

।। পরিশিষ্ট ।।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি পত্র

শিবাশিষঃ সন্তু,—

প্রাণাধিক ! তোর পত্র কয়েকখানা হস্তগত হয়েছে, শনিবারে ইচ্ছা সত্ত্বেও আসতে পারলাম না।

তোর পত্রের ভিতর দিয়ে তোকে নূতনভাবে পেয়ে আনন্দিত হলাম; বুঝলাম— শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি তোর উপর পড়েছে। দেখ্ ভাই, জ্বালার মত জিনিষ আর জগতে কিছু নাই। এদিকের যত জ্বালা আসে তত মানুষ ভগবানকে ধরে। সংসারের জ্বালা মানুষকে নূতন পথ ধরিয়ে দেয়। যে কেহ ভগবৎপথে গিয়াছেন অধিকাংশই সংসারের জ্বালা পেয়েছেন।

মানুষ যেমন কর্ম্ম করে সেইরূপ সাজা পায়। যেমন কর্ম্ম করেছ সেই কর্ম্মবশে দাসত্বরূপ জেল খাটছ। তাঁর নাম করতে করতে কাজ করে যাও, জেলখানা থেকে উদ্ধার হবে। কোথা দিয়ে কি করে হবে তা ভাববার দরকার নাই। শুধু ডাক্, তোর কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তোর চেয়ে তিনি ভাল বোঝেন; ঠিক ব্যবস্থা হবে—হবেই। তবে ভাব্‌বি কেন ? তোর একজন আছেন, তিনি তোকে সর্ব্বদা রক্ষা করছেন, কোলে টানছেন একথা ভুলিস্ না, যে কার্য্য কর্‌ছিস্ তাঁর কার্য্য বলে করে যা। তারপর তিনি বুঝবেন। ইহা নিশ্চয়ই জানিস্ ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

যে সংসারের অস্তিত্ব কাল থাকবে কিনা স্থির নাই, তার জন্য হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান অত ভাববার সময় কোথায় ? ডাক্, আথালি পাথালি ডাক্, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

জগতে যতকিছু কঠিন আছে তার মধ্যে কাম রিপু জয় করা খুব কঠিন, কঠিন বটে তবে জয় করা যায়। প্রথমতঃ নিজেকে সংযমী হইতে হইলে স্ত্রীকেও সংযম শিক্ষা দিতে হয়, তাকেও পূজাপাঠের জপ-ধ্যানের সঙ্গিনী করতে হয়, নচেৎ তার আকর্ষণে নিজেকে স্থির রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কোন পর্ব্বাদিতে নিজেকে সংযত রাখিতে হইলে পৃথক্ শয্যার ব্যবস্থা করতে হয়, নচেৎ নিজেকে রক্ষা করা শক্ত। স্ত্রী, সে শুধু কামক্রীড়ার সঙ্গিনী নয়, তাকে সৎপথে লইয়া যাওয়া স্বামীর কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী সৎপথে যাইতে চায় না তার জন্য ব্যবস্থা স্বতন্ত্র করতে হয়।

আমায় একজন সাধু বলেছিলেন "যদি কাম জয় করতে চাও স্ত্রীর মুখপানে চাইও না। অর্থাৎ পা দেখ মুখ দেখো না।"

বায়োস্কোপের ছবির মত, বাবুদের ঐশ্বর্য্য দেখে যাও তাতে তোমার কি, মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে আবার সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য কি দেখবে, আবার নারীর জন্য কেন আকুল হবে? মৃত্যু পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে গ্রাস করছে, তার জন্য কি করা হচ্ছে, সংসারের অভাবের জন্য মরণ যাত্রীর চিন্তা কি? আসে আসুক, যা হয় হোক্, উঠতে বসতে, খেতে শুতে কেবল ডাক্তে থাক্। ভয় খাবি কি, মায়ের ছেলে তুই সংসারের ভূতের নৃত্য দেখে কেন শিউরে উঠ্বি? ওসব কিছু নয়, ডাক্। এ পর্য্যন্ত কেহ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করে বিফল মনোরথ হয় নাই। ডাক্, যখন তখন শুচি অশুচি শুয়ে বসে যেমন করে পারিস্ ডাক্, আত্মীয়-স্বজন সকলের পৃথক্ পৃথক্ অদৃষ্ট আছে। তাঁদের জন্য অত ভাবতে হবে না। সংসার গৌণ, মুখ্য ভগবদুপাসনা।

এ জিনিষটাকে খেয়াল বলতে পারিব না। প্রত্যেকের জীবনে এরূপ একটা ভাব আসে সে সময় যদি সৎ সঙ্গে সৎগুরু লাভ করে, তাহলে সে লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে সেদিকে ধাবিত হয়। দীক্ষিত হও নাই বলে জানি, যদি তাই হয় তোমাদের গুরুদেবের বাটীতে সংবাদ পাঠাও, এ শুভ যোগে দীক্ষিত হয়ে নাও।

সংসার ভাল লাগাটা কিছু নয়, সংসার ভাল না লাগাটাই ভাল।

আমার মনে হয়, দাসত্ব-দারিদ্র্য মোচন কর এ প্রার্থনা করা অপেক্ষা আমায় ভক্তি দাও— প্রার্থনা করা ভাল, ভক্তি পেলেই কিছুই অভাব থাকিবে না। ঠাকুরটি বলেন, "যাকে আমি অনুগ্রহ করি তার ধন হরণ করি। মহারোগ, মহাশোক আমার অনুগ্রহের লক্ষণ।"

পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কার ইহজন্মকৃত কর্ম্মসংস্কার চাক্‌চিক্যময় সংসারের দিকে টানবে, এটা মিথ্যা, ইহা স্থির রাখবার জন্য, নিত্য সন্ধ্যা-পূজা সদ্‌গ্রন্থপাঠ সৎসঙ্গ করতে হবে। দাসত্ব তাঁর কর্ম্ম যদি না ভাবতে পারিস্, জেল খাটছিস্ মনে করে দাসত্ব কর্, তা করেও যা সময় থাক্‌বে তাতেও বহু কাজ হবে।

সংসার তো তোমার ছোট, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হচ্ছে মাতাকে বল্, নচেৎ তোমার ভবিষ্যতের কথাটা বুঝিয়ে বল।

চেষ্টা কর যাতে টাকা না নিতে হয়। যদি চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়ে থাক আবার চেষ্টা পুনরায় চেষ্টা কর। স্ত্রীলোক দেখলেই ঠাকুরটি কেমন সেজেছেন মনে করে মনে মনে প্রণাম কর্। অভ্যাস কর্ মুখে নাম রাখা আর তিনিই সব সেজেছেন মনে করে প্রণাম করতে অভ্যাস কর্।

নূতন কোন পথে চলতে আরম্ভ করলে ভুল-ভ্রান্তি আছেই, তা থাক্ তথাপি উদ্যম ত্যাগ করবে না।

আমি বিরক্ত হচ্ছি কি আমার সময় নষ্ট হচ্ছে এ ভাববার তোর দরকার নাই।

তোর প্রাণের কথা নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে যা। ঠাকুরটিকেও জানিয়ে যা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীভগবান তোকে শক্তি দিন, আর কি লিখব। কাল গুরুদেব কাশীধাম থেকে এসেছেন। আমি আজ ডুমুরদহে যাব রবিবার বা শনিবার আসব। এবার শনিবারে এসে শ্রীগুরুদেবকে ধরব সমিতিতে রবিবারে পাঠাদি করবার জন্য। পত্রে সব কথা ঠিক হয় না। মুখোমুখি দরকার সেটাও একা একা নির্জ্জনে। আশীর্ব্বাদ জানিবে। কিমধিকমিতি। আমায় পত্র দিচ্ছ সে পত্র অপরে দেখবার প্রয়োজন বুঝিনা, মনের সঙ্গী বহুলোক হয় না।

—তোমার প্রবোধ
দিগসুই, চতুষ্পাঠীতঃ
১৭/৭/৩৭

* * *

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

মা ভৈঃ

আমাতে সম্ভব অসম্ভব কিছু কল্পনা করিস্ না,—আমি মৃণাল তন্তুতে হস্তী বন্ধন করতে পারি, গোষ্পদে পর্ব্বত নিমজ্জিত করতে পারি। আমার গতি নির্ণয় করতে পারে, এমন শক্তি কারও নাই দেহের চিন্তা, অর্থের চিন্তা, ঋণের চিন্তা ত্যাগ কর্, আমি তার ব্যবস্থা করেছি। ডাক আমায় ডাক, তোর সব জ্বালা দূর হবে। মা ভৈঃ, মা ভৈঃ, মা ভৈঃ।

তুই নাম কর্। যাবৎ স্থির হতে না পারিস্ তাবৎ নাম কর্। তোর পদতল হতে পৃথিবী সরে যাক্, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক কিংবা সর্ব্বনাশ হোক্—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অহর্নিশি নাম কর। ইহা তুই স্থির জানিস্—তুই আমার কোলে আছিস্, আমি তোকে বুকে করে রক্ষা করছি। নাম কর্, নাম কর্।

সর্বে নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃপুনঃ।
ন মে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদঃ।।

ভয় কিরে! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। সব যাবে, আমার ভক্ত নিঃশঙ্ক ও নিরাপদে র। মা ভৈঃ।

—শ্রীওঙ্কারনাথ রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (পৃঃ ২৫)

সুধার ধারা

জপ নাম জপ নাম সকল সময়।
নাম জপে সব পাপ হয়ে যাক্ ক্ষয়।।

পাপ ক্ষয় চিহ্ন হল বিষয়-বিরাগ।
সাধু গুরু নামে হয় অতি অনুরাগ।।

নামেতে আসক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে।
সংসার বাসনা যায় একেবারে চলে।।

ক্ষুদ্র ভোগসুখ ইচ্ছা হয় নাকো আর।
ভূমাসুখ আবির্ভূত হন হৃদে তাঁর ।।

অসীম অনন্ত সেই আনন্দ অপার ।
যে লভে—সার্থক জন্ম ধরায় তাঁহার।।

মক্ষিকার ব্রণাস্বাদ বিষয়ের সুখ ।
কত জন্ম ভোগ করে পাইয়াছ দুঃখ।।

নাম জপ মহাবল করিলে আশ্রয়।
বিষয় সুখের স্পৃহা যাবেরে নিশ্চয়।।

থাক্ যাক্ কিছুতেই লক্ষ্য না করিয়া ।
কেবল জপহ নাম নির্জ্জনে বসিয়া।।

তাহা যদি নাহি পার যথা ইচ্ছা থাক।
ওরে দাস সীতারাম তাঁরে শুধু ডাক।।

—শ্রীওঙ্কারনাথ রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (পৃঃ ৫৭)

* * *

শেষ করে ফেল

কি করে শান্তি লাভ করবো?

হরি হরি! গুরুদেব তোমায় শান্তি তো দিয়েছেন, তুমি শান্তি লাভ তো করেছ। তবে কেন হাহাকার করছো?

গুরুদেব মন্ত্র দিয়েছেন, শান্তি দেন নাই।

আরে সীতারাম! ঐ মন্ত্রই শান্তি, মন্ত্রটি শেষ করে ফেল—তখন বুঝতে পারবে গুরুদেব তোমায় কি মহারত্ন দান করেছেন। শেষ কর, মন্ত্র শেষ কর।

মন্ত্র শেষ করা মানে কি?

মন্ত্র শেষ করার অর্থ মন্ত্র শেষ হয়ে যাবে; মন্ত্র আর থাকবে না। মন্ত্র তোমায় ভগবানকে দেখিয়ে দিয়ে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির হাত হ'তে নিস্তার করে আপনার স্বরূপানন্দ-সাগরে মিশে যাবেন।

মন্ত্র চলে গেছেন কি করে বুঝতে পারবো?

তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করবার সামর্থ্য থাকবে না। মন্ত্র মনে করতে গেলেও ভিতরে জমাট বেঁধে যাবে। ভগবান দেখা দেবেন, তখন মন্ত্র শেষ হয়ে যাবে। তুমি মন্ত্র বল্‌তে কি ভাবতেও পারবে না।

বুঝি না!

এ বোঝ্‌বার কথা নয়। কর্‌বার কথা। বহির্মুখী বুদ্ধি দিয়ে এ তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। শেষ করে ফেল! উঠতে বস্‌তে খেতে শুতে রাম রাম কর, ইষ্ট মন্ত্র জপ কর, মন্ত্র শেষ হয়ে যাক্। কত কি কর্‌লে; কত বই পড়লে; কত সাধন ভজন কর্‌লে, কিন্তু মন্ত্রটী শেষ কর্‌তে না পারায় জ্বালার শান্তি হয়নি। আরে, শান্তি সাগরে ডুবে থেকেও কোথা শান্তি, কোথা শান্তি কর্‌ছো! পরশমণি পেয়েও দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছো। আমি উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি মন্ত্র শেষ করে ফেললে তুমি জীবন্মুক্তি লাভ করবে করবে করবেই। যখন তখন যেখানে সেখানে সকল অবস্থায় মন্ত্র জপ কর্‌তে বাধা নাই। অবিরাম মন্ত্র জপ কর, শান্তি তোমার অন্তরে বাহিরে নৃত্য কর্‌বে, অশান্তি বলে কিছু থাক্‌বে না। সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম ত্যাগ করে মন্ত্রে একাগ্র হবার জন্য প্রাণপণ কর, রোগ শোক দুঃখ জ্বালা অভাব কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু ভূমাসুখ, নিরতিশয় পরমানন্দ! শেষ কর, শেষ কর, মন্ত্র শেষ করে ফেল। আর বিলম্ব ক'রো না। দুর্লভ মানব জনম পেয়েছো, গুরু কৃপা করে মন্ত্র দিয়েছেন, সেই মন্ত্র-কল্পতরুর কাছে যা চাইবে, তাই পাবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; তোমার মন্ত্র তোমায় দান করবেন। শেষ কর, শেষ কর, মন্ত্র শেষ করে ফেল। এমন মানব জন্ম যেন ব্যর্থ না হয়। আরে ভোগ! কুকুরজন্মে শূকরজন্মেও ভোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্র মিলে না—মন্ত্র পেয়েছ—মননাৎ ত্রায়তে। মনন করলেই ত্রাণ। শেষ করে ফেল, মন্ত্র শেষ হলেই দেখবে তুমি আর সে তুমি

সাড়ে তিন হাত খাঁচার, রোগে শোকে পাপে তাপে আকুল আপনভোলা পাখী নও, তুমি সমুদ্রের মত গম্ভীর, আকাশের মত মহান হয়ে গেছ। তোমার সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে অধে, আনন্দ নৃত্য করছে—তোমার দশদিকে আনন্দের প্রাচীর উঠছে—তুমি আনন্দ-সাগরে ডুবে গেছ। শেষ কর পথিক! কেঁদো না, শেষ কর, মন্ত্র শেষ কর। মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, ব'লে একবার প্রাণপণে চেষ্টা কর যাতে মন্ত্র শেষ হয়। আমি শপথ করে বল্‌ছি—মন্ত্র শেষ হলেই তুমি পরমানন্দ পাবে, পাবেই পাবে।

—শ্রীওঙ্কারনাথ রচনাবলী ১ম খণ্ড (পৃঃ ৩০২-৩০৩)

* * *

শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুপম ঔদার্য্য

"শ্রীভগবান রামানুজাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীরঙ্গনাথের ইচ্ছায় শ্রীরঙ্গমে আগমন করেন।

তাঁর গুরুদেব মহাপূর্ণাচার্য্য তাঁকে বিশেষার্থ শরণাগতিমন্ত্র দ্বয়মন্ত্রাদি এবং অন্যান্য সমস্ত উপদেশ করে বলেন যে, গোষ্ঠীপুরে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গমন করত তুমি মন্ত্ররত্ন গ্রহণ কর। গুরুদেব তোমার জন্য তাঁর কাছে মন্ত্ররত্ন রেখে গেছেন। সেকথা শুনে শ্রীরামানুজ শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গিয়া মন্ত্ররত্ন প্রার্থনা করেন—তিনি তাহা দেন না। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান কর্‌লেও শ্রীরামানুজ মন্ত্ররত্নের জন্য তাঁর সমীপে অষ্টাদশ বার গমন করেন। শেষে গোষ্ঠীপূর্ণের কৃপা হয়। তিনি তাঁহাকে ডেকে মন্ত্র দেন এবং বলে দেন—এ মন্ত্র অতি গোপনীয়, আমার সিদ্ধ মন্ত্র। তুমি কাকেও দিবে না। যে এই মন্ত্র শ্রবণ কর্‌বে সে-ই বৈকুণ্ঠে যাবে। শ্রীরামানুজ এ মন্ত্র কোন ব্যক্তিকে দিব না প্রতিজ্ঞা করে মন্ত্র গ্রহণ করেন। অনন্তর সিদ্ধ মন্ত্ররত্নের প্রভাবে তাঁর প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে। তিনি স্থির থাকতে না পেরে এক উচ্চ তোরণে উত্থিত হয়ে ডাকতে থাকেন — কে কোথা তাপিত ক্ষুভিত সংসার ভ্রমণে ক্লান্ত আছ, ছুটে এস! ছুটে এস! আমি তোমাদের মহারত্ন দান কর্‌বো—সব জ্বালার অবসান হবে। তাঁর বারংবার আহ্বানে বহু লোক উপস্থিত হন। তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই সিদ্ধমন্ত্ররত্ন ঘোষণা করেন—সকলে মন্ত্ররত্নলাভে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

এই সংবাদ শুনে শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে শ্রীরামানুজকে বলেন—রামানুজ তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করেছি। তুমি মন্ত্ররত্নের অধিকারী নও বলে তোমায় দিই নাই। তুমি কাকেও দিবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে কৌশলে মন্ত্র গ্রহণ করত উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বললে। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদী—তোমার এ পাপের কি শাস্তি হবে জানো? শ্রীরামানুজ প্রশান্তভাবে বলিলেন—অনন্ত নরক।

শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন—অনন্ত নরক হবে জেনেও তুমি সকলকে মন্ত্র বলে দিলে।

শ্রীরামানুজ বললেন—প্রভো! আপনি বলেছেন, যে এ মন্ত্র শুনবে সেই বৈকুণ্ঠে গমন কর্‌বে। আপনার এই বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় সত্য জেনে আমি উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র দান করেছি। আমার মত একটি ক্ষুদ্র কীটানুকীটের অনন্ত নরকের বিনিময়ে যদি সহস্র সহস্র লোক বৈকুণ্ঠে গমন করে তাহলে আমি কোটি কল্পকাল হাসিমুখে নরক ভোগ করতে প্রস্তুত আছি।

গোষ্ঠীপূর্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কি ব্যাপার! এত উদারতা মানুষের হতে পারে না। রামানুজ তুমি মানুষ নও। স্বয়ং রঙ্গনাথ জীব উদ্ধার করবার জন্য দেহ ধারণ করেছো। আমি তোমার গুরু নই, তুমি আমার গুরু। প্রণাম করতে উদ্যত হলে শ্রীরামানুজ বাধা দিলেন। শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে শিষ্যগণের নিকট বললেন—আজ হতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত শ্রীরামানুজ সিদ্ধান্ত নামে ঘোষিত হবে। অনন্তর শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের কাছে বিদায় লয়ে শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসেন।"

—শ্রীওঙ্কারনাথ রচনাবলী ৩য় খণ্ড
পৃঃ ২৬৪-৬৫।

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

১। সাধনার শুরু হবে 'সব তুমি' বলে প্রণাম করার অভ্যাসে, সাধনার শেষ হবে 'সব তুমি' এই প্রত্যক্ষ দর্শনে।

২। সংক্ষেপ করে সকল সাধনার সার বলছি—কর্ণের দ্বারা তাঁর নাম গুণ শ্রবণ, বাক্যের দ্বারা কীর্ত্তন আর মনের দ্বারা মনন—ইহাই মহাসাধন।

৩। হরিনাম এমনই জিনিষ যা সব ইন্দ্রিয় দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা, মুখে বলা, স্পর্শ করা।

৪। মনকে একটা না একটা কিছু দিতে হবে, সে অবসর পেলেই কুচিন্তা করে; সেইজন্যই পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম। ব্যস্—মন আর অন্য চিন্তার অবকাশ পাবে না।

৫। প্রথমে অভিমান থাকে সাধনা করে তোমায় পাব। কারো বাবার সাধ্য নেই যে সাধনা করে তোমায় ধরে। যখন আর পারছি না বলে সব ছেড়ে দেয় তখনই ধরা দেন।

৬। চেষ্টা করে কামনাশূন্য হতে পারবি না। নাম করে করে মন প্রাণ ভরিয়ে ফেল্—তা হলে কামনার আর জায়গা থাকবে না।

৭। ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৮। মায়েরা ও অন্যবর্ণের পুরুষগণ নিত্য হাজার ইষ্টগায়ত্রী জপ করলে লক্ষ গায়ত্রী জপের পর শক্তির জাগরণ অনুভব করবেন-ই।

৯। আমার স্বামী নারায়ণ এই ভাবে যে নারী স্বামীসেবা করেন তিনি সহজে পরমানন্দ লাভে সমর্থা হন।

১০। পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য হল পুত্র-কন্যাগণকে ধর্ম্মপথে চালিত করা। তার দ্বারা পিতামাতা এবং পুত্র-কন্যাও ইহলোক পরলোকে সুখী হয়ে থাকে।

১১। মায়েদের স্বামী ভিন্ন কাউকে ভালবাসতে নাই, কাউকে ভালবাসতে নাই।

১২। যে পুত্র পিতামাতার সেবা করে না, পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করে, কটু বাক্য বলে, ভরণপোষণ করে না, সেই হতভাগ্য পুত্র যদি বহু ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তার সে সমস্ত নিস্ফল।

১৩। দেখ্ মা, এ সংসারটা একটি স্বপ্নের রাজ্য। এসব যা কিছু দেখছ সব মিথ্যা। এ সংসারের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা সব স্বপ্নের মত মিথ্যা। মিথ্যাকে সত্য মনে করে আমরা কত কাঁদি, হা-হুতাশ করি, কত চীৎকার করি কিন্তু এ একটা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

১৪। সাধন রাজ্যেই বল আর যাই বল, জনসঙ্গকে সাপের মত, মিষ্টান্নকে বিষের মত আর মায়েদের রাক্ষসীর মত যে দেখতে পারে, সে-ই বিদ্যা—'আমি দেহ নই আত্মা' এই জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

১৫। প্রিয়তম ব্রাহ্মণ বাবারা ও অব্রাহ্মণ বাবারা, আদরিণী মায়েরা! তোরা তো পরমানন্দময় ভগবানকেই চাচ্ছিস্, কেন পাচ্ছিস্ না জানিস্? শুধু তোদের আহারের দোষ ও সদাচারহীনতা। যারা মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, ডিম, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি রাজস, তামস আহার্য্য ভোজন করে, তাদের দেহ মন দুষ্ট হয়ে যায়। শ্রীভগবানের নাম বা আসনে বসে জপ করবার সামর্থ্য তাদের থাকে না। দেহে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাতে শরীর ক্ষয় হয়ে থাকে।

১৬। নেশা যে করে সে ভগবানকে পায় না। জগতের কোন আকর্ষণ যার আছে সে ভগবান থেকে অনেক দূরে। দিবারাত্রি উঠতে বসতে খেতে শুতে রাম রাম কর্, নেশা চলে যাক্।

১৭। প্রথম সাবধান হতে হবে আহার বিষয়ে। প্রতিজ্ঞা করত পেঁয়াজ, ডিম, মাছ, মাংস, মুরগী প্রভৃতি সর্ব্বনাশকর আহার একেবারে ত্যাগ করতে হবে। পুষ্টির জন্য ভাবনা নেই। দুগ্ধ, ঘৃত দুর্লভ হলেও চিনেবাদাম, সোয়াবিন দেহের বিশেষ ভাবে পুষ্টিসাধন করে। ডাল ভাতের শক্তিও অসীম। চা, বিড়ি, সিগারেট একেবারে ত্যজ্য।

১৮। রাত্রি ৪টা থেকে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত প্রথম ক্ষণ। সাধনের দ্বিতীয় ক্ষণ হল সূর্য্যাস্তের আধঘণ্টা আগে থেকে সূর্য্যাস্তের দু' ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্নে যথাসাধ্য জপ করতে হবে।

১৯। নামকীর্ত্তনই হল কলিযুগের উপায়, অধিকারীবিশেষে নাম কীর্ত্তন অপেক্ষা লিখ্‌লে কাজ বেশী হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়।

২০। একটি নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাপীর পাপের গাদায় আগুন লেগে যায়, পুড়তে থাকে, দু'বার দশবার নাম করলে তাতে হাওয়া দেওয়া হয়; অতি সত্বর পাপ দগ্ধ হয়ে যায়। যদি অন্য কথা বলা হয়, তাতে জলের ছিটা দেওয়া হয়।

২১। হও পাপী, হও না তাপী, থাক্ না কেন তোমার সহস্র অপরাধ, তথাপি 'আমি তোমার শরণাগত' বলে আশ্রয় গ্রহণ কর—অবশ্যই শ্রীভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হবে—হবেই ইহাতে কোন সংশয় নাই।

২২। মা ভৈঃ, সীতারামকে যখন তোরা আশ্রয় করেছিস্ তখন সীতারামের গতি যদি লাগে, তোদের লাগবেই।

উপায় শুনহ প্রিয় ভাল হইবার
স্বীয় দোষ দরশন নাম জপ আর।

২৩। ক্রোধ জয়ের উপায় সঙ্কল্প না করা। সঙ্কল্প থেকে কামনা, কামনা প্রতিহত হলে ক্রোধ হয়। তবে এরূপ সঙ্কল্পে ক্রোধ হয় না—আমি রামেশ্বর যাবো, তারপর ভগবানের ইচ্ছা।

২৪। একমাত্র জিহ্বাকে জয় করতে পারলেই সব ইন্দ্রিয় জয় হয়। রোগের ঔষধ গ্রহণের মতো—ক্ষুধায় অন্নগ্রহণ; যারা ভগবানকে চায় তাদের এরূপ আহার করা কর্ত্তব্য।

২৫। যতক্ষণ না মানুষ তপস্যাপরায়ণ হয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ-মনন করবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত শাস্ত্র আপনার প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করেন না।

২৬। সুখ ভোগে নাই—সুখ সংযমে, ত্যাগে, ভজনে নিত্য বিরাজমান।

২৭। নামকীর্ত্তনে অবাধমিলনে যদি কীর্ত্তনকারী সাবধান না হন, তাহা হইলে তাঁহার পতন অনিবার্য্য।

২৮। তোমার দুরন্ত যৌবনকাল আসছে। এখন যদি তুমি ব্রহ্মচর্য্য, সংযম অভ্যাস না কর, তা'হলে যৌবনজলতরঙ্গে ভেসে যাবে। ভোগ বেশীদিন করতে পারবে না—চিররোগী হয়ে হাহাকার করতে হবে।

২৯। শুদ্ধাহার সদাচার কালে উপাসন।
এতেই লভিবে প্রিয় সাক্ষাৎ দর্শন।।

৩০। যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য নিষ্কামভাবে যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্মযোগ।

৩১। দুষ্কর্ম্মই রোগের কারণ—সে ইহজন্মকৃত না হইলেও ফল যাইবে কোথায়? পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম রোগরূপে আসিয়া নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকেও পাপমুক্ত করে।

৩২। এক সাধে সব হয়, সব সাধে সব যায়। আগে দীক্ষা নিয়ে প্রাণপণে মন্ত্রসিদ্ধির চেষ্টা করতে হয়। প্রণালীমত সাধন করলে মন্ত্র অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

৩৩। পিপাসা যদি থাকে রে বাবা, জলের অভাব হয় না, অভাব হয় পিপাসার।

৩৪। যে যত শাস্ত্রনিষ্ঠ হবে, সে তত অগ্রগতি লাভ করবে।

৩৫। যদি একজন সামান্য মানুষ এক কালে পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, পিতা প্রভৃতি বহুভাবে ভাবিত হতে পারে—তাহলে সে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর প্রেমময় শ্রীভগবান এককালে নিরাকার, সাকার কালী, কৃষ্ণ, রাম, হরি প্রভৃতি রূপে ভক্তের কাছে কেন প্রতিভাত হবেন না?

৩৬। শাস্ত্রের কদর্থ না করিলে ভোগের সুবিধা হয় না তাই পণ্ডিত নামধারী মূর্খগণ শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া নরকের দ্বার খুলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

৩৭। পরমানন্দ প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় হল মন। যতদিন মনকে না পাওয়া যায় ততদিন শান্তি সুদূর-পরাহত।

৩৮। ষোল হাজার বিয়ে করে অন্যায় করেছেন কৈফিয়ৎ নিতে পারো। ষোল হাজার মূর্ত্তি ধারণ করে অবস্থান করতেন এ বিশ্বাস করতে পারো না?....দেখ সীতারাম, আমরা ক্ষুদি পিঁপড়ে, আমরা যদি বলি—হিমালয় পাহাড়টার অত উঁচু হওয়া ভাল হয় নি, তাহলেও রাম রাম হিমালয়কে কিছুতেই ছোট করা যাবে না।

৩৯। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজে কিস্তিমাৎ হবে না। যেমন মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বাভাবিক, তেমনি যৌবনে জয় জয় সীতারাম স্ত্রী-গ্রহণেচ্ছা স্বাভাবিক। জোর করে বা লোক দেখিয়ে ব্রহ্মচারী সাজলে সীতারাম, সাজার বাকী থাকবে না।

৪০। 'দাসোঽহং' 'দাসোঽহং' করতে করতে যখন ঠাকুরটির কৃপা-দৃষ্টি পড়ে, তখন দা-টি কেড়ে নেন, থাকে 'সোঽহং'।

৪১। সমদৃষ্টি আর সমব্যবহার এক কথা নয়। কুকুরও ভগবান, কিন্তু তাকে ঠাকুর ঘরে এনে ভোগ দেবে না—তিনি-ই বলেছেন। তখন তাকে কলাতলায় বা অন্যত্র পাত্র করে ভোগ দিতে হবে।

৪২। ওঙ্কারেই যদি পৌঁছান লক্ষ্য তবে আগে থেকে জপ করলেই তো হয়?

—কিন্তু এতে ক্ষতি হয়। খাওয়ার থালায় শাক, ডাল, চচ্চড়ি, তরকারী এমন কি পায়েস পর্য্যন্ত সবই সাজানো থাকে। তা বলে কি শাক দিয়ে না খেয়ে আগে পায়েস খাই? আগে ফার্ষ্টবুক না পড়েই কি এম. এ. ক্লাসের বই পড়তে পারি,না পড়ি?

৪৩। স্বয়ং শিক্ষিত ও কর্ম্মী হইয়া জগৎকে শিক্ষা দাও। পুস্তকে জ্ঞান নাই, জ্ঞান সাধনার সিদ্ধি, জ্ঞান তপস্যার প্রাণ।

৪৪। পশু-পক্ষীর মত শাস্ত্র আবৃত্তি করিলে শত জন্মেও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। উপাসনা কর—জ্ঞানের বিকাশ হইবে; সাধনা কর—বিশ্বস্রষ্টার শক্তি তোমায় আলিঙ্গন করিবে।

৪৫। মন যখনই অন্যমনস্ক হবে তখনি "অসৎ হইতে মোরে লয়ে চল সতে" প্রার্থনা করবি। জিভে নাম, প্রার্থনা একটা না একটা কিছু রাখতেই হবে।

৪৬। যার চিন্তা করা যায় তার পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সব কিছু ধ্যান করা হয়। পাপীর মুখ দেখলে, কথা কইলে, চিন্তা করলে পাপ সংক্রামিত হয়। সঙ্গের ব্যাপার এ তো বেশ বোঝা যায়। পাপীর সঙ্গ করলে সদ্যঃ চিত্ত মলিন হয়।

৪৭। সত্যই শ্রীভগবান, সত্য বলবে। সত্যাশ্রয়ে সত্বরই শ্রীভগবান গ্রহণ করবেন।

৪৮। যার যত আয় বাড়ে, তার তত অভাব বাড়তে থাকে সীতারাম।

৪৯। শ্রাদ্ধ-তর্পণের কি প্রয়োজন, মরা গরুতে কী ঘাস খায়?

পিতামাতা মরা গরু নন, তাঁরা দেবতা।...... টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করলাম, টাকাটা এখানে রইল, কিন্তু যাকে মনিঅর্ডার করা হয়, তিনি টাকা পেয়ে যান, এও সে রকম...... শ্রাদ্ধ-তর্পণের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, তার দ্বারা অক্ষার লাভ।

৫০। সব গুরু মনে করিয়া প্রণাম করাই চরম সাধনা।

৫১। সাধুবাদ যতটা শুনবে ততটা ওজন করা থাকলো নিন্দাবাদ শুনবার জন্য। তাই...... কোনটাতেই বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

৫২। বহু তপস্যা না করিলে কেহ প্রবল হয় না, যতদিন পর্যন্ত তার তপস্যাবল থাকে ততদিন কিছু হয় না, তারপর সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। অত্যাচার চরমে না উঠা পর্যন্ত অত্যাচারী দণ্ড পায় না।

৫৩। বাহির হইতে একজন ভগবদ্‌ভক্তকে শারীরিক কী আর্থিক কষ্টভোগ করিতেছেন দেখা যাইলেও তাঁবার মন পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তো কেহ জানিতে পারে না।

৫৪। বাহ্যপূজা অধমাধম হলেও, তারও অধিকারী এখন বড় মেলে না। তোমার দেহটাকে বেশভূষাদির দ্বারা সজ্জিত করেছ, সংসার প্রতিপালনের জন্য দোকান করছ, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে বেশ আনন্দে আছ—এ তো বাহ্যভাব। অধমাধম ভাবের সঙ্গ দিবারাত্র করছ, তাতে অসুবিধা বোধ হয় না—পূজার সময়েই যত উচ্চাধিকার এসে উপস্থিত হয়!

৫৫। উপায় শুনহ প্রিয় ভালো হইবার।
স্বীয় দোষ দরশন নামজপ আর।।

জ্বলন্ত আশ্বাস

জয়গুরু

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

তুমি কি শান্তি চাও? রোগ শোক, অভাব, জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে কি পরিত্রাণ পেতে চাও ? পরমানন্দময় ভগবানকে দেখবার জন্য বাসনা জেগেছে? তাহলে নাম কর, নাম কর। ভগবান আছেন, তিনি নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারীকে দেখা দেন এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই—নাই—নাই। এসো এসো ছুটে এসো—নাম নাও, মানবজনম ধন্য হবে, পরমানন্দসাগরে ডুবে যাবে। নাম কর, নাম কর। আর বিলম্ব করো না। দিন দিন আয়ু চলে যাচ্ছে। উঠতে বসতে খেতে শুতে কেবল বলো—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

—শ্রীওঙ্কারনাথ রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (পৃঃ ৪৩)

* * *

একদিনের ঘটনা। ১৩৬২ সনের মহালয়ার দিন শ্রীশ্রীঠাকুর এসেছেন পি-১৯, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০ অবস্থিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল করঞ্জাই মহাশয়ের নবনির্ম্মিত বাটীতে। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের লেখক শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ও সেখানে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে। তিনি ঠাকুরকে বললেন 'বাবা আপনিই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর!'

সীতারাম বললেন, 'তোমার বিশ্বাস হয়?' অচিন্ত্যবাবু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। অচিন্ত্যবাবু তাঁর ভাষণেও ঐ কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ৭৮তম আবির্ভাব স্মরণিকায় প্রকাশিত শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'সীতারাম' নামক কবিতাটি নীচে দেওয়া হলো।

* * *

জীবনের সর্ব্বজ্বরে শীতে-তাপে প্রগাঢ় আরাম
যে আনিল সেই সীতারাম।
মানুষের অন্ন পান দুই পথ্য নাম ও প্রণাম
যে বিলাল সেই সীতারাম।
যেই রাম সেই কৃষ্ণ এক দেহে রামকৃষ্ণধাম
যে দেখাল সেই সীতারাম।।

—নব নব রূপে এসো, পৃঃ ৩৮৭

* * *

নিবেদন

অত্যন্ত দ্রুত প্রকাশনার জন্য লীলাচিন্তার ১ম ও ২য় খণ্ডে অনেক ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে, আমরা তার জন্য পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

নীচে যথাক্রমে ১ম ও ২য় খণ্ডের শুদ্ধিপত্র দেওয়া হলো।

শুদ্ধিপত্র

লীলাচিন্তা (১ম খণ্ড)

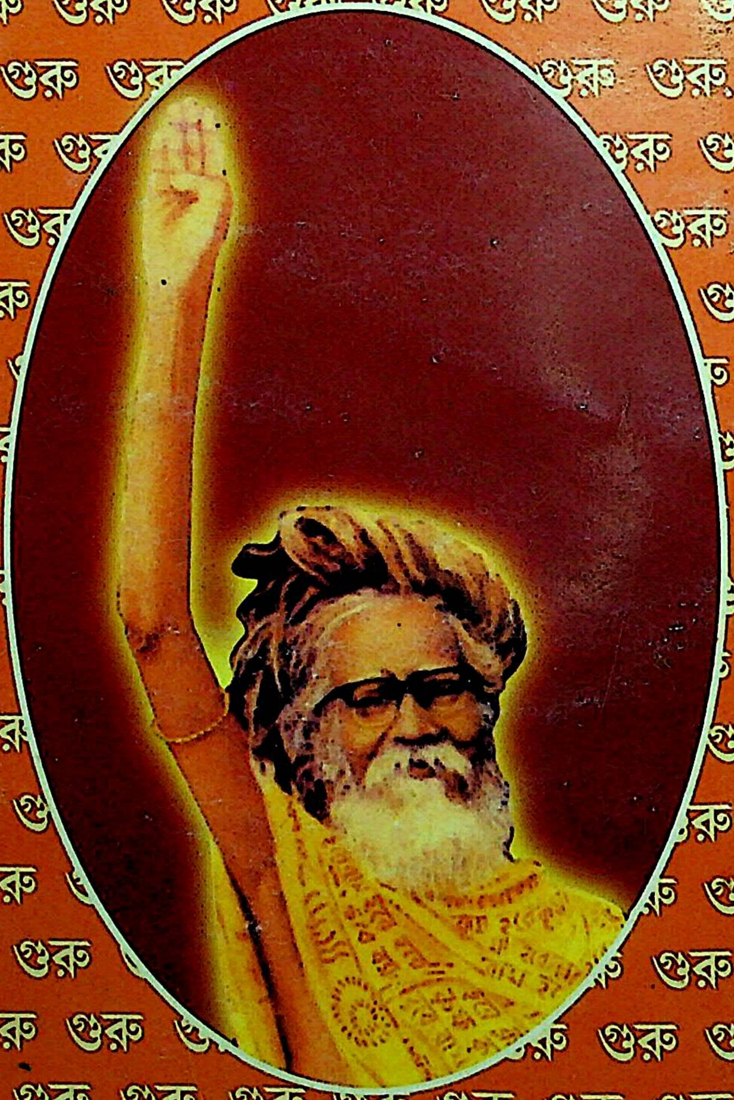
পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৮	২২	সোহহং	সোঽহং
১৫	৯	বেশাখে	বৈশাখ
৩৬	১২	খামারগছিতে	খামারগাছিতে
৩৯	১৩	কৰ্ম্ম	বৰ্ম্ম
৫১	১৫	শিষ্যোহহং	শিষ্যোঽহং
৬২	১০	এ মহান সেবোদ্যোগে	এ কার্য্য সাধনে তাঁর
১০৩	১৮	নমস্তেহস্তু	নমস্তেঽস্তু
১০৩	১৮	ভূয়োহপি	ভূয়োঽপি
১৪৭	৪	কেন	এত
১৪৭	২৮	নাই	নাহি
১৬৪	১৩		সেই সাথে উপনীত হল তিনজন
১৬৫	১৫	হল	সব
১৭০	১	কিছুই	কিছুতে
১৭২	১৫	আবিভূত	আবির্ভূত
২২৭	২১		সদানন্দ ধীরানন্দ বঙ্কিম প্রণব
২৩৪	১৭,১৯	চোলট্রী	চৌলট্রী
২৫৫	১২	একে	এক
২৭২	২১	আলিন্দী	থালিন্দী
২৭৪	১	সানন্দে....শিষ্যগণ	সানন্দ বিস্ময়ে ভাবে সঙ্গীশিষ্যগণ
২৮৬	৯	আসি	আসিল
২৮৬	২১	করি	করে
৩১১	২৩	যা	যান
৩১৮	১৯	করি	করে
৩৪৩	২৫	প্রভুর	ভক্তের
৩৫১	২১	ও	এ
৩৬২	৪	আশ্রমের	আশ্রম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৩৬৬	১৫,১৭,১৮		
	২২,২৪,২৬		
	২৭	(	ক্ষ
৩৬৬	১৫,১৭	ত্ত(	ক্ত
৩৬৬	২১	(	রু
৩৬৬	৩০	(	শ
৩৬৭	১,১২,১৪		
	১৮,২৯	(	রু
৩৬৭	২,২৪,৩০	ত্ত(	ক্ত
৩৬৭	৫	এ পত্র যে	এ পত্রিকা
৩৬৭	১৩	কৃষ(	কৃষ্ণঃ
৩৬৭	২৮	(	ক্ষ
৩৭৯	৩	করিল	কলির
৩৮১	৪	করি	করে
৩৯২	২৩	প্রাতে পুন করিনু....	প্রাতে করিনু শ্রবণ
৪১৫	১৯	অবসানে	অবসান

লীলাচিন্তা (২য় খণ্ড)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৪	২১	শেষে	সাথে
৪৮	৫	ক'প্রংপ্রংপ্রংপ্রংন	ক'ন
৬৪	২৫	ভিড়ে অবরুদ্ধ	ভিড়ে পথ অবরুদ্ধ
৯৪	১২	তারে	তাকে
৯৪	২১	চড়ি	চড়ে
১২৯	১৯	পরবর্ত্ত	পরবর্ত্তী
১৩১	১৪	পচুর	প্রচুর
১৪২	১		শুধালেন লিখে প্রভু সেই ভক্তবরে
১৪৬	১১	লিচিবাগে	নীচিবাগে
১৪৬	১৯	বৌদিদির	বৌদির
১৪৭	১৫	গুরুকন্যা........	সমগ্র লাইনটি বাদ যাবে
১৬২	১৩	পত্রে	পত্রের
১৬৫	২৩	কর্ত্তা জানাইল.	কর্ত্তা বলে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১৬৭	১২	মা করে	মা কহে
১৮১	১২	স্বভারে	স্বভাবে
১৯৬	৮		সে সকল প্রতিষ্ঠান কালের প্রভাবে
২০৩	২৫		শিষ্যভক্তগণ সহ করি আগমন
২১২	২৭	গুররক্তপাতে	গুরু-রক্তপাতে
২১৭	১৯	করে,,	করে,
২২১	৫	যথাকালে সাঙ্গ.....	পরের লাইনে যাবে
২৬৩	২	অন্দোলন	আন্দোলন
২৮৭	৭	পাহড়িয়া	পাহাড়িয়া
৩০৬	২		গঙ্গা দরশনে বিঘ্ন হয় তার ফলে
৩১২	৬	সারথীর	ড্রাইভার
৩১৯	২		নাই ইচ্ছা যেতে কোথা গঙ্গামায়ে ছাড়ি
৩২১	৫		পাঠালেন উপহার ব্রহ্মচারী তরে।
৩২৬	৩১		বিস্ময়বিমূঢ় যত চিকিৎসকগণ।
৩২৮	১১	একদা প্রভু	একদা সে প্রভু
৩৫৪	২৩	করি	করে
৩৮৭	৫	বিশ্রাম	বিশ্রামের
৪০১	২৫	করে	তরে
৪১০	২১	সুবহৎ	সুবৃহৎ
৪১৮	১০	দমোহস্তেয়ং	দমোঽস্তেয়ং
৪১৯	১৯	পাঁাচ	পাঁচ
৪৩৪	১০	ব্যধি	ব্যাধি
৪৩৫	৩১	গোষ্ঠীভক্ত	গোষ্ঠীভুক্ত
৪৪১	২৮	আপ্যায়ন	আপ্যায়ন
৪৫৩	৫	স্োহহং	সোঽহং
৪৬৩	৮	সম্মুকীন	সম্মুখীন
৪৬৪	২৯	আশীর্ব্বদে	আশীর্ব্বাদে
৪৬৭	২৩	সুরু করি	শুরু করে
৪৭০	১৮	মহাশয়	মহাশয়
৪৮১	৬		সঙ্গীগণ পালাক্রমে সঙ্কীর্ত্তন করে।



বিশ্বের কল্যাণ হোক